

সিলসিলাতুল
আহাদীসুস সহীহাহ্
[দ্বিতীয় খণ্ড]

মূল
আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী
(রহিমাতুল্লাহ)

তাজরীদ
আবু উবাইদাহ মাসহূর ইবনু
হাসান আল-সালমান

سلسلة الأحاديث الصحيحة
সিলসিলাতুল আহাদীসুস সহীহাহ্

(৫০১ থেকে ১০০০ হাদীস)

দ্বিতীয় খণ্ড

মূল

আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী রহিমাহুল্লাহ

তাজরীদ

আবু উবাইদাহ মাহহুর ইবনু হাসান আল-সালমান

প্রকাশনায়

আতিফা পাবলিকেশন্স

(একটি ইসলামি সৃজনশীল প্রকাশনা)

সিলসিলাতুল আহাদীসুস সহীহাহ্ (দ্বিতীয় খণ্ড)
(৫০১ থেকে ১০০০ হাদীস পর্যন্ত)

মূল: আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী রহিমাহুল্লাহ
তাজরীদ: আবু উবাইদাহ মাশহুর ইবনু হাসান আল-সালমান

প্রকাশনায়
আতিফা পাবলিকেশন্স
১১, ১১/১, ইসলামি টাওয়ার (৪র্থ তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা
৩৪, নর্থ-ব্রুক হল রোড (দ্বিতীয় তলা), (জুবিলী স্কুল এন্ড
কলেজের বিপরীত পার্শ্বে), বাংলাবাজার, ঢাকা
ফোন: ০১৭ ৪৫৬ ৩৯৫ ৮৮

কলকাতার পরিবেশক
হাতেম বুক ডিপো
বালুপুর, সুজাপুর, মালদহ, ফোন: ৮৯৭২০৬৮৬৮৯

গ্রন্থসত্ত্ব © প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত

মূল্য : ৩০০.০০ (তিন শত টাকা)

মুদ্রণ : নিটোল প্রিন্টার্স, কারকুন বাড়ী লেন, ঢাকা

ISBN No. 978-984-8947-05-0

তাজরীদকারক-এর ভূমিকা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِن الْحَمْدُ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ
شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ،
وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ۔

এটি একটি খুবই উপকারী কিতাব। আমাদের শাইখ যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন ইবনু নূহ আননাজাতি আল-আলবানী রহিমাহুল্লাহ তা‘আলা রহমাতান ওয়াসিআতান-এর “সিলসিলাতুল আহাদীসুস সহীহাহ্”-এর সকল হাদীসের পূর্ণাঙ্গ মতন এ কিতাবে একত্রিত করেছি। “সিলসিলাতুল আহাদীসুস সহীহাহ্”-এর সূচিপত্রে শাইখ রহিমাহুল্লাহ অধ্যায়গুলো যে ধারাক্রমে সাজিয়েছিলেন, আমি অধ্যায়গুলো সেভাবেই রেখেছি। যেন ইলমে হাদীসের অনভিজ্ঞদের জন্য তা পাঠ করা ও চিন্তা-গবেষণা করা সহজ হয় এবং আলোচক, খাতিব ও বক্তাগণের জন্য তা সম্বল হয়ে যায়। কারণ, দীর্ঘ তাখরীজ বিবর্জিত শুধু হাদীসের মতনগুলো উল্লেখ করার দরুন এর পাঠকগণ দ্রুত সময়ে ও সহজে তাদের উদ্দেশ্যে পৌঁছতে সক্ষম হবেন।

হাদীসসমূহ যে সকল অধ্যায়ের অধীনে আনা হয়েছে তা হলো এরূপ:
(১) উত্তম চরিত্র, অনুকম্পা ও (আত্মীয়তার) সম্পর্ক প্রসঙ্গ; (২) সৌজন্যতা ও অনুমতি প্রার্থনা; (৩) আমাল ও সালাত; (৪) কুরবানী, যাবাহ, খাবার-পানীয়, আকীকাহ ও পশুদের প্রতি দয়া প্রদর্শন; (৫) ঈমান, তাওহীদ, ধর্ম ও ভাগ্য; (৬) শপথ, মান্নত ও কাফ্ফারা প্রসঙ্গ; (৭) ক্রয়-বিক্রয়, উপার্জন ও দুনিয়া বৈরাগ্যতা প্রসঙ্গ; (৮) তাওবাহ্, উপদেশ-নসীহত; (৯) জান্নাত ও জাহান্নাম; (১০) হাজ্জ ও উমরাহ্; (১১) দণ্ডবিধি কায়-কারবার ও বিধানাবলী; (১২) খিলাফাত, বাইআত, আনুগত্য ও শাসন ব্যবস্থা; (১৩) যাকাত, দানশীলতা, সাদাকাহ ও দান প্রসঙ্গ; (১৪) বিবাহ, স্ত্রীদের মধ্যে সমতা রক্ষা, সন্তানদের সৌজন্যতা শিক্ষা দান, তাদের মধ্যে সমতা প্রতিষ্ঠা ও তাদের সুন্দর নাম রাখা প্রসঙ্গে; (১৫)

সফর, জিহাদ, গযওয়া ও প্রাণিদের উপর দয়া প্রদর্শন; (১৬) নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবন-চরিত হুলিয়া মুবারাক প্রসঙ্গ; (১৭) সিয়াম ও কিয়াম; (১৮) চিকিৎসা ও সেবা শুশ্রূষা; (১৯) পবিত্রতা ও উযু; (২০) ইল্ম, সুন্নাত ও হাদীসে নাববী; (২১) বিপর্যয় তথা যুদ্ধ-বিগ্রহ; কিয়ামাতের লক্ষণ ও পুনরুত্থান; (২২) কুরআনের ফাযীলাত, দু'আ, জিকির-আজকার ও মন্ত্র; (২৩) পোষাক-পরিচ্ছদ, সাজ-সজ্জা (ক্রীড়া-কৌতুক) ও চিত্র প্রসঙ্গ; (২৪) পৃথিবীর সূচনা, নাবীগণ ও সৃষ্টিকূলের আশ্চর্য রহস্যাবলী; (২৫) অসুস্থতা, জানাযা ও কবর প্রসঙ্গ; (২৬) মাহাত্ম্য ও কদার্যতা প্রসঙ্গ; (২৭) ওয়াজ ও উপদেশ; (২৮) বিবিধ।

হাদীসগুলোর ক্ষেত্রে আমার তাজরীদ নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে হয়েছে—

১. হাদীসের বর্ণনাকারী সাহাবীর নাম উল্লেখ করেছি এবং পাওয়া যাওয়ার শর্তে হাদীস বর্ণনার কারণও উল্লেখ করেছি।
২. আমি শুধু হাদীসের মতনই উল্লেখ করেছি আর “সিলসিলাতুল আহাদীসুস সহীহাহ্”—এর মধ্যে কোথায় হাদীসটি পাওয়া গিয়েছে তা বন্ধনীর মধ্যে উল্লেখ করেছি। সানাদ ও আবিষ্কারের সম্ভাব্য স্থানের বিষয় সম্পর্কে কিছুই উল্লেখ করিনি।
৩. আমি অনেক হাদীস এরূপ পেয়েছি যেগুলো বিভিন্ন স্থানে একাধিকবার ব্যবহৃত হয়েছে। এ প্রকারের হাদীসের ব্যাপারে আমরা দু'টি পদ্ধতি গ্রহণ করেছি। আর তা হচ্ছে—

ক. যদি আমরা একই মাখরাজ তথা উভয় হাদীসের মূলগ্রন্থ একই পাই; শব্দগুলোও একই ধরনের হয় আবার অর্থ একই থাকে; তবে আমরা একবারই মাত্র হাদীসটি উল্লেখ করতে যথেষ্ট মনে করেছি এবং উভয়টির নম্বর বন্ধনীর এ প্রকারের হাদীস কমসংখ্যক এসেছে। আমরা দু'বারের অধিক এমন পাইনি। দেখুন— ১২৪ ও ১৯১৩ নং হাদীস দ্বয়ে মধ্যে উল্লেখ করেছি। যেমন— আপনারা নিম্নের নাম্বারসমূহে লক্ষ্য করবেন: ২৫, ২৯৫, ৪২৯, ৫৩৭, ৫৮৫, ৭২৪, ৭৪৭, ৭৭২, ৮৮১, ৮৩৪, ১৪২৩, ১৪২৯, ২১২৮, ৩০৭৮, ৩২৩২ ও ৩৫৮১।

খ. যদি আমরা মাখরাজ বিভিন্ন পাই এবং শব্দের মধ্যে বিভিন্নতা দেখি যদিও তা খুবই সহজে অল্প শব্দের মধ্যে পার্থক্য হওয়া দ্বারা হোক না কেন, আমরা উভয় স্থানে তা বহাল রেখেছি। যেমন: আপনি নিম্নের নম্বরসমূহে লক্ষ্য করবেন: ১৫, ২৩৭, ২৩৮, ২৬৭, ৬৬৬, ৬৭১, ৬৬৯, ৬৭৭, ৬৯৪, ৭০০, ৭৯৭, ৮১০, ১০০১, ১১৩৮, ১৫৮৫, ১৫৮৬।

কিছু কিছু স্থানে শাইখ এ তাকরার তথা দ্বিরুক্তি সম্পর্কে অবহিত করেছেন। তিনি ঐ নম্বরে এরূপ বলেছে— (৬৭৭ এ কিতাবের নম্বরে)।

এ বিষয়টি আমরা হাদীসের তাখরীজের পর জেনিছি যে, তা তাখরীজকৃত ও “পঞ্চম খণ্ডে” এই “সিলসিলা” ২০৮৪ নং হতে লেখা হয়েছে।

আমি বলব, আমরা প্রথম পদ্ধতির অধীনে পূর্বে নম্বরসহ যা উল্লেখ করেছি তা এ প্রকার অবহিত করণ হতে উত্তম ও উপযুক্ত পস্থা। আল্লাহই পথপ্রদর্শক ও ক্ষমতাদাতা।

৪. অধিকাংশ অধ্যায়ে শাইখ হাদীস চয়নে যে দ্বিরুক্তি করেছেন তা আমরা যথাযথভাবে বহাল রেখেছি। শাইখ রাহিমাহুল্লাহর অভ্যাসের বিপরীত সপ্তম খণ্ডে অধিকহারে এ রকম হয়েছে যে, তা উল্লিখিত সূচির পাঠে সামঞ্জস্য গঠনে অক্ষম হয়ে যায়। এক্ষেত্রে আমি প্রকাশ্য বিষয়বস্তুর উপরই হাদীসটি উক্ত অধ্যায়ে রেখে দিয়েছি। যেমন এ কিতাবের ২৬৮৩ নং হাদীস সূচিতে তা (المرض والجنائز) ও (الفتن) অধ্যায়ে আছে এক্ষেত্রে আমি শুধু (الفتن) অধ্যায়েই এনেছি। কারণ (المرض) এর সাথে এ হাদীসের সম্পর্ক খুবই দুর্বল। তবে البواعظ والرقائق এর অধ্যায়ে পুনরুল্লেখ করা হত তবে ভাল হত। এ ব্যাপারে ও এর পূর্বের বিষয়ের সম্পর্কে অবহিত হতে হবে যে, এ কিতাবে যে নম্বরসমূহ এসেছে তা “সিলসিলাতুল আহাদীসুস সহীহাহ্”—এর অপর নম্বরের সাথে সামঞ্জস্য থাকার শর্তারোপ করা হয়নি। বিষয়টির গুরুত্ব এ কারণে হয়েছে যে,

৫. আমি যখন শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহর মতামতের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছি এবং তা এককভাবে হাদীস উল্লেখ করার ক্ষেত্রে স্বস্থানে সেগুলো পৃথকভাবে উল্লেখ করেছি। তাঁর কিতাবে স্পষ্টভাবে তিনি যা কিছু বুঝিয়েছেন এবং আমরা তাঁর নিকট থেকে শুনেছি এসব গুলোকেই এ বক্তব্যটি অন্তর্ভুক্ত করে। তিনি যেসকল বিষয়ে স্পষ্ট করে দিয়েছেন সেগুলো “সিলসিলা আযযঈফা”র মধ্যে থাকায় কিংবা তাঁর ইলমী মাজলিসের প্রসিদ্ধির দরুন ছাপা হয়নি।

এ নম্বরের টীকাগুলোর প্রতি লক্ষ্য করুন: ৩৫, ১২৩৮, ১২৪১, ১৩০৩, ১৮৬৯, ২৩৬১, ২৪০৫, ২৪২১, ২৯৬৬, ৩১৩৭, ৩৪৭৮।

এ কিতাবে আমি এক হাদীস পেয়েছি তা হুবহু ‘যঈফুত তারগীবে’ রয়েছে। এর হুকুম সম্বন্ধে শাইখের রায়-দ্বয়ের শেষ রায়টি জানি না। ফলে অবহিত কারণপূর্বক তা আপন অবস্থায় বহাল রেখেছি। দেখুন- ২০২/ক নম্বরে।

৬. “সিলসিলাতুল আহাদীসুস সহীহাহ্” যা সাত খণ্ডে সমাপ্ত হয়ে মুদ্রিত হয়েছে তার সকল হাদীসের মতনকে এ কিতাবে অন্তর্ভুক্ত করেছি। ঐসকল হাদীসের মধ্যে যা মাওকুফ সূত্র আছে তা মারফু-এর হুকুম রাখে (লক্ষ্য করুন- ৪৭১, ২৬৬৫, ৩১৯৫ নম্বরে)। আর যেটির ব্যাপারে স্পষ্টভাবে মারফু-এর হুকুম বর্ণনা করা হয়নি (দেখুন- ১৬০৪ নম্বর)।

৭. হাদীসসমূহের শব্দাবলী নিয়ে চিন্তা ও গবেষণা করেছি। অনেক সময় শাইখ যে সকল উৎসগ্রন্থ হতে বর্ণনা করেছেন সে উৎসসমূহের প্রতি আমি দৃষ্টি রেখেছি। একপর্যায়ে বিষয়টি সঠিক রয়েছে আবার বিচ্যুতিও প্রকাশ পেয়েছে। আমি যা সংযোজন করেছি কিংবা অবহিত করেছি সে ব্যাপারে আমি স্পষ্ট হাদীস উল্লেখ করেছি। যেমন আপনি- ৫০৮, ২৩৩৮, ৩১১৭, ৩১৩৫, ৩২৯৮, ৩৫৯৭, ৩৬৫৯ ইত্যাদিতে দেখতে পাবেন।

৮. “সিলসিলাতুল আহাদীসুস সহীহাহ্”-তে আমি কিছু হাদীস পেয়েছি যার সামঞ্জস্যে অধ্যায় গঠন করা হয়নি (হাদীসগুলোকে

নির্দিষ্ট কোন সূচিতে একত্রিকরণ করা হয়নি)। অধ্যয়নের পর আমার নিকট স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তাঁর কতিপয় আয-যঈফাতেও এসেছে। আমি আয-যঈফার অধ্যায়ের অধীনেই রেখেছি এবং এ ব্যাপারে অবহিত করেছি। কতিপয় দ্বিকৃতি হয়েছে যার তাখরীজ পূর্বে উল্লেখ রয়েছে। তা আমি প্রথম স্থানেই রেখেছি (দেখুন- ২১৫, ২১৬)।

৯. “সিলসিলাতুল আহাদীসুস সহীহাহ্”-এর প্রথম সংস্করণ হতে শাইখ রহিমাহুল্লাহ্ যেসকল হাদীস বিলোপ করেছেন আমিও তা বিলোপ করেছি। তবে শাইখের এগুলো থেকে প্রত্যাবর্তন করার বিষয়টি অবহিত করিনি।

পরিশেষে মাকতাবাহ আল মাআরিফ-এর স্বত্বাধিকারী শাইখ সা‘দ আর রশিদ আল্লাহ তাঁকে হিফাজাত করুন এ ব্যাপারে অধিক উপযুক্ত। তাঁর আস্থানে এ কাজে আত্মনিয়োগ করি। এ কিতাবের ব্যাপারে এতটুকুই আমার চেষ্টা। যদি আমি এতে সঠিকতায় পৌঁছে থাকি তবে তা আমার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও কৃপা। যদি এর বিপরীত হয় তবে তা আমার নিজের পক্ষ হতে ও শাইত্বানের পক্ষ হতে। আল্লাহ তা‘আলার নিকট আমি তা থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

واخردعواناً أن الحمد لله رب العلمين

বিনয়বানত

আবু উবাইদাহ মাশহুর ইবনু হাসান আল সালমান

৮ই সফর, ১৪২৪ হিজরী

অনুবাদ সম্পর্কিত বক্তব্য

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله
محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم
الدين، أما بعد:

যখন ইসলামের দাওয়াত আরম্ভ হয়, তখন এ দাওয়াতের প্রতি বিশ্বাসীদের সামনে শুধু একটি পথই খোলা ছিল যে, এ পথের আত্মায়ক মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যে দিকনির্দেশনা আসে তা গ্রহণ করা। আর যা করতে তিনি নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাকা। এ দাওয়াত যখন সম্মুখপানে অগ্রসর হতে থাকল তখন এ মূলনীতিটি বারংবার নানাভাবে লোকদের শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ

অর্থাৎ, “হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর অনুসরণ করো আর তাঁর রাসূলের অনুসরণ করো। তোমরা তোমাদের আমলসমূহ বিনষ্ট করো না।”

(সূরা: মুহাম্মাদ- ৩৩)

যতদিন পর্যন্ত উম্মত এ মূলনীতির উপর অটল ছিল; ততদিন কল্যাণ ও মুক্তি তাদের পদলেহন করেছে। কিন্তু যখন মানুষের মধ্যে সচ্ছলতা বৃদ্ধি পেয়েছে, তখন দার্শনিকদের নানা দল তৈরি হয়েছে— যারা আক্বীদা, বিধি-বিধান, মূলনীতি ও শাখা নীতিকে তাদের নিজস্ব দর্শনের নিক্তিতে মেপে, উম্মতের মাঝে নিজেদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে আরম্ভ করেছে। ফলত এর ফলাফল হলো, উম্মতগণের পশ্চাদমুখীতা।

ইমাম মালিক রহিমাহুল্লাহ-এর অতি উপযুক্ত সমাধান দিয়েছেন এ বলে:

لَنْ يَصْلَحَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا بِصَالِحِ أَوْلِيَّهَا

অর্থাৎ, “পূর্ববর্তী উম্মতগণ যে মতালম্বনে বিশুদ্ধ হয়েছিল, তা ব্যতিরেকে পরবর্তীগণ কখনো পরিশুদ্ধ হতে সক্ষম নয়।”

অর্থাৎ, নিরংকুশ কিতাব ও সুন্নাতের অনুসরণ। দুঃখজনক হল এই যে, উম্মতকে দর্শনের উক্ত বিষবাস্প আজও গ্রাস করে রেখেছে। আর তারা এর অনুসরণে পিছপা হচ্ছে। এরও সমাধান ঐ কথাই যা ইমাম মালেক রহমাতুল্লাহি ‘আলাইহি বলে গেছেন।

উম্মতের সংশোধনের মূল হাতিয়ারই হচ্ছে একচেটিয়া কিতাব ও সুন্নাহের শিক্ষার বিস্তার ঘটানো। তবে খুশির বিষয় হল এই যে, বিংশ শতাব্দীতে যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ও মুহাক্কিক আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী রহিমাহুল্লাহ তা করার তাওফীক লাভ করেন।

সম্মানিত পাঠককে নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে চাই, শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ-এর কিতাবসমূহ থেকে মোটামুটি পূর্ণ আত্মতৃপ্তি নিয়ে উপকৃত হওয়া সম্ভব এবং এর উপর পরিপূর্ণভাবে নির্ভরশীল হওয়া যেতে পারে। আল্লাহর অনুগ্রহে তাঁর লেখনীসমূহ হতে বিশাল জনগোষ্ঠি হিদায়াতের সন্ধান পেয়েছে। আর আমরা সেসকল হিদায়াতপ্রাপ্ত ভাইদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, এ পুস্তক

- অনুবাদ করতে গিয়ে আমরা কোন হাদীস বাদ দেই নি।
- সহজ সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় অনুবাদ করেছি।
- সাধারণদের কথা চিন্তা করে পুরো হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে।
- তাজরীদকারক হচ্ছেন, শাইখের যোগ্যতম উত্তরসূরী। সুতরাং পুস্তকটি শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ-এর সর্বশেষ রায়ের অনুলিপি।
- মূলতঃ বিক্ষিপ্ত হাদীসগুলো তাজরীদকারক একত্রিত করেছেন বিধায় মূল সহীহার সাথে এর ক্রমিক নম্বর না মিললেও হাদীসের শেষে “আস্-সহীহাহ” লিখে নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে যাতে করে সম্মানিত পাঠকগণ সহজেই বুঝতে পারেন যে, মূল সহীহার হাদীস নম্বর কত।
- হাদীসের তাখরীজের ক্ষেত্রে শাইখ আলবানী (র) নিজেই কোন কোন হাদীসকে সরাসরি যঈফ বলে উল্লেখ করেছেন। তবে শাওয়াহেদ বা মুতাবায়াতের ভিত্তিতে সেই হাদীসগুলোকে তিনি হাসান বা সহীহ সাব্যস্ত করেছেন। -আর আমরাও অনুবাদের ক্ষেত্রে সরাসরি তাঁরই অনুসরণ করেছি।
- রেফারেন্স (হাওয়ালা) উল্লেখ করার ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময় এদেশীয় কিতাবের পৃষ্ঠা নম্বর উল্লেখ করেছি।
- খুব শীঘ্রই পুরো সেট পাঠকের হাতে তুলে দেয়া হবে- ইনশাআল্লাহ।

পরিশেষে বলতে চাই, বিগত দুই বৎসর পূর্বে পূর্ণ অনুবাদ সম্পন্ন হয়ে থাকলেও আর্থিক অসচ্ছলতা ও বিবিধ দুর্বলতার কারণে পুস্তক প্রকাশে বিলম্বিত হয়েছে। তবে বরকতময় কিতাবটি শত অযোগ্যতা ও প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও পাঠকের হাতে তুলে দিতে সক্ষম হলাম। -ইনশাআল্লাহ পরবর্তী খণ্ডগুলো ধারাবাহিক প্রকাশ পেতে থাকবে। তবে পাঠক সমাজে নিবেদন, যেকোন প্রকার ভুল ও অযোগ্যতাগুলো আমাদের জানিয়ে দিলে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধিত আকারে মুদ্রিত হবে।

বিনীত

আতিফা পাবলিকেশন্স-এর অনুবাদক
পরিষদ কর্তৃক অনুদীত

আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী রহিমাহুল্লাহ-এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

মহান আল্লাহ রব্বুল ‘আলামীন তাঁর প্রিয় হাবীব সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুখ নিসৃত বাণীকে কলুষমুক্ত করে যাঁচাই-বাছাই ও বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে পৃথিবীর মুসলিমদের সম্মুখে বিশুদ্ধ সুন্নাহ উপস্থাপন করার তাওফীক যে কয়জন বান্দাকে দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে হাফিয যাহাবী রহিমাহুল্লাহ ও হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী রহিমাহুল্লাহ-এর পর আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী রহিমাহুল্লাহ-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর পুরো নাম, আবু আব্দুর রহমান মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী।

যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদিস শাইখ নাসিরুদ্দীন আলবানী রহিমাহুল্লাহ ১৯১৪ ঈসায়ী সনে পূর্ব ইউরোপের একটি মুসলিম অধ্যুষিত দেশ আলবেনিয়ার রাজধানী কুদরাহতে জন্মগ্রহণ করেন। আলবেনিয়ায় জন্মগ্রহণ করার কারণেই তিনি ‘আলবানী’ নামে অভিহিত হন।

তাঁর পিতার নাম, নূহ নাজী আলবানী। তিনি তৎকালীন সময়ে একজন প্রসিদ্ধ হানাফী ‘আলিম ছিলেন। তিনি ঈমান রক্ষার্থে পরবর্তীতে সিরিয়ায় হিজরাত করেন।

শাইখ আলবানী দামিশ্কে একটি মাদ্রাসা হতে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর তাঁর পিতার বন্ধু শাইখ সায়ীদ আল-বুরহানীর নিকট ফিক্‌হের বিভিন্ন গ্রন্থ এবং আরবী সাহিত্য ও বালাগাত প্রভৃতি গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। একবার তিনি মিশরের আল্লামা রশীদ রিয়া সম্পাদিত ‘আল-মানার’ এর একটি সংখ্যায় ইমাম গায্বালী রহিমাহুল্লাহ-এর প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধই তাঁকে হাদীস চর্চা ও রিজাল শাস্ত্রের গবেষণায় পিপাসার্ত করে তুলে। পরবর্তীতে তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন যে, সাধারণ মুসলিমের সামনে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিশুদ্ধ সুন্নাহ উপস্থাপন করবেন। আল্লাহ তাঁর এই ইচ্ছাকে বাস্তবরূপ দান করার তাওফীক দান করেছেন এবং তাঁর জন্য জ্ঞানের ভাণ্ডারকে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন।

আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী রহিমাল্লাহু নিজেই বলেন: “আল্লাহ আমাকে অসংখ্য সম্পদ দান করেছেন। তার মধ্যে একটি হলো, আমার পিতা আমাকে ঘড়ি মেরামত করার কাজ শিখিয়েছেন।”

যৌবনের প্রথম দিকে তিনি ঘড়ি মেরামত করে জীবিকা অর্জন করেন। কিন্তু পাশাপাশি অধিকাংশ সময় তিনি হাদীস অধ্যয়ন ও গবেষণা এবং বই পুস্তক প্রণয়নের কাজে অতিবাহিত করতেন। তিনি মাদীনাহ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন বছর অধ্যাপনায় নিয়োজিত ছিলেন। কর্মজীবনের অধিকাংশ সময়েই তিনি গবেষণা, লেখালেখি ও বক্তৃতা দানে ব্যস্ত থাকেন। এর ফলে হাজার বছর ধরে হাদীস শাস্ত্রের যে খিদমাত হয়নি, বিংশ শতাব্দীতে তিনি তা করার তাওফীক লাভ করেন।

শাইখ আলবানী রহিমাল্লাহু-এর প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় ৩০০। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো— (ক) সিলসিলাতুল আহা-দীসিস সহীহাহ; (খ) সিলসিলাতুল আহা-দীসিয় যঈফাহ ওয়াল মাউযু‘আহ; (গ) ইরওয়া-উল গালীল ফী তাখরীজি আহাদীসি মানা-রিস সাবীল; (ঘ) মুখতাসার সহীহ মুসলিম লিল মুনযিরী; (ঙ) মুখতাসার সহীহুল বুখারী; (চ) সহীহ সুনানে আবী দাউদ; (ছ) যঈফ সুনানে আবী দাউদ; (জ) সহীহ তিরমিযী; (ঝ) যঈফ তিরমিযী; (ঞ) সহীহ সুনানে নাসাঈ; (ট) যঈফ সুনানে নাসাঈ; (ঠ) সহীহ সুনানে ইবনু মাজাহ; (ড) যঈফ সুনানে ইবনু মাজাহ; (ঢ) সহীহ জামিউস সগীর; (ণ) যঈফ জামিউস সগীর; (ত) সহীহ আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব; (থ) সহীহ আদাবুল মুফরাদ; (দ) যঈফ আদাবুল মুফরাদ; (ধ) তাহকীকু মিশকাতুল মাসাবীহ (ন) আদাবুয যিফাফ; (প) আহকামুল জানায়িয ওয়া বিদয়িহা; (ফ) সিফাতু সালাতিন্ নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম; (ব) সালাতুত তারাবীহ; (ভ) কিস্সাতুল মাসীহিদ দাজ্জাল; (ম) হিজাবুল মারয়াতিল মুসলিমাহ; (য) হাজ্জাতুন্ নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম; (র) আল ইসরা ওয়াল মি‘রাজ; (ল) রাওয়ুন নাযীর; (শ) তা‘লীকুর রাগীব; (ষ) রিসালাহ বিদ‘আত ইত্যাদি।

আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী সম্পর্কে বলতে গিয়ে শাইখ আব্দুল আযীয বিন বায তাঁকে “যুগ শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস” নামে অভিহিত করেছেন।

ইসলামী যুবকদের বিশ্ব সংগঠন আনুদওয়াতুল ‘আ-লামিয়াহ লিশ্শাবা-বিল ইসলামী’র জেনারেল সেক্রেটারী ড. মানি ইবনু হাম্মাদ আল্জুহানী বলেন, “আল্লামা আলবানী সম্পর্কে বলা যায় যে, বর্তমান যুগে আকাশের নিচে তাঁর চেয়ে বড় হাদীসবিশারদ আর কেউ নেই।”

ড. সুহায়িব হাসান বলেন, “আলবানী বিংশ শতকের হাদীস শাস্ত্রের মু‘জিয়াহ (অলৌকিক ঘটনা)।”

১৯৯৯ ঈসায়ী সনের ২ অক্টোবর আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী রহিমাহুল্লাহ জর্ডানের রাজধানী আম্মানে ৮৬ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রজিউন)।

হাদীসশাস্ত্রে তাঁর এই অবদানের কারণে বিশ্ববাসী তাঁকে চিরস্মরণে রাখবেন। আল্লাহ তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউস নসিব করুন- আমীন।

কিছু নির্দেশিকা

বর্ণনাকারীদের গুণ বিচারে গ্রহণযোগ্য হাদীস প্রধানত দু'প্রকার। (ক) সহীহ; (খ) হাসান। এর প্রত্যেকটির আবার দু'টি প্রকার রয়েছে। অতএব, গ্রহণযোগ্য ও দলিলযোগ্য হাদীস চার প্রকার। যথা:

- ক. সহীহ লিয়াতিহী: যে হাদীসের সানাদ অবিচ্ছিন্ন হয়, বর্ণনাকারীরা ন্যায়পরায়ণ ও পূর্ণ আয়ত্বশক্তির অধিকারী হন এবং সানাদটি শা'য ও মু'আল্লাল না হয় সে হাদীসকে সহীহ বা সহীহ লিয়াতিহী। গ্রহণযোগ্য হাদীসগুলোর মধ্যে সহীহ লিয়াতিহী'র মর্যাদা সবচেয়ে বেশি।
- খ. হাসান লিয়াতিহী: যে হাদীসের বর্ণনাকারীর স্মরণশক্তিতে কিছুটা ঘাটতি রয়েছে কিন্তু সহীহ হাদীসের অবশিষ্ট চরটি শর্ত বহাল আছে তাকে হাসান লিয়াতিহী হাদীস বলা হয়।
- গ. সহীহ লিগাইরিহী (অন্যের কারণে সহীহ): যদি হাসান হাদীসের সানাদ সংখ্যা অধিক হয় তখন এর দ্বারা হাসান রাবীর মাঝে যে ঘাটতি ছিল তা পূরণ হয়ে যায়। এরূপ অধিক সানাদে বর্ণিত হাসান হাদীসকে সহীহ লিগাইরিহী বলা হয়।
- ঘ. হাসান লিগাইরিহী (অন্যের কারণে হাসান): অজ্ঞাত ব্যক্তির হাদীস একাধিক সানাদে বর্ণিত হলে তাকে হাসান লিগাইরিহী বলা হয়। এটি মূলতঃ দুর্বল হাদীস। কিন্তু যখন তা একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয় এবং এর বর্ণনাকারী ফাসিক ও মিথ্যার দোষে দোষী না হয় তখন এটি অন্যান্য সূত্রগুলোর কারণে হাসান-এর পর্যায়ভুক্ত হয়ে যায়। কিন্তু এর মান হাসান লিয়াতিহী'র চেয়ে নিম্ন পর্যায়ে।

যঈফ বা অগ্রহণযোগ্য হাদীসের প্রকারসমূহ

যে হাদীসে হাসান লি গাইরিহী হাদীসের শর্ত পাওয়া যায় না তাকে যঈফ বা দুর্বল হাদীস বলে। ইমাম নববী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, যে হাদীসের (বর্ণনাকারীর মধ্যে) সহীহ্ ও হাসান হাদীসের শর্ত পাওয়া যায় না তাকে যঈফ হাদীস বলে। এরূপ হাদীস অগ্রহণযোগ্য।

হাদীস প্রধানত দুটি কারণে প্রত্যাখ্যাত হয়। (ক) সানাদ থেকে কোন বর্ণনাকারী বাদ পড়ে যাওয়া। (খ) বর্ণনাকারী সম্পর্কে কোন অভিযোগ থাকা। এই অভিযোগ বর্ণনাকারীর দীনদারী সম্পর্কিত হতে পারে আবার আয়ত্বশক্তি সম্পর্কিতও হতে পারে। নিম্নে যে সকল হাদীস অগ্রহণযোগ্য ও ক্রটিযুক্ত হাদীস শাস্ত্রে সেগুলোর পরিভাষাগত পরিচয় তুলে ধরা হলো:

- ক. মু'আল্লাক: যে হাদীসে সানাদের শুরু থেকে এক বা একাধিক বর্ণনাকারী বাদ পড়েছে তাকে মু'আল্লাক বলা হয়।
- খ. মুনকাতি: হাদীসের সানাদের যে কোন স্থান থেকে বর্ণনাকারী বাদ পড়াকে মুনকাতি বলা হয়।
- গ. মুরসাল: যে হাদীসের সানাদের শেষ ভাগে বর্ণনাকারী বাদ পড়েছে অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাবিঈর মাঝে ঘাটতি পড়ে গেছে তাকে মুরসাল বলা হয়।

মুরসাল হাদীসকে প্রত্যাখ্যাত শ্রেণীর মধ্যে উল্লেখ করার কারণ হলো উহা বর্ণনাকারীর অবস্থা সম্পর্কে না জানা। কেননা, উক্ত উহা ব্যক্তি সাহাবীও হতে পারেন, তাবিঈও হতে পারেন। দ্বিতীয় অবস্থায় তিনি দুর্বলও হতে পারে, আবার নির্ভরযোগ্যও হতে পারে— ইত্যাদি।

তবে যদি উক্ত তাবিঈ সম্পর্কে জানা যায় যে, তিনি কেবল নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি ছাড়া কারো নিকট থেকে মুরসাল বর্ণনা করেন না, তাহলে মুহাদ্দিসীনে কিরাম হাদীসটিকে মূলতবী রাখার পক্ষপাতী। কেননা, তাতে সন্দেহ বহাল থেকে যায়।

ইমাম আবু হানীফা রহিমাতুল্লাহ ও ইমাম মালিক রহিমাতুল্লাহ মুরসাল হাদীস সন্দেহাতীতভাবে গ্রহণের মত দিয়েছেন। পক্ষান্তরে ইমাম শাফিঈ ও ইমাম আহমাদ রহিমাতুল্লাহ তা

গ্রহণযোগ্য বলেছেন। ইমাম শাফিঈ রহিমাল্লাহ বলেছেন, যদি তা অন্য একটি সানাদে বর্ণিত হবার কারণে শক্তি সঞ্চয় করে, চাই সে সানাদ মুত্তাসিল হোক বা মুরসাল। তবে সেটি গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা, এর দ্বারা উহ্য ব্যক্তি মৌলিকভাবে নির্ভরযোগ্য হবার সম্ভাবনা জোরদার হবে। হানাফীদের মধ্যে আবু বাকর রাযী ও মালিকীদের মধ্যে আবুল ওলীদ বাযী বর্ণনা করেছেন— কোন বর্ণনাকারী যদি নির্ভরযোগ্য এবং অনির্ভরযোগ্য সব ধরনের ব্যক্তি থেকে মুরসাল বর্ণনা করেন, তাহলে তার মুরসাল বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হবে না— এ ব্যাপারে সকলেই একমত।

- ঘ. মু'দাল: হাদীসের সানাদ থেকে ধারাবাহিকভাবে দু' বা ততোধিক বর্ণনাকারী বাদ পড়ে গেলে তাকে মু'দাল বলে।
- ঙ. মুদাল্লাস: সানাদের ক্রটিকে গোপন করে তার প্রকাশ্যকে সুন্দর করে তুলে ধরা। অর্থাৎ, বর্ণনাকারী সানাদে স্বীয় শাইখের নাম গোপন রেখে তার উপরস্থ শাইখের নামে এমনভাবে হাদীস বর্ণনা করা যেন তিনি নিজেই তার কাছ থেকে হাদীসটি শুনেছেন। অথচ তিনি তার কাছ থেকে শুনেনি। এরূপ হাদীসকে মুদাল্লাস বলা হয়। সানাদে তাদলীস বিভিন্নভাবে হয়ে থাকে। মুদাল্লাস হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। আর মুদাল্লিস ব্যক্তি যদি যঈফ হয় তাহলে তার সবই বাতিল।
- চ. শা'য: একজন গ্রহণযোগ্য ব্যক্তির বর্ণনা যদি তার চেয়ে অধিকতর গ্রহণযোগ্য ব্যক্তির বর্ণনা সাথে গড়মিল হয় (বিপরীত হয়) তাহলে তাকে শা'য বলা হয়। শা'য হাদীস সহীহ নয়। এটি হাদীস শাস্ত্রের জন্য দোষণীয়।
- ছ. মা'রুফ: যদি দু'জন দুর্বল বর্ণনাকারীর বর্ণনায় গড়মিল দেখা যায় তাহলে যার বর্ণনাটিকে প্রাধান্য দেয়া হয় তাকে মা'রুফ বলে। অন্য কথায় পরস্পর বিরোধী দু'টি যঈফ হাদীসের মধ্যে যেটি অপেক্ষাকৃত কম যঈফ তাকে মা'রুফ বলা হয়।
- জ. মুনকার: মা'রুফ হাদীসের বিপরীতে অধিকতর দুর্বল হাদীসকে মুনকার বলা হয়। মুনকার হাদীস ক্রটিযুক্ত।

- ঝ. মাতরুক: যে হাদীসের বর্ণনাকারী মিথ্যাবাদীতায় সন্দেহভাজন অর্থাৎ দৈনন্দিন ব্যাপারে মিথ্যা কথা বলার কারণে যার হাদীস প্রত্যাখ্যান করা হয় তাকে মাতরুক বলে। তবে খাঁটি মনে তাওবাহ্ করে যদি সে সত্য পথ অবলম্বন করে বলে প্রমাণিত হয় তাহলে পরবর্তীতে তার হাদীস গ্রহণ করা যেতে পারে।
- ঞ. মাওয়ু বা বানোয়াট: যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে রাসূলের নামে বানোয়াট হাদীস তৈরী করে। তবে তার হাদীসকে মাওয়ু বা বানোয়াট বলা হয়। বানোয়াট হাদীস সর্বোত্তমভাবে পরিত্যাজ্য এবং তা বর্ণনা করা হারাম। হাদীস জালকারী খাঁটি মনে তাওবাহ্ করলেও তা গ্রহণ করা হবে না।
- ট. মুবহাম: যে হাদীসের বর্ণনাকারী পরিচয় ভাল করে জানা যায়নি যার দ্বারা তার দোষগুণ যাচাই করা যায় তাকে মুবহাম বলা হয়। সাহাবী ব্যতীত কারোর মুবহাম হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।
- ঠ. মুদরাজ: যে হাদীসের বর্ণনাকারী নিজের অথবা অন্য কারোর কথা সংযোজন করে দেয় তাকে মুদরাজ বলা হয়। মুদরাজ সানাদের ক্ষেত্রেও হতে পারে আবার মাতানের মধ্যেও হতে পারে। হাদীসে এরূপ সংযোজন করা হারাম।

কতিপয় পরিভাষা

- ক. মুতাওয়াতির: মুতাওয়াতির বলা হয় সেই হাদীসকে যেটিকে এতো অধিক সংখ্যক বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন যে, তাদের পক্ষে সাধারণত মিথ্যার উপর একত্রিত হওয়া সম্ভব নয়।
- খ. খবরু ওয়াহিদ: আভিধানিক অর্থে সেই হাদীসকে বলা হয় যেটিকে একজন ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন। আর পারিভাষিক অর্থে সেই হাদীসকে খবরু ওয়াহিদ বলা হয় যার মধ্যে মুতাওয়াতির হাদীসের শর্তাবলী একত্রিত হয়নি। খবরু ওয়াহিদ আবার তিন প্রকার। যথা:
১. মাশহুর: আভিধানিক অর্থে যে হাদীস মানুষের মুখে মুখে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে যদিও সেটি মিথ্যা হয় সেটিকেই মাশহুর বলা হয়। আর পারিভাষিক অর্থে সেই হাদীসকে মাশহুর বলা হয় যেটি তিন বা ততোধিক বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন। তবে তার (মাশহুর) স্তরটি মুতাওয়াতিরের স্তর পর্যন্ত পৌঁছেনি।
 ২. 'আযীয: সেই হাদীসকে বলা হয়; যার সানাদের প্রতিটি স্তরে দু'জন করে বর্ণনাকারী রয়েছে।
 ৩. গরীব: যে হাদীসের সানাদের কোন এক স্তরে মাত্র একজন বর্ণনা করেছেন সে হাদীসটিকেই বলা হয় গরীব হাদীস।
- গ. মারফু': রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা, কাজ বা সমর্থনকে বলা হয় 'মারফু' হাদীস
- ঘ. মাওকুফ: সাহাবীর কথা বা কর্ম বা সমর্থনকে বলা হয় 'মাওকুফ'।
- ঙ. মাক্কুতু: তাবিঈ বা তার পরের কোন ব্যক্তির কথা বা কাজকে বলা হয় 'মাক্কুতু'।
- চ. মুত্তাসিল: যে মারফু বা মাওকুফ-এর সানাদটিতে কোন প্রকার বিচ্ছিন্নতা নেই তাকে 'মুত্তাসিল' বলা হয়।
- ছ. মাহফুয: যে হাদীসটি বেশি নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি তার চেয়ে কম নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির বিরোধিতা করে বর্ণনা করেছেন তাকে 'মাহফুয' হাদীস। এ হাদীস গ্রহণযোগ্য।

- জ. মাজহুল: যে বর্ণনাকারীর সত্তা বা গুণাবলী সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না তাকে ‘মাজহুল’ বলা হয়। এরূপ বর্ণনাকারীর হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।
- ঝ. জাহালাত: যে সানাদের কোন বর্ণনাকারীর সত্তা বা অবস্থা সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না সে সানাদটিকে জাহালাত (অজ্ঞতা) সম্বলিত সানাদ বলা হয়।
- ঞ. তাবৈ: তাবৈ’ বলা হয় সেই হাদীসকে যে হাদীসের বর্ণনাকারীগণ বাক্য এবং অর্থের দিক দিয়ে অথবা কেবল অর্থের দিক দিয়ে এককভাবে হাদীস বর্ণনাকারীদের সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। তবে হাদীসের মূল বর্ণনাকারী সাহাবী একই ব্যক্তি হবেন।
- ট. শাহেদ: শাহেদ বলা হয় সেই হাদীসকে যে হাদীসের বর্ণনাকারীগণ বাক্য এবং অর্থের দিক দিয়ে অথবা শুধু অর্থের দিক দিয়ে এককভাবে হাদীস বর্ণনাকারীদের সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। এতে হাদীসের মূল বর্ণনাকারী (সাহাবী) ভিন্ন হবেন একই ব্যক্তি হবেন না।
- ঠ. মুতাবা’আত: হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে বর্ণনাকারী অন্য বর্ণনাকারীর সাথে মিল রেখে বর্ণনা করলে তাকে বলা হয় ‘মুতাবা’য়াত’। মুতাবা’য়াত আবার দুই প্রকার।
১. মুতাবা’আত তাম্মাহ: যদি সানাদের প্রথম অংশের বর্ণনাকারীর স্থলে অন্য বর্ণনাকারী মিলে যায়, তাহলে তাকে ‘মুতাবা’আত তাম্মাহ’ বলা হয়।
 ২. মুতাবা’আত কাসিরাহ: যে সানাদের মাঝের কোন বর্ণনাকারীর স্থলে অন্য কোন বর্ণনাকারী মিলে যায় তাহলে তাকে ‘মুতাবা’য়াত কাসিরাহ’ বলা হয়।
- ড. মুসাহ্‌হাফ: আভিধানিক অর্থে তাসহীফ বলা হয় লিখতে এবং পড়তে ভুল করাকে। পারিভাষিক অর্থে মুসাহ্‌হাফ বলা হয়, শব্দ অথবা অর্থের দিক দিয়ে নির্ভরযোগ্যদের বর্ণনার বিরোধিতা করে হাদীসের শব্দে পরিবর্তন ঘটানোকে
- তাসহীফ সানাদ ও মাতান উভয়ের মধ্যেই সংঘটিত হয়। সাধারণত শিক্ষক বা শাইখের নিকট শিক্ষা গ্রহণ না করে গ্রন্থরাজি হতে হাদীস গ্রহণকারী বর্ণনাকারী তাসহীফ-এ পতিত হয়ে থাকেন।

হাফিয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ-এর নিকট মুসাহ্‌হাফ বলা হয় নির্ভরযোগ্যদের বর্ণনার বিরোধিতা করে হাদীসের সানাদে ব্যক্তি নামের বা হাদীসের ভাষার কোন শব্দের অক্ষরের এক বা একাধিক নোকতাকে শব্দের আকৃতি ঠিক রেখে পরিবর্তন করাকে।

- ঢ. মুসনাদ: যে হাদীসের সানাদ (কোন প্রকার বিচ্ছিন্নতা ছাড়াই) নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছেছে তাকে বলা হয় 'মুসনাদ'
- ণ. সহীহ: যে হাদীস সানাদের প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে ন্যায়পরায়ণ (নির্ভরযোগ্য) এবং পূর্ণাঙ্গ আয়ত্বশক্তি ও হেফযের গুণাবলী সম্বলিত বর্ণনাকারীর মাধ্যমে শায এবং ক্রটিহীনভাবে বর্ণিত হয়েছে তাকেই বলা হয় 'সহীহ্ হাদীস'। এটিকে 'সহীহ্ লি যাতিহি'ও বলা হয়।
- ত. হাসান: যে হাদীস সানাদের প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে ন্যায়পরায়ণ (নির্ভরযোগ্য) এবং কিছুটা ক্রটিযুক্ত আয়ত্বশক্তি ও হেফযের গুণাবলী সম্বলিত বর্ণনাকারীর মাধ্যমে শায এবং ক্রটিহীনভাবে বর্ণিত হয়েছে তাকেই বলা হয় 'হাসান হাদীস'। এটিকে 'হাসান লি যাতিহি'ও বলা হয়।

অধ্যায় সূচি

তৃতীয় অধ্যায় (প্রথম খণ্ডের বাকি অংশ)

الأذان والصلاة

আযান ও সলাত (নামায) ৭৯ - ২৬৬

চতুর্থ অধ্যায়

الأضاحى والذبائح والأطعمة والأشربة والعقيقة والرفق بالحيوان

কুরবানী-যবেহ, খাদ্য, পানীয়, আকীকা এবং

জীবের সঙ্গে দয়া করা প্রসঙ্গ ২৬৭ - ৩৫০

পঞ্চম অধ্যায়

الإيمان والتوحيد والدين والقدر

ঈমান, তাওহীদ, দ্বীন এবং কদর প্রসঙ্গ ৩৫১ - ৪২৩

আমাদের প্রদত্ত হাদীস নং	হাদীস	শাইখ নাসিরুদ্দীন আলবানী (র)-এর হাদীস নম্বর
৫০১	إِذَا جِئْتَ فَصَلْ مَعَ النَّاسِ، وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ (مَحْجَن) সলাত আদায় করে থাকলেও যখন (মাসজিদে) আসবে লোকদের সাথে পুনরায় সলাত আদায় করে নিবে।	১৩৩৭
৫০২	إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْأَمْرِيخْشِي فَوْتَهُ فليصل (ابن عمر) তথা দুই ওয়াক্তের সলাত একত্রে পড়ে নেয়।	১৩৭০
৫০৩	إِذَا خَرَجَ الْمُسْلِمُ إِلَى الْمَسْجِدِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ (أَبُو هُرَيْرَةَ) মুসলমান যখন মাসজিদের দিকে রওনা হয় সে তার ঘরে ফিরে আসা পর্যন্ত	১০৬৩
৫০৪	إِذَا خَرَجْتَ إِحْدَاكَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا تَقْرُبَنَّ طَيْبًا (رَبِيبُ الثَّقَفِيَّةِ) নারীদের কেউ যদি মাসজিদে গমন করে তবে সে যেন সুগন্ধি ব্যবহার না করে।	১০৯৪
৫০৫	إِذَا خَرَجْتَ الْهَرَاءَةَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْتَغْتَسِلْ مِنْ (أَبُو هُرَيْرَةَ) মহিলা যখন মাসজিদে গমন করে তখন সে যেন সুগন্ধি থেকে শরীরকে পবিত্র করে নেয়	১০৩১
৫০৬	إِذَا خَلَصَ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ وَأَمِنُوا (أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ) মুমিনদের যখন জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেয়া হবে এবং তারা ঈমান আনবে।	৩০৫৪
৫০৭	إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ وَالنَّاسَ رُكُوعَ، فَلْيَرْكُعْ (ابن الزبير) কেউ যখন মাসজিদে প্রবেশ করে এবং লোকদেরকে রুকু অবস্থায় পায়। তাহলে প্রবেশের সময়ই যেন সে রুকু করে।	২২৯
৫০৮	إِذَا رَاحَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ؛ فَلْيَغْتَسِلْ (عمر) তোমাদের কেউ যখন জুমু'আর উদ্দেশ্যে রওনা করে সে যেন গোসল করে নেয়।	৩৯৭১
৫০৯	إِذَا سَمِعْتَ النِّدَاءَ، فَأَجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (كَعْبُ بْنُ عَجْرَةَ) আযান শুনে মুয়াজ্জিনের ডাকে সাড়া দিবে।	১৩৫৪
৫১০	إِذَا سَمِعْتَ الْبِنَادِي يَثُوبُ بِالصَّلَاةِ فَقُولُوا كَمَا يَقُولُ (مَعَاذُ) সলাতের জন্য ডাকতে শুনে তখন সে (মুয়াজ্জিন) যে রূপ বলবে তোমরাও অনুরূপ বল।	১৩২৮
৫১১	إِذَا سَهَا أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ وَاحِدَةً (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ) তোমাদের কেউ যখন সলাতে ভুল করে যে, এক রাকাত পড়েছে না দুই রাকাত	১৩৫৬

আমাদের প্রদত্ত হাদীস নং	হাদীস	শাইখ নাসিরুদ্দীন আলবানী (র)-এর হাদীস নম্বর
৫১২	إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى سِتْرَةٍ، فَلْيَدْنِ مِنْهَا (جَبِيرُ بْنُ مَطْعَمٍ) তোমাদের কেউ যখন (তার) সামনে 'সুতরা' (মুসল্লীর সামনে স্থাপিত লাঠি) রেখে সলাত আদায় করে তাহলে সে যেন তার নিকটে দাঁড়ায়	১৩৮৬
৫১৩	إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةَ فَلَا يَصِلْ بَعْدَهَا شَيْئًا (عَصَمَةُ بْنِ مَالِكٍ الْخَطْمِيِّ) তোমাদের কেউ যখন জুমুআর সলাত আদায় করে তবে সে যেন	১৩২৯
৫১৪	إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ كَيْفَ صَلَّى (أَبُو سَعِيدٍ) তোমাদের কেউ যখন সলাত আদায় করে এবং সে জানে না যে সে কিভাবে সলাত আদায় করেছে তবে সে যেন বসাবস্থায় দুটি সিজদা করে।	১৩৬২
৫১৫	إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَلْبِسْ ثَوْبِيهِ (ابْنُ عُمَرَ) তোমাদের কেউ যখন সলাত আদায় করে তখন সে যেন তার দুটি পোশাক পরিধান করে	১৩৬৯
৫১৬	إِذَا صَلَّى الْإِمَامُ جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا (مَعَاوِيَةُ) ইমাম বসে সলাত আদায় করলে তোমরাও বসে সলাত আদায় করবে।	১৩৬৩
৫১৭	إِذَا صَلُّوا عَلَى جَنَازَةٍ وَأُتِنَا خَيْرًا (الرَّبِيعُ بْنُ مَعُوذٍ) তোমরা যখন জানায়ার সলাত আদায় কর এবং (মাইয়িতের) ভালো প্রশংসা কর	১৩৬৪
৫১৮	إِذَا صَلَّيْتَ الصُّبْحَ فَأَمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ (صَفْوَانُ بْنُ الْمَعْطَلِ السَّلْمِيُّ) সূর্যোদয় পর্যন্ত ফজরের সলাত আদায় করা থেকে বিরত থাক।	১৩৭১
৫১৯	إِذَا صَلَّيْتَ فَلَا تَبْصُقْ بَيْنَ يَدَيْكَ (طَارِقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ) তুমি যখন সলাত আদায় কর তখন তুমি তোমার সম্মুখে এবং ডানে থুথু ফেলবে না।	১২২৩
৫২০	إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ؛ فَلَا يَبْصُقْ أَمَامَهُ (أَبُو هُرَيْرَةَ) তোমাদের কেউ যখন সলাতে দণ্ডায়মান হয় তখন সে যেন তার সম্মুখে থুথু না ফেলে।	৩৯৭৪

৫২১	إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ - أَوْ قَالَ الرَّجُلُ - فِي صَلَاتِهِ (حَذِيفَةً) তোমাদের কেউ যখন সলাতে দণ্ডায়মান হয় তখন আল্লাহ তার (সলাত আদায়কারীর) সামনাসামনি হন।	১০৬২
৫২২	إِذَا قَامَ الْإِمَامُ فِي الرَّكَعَتَيْنِ، فَإِنْ ذَكَرَ قَبْلَ (الْبَغِيْرةِ بْنِ شَعْبَةَ) ইমাম যখন দুই রাকাতের মাঝে (না বসে) দাঁড়িয়ে যায়। (সম্পূর্ণ) সোজা হয়ে দাঁড়ানোর পূর্বেই যদি স্মরণ হয় তবে বসে যাবে।	৩২১
৫২৩	إِذَا قَامَ صَاحِبُ الْقُرْآنِ فَقَرَأَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ذِكْرَهُ (ابْنِ عَمْرِو) কুরআনের স্বামী যখন দিন-রাত (তা) তিলাওয়াতের গুরুত্ব দেয় (তখন) তার কুরআন মুখস্থ থাকে	৫৯৭
৫২৪	إِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ: غَيْرَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ (أَبُو هُرَيْرَةَ) ইমাম যখন, غَيْرَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ পড়ে আমীন বলে তখন তোমরাও (তার সঙ্গে উচ্চস্বরে) আমীন বল।	২৫৩৪
৫২৫	إِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدٍ فَلْيَجْعَلْ (أَبُو سَعِيدٍ) তোমাদের কেউ যখন তার মাসজিদে কাযা সলাত আদায় করে সে যেন তার (নিজের) ঘরেও কিছু সলাত আদায় করে।	১৩৯২
৫২৬	إِذَا قَعَدْتُمْ فِي كُلِّ رَكَعَتَيْنِ، فَقُولُوا: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ (عَبْدُ اللَّهِ) প্রত্যেক দুই রাকাতে তোমরা যখন বসবে তখন এ দু'আ পড়বে	৮৭৮
৫২৭	إِذَا قَبِيتَ فِي صَلَاتِكَ فَصَلِّ صَلَاةَ مَوْدِعٍ (أَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ) তুমি যখন তোমার সলাতে দণ্ডায়মান হও তখন বিদায়ী গুভেচ্ছা জ্ঞাপনকারী ব্যক্তির ন্যায় সলাত আদায় করবে	৪০১
৫২৮	إِذَا قَبِيتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا تَسْبِقُوا قَارِئَكُمْ (سِرَّةُ بْنُ جَنْدَبٍ) তোমরা যখন সলাতে দণ্ডায়মান হও তখন রুকু সিজদায় ইমামের অগ্রগামী হয়ো না	১৩৯৩
৫২৯	إِذَا مَلَأَ اللَّيْلُ بَطْنَ كُلِّ وَادٍ فَصَلَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ (رَجُلٌ مِنْ جَهينةِ) রাত যখন সকল উপত্যকার অভ্যন্তরে পৌঁছে যাবে তখন সন্ধ্যাকালিন সর্বশেষ (ঈশার) সলাত আদায় করবে।	১৫২০
৫৩০	إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ (ابْنُ عَمْرِو) জুমু'আর দিন তোমাদের কেউ মাসজিদে তন্দ্রাচ্ছন্ন হলে	৪৬৮

৫৩১	إِذَا نُوذِيَ بِالصَّلَاةِ فَتَحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ (أَنْس) যখন সলাতের আযান দেয়া হয় তখন আকাশের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়	১৪১৩
৫৩২	إِذَا وَجِدَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ رِيحًا فَلْيَنْصِرِفْ (ابن عمر) তোমাদের কারোর সলাতে বায়ু বের হলে সে যেন সলাত ছেড়ে দেয়	১৪১৪
৫৩৩	إِذَا وَجِدْتُمُ الْإِمَامَ سَاجِدًا فَاسْجُدُوا أَوْ رَاكِعًا (ابن مغفل الزنى) ইমামকে তোমরা সেজদারত পেলে তোমরাও (তার সঙ্গে) সেজদা কর।	১১৮৮
৫৩৪	اذْهَبُوا بِهَذَا الْمَاءِ، فَإِذَا قَدِمْتُمْ بِلَدِكُمْ فَاسْكُرُوا (طَلْق) এলাকার পাদ্রীটি 'তাঈ' গোত্রের ছিল আমরা সেখানে সলাতের আযান দিলাম। (আযান শুনে) পাদ্রী বলল, (এটা) সত্য আহ্বান।	১৪৩০
৫৩৪	فَأَمْدَوْهُ مِنَ الْمَاءِ (طَلْق) এবং ঐ স্থানে এই পানি ছিটিয়ে দিবে।	১৪৩০
৫৩৫	أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ بَفَنَاءِ أَحَدِكُمْ نَهْرٌ يَجْرِي، يَغْتَسِلُ مِنْهُ (عُثْمَانُ) পানি যেমনিভাবে ময়লা পরিষ্কার করে দেয় তেমনিভাবে পাঁচ ওয়াক্ত সলাত পাপরাশীকে মিটিয়ে দেয়।	১৬১৪
৫৩৬	أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ يَعْدِلُنَّ بِصَلَاةِ السَّحَرِ (أَبُو صَالِحٍ) যুহরের (ফরযের) পূর্বে চার রাকাত (সুন্নাত) সওয়াবের দিক থেকে তাহাজ্জুদের সলাতের ন্যায়।	১৪৩১
৫৩৭	ارْكَعْ رَكَعَتَيْنِ وَلَا تَعُدْنَ لِمِثْلِ هَذَا (جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ) দু'রাকাত সলাত আদায় করে নাও। আর কখনোও এমনটি করবে না।	৪৬৬, ২৮৯৩
৫৩৮	اسْتَتِرُوا فِي صَلَاتِكُمْ وَلَوْ بِسَهْمٍ (سَبْرَةُ بْنُ مَعْبُدٍ) তীরের ফলা দ্বারা হলেও তোমরা তোমাদের সলাতে নিজেদেরকে আবৃত করে রাখ।	২৭৮৩
৫৩৯	أَشْفَعُ الْأَذَانَ وَأَوْتِرَ الْإِقَامَةِ (جَابِرُ) আযান জোড়া জোড়া এবং ইক্বামাত বিজোড় (করে দিবে)	১২৭৬
৫৪০	أَصْلَاتَانِ مَعًا (أَبُو هُرَيْرَةَ) একসঙ্গে দু' সলাত আদায় করছো?	২৫৮৮
৫৪১	اطْلُبُوا إِجَابَةَ الدَّعَاءِ عِنْدَ التَّقَاءِ الْجِيْشِ (مَكْحُولُ) তোমরা (শত্রু দলের) সৈন্যের সাক্ষাৎ, সলাতের ইক্বামাত এবং বৃষ্টি বর্ষণের সময় দু'আ কবুল হওয়ার আশা কর।	১৪৬৯

৫৪২	اعلم أنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها (أبو أمامة) স্মরণ রেখ, তুমি যে সিজদা কর প্রতিটি সিজদার বিনিময়ে আল্লাহ তোমার মর্যাদা বৃদ্ধি করেন	১৪৮৮
৫৪৩	اغسلوا يوم الجمعة. واغسلوا رؤوسكم. وإن لم (ابن عباس) জুমু'আর দিন গোসল কর, তোমাদের মাথা ধোঁত কর যদিও তোমরা পবিত্র না হও	৩৫১০
৫৪৪	افترض الله على عباده صلوات خبسا (أنس) আল্লাহ তাঁর বান্দাদের উপর কত ওয়াজ্ব সলাত ফরজ করেছেন?	২৭৯৪
৫৪৪	إن صدق ليدخلن الجنة (أنس) 'সে যদি সত্য বলে থাকে তবে সে অবশ্যই জান্নাতী'।	২৭৯৪
৫৪৫	أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم (ابن عمر) আল্লাহর নিকট সকল সলাতের মাঝে সর্বোত্তম সলাত হলো,	১৫৬৬
৫৪৬	اقرأوا البعوضات في دبر كل صلاة (عقبة) প্রত্যেক সলাতের পর 'মুআববাযাত' (সূরা নাস ও সূরা ফালাক) পাড়তে নির্দেশ দিয়েছেন।	৬৪৫
৫৪৭	أقيموا الصف في الصلاة؛ فإن إقامة الصف من (أبو هريرة) তোমরা কাতার সোজা কর; (কেননা) সারি সোজা করা	৩৯৯৪
৫৪৮	أقيموا الصفوف، فإنما تصفون كصفوف الملائكة (أبي شجرة) তোমরা কাতার সোজা করবে এবং সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে যেভাবে ফেরেশতারা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ায়।	৭৪৩
৫৪৯	ألا أخبركم بأسرع كرة وأعظم غنيمة من هذا (أبو هريرة) এর চেয়ে অধিক দ্রুত শত্রুসেনা পর্যদন্ত ও বিপুল গনীমত সামগ্রী লাভ করার উত্তম পন্থা আমি কি বলে দেব?	২৫৩১
৫৫০	ألا أخبركم بأمر إذا فعلتموه أدرتكم من قبلكم (أبو ذر) প্রত্যেক সলাতের পর তোমরা 'আলহামদুলিল্লাহ', 'সুবহানাল্লাহ' এবং 'আল্লাহু আকবার' বলবে। ৩৩ বার ৩৩ বার এবং ৩৪ বার করে।	১১২৫
৫৫১	ألا أخبركم بصلاة المنافق أن يؤخر العصر (رافع بن خديج) 'আমি কি তোমাদেরকে মুনাফিকের সলাত সম্পর্কে সংবাদ দেবো না'? (মুনাফিকের সলাত হলো) আসরের সলাত বিলম্ব করতে থাকা	১৭৪৫

৫৫২	أَلَا تَبَايَعُونَ رَسُولَ اللَّهِ؟! فَرَدَّهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (عُوفُ بْنُ مَالِكٍ) তোমরা আল্লাহর ইবাদত করবে তাঁর সঙ্গে কাউকে শরীক করবে না এবং পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আদায় করবে।	৩৬০০
৫৫৩	أَلَيْسَ قَدْ صَامَ بَعْدَهُ رَمَضَانَ (طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ) সে কি তার (প্রথম জনের) পরে এক বছর অধিক সিয়াম রাখেনি	
৫৫৪	أَمْرٌ بِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ أَنْ يَضْرِبَ فِي قَبْرِهٖ مِائَةُ جَلْدَةٍ (أَبْنُ سَعْدٍ) আল্লাহর একজন বান্দার কবরে ১০০ বেত্রাঘাত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল।	২৭৭৪
৫৫৫	أَمَّا أَنْتَ يَا أَبَا بَكْرٍ فَأَخَذْتَ بِالْوَثْقِ (جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ) আবু বাকর! তুমি অধিকতর সুদৃঢ় বস্তুরে আঁকড়ে ধরেছ।	২৫৯৬
৫৫৫	أَيُّ حِينَ تَوْتِرُ؟ (جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ) তুমি বিতির কখন পড়?	২৫৯৬
৫৫৫	فَأَنْتَ يَا عُمَرُ؟ (جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ) আর উমার তুমি?	২৫৯৬
৫৫৬	إِنْ أَثَارَكُمْ تُكْتَبُ (أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي) তোমাদের কর্ম ও কীর্তিসমূহ লিপিবদ্ধ করা হয়।	৩৫০০
৫৫৭	إِنْ أَحَدُكُمْ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ فَاِنْمَا يَنْجِي رِيهٖ (رَجُلٌ مِنْ بَنِي بِيَّاضَةَ) তোমাদের কেউ যখন সলাত আদায় করে তখন সে তার রবের সঙ্গে কথোপকথন করে।	১৫৯৭
৫৫৮	إِنَّ اللَّهَ زَادَكُمْ صَلَاةً وَهِيَ الْوَتْرُ (أَبُو بَصْرَةَ) আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য আরো একটি সলাত বৃদ্ধি করেছেন তা হলো বিতর।	১০৮
৫৫৯	إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ زَادَكُمْ صَلَاةً إِلَى صَلَاتِكُمْ (أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي) আল্লাহ তা'আলা তোমাদের (পাঁচ ওয়াক্ত) সলাতের সাথে (আরো) এক সলাত বৃদ্ধি করেছেন।	১১৪১
৫৬০	إِنَّ اللَّهَ لَيَعْجَبُ مِنَ الصَّلَاةِ فِي الْجَمِيعِ (عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ) নিশ্চয় জামাতে সলাত পড়া দেখে আল্লাহ বিস্মিত হন।	১৬৫২
৫৬১	إِنَّ اللَّهَ لَيُنَادِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَيْنَ جِيرَانِي. أَيْنَ (أَنْسُ) আল্লাহ কিয়ামাতের দিন ঘোষণা দিবেন, “আমার প্রতিবেশীরা কোথায়?”	২৭২৮

৫৬২	إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يَصَلُّونَ عَلَى الَّذِينَ يَصَلُّونَ (عائشة) 'নিশ্চয়ই আল্লাহ এবং তার ফেরেশতারা সারিবদ্ধ হয়ে সলাত আদায়কারীদের উপর রহমত বর্ষণ করেন'	২২৩৪
৫৬৩	إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يَصَلُّونَ عَلَى الَّذِينَ يَصَلُّونَ (عائشة) 'নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতারা কাতার মিলিয়ে সলাত আদায়কারীদের উপর রহমত বর্ষণ করেন'	২৫৩২
৫৬৪	إِنَّ أَوَّلَ مَنْ سَكَ (وَفِي رِوَايَةٍ: نَسَكَ) يَوْمَكُمْ (البراء) নিশ্চয়ই তোমাদের আজকের এ দিনের সর্বপ্রথম ইবাদত হলো এ সলাত।	১৬৭৮
৫৬৫	إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ الْأَيَّامَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى هَيْئَتِهَا (أَبَى مُرْسَى الْأَشْعَرَى) আল্লাহ তা'আলা কিয়ামাত দিবসে দিনসমূহকে তার নিজ নিজ অবস্থার উপর পুনরুত্থিত করবেন।	৭০৬
৫৬৬	إِنْ خَيْرَ مَا رَكِبْتَ إِلَيْهِ الرِّوَا حِلَّ مَسْجِدِي هَذَا (جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ) নিশ্চয়ই উষ্ট্রবাহনকে যে অভিযুখে আরোহণ করা হয় তার মাঝে সর্বোত্তম হলো, আমার মাসজিদ	১৬৪৮
৫৬৭	إِنْ الرَّجُلُ إِذَا قَامَ يَصَلِّيَ أَقْبَلَ اللَّهَ إِلَيْهِ بِوَجْهِهِ (حَدِيفَةُ) কোন ব্যক্তি যখন সলাতে দণ্ডায়মান হয় আল্লাহ তার চেহারা বরাবর হন	১৫৯৬
৫৬৮	إِنْ الرَّجُلُ لِيَصَلِّيَ سِتِينَ سَنَةً وَمَا تَقْبَلُ لَهُ صَلَاةٌ (أَبُو هُرَيْرَةَ) একজন লোক ৬০ বছর সলাত আদায় করে কিন্তু তার কোন সলাত কবুল করা হয় না।	২৫৩৫
৫৬৯	إِنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَخْفَ النَّاسِ صَلَاةً عَلَى (أَبَى وَقْدٍ اللَّيْثِيِّ) রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন, লোকদের উপর অধিকতর সলাত হালকাকারী	২০৫৬
৫৭০	إِنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ فَيَكْبِرُ (الزَّهْرِيُّ) রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈদুল ফিতরের দিন (সলাতের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে) বের হতেন এবং সলাতের স্থানে আসা পর্যন্ত এবং সলাত শেষ হওয়া পর্যন্ত তাকবীর বলতেন।	১৭১
৫৭১	أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَسْنَوْا حِلَّ الْلَحْمِ (وَابِصَةُ) রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন বার্বকো উপনীত হলেন এবং দুর্বল হয়ে পড়েন তখন তিনি সলাতের স্থানে একটি খুঁটি বানিয়ে নেন। যাতে তিনি ভর দিতেন।	৩১৯

৫৭১	أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَسْنَى وَحَلَّ اللَّحْمَ (أُمِّ قَيْسِ بِنْتِ مَحْصَنٍ) রাসুলুল্লাহ সন্নালাহ্ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন বার্বকো উপনীত হলেন এবং দুর্বল হয়ে পড়েন তখন তিনি সলাতের স্থানে একটি খুঁটি বানিয়ে নেন। যাতে তিনি ভর দিতেন।	৩১৯
৫৭২	إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا سَبَّحَ الدُّعَاءَ بِالصَّلَاةِ؛ ذَهَبَ (جَابِرٌ) শাইতান যখন সলাতের আযান শোনে তখন সে মাদীনা থেকে রওহা পর্যন্ত চলে যায়।	৩৫০৬
৫৭৩	إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ خَلَّفَكَ فِي أَهْلِكَ (قَتَادَةُ بْنُ النُّعْمَانَ) তোমার অনুপস্থিতিতে শাইতান তোমার পরিবারের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে।	৩০৩৬
৫৭৩	مَا لَكَ يَا قَتَادَةُ! هَهُنَا هَذِهِ السَّاعَةُ؟ (قَتَادَةُ بْنُ النُّعْمَانَ) কাতাদাহ কি খবর এখানে এ সময়ে?	৩০৩৬
৫৭৪	إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ رَجُلٌ صَالِحٌ؛ لَوْ كَانَ يَكْثُرُ الصَّلَاةُ (ابْنُ عِمْرٍ) আব্দুল্লাহ নেককার লোক, যদি সে রাতে বেশি বেশি সলাত আদায় করত।	৩৫৩৩
৫৭৫	إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا قَامَ لِلصَّلَاةِ أَتَى بِذُنُوبِهِ كُلِّهَا (ابْنُ عِمْرٍ) বান্দা যখন সলাতে দাঁড়ায় তার সমস্ত গুনাহ এনে তার কাঁধের উপর রেখে দেয়।	১৩৯৮
৫৭৬	إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا قَامَ يَصْلِي أَتَاهُ الْمَلِكُ فَقَامَ خَلْفَهُ (عَلِيٌّ) বান্দা যখন সলাত আদায় করতে দাঁড়ায় তখন ফেরেশতা তার পিছনে এসে কুরআন শুনতে থাকে	১২১৩
৫৭৭	إِنَّ لِلصَّلَاةِ أَوَّلًا وَآخِرًا، وَإِنْ أَوَّلَ وَقْتُ صَلَاةٍ (أَبُو هُرَيْرَةَ) সলাতের শুরু ও শেষ ওয়াক্ত রয়েছে। যুহরের সলাতের ওয়াক্ত শুরু হয় সূর্য ঢলে যাওয়ার থেকে	১৬৯৬
৫৭৮	إِنَّ لِلْمَسَاجِدِ أَوْتَادًا، الْمَلَائِكَةُ جُلُوسًا وَهُمْ (أَبُو هُرَيْرَةَ) যারা সর্বদা মাসজিদে গমনাগমন করে, তারা পেরেকস্বরূপ। ফেরেশতাকুল হলেন তাদের সভাসদ।	৩৪০১
৫৭৮	جَلِيسُ الْمَسْجِدِ عَلَى ثَلَاثِ خَصَالٍ: أَخٌ مُسْتَفَادٍ (أَبُو هُرَيْرَةَ) মাসজিদে উপবেশনকারীর তিনটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে	৩৪০১
৫৭৯	إِنَّ الْمُسْلِمَ يَصْلِي وَخَطَايَاهُ مَرْفُوعَةٌ عَلَى رَأْسِهِ (سَلْمَانَ الْفَارَسِيَّ) সালাত আদায়কারী মুসলিম ব্যক্তি যখন সিজদা করে তখন তার পাপরাশি মাথার উপর দিয়ে চলে যায়,	৩৪০২

৫৮০	إِنَّ الْمَصْلِيَّ يَنْجِي رَبَّهُ فَلْيَنْظُرْ بِمَا يَنْجِيهِ (أَبُو هُرَيْرَةَ) মুসল্লী তার সলাতে তার রবের সঙ্গে সংগোপনে কথা বলে। সুতরাং তার লক্ষ্য করা উচিত যে, তার সঙ্গে কোন জিনিসের সংলাপ করছে	১৬০৩
৫৮০	إِنَّ الْمَصْلِيَّ يَنْجِي رَبَّهُ فَلْيَنْظُرْ بِمَا يَنْجِيهِ (عَائِشَةُ) মুসল্লী তার সলাতে তার রবের সঙ্গে সংগোপনে কথা বলে। সুতরাং তার লক্ষ্য করা উচিত যে, তার সঙ্গে কোন জিনিসের সংলাপ করছে	১৬০৩
৫৮১	إِنَّ هَذَا السَّفَرَ جَهْدٌ وَثَقْلٌ، فَإِذَا أَوْتَرَأُ أَحَدُكُمْ فَلْيُرْكَعْ (ثَوْبَانُ) নিশ্চয়ই এ সফর কষ্টসাধ্য ও ভারী ব্যাপার। অতএব, তোমাদের কেউ যখন বিতির পড়বে তখন দুই রাকাত (নফল) পড়ে নিবে।	১৯৯৩
৫৮২	إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ عَرَضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ (أَبُو بَصْرَةَ الْغَفَّارِ) এই সলাত তোমাদের পূর্ববর্তীদের দেয়া হয়েছিল। তবে তারা তা ধ্বংস করে ফেলেছিল।	৩৫৪৯
৫৮৩	إِنَّ الْيَهُودَ لِيَحْسُدَنَّكُمْ عَلَى السَّلَامِ، وَالْتَّائِمِينَ (أَنْسُ) ইহুদীরা তোমাদের অন্য কিছুতে এতোটা হিংসা করে না যতটা না হিংসা করে তোমাদের 'সালাম' ও 'আমীন' বলাতে।	৬৯২
৫৮৪	إِنَّا كُنَّا نَرُدُّ السَّلَامَ فِي صَلَاتِنَا، فَهَيِّنَا عَنْ ذَلِكَ (أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ) আমরা পূর্বে সলাতে (রত অবস্থায়) সালামের উত্তর দিতাম অতঃপর তা থেকে আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে।	২৯১৭
৫৮৫	إِنَّكَ لَسْتَ مِثْلِي إِنَّمَا جَعَلَ قِرَّةَ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ (أَنْسُ) তুমি তো আমার মতো নও। আমার চোখের শীতলতা সলাতে।	১১০৭, ৩৩২৯
৫৮৬	إِنَّمَا تَضْرِبُ أَكْبَادَ الْبَطِيِّ إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ (أَبُو بَصْرَةَ جَمِيلُ بْنُ بَصْرَةَ) বাহনের উপর চড়ে শুধু তিন মাসজিদের উদ্দেশ্যেই কেবল সফর করা যায়:	৯৯৭
৫৮৭	إِنَّمَا مِثْلُ الْمُهْجَرِ إِلَى الصَّلَاةِ: كَمِثْلِ الذِّئْبِ يَهْدِي (أَبُو هُرَيْرَةَ) যে ব্যক্তি খুব জলদি জলদি সলাতের উদ্দেশ্যে (মাসজিদে) আগমন করে তাঁর উপমা হলো ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে কুরবানীর জন্য উট পাঠায়।	৩৫৭৬

৫৮৮	إِنْبَاءُ الْوَتْرِ بِاللَّيْلِ (الْأَغْرُ الْمَزْنِي) 'বিত্তির শুধু রাতেই পড়তে হয়'	৫৮৮
৫৮৯	إِنَّهُ سَيَنْهَأُ مَا يَقُولُ (أَبَى هَرِيرَةَ) সে যা বলে নিশ্চয়ই শীঘ্রই এটা তাকে তা থেকে বিরত রাখবে।	৩৪৮২
৫৯০	إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ مَصْلٍ إِلَّا وَهُوَ يَنْجِي رَبَّهُ (رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ) প্রত্যেক সলাত আদায়কারীই (সলাতে) তার রবের সঙ্গে গোপনে কথোপকথন করে।	৩৪০০
৫৯১	إِنَّهَا تَلْهِيْنِي عَنْ صَلَاتِي. أَوْ قَالَ: تَشْغَلْنِي (عَائِشَةُ) এ খামীসা (বর্গাকার কালো কাপড়) আমাকে সলাত থেকে অন্যমনস্ক করে দেয়। অথবা তিনি বলেন, আমাকে অন্য কাজে ব্যস্ত করে দেয়।	২৭১৭
৫৯২	إِنِّي صَلَّيْتُ صَلَاةَ رَغْبَةٍ وَرَهْبَةٍ (مَعَاذُ بَنِ جَبَلِ) আমি উৎসাহ ও ভীতির সলাত আদায় করেছি এবং আমার উম্মাতের জন্য তিনটি জিনিসের প্রার্থনা করেছি।	১৭২৪
৫৯৩	إِنِّي قَدْ بَدَنْتُ. فَأِذَا رَكَعْتَ فَارْكَعُوا (أَبُو مُوسَى) আমার অনেক বয়স হয়েছে সুতরাং আমি রুকু করলে তোমরা রুকু করবে এবং আমি (রুকু থেকে) উঠলে তোমরা উঠবে।	১৭২৫
৫৯৪	أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ. وَأَوْتَرَ بِسَبْعٍ (عَائِشَةُ) নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাঁচ রাকাত এবং সাত রাকাত বিত্তির পড়তেন।	২৯৬১
৫৯৫	أَوَّلُ مَا تَفْقَدُونَ مِنْ دِينِكُمُ الْأَمَانَةُ، وَآخِرُهَا الصَّلَاةُ. (أَنَسُ) তোমরা তোমাদের দ্বীনের সর্বপ্রথম হারাবে আমানত এবং সর্বশেষ সলাত।	১৭৩৯
৫৯৬	أَوَّلُ مَا فَرَضْتُ الصَّلَاةَ رَكَعَتَيْنِ رَكَعَتَيْنِ. فَلَمَّا قَدِمَ (عَائِشَةُ) সর্বপ্রথম দুই দুই রাকাত করে সলাত ফরজ করা হয়। এরপর রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মাদীনায়া আগমন করেন	২৮১৪
৫৯৭	أَوَّلُ مَا يَحْسَبُ بِهِ الْعَبْدُ الصَّلَاةَ (عَبْدُ اللَّهِ) কিয়ামতের দিন মানুষের থেকে সর্বপ্রথম সালাতের হিসাব নেয়া হবে।	১৭৪৮

৫৯৮	أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة (أنس) কিয়ামাতের দিন সর্বপ্রথম বান্দার সালাতের হিসাব নেয়া হবে।	১৩৫৮
৫৯৯	إيأى والفرج (ابن عباس) কাতারের মাঝে ফাঁকা রাখা	১৭৫৭
৬০০	أَيُّهَا امْرَأَةُ أَصَابْتَ بِخَوْراً؛ فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا (أَبَى هُرَيْرَةَ) যে নারী সুগন্ধি ব্যবহার করবে সে যেন আমাদের সাথে	৩৬০৫
৬০১	الإمام ضامن، فإن أحسن فله ولهم (سهل بن سعد الساعدي) ইমাম হলো যামিনদার; যদি সে তা পূর্ণরূপে আদায় করে, তবে তাকে এবং তাদেরকে (তথা মুসল্লীদেরকে) সাওয়াব দেয়া হবে।	১৭৬৭
৬০২	البركة في ثلاث: الجباعات و الثريد و السحرة (سلمان الفارسي) তিন জিনিসে বরকত রয়েছে: (ক) জামাতে সলাত আদায়ে; (খ) রুটি ও গোশতের মণ্ড বিশেষে এবং (গ) সাহরীতে।	১০৪৫
৬০৩	تَطَوُّعُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ يَزِيدُ عَلَى تَطَوُّعِهِ عِنْدَ النَّاسِ (رجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم) তিনি বলেন, মানুষের সাথে নফল সলাত আদায়ের চেয়ে ঘরে (একাকী) নফল আদায় অধিক পুণ্যের কাজ।	৩১৪৯
৬০৪	تعاد الصلاة من ممر الحمار، والبرأة (أبو ذر) সলাতের সম্মুখ দিয়ে গাধা, মহিলা এবং কালো কুকুর অতিক্রম করলে সলাত দোহরাতে হবে।	৩৩২৩
৬০৫	تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم (أَبَى هُرَيْرَةَ) জামাতের সহিত সলাত আদায় একা সলাত আদায় অপেক্ষা পঁচিশ গুণ অধিক মর্যাদা রাখে	৩৬১৮
৬০৬	تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم (ابن عباس) ওটা রাসুলের সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুনাত।	২৬৭৬
৬০৭	ثلاث حق على كل مسلم (رجل من الأنصار عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم) প্রত্যেক মুসলমানের উপর তিন জিনিস কর্তব্য:	১৭৯৬
৬০৮	ثلاث كلهن حق على كل مسلم (أَبَى هُرَيْرَةَ) প্রত্যেক মুসলমানের তিনটি জিনিস কর্তব্য:	১৮০০

৬০৯	ثلاثة في ضمان الله عز وجل: رجل خرج (أبى هريرة) তিন প্রকার ব্যক্তি আল্লাহর যিম্মায় থাকে:	৫৯৮
৬১০	ثلاثة لا يقبل منهم صلاة ولا تصعد إلى السماء (أنس بن مالك) আল্লাহ তা'আলা তিন দল লোকের সলাত কবুল করেন না,	৬৫০
৬১১	جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدنا بـ (قباء)، فجئت (عبد الله بن أبي حبيبة) একদিন আমাদের মাসজিদ কুবাতে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগমন করলেন।	২৯৪১
৬১২	جعل قرة عيني في الصلاة (أنس بن مالك) আমার চোখের শীতলতা হলো সলাতে।	১৮০৯
৬১৩	جعلت قرة عيني في الصلاة (المغيرة بن شعبة) আমার চোখের শীতলতা হলো সলাতে।	৩২৯১
৬১৪	الجمعة إلى الجمعة كفارة ما بينهما (أبى هريرة) এক জুমু'আ থেকে অন্য জুমু'আ পর্যন্ত আদায়কৃত সলাত কাফফারাস্বরূপ	৩৬২৩
৬১৫	حافظ على الصلوات الخمس (فضالة الليثي) পাঁচ ওয়াক্ত সলাত যথাযথভাবে সংরক্ষণ কর।	১৮১৩
৬১৫	حافظ على العصرين: صلاة قبل طلوع الشمس (فضالة الليثي) দুই আসরের সলাতের প্রতি যত্নবান হও সূর্যোদয়ের পূর্বের সলাতের প্রতি এবং সূর্যাস্তের পূর্বের সলাতের প্রতি।	১৮১৩
৬১৬	خذ أيهما شئت (أبى أمامة) দু'জনের যাকে ইচ্ছা তুমি নিয়ে নাও।	১৪২৮
৬১৬	خذ هذا ولا تضربه، فإنني قد رأيته (أبى أمامة) 'একে নাও এবং তাকে প্রহার কর না' কেননা খাইবার থেকে আমরা ফিরার পথে তাকে সলাত আদায় করতে দেখেছি।	১৪২৮
৬১৭	خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء يصلي فيه (ابن عمر) রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাসজিদে কুবায় সলাতের উদ্দেশ্যে রওনা করলেন।	১৮৫

৬১৮	خصال ست؛ ما من مسلم يهوت في واحدة منهن (عاذشة) ছয়টি গুণ এমন; যে কোন মুসলিম এর একটির উপর মারা যাবে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো আল্লাহর যিম্মায় ওয়াজিব।	
৬১৯	ركعتان خفيفتان مباحقرون وتنفلون يزيدهما (أبى هريرة) সামান্য দু'রাকাত সলাত যাকে তোমরা হালকা এবং নফল মনে কর একে ব্যক্তির আমলে বৃদ্ধি করা তোমাদের দুনিয়ার অবশিষ্ট সবকিছু থেকে তার নিকট সর্বাধিক প্রিয়।	১৩৮৮
৬২০	أيكم الذي ركع دون الصف ثم (أبى بكر) কাতারের বাইরে তোমাদের কে রুকু করেছে এবং (ধীরে ধীরে) কাতারে প্রবেশ করেছে?	২৩০
৬২০	زادك الله حرصاً (أبى بكر)	২৩০
৬২১	سجدتا السهو تجزي في الصلاة (عائشة) সিজদায়ে সাহ (ভুলের কারণে দেয়া দুই সিজদা) সলাতের (সকল) ঘাটিতি এবং বৃদ্ধিকে বৈধ করে দেয়।	১৮৮৯
৬২২	شرف المؤمن صلاته بالليل (أبى هريرة) মুমিনের শ্রেষ্ঠত্ব রাতের সলাত	১৯০৩
৬২৩	صلى بنا بالمدينة ثمانياً وسبعاً (ابن عباس) মাদীনায়ে আমাদের সাথে আট রাকাত এবং সাত রাকাত সলাত আদায় করেছেন (আট রাকাত তথা)	২৭৯৫
৬২৪	صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة من الصلوات (عبد الله ابن بحينة) রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে (কোন) এক ওয়াক্ত সলাত আদায় করালেন	২৪৫৭
৬২৫	صل صلاة مودع كأنك تراه (ابن عمر) তুমি বিদায়ী শুভেচ্ছা জ্ঞাপনকারীর ন্যায় সলাত আদায় কর।	১৯১৪
৬২৬	صلاة الأوابين حين ترمض الفصال (زيد بن أرقم) 'সালাতুল আওয়াবীন' তখনই (আদায় করবে) যখন উটের বাচ্চা রোদে পুড়তে আরম্ভ করে।	১১৬৪

৬২৭	صلاة الليل مثنى مثنى، وجوف الليل (عمرو بن عيسى) রাতের সলাত দুই দুই রাকাত এবং শেষরাতে দু'আ সবচেয়ে বেশি কবুল করা হয়।	১৯১৯
৬২৮	صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته (أبى سعيد الخدري) কোনো ব্যক্তির জামাতের সলাত আদায় করা তার একাকী সলাতের তুলনায়	৩৪৭৫
৬২৯	صلاة رجلين يؤمر أحدهما صاحبه أركى عند الله (قباث بن أشيم الليثي) দু'জন ব্যক্তির সলাত যাদের একজন অপরের সলাতের ইমামতি করে এটা আল্লাহর নিকট আট জনের ধারাবাহিক সলাত অপেক্ষা পবিত্রতর।	১৯১২
৬৩০	صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم (عبد الله بن عمر) বসে সলাত আদায়কারীর সাওয়াব দাঁড়িয়ে সলাত আদায়কারীর সাওয়াবের অর্ধেক।	৩০৩৩
৬৩১	إلى تجارة؟ (الأرقم) ব্যবসার উদ্দেশ্যে?	২৯০২
৬৩১	أين تريد؟ (الأرقم) কোথায় যাবে?	২৯০২
৬৩১	صلاة هاهنا يريد المدينة (الأرقم)	২৯০২
৬৩২	صلوا صلاة المغرب مع سقوط الشمس (أبى أيوب) সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে তোমরা মাগরিবের সলাত আদায় কর।	১৯১৫
৬৩৩	صلوا في بيوتكم ولا تتركوا النوافل فيها (أنس) তোমরা তোমাদের ঘরে (নফল) সলাত আদায় কর এবং ঘরে নফল সলাত আদায়কে পরিহার করনা।	১৯১০
৬৩৩	صلوا في بيوتكم ولا تتركوا النوافل فيها (جابر) তোমরা তোমাদের ঘরে (নফল) সলাত আদায় কর এবং ঘরে নফল সলাত আদায়কে পরিহার করনা।	১৯১০
৬৩৪	صلوا في مراحيض الغنم وامسحوا رءوسهم (أبى هريرة) তোমরা ছাগলের গোয়ালঘরে সলাত আদায় কর এবং ছাগলের (গায়ের) ধূলো মুছে দাও	১১২৮

৬৩৫	صلوا قبل المغرب ركعتين (عبد الله المزني) তোমার (সূর্যাস্তের পর) মাগরিবের (সলাতের) পূর্বে দুই রাকাত সলাত আদায় কর।	২৩৩
৬৩৬	صنعت هذا لكي لا تخرج أمتي (عبد الله بن مسعود) আমি এমনটি করেছি যাতে আমার উম্মতের জন্য কষ্ট না হয়।	২৮৩৭
৬৩৭	رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجن في الصلاة (عبد الله بن عمر) আমি রাসূল সল্লাল্লাহু 'খালাইহি ওয়া সাল্লামকে সলাতে দু'হাতে মাটিতে ভর দিতে দেখেছি।	২৬৭৪
৬৩৮	خفف الصلاة على الناس. حتى وقت (عثمان بن أبي العاص) লোকদের জন্য সলাত সংক্ষেপ করবে	২৯১৯
৬৩৯	دعها عنك. يعني الوسادة. إن استطعت (ابن عمر) মাটিতে সিজদা করতে সক্ষম হলে একে বর্জন কর।	৩২৩
৬৪০	لا. ولكن تصافحوا. يعني لا ينحنى لصديقه (أنس بن مالك) না, বরং তোমরা পরস্পরে মুসাফাহা করবে। অর্থাৎ বন্ধুর জন্য ঝুঁকবে না	১৬০
৬৪১	خير أكرم أئنيكم مناكب في الصلاة (عبد الله بن عمر) তোমাদের মধ্যকার উৎকৃষ্ট হচ্ছে এসব লোক যারা সলাতের মধ্যে নিজেদের কাঁধ বেশি নরম করে দেয়।	২৫৩৩
৬৪২	خير مساجد النساء بيوتهن (أمر سلمية) মহিলাদের উত্তম মসজিদ হলো তাদের ঘর (এর নির্জন প্রকোষ্ঠ)।	১৩৯৬
৬৪৩	الصلاة ثلاثة أثلاث: الطهور ثلث (أبي هريرة) সলাতের তিনটি এক-তৃতীয়াংশ রয়েছে। পবিত্রতা এক-তৃতীয়াংশ,	২৫৩৭
৬৪৪	الصلاة لوقتها و بر الوالدين و الجهاد (رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم) ওয়াক্তমতো সলাত আদায়, মাতা-পিতার সাথে সদাচারণ করা এবং জিহাদ করা।	১৪৮৯
৬৪৫	الصلوات الخمس كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر (أنس بن مالك) পাঁচ ওয়াক্ত সলাত এর মধ্যকার সময়ে যে গুনাহ করা হয়, তা তার কাফফারাস্বরূপ	১৯২০

৬৪৬	الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة (أبى هريرة) পাঁচ ওয়াক্ত সলাত, এক জুমু'আ থেকে অপর জুমু'আ পর্যন্ত	৩৩২২
৬৪৭	ضع أنفك يسجد معك (ابن عباس) (মাটিতে) তোমার নাক রাখবে, তোমার সাথে সেও সিজদা করবে।	১৬৪৪
৬৪৮	على رسلكم! أبشروا، إن من نعمة الله عليكم (أبى موسى) তোমরা ধীরে সুস্থে সুসংবাদ গ্রহণ কর, তোমাদের প্রতি আল্লাহর এ অনুগ্রহ যে	৩৯৬৯
৬৪৮	ما صلى هذه الصلاة أحد غيركم (أبى موسى) এ সময়ে তোমাদের ছাড়া আর কোন ব্যক্তি সলাত আদায় করেনি।	৩৯৬৯
৬৪৯	في كل ركعتين تشهد وتسليم على المرسلين (أمر سلمية) প্রতি দুই রাকাতে তাশাহহুদ এবং রাসূলগণ ও তাদের অনুসারী আল্লাহর নেক বান্দাদের প্রতি সালাম করতে হয়।	২৮৭৬
৬৫০	الفجر فجران فجر يحرم فيه الطعام وتحل فيه (ابن عباس) উষা 'দু'প্রকার: এমন উষা যাতে খাবার (সাহরী) খাওয়া হারাম এবং সলাত আদায় বৈধ।	৬৯৩
৬৫১	الفجر فجران، فجر يقال له: ذنب السرحان (جابر بن عبد الله) ফজর (প্রভাত) দুই প্রকার: ফজর, যাকে সুবহে সাদিকের পূর্বক্ষণ (ভোর রাত) বলে।	২০০২
৬৫২	قال الله عز وجل: افترضت على أمتك خمس (أبى قتادة بن ربعي) আল্লাহ বলেন, তোমার উম্মতের উপর আমি পাঁচ ওয়াক্ত সলাত ফরয করেছি	৪০৩৩
৬৫৩	كانى أنظر إلى بياض كشح رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو (أبى سعيد الخدري) আমি কেমন যেন রাসূলের সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কটিদেশের শুভতার প্রতি দেখছি (এবং) তিনি তখন সিজদারত ছিলেন।	৩১৯৫
৬৫৪	كان إذا أراد أن يسجد كبير ثم يسجد (أبى هريرة) নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সিজদা করতে চাইলে তাকবীর বলে সিজদা করতেন	৬০৪

৬৫৫	كَانَ إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ (أُنْسُ بْنُ مَالِكٍ) নাবী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সলাত শুরু করতেন (তখন) বলতেন— হে আল্লাহ, তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি...	২৯৯৬
৬৫৬	كَانَ إِذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ، كَانَ أَوَّلُ مَا يُعَلِّمُنَا الصَّلَاةَ (طَارِقُ بْنُ أَشِيمٍ) কেউ ইসলাম গ্রহণ করলে নাবী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে সর্বপ্রথম সলাত শিক্ষা দিতেন।	৩০৩০
৬৫৭	كَانَ إِذَا أَعْجَبَهُ نَحْوُ الرَّجُلِ أَمْرُهُ بِالصَّلَاةِ (أُنْسُ) কারো কথা পছন্দ হলে তিনি তাকে সলাতের আদেশ করতেন।	২৯৫৩
৬৫৮	كَانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ يَقُولُ: هَلْ رَأَى (أَبَى هُرَيْرَةَ) রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফজরের সলাত শেষ করে বলতেন, তোমাদের কেউ কি	৪৭৩
৬৫৯	كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الثَّلَاثِينَ أَوْ فِي الْأَرْبَعِ (عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ) নাবী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু’জন কিংবা চারজনের মাঝে বসলে হাতকে	২২৪৮
৬৬০	كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ فِي (أَبَى هُرَيْرَةَ) রাসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফজরের সলাতের দ্বিতীয় রাকাতে রুকু থেকে মাথা উঠালে	২০৭১
৬৬১	كَانَ إِذَا رَكَعَ؛ لَوْ ضَبَّ عَلَى ظَهْرِهِ مَاءٌ لَا اسْتَقَرَّ (الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ) নাবী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন রুকু করতেন তখন তাঁর পিঠে পানি ঢালা হলে তা স্থির থাকত।	৩৩৩১
৬৬২	كَانَ إِذَا اسْلَمَ لَمْ يَقْعُدْ إِلَّا مَقْدَارَ مَا يَقُولُ: اللَّهُمَّ (عَائِشَةُ) নাবী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাম ফিরাবার পর এই দু’আ পড়া পরিমাণ সময়ের অধিক বসতেন না “হে আল্লাহ!	২০৭৪
৬৬৩	كَانَ إِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ قَالَ مِثْلَ مَا يَقُولُ، حَتَّى إِذَا (أَبَى رَافِعٍ) নাবী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মুআযযিনের আযান শুনতেন তখন তাই বলতেন সে (মুআযযিন) যা বলত	২০৭৫

৬৬৪	كَانَ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ أَمَهْلًا، حَتَّى إِذَا كَانَتْ الشَّمْسُ (عَلَى) نَابِي سَلَّالًا هِ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফজর সলাত আদায় করে অপেক্ষা করতেন এমনকি সূর্য যখন এখানে অর্থাৎ পূর্বদিকে এসে পড়ে	২৩৭
৬৬৫	كَانَ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ تَرِيْعَ فِي مَجْلِسِهِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ (جَابِرُ بْنُ سَبْرَةَ) নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফজরের সলাত আদায়ের পর নিজ স্থানে সূর্যোদয় পর্যন্ত আসন করে বসে থাকতেন।	২৯৫৪
৬৬৬	اللَّهُمَّ بِكَ أَقَاتِلْ وَبِكَ أَصْلُحْ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ (صَهْبِ) হে আল্লাহ! আপনার উপর ভরসা করেই আমরা যুদ্ধ করি এবং আপনার সাহায্যের উপর ভরসা করেই আমরা আক্রমণ করি আপনি ব্যতীত কারও কোন সামর্থ্য নেই	১০৬১
৬৬৬	كَانَ إِذَا صَلَّى هِمْسًا، فَقَالَ: أَفْطَنْتُ لِمَ لَكَ؟ (صَهْبِ) রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সলাত আদায় করতেন (তখন) ফিসফিস করে কি যেন বলতেন। সলাত শেষে তিনি (আমাদেরকে লক্ষ্য করে) বললেন, তোমরা কি বুঝতে পেরেছ (আমি কি বলেছি)?	১০৬১
৬৬৭	كَانَ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ قَبْضَ عَلَى شِبَالِهِ بِيَمِينِهِ (وَأَمْلَ) যখন সলাতে দাঁড়াতেন (তখন) ডান হাত দ্বারা বাম হাতের উপর কবচা করতেন।	২২৪৭
৬৬৮	كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَتَهَجَّدُ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ (أَبَى هُرَيْرَةَ) নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতে তাহাজ্জুদ পড়ে দাঁড়ালে সংক্ষিপ্ত দু'রাকাত সলাত আদায় করতেন।	৩১৯৯
৬৬৯	كَانَ إِذَا كَانَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا، قَالَ: سُبْحَانَكَ (عَبْدُ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ) নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম রুকু কিংবা সিজদা করলে এ দু'আ পড়তেন, (হে প্রভু!) আমি তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করছি	২০৮৪
৬৭০	كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةً ثَلَاثَةَ أَمْيَالٍ (أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ) রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিন মাইল কিংবা তিন ফারসাখ (দূরত্ব মাপের একক বিশেষ) পথ সফরের উদ্দেশ্যে বের হলে	১৬৩

৬৭১	كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى هَيْسَ شَيْئًا لَا أَفْهَمَهُ (صَهْب) রাসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সলাত আদায় করতেন তখন ফিসফিস করে কি যেন পড়তেন। আমি তা বুঝতাম না।	২৪৫৯
৬৭২	كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ أَمْرِ الْقُرْآنِ (أَبَى هَرِيرَةَ) রাসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূরা ফাতিহা যখন শেষ করতেন তখন উচ্চস্বরে আমীন বলতেন।	৪৬৪
৬৭৩	كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَمُرُّ بِالْقَدْرِ فَيَأْخُذُ الْعَرْقَ (عَائِشَةُ) একদিন রাসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি পাতিলের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি সেখান থেকে একটি হাড় নিয়ে তা থেকে খেতে লাগলেন।	৩০২৮
৬৭৪	كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوِ تَبُوكَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ زَيْغِ (مَعَاذِ بْنِ جَبَل) গায়ওয়ায়ে তাবুকে নাবী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূর্য ঢলার পূর্বে যাত্রা করলে যুহরকে আসর পর্যন্ত বিলম্বিত করতেন	১৬৪
৬৭৫	كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرِهِ الَّذِي نَامُوا فِيهِ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ (أَبَى جَحِيفَةَ) নাবী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সে সফরে তাদের সঙ্গে ছিলেন যে সফরে তারা (সাহাবীগণ এবং নাবী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামও) ঘুমিয়ে ছিলেন, এমনকি সূর্যোদয় হয়ে গিয়েছিল।	৩৯৬
৬৭৬	كَانَ الْمُؤَذِّنُ يُؤَذِّنُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَصَلَاةٍ (أَنْسَ بْنِ مَالِكٍ) রাসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগে মুয়াজ্জিন মাগরিবের আযান দিলে	২৩৪
৬৭৭	إِذَا كَانَ رَاكِعًا وَسَاجِدًا قَالَ: سُبْحَانَكَ... (عَبْدُ اللَّهِ) নাবী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন রুকু সিজদা করতেন তখন, সুবহানাকা...	৩০৩২

৬৭৮	كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْعُ رَكَعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ (عَائِشَةُ) নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফজরের পূর্বে দু'রাকাত এবং আসরের পরে দু'রাকাত (সলাত) কখনো ছাড়তেন না।	২৯২০, ৩১৭৪
৬৭৯	كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَصَلِّي فِي لُحْفِنَا (عَائِشَةُ) নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের লেপে কখনো সলাত আদায় করতেন না।	৩৩২১
৬৮০	كَانَ لَا يَقْنَتُ إِلَّا إِذَا دَعَا لِقَوْمِ (أَنَسُ) নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন সম্প্রদায়ের জন্য দু'আ কিংবা বদ-দ'আ করা ব্যতীত কখনো কুনুত (এ নাযেলা) পড়তেন না।	৬৩৯
৬৮১	كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نَصْنَعَ الْمَسَاجِدَ فِي دُورِنَا (صَحَابِي) رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে আমাদের বসবাসের স্থানে মাসজিদ নির্মাণ এর নির্মাণকে সুন্দরকরণের এবং মাসজিদকে পবিত্র রাখার আদেশ করতেন।	২৭২৪
৬৮২	كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ (أَبِي سَعِيدٍ) সফরে দুই ওয়াক্তের সলাত একত্রে এক সঙ্গে আদায় করতেন।	৩০৪০
৬৮৩	كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ أَنْ يَلِيَهُ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ (أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ الْأَشْعَرِيُّ) নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর পাশে মুহাজির এবং আনসারদের থাকাকে পছন্দ করতেন।	১৪০৯
৬৮৪	كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُنَا عَامَةً لَيْلِهِ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ؛ لَا (عِمْرَانُ بْنُ حَصِينٍ) নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম অধিকাংশ রাতে আমাদেরকে বানী ইসরাঈলের গল্প শুনাতেন।	৩০২৫
৬৮৫	كَانَ يَخْرُجُ بَعْدَ النِّدَاءِ إِلَى الْمَسْجِدِ (سَالِمُ أَبِي النَّضْرِ) মাসজিদের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যেতেন।	৩২১৯
৬৮৬	تَصَدَّقُوا تَصَدَّقُوا (أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ) তিনি এটাও বলতেন যে, 'দান কর! দান কর! দান কর!!!'	২৯৬৮

৬৮৬	كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ فَيَبْدَأُ بِالصَّلَاةِ (أَبَى سَعِيدٍ الْخَدْرِي) নাবী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরবানীর ঈদের দিন এবং রোযার ঈদের দিন বের হতেন এবং প্রথমে সলাত শুরু করতেন।	২৯৬৮
৬৮৭	أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْطُبُ بِمُخَصَّرَةٍ فِي يَدَيْهِ (عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ) নাবী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর হাতে যষ্টি নিয়ে খুতবা দিতেন।	৩০৩৭
৬৮৮	كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ عَلَى الْكَيْتَى الْكَفِ (الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ) নাবী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাতের তালুর লেজদ্বয়ের উপর সিজদা করতেন।	২৯৬৬
৬৮৯	كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْلِمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً (أَنْس) নাবী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিকে সালাম ফিরাতেন।	৩১৬
৬৯০	كَانَ يَشِيرُ بِأَصْبَعِهِ السَّبَّاحَةِ فِي الصَّلَاةِ (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي زَيْ) তর্জনী আঙ্গুলী দ্বারা সলাতে ইশারা করতেন।	৩১৮১
৬৯১	كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْلِي بِمَكَّةَ رَكَعَتَيْنِ يَعْنِي الْفَرَائِضَ (عَائِشَةُ) নাবী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কায় ফরয সলাত দুই রাকাত দুই রাকাত আদায় করতেন।	২৮১৫
৬৯২	أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي بِهِمْ ذَاتَ يَوْمٍ (عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ) রাসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন সাহাবীদের নিয়ে সলাত আদায় করছিলেন।	৩০৪২
৬৯২	أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي بِهِمْ ذَاتَ يَوْمٍ (أَبُو بَشِيرٍ الْأَنْصَارِيُّ) রাসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন সাহাবীদের নিয়ে সলাত আদায় করছিলেন।	৩০৪২

৬৯৩	كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْلِي عِنْدَ الْمَقَامِ ، فَبَرَّهَ أَبُو جَهْلٍ (ابن عباس) নাবী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাকামে ইবরাহীমের নিকট সলাত আদায় করতেন। একদিন আবু জাহল ইবনু হিশাম তার পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিল।	২৭৫
৬৯৪	كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْلِي ، فَإِذَا سَجَدَ وَثَبَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ (عبد الله بن مسعود) একদিন নাবী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সলাত আদায় করতে লাগলেন। তিনি যখন সিজদা করলেন তখন হাসান ও হুসাইন (দুই ভাই) তাঁর পিঠে লাফিয়ে পড়লেন।	৩১২
৬৯৪	مَنْ أَحْبَبَنِي فَلْيَحِبْ هَذَيْنِ (عبد الله بن مسعود) যে ব্যক্তি আমাকে ভালোবাসে সে যেন তাদের উভয়কেও ভালোবাসে।	৩১২
৬৯৫	كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْلِي قَائِمًا [تَطَوُّعًا (عائشة)] নাবী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন নফল সলাত দাঁড়িয়ে আদায় করছিলেন	২৭১৬
৬৯৬	كَانَ يَصْلِي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا يَطِيلُ فِيهِمُ الْقِيَامُ (عائشة) তিনি যুহরের (ফরয সালাতের পূর্বে চার রাকাত সালাত দীর্ঘ কিয়াম করে আদায় করতেন	২৭০৫
৬৯৭	كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْلِي قَبْلَ الظُّهْرِ بَعْدَ الزُّوَالِ أَرْبَعًا (عبد الله بن السائب) রাসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূর্য পশ্চিমাকাশে চলে পড়ার পর যুহরের (ফরয সালাতের) পূর্বে চার রাকাত সালাত আদায় করতেন।	৩৪০৪
৬৯৮	كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْلِي مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ (أنس) নাবী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাগরিব ও ইশার মাঝে সলাত আদায় করতেন।	২১৩২
৬৯৯	كَانَ يَصْلِي الْهَجِيرَ ، ثُمَّ يَصْلِي بَعْدَهَا (عائشة) তিনি যুহরের সলাত আদায় করতেন এবং এরপর দু’রাকাত সলাত আদায় করতেন	৩৪৮৮
৭০০	ذَوْهَبًا بِأَبِي وَأُمِّي مِنْ أَحَبَّنِي؛ فَلْيَحِبَّ هَذَيْنِ (عبد الله) তাদেরকে ছেড়ে দাও। আমার মাতা-পিতার শপথ যে আমাকে ভালোবাসে সে যেন তাদেরকেও ভালোবাসে।	৪০০২

৭০১	لا تبادروا الإمام [بالركوع والسجود] (أبى هريرة) তোমরা ইমামের আগে রুকু সিজদা করবে না।	৩৪৭৬
৭০২	كان يقرأ في ركعتي الفجر، والركعتين (ابن عمر) নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফজরের দুই রাকাআতে (এবং মাগরিবে পরের দুই রাকাতে 'কূল ইয়া আইয়্যাহাল কাফিরুন'	৩৩২৮
৭০৩	كان يقرأ في الظهر والعصر (سبح اسم (أنس) যুহর ও আসরের সলাতে 'সাব্বিহিসমা রব্বিকাল 'আলা'	১১৬০
৭০৪	كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة (حين يسلم) (البخيرة بن شعبة) প্রত্যেক ফরয সলাতের পর যখন (সালাম ফিরাতেন) এ দু'আ পড়তেন যে,	১৭৬
৭০৫	كان يقوم فيصلي من الليل [على خمرته] (ميمونة) زوج النبي صلى الله عليه وسلم নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম খেজুর পাতার ছোট চাটাইয়ের উপর দাঁড়িয়ে তাহাজ্জুদের সলাত আদায় করতেন	৩৩৪৩
৭০৬	كان صلى الله عليه وسلم ينام وهو ساجد، فمما يعرف نومه إلا بنفخه (عبد الله) নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সিজদারত অবস্থায় ঘুমাতেন। (নাকের) ফুঁ ফুঁ আওয়াজ ব্যতীত তাঁর ঘুম বুঝা যেত না।	২৯২৫
৭০৭	كان صلى الله عليه وسلم يوتر بركة، وكان يتكلم بين الركعتين (عائشة) নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক রাকাআত বিতর আদায় করতেন	২৯৬২
৭০৮	كان صلى الله عليه وسلم لا يسبح في السفر قبلها ولا لا يبعدها (ابن عمر) নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সফরে ফরয সলাতের আগে-পরে কোন তাসবীহ পড়তেন না।	২৮১৬
৭০৯	كانت تحت المنى من ثوبه صلى الله عليه وسلم وهو يصلي (عائشة) রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সলাত আদায় অবস্থায় আমি তাঁর জামা থেকে বীর্ষ খুটে উঠাতাম।	৩১৭২

৭১০	كَانَتْ لِحَفْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَلْبِسُهَا (أَنْسَ بْنِ مَالِكٍ) রাসুলের যুগে আমরা আমাদের লেপ পরিধান করে তাতে সলাত আদায় করতাম।	২৭৯১
৭১১	كَانُوا يَصِلُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَإِذَا رَكَعَ رَكَعُوا (الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ) সাহাবীগণ রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সঙ্গে সলাত আদায় করতেন। তিনি রুকু করলে তারাও রুকু করতেন।	২৬১৬
৭১২	كَانُوا إِذَا قَرَعُوا قَرَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ (صَهْبِيبٍ) তারা (আম্বিয়াগণ) শঙ্কিত হলে সলাতের আশ্রয় নিতেন।	৩৪৬৬
৭১৩	كَانُوا إِذَا كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَقُلْنَا: زَالَتْ (أَنْسَ بْنِ مَالِكٍ) আমরা যখন নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে সফরে থাকতাম এবং বলতাম যে, সূর্য্য ঢলে পড়েছে	২৭৮০
৭১৪	كَانُوا نَنْهَى أَنْ نَصِفَ بَيْنَ السَّوَارِي (قُرَّةٌ) স্তম্ভের মাঝে কাতার করতে আমাদেরকে নিষেধ করা হত।	৩৩৫
৭১৫	كَانَتْ أَعْلَمْتُهَا ثُمَّ أَفْلَتْتُ مِنْهُ (عَبْدُ اللَّهِ) আমাকে এ সম্পর্কে জানানো হয়েছিল অতঃপর আমার (জ্ঞান) থেকে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে।	১১১২
৭১৬	لَأَنْ تَصْلِيَ الْبَرَاءَةُ فِي بَيْتِهَا خَيْرٌ لَهَا مِنْ أَنْ تَصْلِيَ (عَائِشَةُ) মহিলাদের হুজরায় সলাত আদায় করার চেয়ে নিজ ঘরে সলাত আদায় করা উত্তম।	২১৪২
৭১৭	لَأَنْ يُسَلِّكَ أَحَدُكُمْ يَدَهُ عَنِ الْخَصْمِ (جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ) তোমাদের কারো সলাতে কাঁকর মুছা থেকে তার হাতকে বিরত রাখা তার জন্য একশত এমন উট অপেক্ষা উত্তম	৩০৬২
৭১৮	لَقَدْ رَأَيْنَا نَصْلِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْفَجْرِ (عَائِشَةُ) আমি আমাদের (মহিলাদেরকে) রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে চাদর মুড়ি দিয়ে ফজর সলাত আদায় করতে দেখেছিলাম।	২৩২

৭১৯	ليصل الرجل في المسجد الذي يليه ولا يتبع (ابن عمر) ব্যক্তি তার পার্শ্ববর্তী মাসজিদেই সলাত আদায় করবে। একাধিক মাসজিদের পিছনে পড়বে না (পিছু নেবে না)।	২২০০
৭২০	لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات (أباهريرة) লোকেরা অবশ্যই জুমু'আর সালাত ত্যাগ করা থেকে বিরত হবে,	২৯৬৭
৭২০	لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات (عبد الله بن عمر) লোকেরা অবশ্যই জুমু'আর সালাত ত্যাগ করা থেকে বিরত হবে,	২৯৬৭
৭২১	ما أحب أن أسلم على الرجل وهو يصلي (جابر) সলাতরত ব্যক্তিকে সালাম করাকে আমি পছন্দ করি না,	২২১২
৭২২	أين السائل عن وقت صلاة الغداة (أنس) ফজরের সলাতের সময় সম্পর্কে যে প্রশ্ন করেছিল সে কোথায়?	১১১৫
৭২৩	ازدهر بها يا أبا قتادة! فإنه سيكون لها نبي (أبو قتادة) আবু কাতাদা! পানিটুকু হেফাজত করে রাখবে এটা এক সময় আমাদের উপকারে আসতে পারে।	২২২৫
৭২৩	اشرب يا أبا قتادة! (أبو قتادة) আবু কাতাদা! (নাও) পান কর।	২২২৫
৭২৩	إن ساقى القوم آخرهم. فشربت (أبو قتادة) কণ্ঠকে পান করায় যে, সে সবার শেষে পান করে।	২২২৫
৭২৩	كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر. فقال: إنكم إن (أبو قتادة) আমরা রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সঙ্গে এক সফরে ছিলাম। রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আগামীকাল	২২২৫
৭২৩	لا تفريط في النوم، إنما التفريط في اليقظة (أبو قتادة) ঘুমের ক্ষেত্রে কোন অবহেলা নেই- অবহেলা হলো জাগার ক্ষেত্রে।	২২২৫
৭২৩	لاهلك عليكم (أبو قتادة) তোমরা হালাক হবে না;	২২২৫
৭২৩	ما تقولون؟ إن كان أمر دنياكم فشأنكم (أبو قتادة) তোমরা কি বললে? তোমাদের দুনিয়াবী কোন বিষয় হলে তোমরা যা বলবে সেটা সঠিক	২২২৫

৭২৩	يَا أَيُّهَا النَّاسُ! أَحْسِنُوا إِلَيَّ فَلََكُمْ يَصْدُرُ عَنْ (أَبِي قَتَادَةَ) হে লোক সকল! ভালো করে পেয়ালা ভরে নাও শীঘ্রই তোমরা সকলে পরিতৃপ্ত হবে।	২২২৫
৭২৪	مَا شَأْنِي (وَفِي رِوَايَةٍ: مَا لَكَ) أَجْعَلُكَ حِزَائِي (أَبِي عَبَّاسٍ) আমার কি হলো, অপর বর্ণনায় তোমার কি হলো। আমি তোমাকে আমার বরাবর দাঁড় করলাম আর তুমি পিছনে চলে গেলে?!	৬০৬, ২৫৯০
৭২৫	مَا مِنْ صَلَاةٍ مَفْرُوضَةٍ إِلَّا وَبَيْنَ يَدَيْهَا رَكَعَتَانِ (عَبْدُ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ) প্রত্যেক ফরয সলাতের পূর্বে দুই রাকাত (সুন্নাত) সলাত রয়েছে।	২৩২
৭২৬	إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي (أَبُو هُرَيْرَةَ) জান্নাতে এমন ১০০টি স্তর রয়েছে যা আল্লাহ তা'আলা তাঁর পথে জিহাদকারীদের জন্য প্রস্তুত করেছেন।	৯২১৯২১
৭২৬	مَنْ أَمِنَ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَصَامَ (أَبُو هُرَيْرَةَ) যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনে, সলাত কায়েম করে, রমযানের সিয়াম পালন করে	৯২১
৭২৭	مَنْ أَذِنَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ (أَبِي عَمْرِو) যে ব্যক্তি বার বছর আযান দিবে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব	৪২
৭২৮	مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَانَ فِي طَهَارَةٍ إِلَى (أَبِي قَتَادَةَ) যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন গোসল করবে সে অপর জুমু'আ পর্যন্ত পবিত্র থাকবে।	২৩৩১
৭২৯	مَنْ أَمَرَ قَوْمًا وَهُمْ لَكَ كَارِهُونَ، فَإِنَّ صَلَاتَهُ لَا (جَنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةٍ) যে ব্যক্তি কোন কওমের সালাতের ইমামতী করে অথচ তার কওম তার প্রতি অসন্তুষ্ট, তার সালাত কণ্ঠাঙ্গির উপরে উত্থিত হয় না।	২৩২৫
৭৩০	مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ (أَبِي أُمَامَةَ) যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে মাসজিদ নির্মাণ করবে। আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে তার চাইতে একটি প্রশস্ত বালাখানা তৈরি করবেন।	৩৪৪৫

৭৩১	مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لَا يَرِيدُ بِهِ رِيَاءً وَلَا سُبُعَةً (عَائِشَةُ) যে ব্যক্তি অহঙ্কার প্রদর্শনেচ্ছা ব্যতীত খালেস নিয়্যাতে মাসজিদ তৈরি করবে,	৩৩৯৯
৭৩২	مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ سُكْرًا أَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً (عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو) যে ব্যক্তি নেশার কারণে এক ওয়াক্ত সলাত ছেড়ে দিবে	৩৪১৯
৭৩৩	مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وَضُوءَهُ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ (أَبُو الدَّرْدَاءِ) যে ব্যক্তি অযু করবে এবং উত্তমরূপে অযু করবে, তারপর দাঁড়িয়ে দুই রাকা'আত সলাত আদায় করবে	৩৩৯৮
৭৩৪	مَنْ حَافِظٌ عَلَى هَؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ (أَبِي هُرَيْرَةَ) যে ব্যক্তি এসব সলাতের প্রতি যত্নবান হবে, সে গাফেলদের দলভুক্ত হবে না।	৬৫৭
৭৩৫	مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ (جَابِرِ) যে ব্যক্তি শেষ রাতে তাহাজ্জুদ পড়তে পারবে না বলে আশঙ্কা করে সে যেন রাতের শুরু ভাগে বিতর পড়ে নেয়।	২৬১০
৭৩৬	مَنْ خَرَجَ حَتَّى أَتَى هَذَا الْمَسْجِدَ مَسْجِدَ قُبَاءَ (سَهْلُ بْنِ حُنَيْفٍ) যে ব্যক্তি (ঘর থেকে) বের হলো এবং এ মাসজিদে (মাসজিদে কূবায়) এসে সলাত আদায় করল তাকে একটি ওমরার সমপরিমাণ সওয়াব দেয়া হবে।	৩৪৪৬
৭৩৭	مَنْ سَدَّ فَرْجَةَ بَنِي اللَّهِ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ (عَائِشَةُ) যে ব্যক্তি কাতারের ফাঁকা জায়গা পূরণ করে দাঁড়াবে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি বালাখানা নির্মাণ করবেন	১৮৯২
৭৩৮	مَنْ السَّنَةِ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ أَنْ تَبْدَأَ بِرُجْلِكَ (أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ) সুন্নাত হলো মাসজিদে প্রবেশ করলে ডান পা দিয়ে প্রবেশ করা	২৪৭৮
৭৩৯	مَنْ السَّنَةِ فِي الصَّلَاةِ أَنْ تَضَعَ أَلْيَتَيْكَ (ابْنُ عَبَّاسٍ) সলাতের সুন্নাত হলো দু'সিজদার মাঝে তুমি তোমার নিতম্বকে তোমার পিছনে রাখা।	৩৮৩
৭৪০	مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، وَصَلَّى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ (مَعَاذُ بْنُ جَبَلٍ) যে ব্যক্তি রমযানে সিয়াম পালন করল, পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আদায় করল,	৩২২৯

৭৪১	من صلى اثنتى عشرة ركعة بنى الله له بيتا فى الجنة (أبى موسى) যে ব্যক্তি দিনে ১২ রাকা'আত সলাত আদায় করবে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি বালাখানা নির্মাণ করবেন।	২৩৪৭
৭৪২	من صلى صلاة الصبح فهو فى ذمة الله (جندب القسرى) যে ব্যক্তি ফজরের সলাত আদায় কর সে আল্লাহর দায়িত্বে চলে গেল।	২৮৯০
৭৪৩	من صلى صلاة لم يمتها. زيد عليها من (عائذ بن قرط) যে ব্যক্তি অসম্পূর্ণ সলাত আদায় করে। সে ব্যক্তি সলাত পূর্ণ করা পর্যন্ত তার উপর নফল সলাত বৃদ্ধি করে দেয়া হয়।	২৩৫০
৭৪৪	من صلى صلاة لم يمتها. زيد عليها (عائذ بن قرط) যে ব্যক্তি অসম্পূর্ণ সলাত আদায় করে। সে ব্যক্তি সলাত পূর্ণ করা পর্যন্ত তার উপর নফল সলাত বৃদ্ধি করে দেয়া হয়।	৩১৮৬
৭৪৫	من صلى الضحى أربعاً وقبل الأولى أربعاً (أبى موسى) যে ব্যক্তি চার রাকা'আত চাশতের সলাত আদায় করবে এবং (দিনের) প্রথম ভাগের শুরুতে চার রাক'আত সলাত আদায় করবে	২৩৪৯
৭৪৬	من صلى الغداة فى جماعة. ثم قعد يذكر الله (أنس بن مالك) যে ব্যক্তি জামাতের সাথে ফজরের সলাত আদায় করবে এরপর সূর্যোদয় পর্যন্ত স্বস্থানে বসে যিকিরে মাশগুল থাকবে	৩৪০৩
৭৪৭	من صلى لله أربعين يوماً فى جماعة (أنس) যে ব্যক্তি ইখলাসের সাথে জামাতে তাকবীরে উলার সঙ্গে চল্লিশ দিন সলাত আদায় করবে,	১৯৭৯, ২৬৫২
৭৪৭	من صلى لله أربعين يوماً فى جماعة (أبو كاهل) যে ব্যক্তি ইখলাসের সাথে জামাতে তাকবীরে উলার সঙ্গে চল্লিশ দিন সলাত আদায় করবে,	১৯৭৯, ২৬৫২
৭৪৭	من صلى لله أربعين يوماً فى جماعة (عمر بن الخطاب) যে ব্যক্তি ইখলাসের সাথে জামাতে তাকবীরে উলার সঙ্গে চল্লিশ দিন সলাত আদায় করবে,	১৯৭৯, ২৬৫২
৭৪৮	من قرأ بألف آية كتب من المكنظين. (عبد الله بن عمرو) আর যে ব্যক্তি সলাতে এক হাজার আয়াত তিলাওয়াত করবে, তাকে মুকানতরীনের অন্তর্ভুক্ত করা হবে।	৬৪২

৭৪৯	من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة (أبى أمامة الباهلي) যে ব্যক্তি প্রতি সলাতের পর আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে	৯৭২
৭৫০	من قرأ بيائة آية في ليلة كتب له قنوت ليلة (تيمم الدارى) যে ব্যক্তি রাতে একশ আয়াত পাঠ করবে তাকে সারা রাতের আনুগত্যের সওয়াব দেয়া হবে	৬৪৪
৭৫১	من قرأ في ليلة مائة آية لم يكتب من الغافلين (أبى هريرة) যে ব্যক্তি রাতে একশ আয়াত তিলাওয়াত করবে সে গাফিলদের দলভুক্ত হবে না	৬৪৩
৭৫২	من لم يصل ركعتي الفجر، فليصلهما بعدما تطلع (أبى هريرة) যে ব্যক্তি ফজরের দু'রাকা'আত পড়েনি সূর্যোদয়ের পর সে যেন তা পড়ে নেয়।	২৩৬১
৭৫৩	المراء في صلاة ما انتظرها (جابر) ব্যক্তিকে সলাতে ধরা হয় যতক্ষণ সে সলাতের অপেক্ষায় থাকে।	২৩৬৮
৭৫৪	المسجد بيت كل تقى (سليمان) মাসজিদ হলো প্রতিব্যক্তির মুত্তাকীর ঘর।	৭১৬
৭৫৫	نعت السورتان يقرأ بهما في ركعتين قبل الفجر (عائشة) কতইনা উত্তম এ দু' সূরা বা ফজরের পূর্বের দু' রাকাতে পড়া হয়:	৬৪৬
৭৫৬	نهى صلى الله عليه وسلم أن يبال بأبواب المساجد (مكحول) নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাসজিদসমূহের দরজায় প্রস্রাব করতে নিষেধ করেছেন।	২৭২৩
৭৫৭	نهى أن يصلي الرجل وهو عاقص شعره (أبو رافع) চুলে খোঁপা বেঁধে সলাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন।	২৩৮৬
৭৫৮	نهى صلى الله عليه وسلم عن الإقعاء و التورك في الصلاة (أنس) নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সলাতে দুই হাঁটু উঠিয়ে নিতম্বের উপর ভর করে বসা এবং দু' হাঁটুর উপর হাত রাখাকে নিষেধ করেছেন।	১৬৭০

৭৫৯	نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر إلا و الشمس مرتفعة (على) নাবী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসরের পর সলাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন তবে আকাশে সূর্য থাকলে আদায় করতে পারবে।	২০০
৭৬০	نهى صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب و افتراش السبع (عبد الرحمن بن شبل) নাবী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাকের (ন্যায়) ঠোকর (দিয়ে সিজদা করা) থেকে হিংস্র পশুর ন্যায় বাহুকে মাটিতে বিছিয়ে দেয়া থেকে নিষেধ করেছেন।	১১৬৮
৭৬১	وجب الخروج على كل ذات نطاق. يعنى فى العيدين. (عبد الله بن راحة) দু’ ঈদে প্রত্যেক কমরবন্ধনীর (নারীর ঈদগাহের উদ্দেশ্যে) ঘর থেকে বের হওয়া ওয়াজিব।	
৭৬২	ومن قعد فلا حرج (نعيم بن النحام) যে, (আজকে জামাতে না এসে) ঘরে সলাত আদায় করলেও চলবে।	২৬০৫
৭৬৩	والذى نفسى بيده! لو تتابعتم حتى لا يبقى منكم (جابر بن عبد الله) ঐ সত্ত্বার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ! তোমরা যদি পর্যায়ক্রমে চলে যেতে এবং তোমাদের কেউ এখানে না থাকত	৩১৪৭
৭৬৪	لا اعتكاف إلا فى المساجد الثلاثة؟ (حذيفة) তিন মাসজিদেই কেবল ইতিকাক করতে হবে!	২৭৮৬
৭৬৫	لا تتخذوا بيوتكم قبورا. صلوا فيها (زيد بن خالد الجهنى) তোমরা তোমাদের ঘরকে কবর বানিয়ে না (বরণ) ঘরে (কিছু নফল) সলাত আদায় কর।	
৭৬৬	لا تتخذوا المساجد طرقا إلا لذكر أو صلاة (عبد الله بن عمر) যিকর কিংবা সলাতের উদ্দেশ্য ছাড়া তোমরা মাসজিদকে যাতায়াতের পথ বানিয়ে না।	১০০১
৭৬৭	لا تختصوا الليلة الجمعة بقيام من بين الليالى (أبو هريرة) তোমরা অন্যান্য রাতের মাঝে শুধু জুমু‘আর রাতকে সলাতের জন্য নির্ধারণ করো না	

৭৬৮	لا تصلوا إلى قبر ولا تصلوا على قبر (ابن عباس) তোমরা কোন কবরের দিকে মুখ করে কিংবা কবরের উপর সলাত আদায় করো না।	১০১৬
৭৬৯	لا تصلوا عند طلوع الشمس، ولا عند غروبها (أنس بن مالك) তোমরা সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের সময় (কোন) সলাত আদায় করবে না।	৩১৪
৭৭০	لا غرار في صلاة، ولا تسليم (أبى هريرة) সলাত এবং সালাম ফিরানোতে কোন ত্বরা নেই।	৩১৮
৭৭১	لا ولكنهم ينأ عن الكلام في الصلاة (عبد الله بن مسعود) 'না (রাগের কারণে নয়) বরং কুরআন এবং যিক্র ব্যতীত সলাতে কথা বলতে আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে।'	২৩৮০
৭৭২	لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب (أبى هريرة) 'আওয়্যাব' ব্যতীত চাশতের সালাতের হেফাজত করে না। তিনি বললেন, তা হল, সালাতুল আওয়্যাবীন।	৭০৩, ১৯৯৪
৭৭৩	لا تُصَلُّوا حتى تَرْتَفِعَ الشمسُ؛ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ (أبو بشير الأنصاري) তোমরা সূর্যোদয়ের পূর্বে (কোন) সলাত আদায় করবে না। কেননা সূর্য শয়তানের দুই শিং-এর মাঝে উদ্ভিত হয়।	৩০৪১
৭৭৪	لا تنسوا، كتكبير الجنائز (بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم) তোমরা ভুলে যেওনা যে, (দুই ঈদের সলাতের তাকবীর) জ্ঞানায়ার তাকবীরের অনুরূপ	২৯৯৭
৭৭৫	لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس (أبى ذر) আসরের সলাতের পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত (আর) কোন সলাত নেই	৩৪১২
৭৭৬	لا نبى بعدى، ولا أمة بعدكم؛ فاعبدوا ربكم (أبى قتيلة) আমার পরে আর কোন নাবী আসবে না এবং তোমাদের পরে আর কোন উম্মত আসবে না। সুতরাং তোমরা তোমাদের রবের ইবাদত কর,	৩২৩৩
৭৭৭	لا، ولكنك تفلت بين يديك (عبد الله بن عمرو) না, তবে তুমি তো লোকদের সলাতের ইমামতীকালে তোমার সামনে থুথু ফেলেছ।	৩৩৭৬

৭৭৮	لا يسمع النداء أحد في مسجدي هذا (أبى هريرة) যে ব্যক্তি আমার মাসজিদে অবস্থানকালে আযান শুনবে	২৫১৮
৭৭৯	لا يشرب الخمر رجل من أمتي فتقبل له صلاة (عبد الله بن عمرو) আমার উম্মতের যে ব্যক্তি (এক চুমুক) মদ পান করবে ৪০ দিন পর্যন্ত তার ফজরের সলাত কবুল করা হবে না।	৭০৯
৭৮০	لا ينظر الله عز وجل إلى صلاة عبد (طلق بن علي الحنفي) আল্লাহ ঐ বান্দার সলাতের প্রতি দ্রক্ষেপ করেন না	৭৮০
৭৮১	يأتى الشيطان أحدكم فينقر عند عجانیه (ابن عباس) শয়তান তোমাদের নিতম্ব ও অণ্ডকোষের মধ্যবর্তী স্থানে এসে ঠোকর দেয়।	৩০২৬
৭৮২	يا أبا فاطمة! أكثر من السجود (أبى فاطمة) হে ফাতেমা! বেশি বেশি সিজদা কর।	১৫১৯
৭৮৩	يا عائشة! ارفعى عنّا حصيرك هذا (ائشة) আয়িশা! আমার নিকট থেকে তোমার এ চাটাইকে উঠিয়ে নাও	৯৩
৭৮৪	يا معشر النساء! تصدّقن، فبارأيث من نواقص (أبى هريرة) হে নারী সমাজ! দান-সদকা কর, কারণ যারা বুদ্ধি ও দীনদারীতে অপূর্ণ, এমন কেউ যে বিচক্ষণ বুদ্ধিমান পুরুষের বুদ্ধি তোমাদের কোন একজন অপেক্ষা অধিক হরণ করতে পারে, তা আমি দেখিনি।	৩১৪২
৭৮৫	يبعث مناد عند حضرة كل صلاة فيقول (عبد الله بن مسعود) প্রত্যেক সলাতের সময় একজন আহ্বানকারী ডেকে বলে, হে বনী আদম! তোমাদের জন্য যে আগুন জ্বালানো হয়েছে তা তোমরা নিভিয়ে ফেল।	২৫২০
৭৮৬	يصبح على كل سلامي من أحدكم صدقة. فكل (أبى ذر) তোমাদের কেউ যখন ভোরে উঠে তখন তার প্রতিটি জোড়ার উপর একটি করে সদকা রয়েছে।	৫৭৭
৭৮৭	يعجب ربكم من راعي غنم في رأس شظية بجبل (عقبة بن عامر) তোমার রব খুশি হন সেই ছাগল চালকের উপর যে একা পর্বত শিখরে দাঁড়িয়ে আযান দেয় এবং সালাত আদায় করে।	৪১

৭৮৮	يُكْتَبُ فِي كُلِّ إِشَارَةٍ يَشِيرُ الرَّجُلُ (عَقِبَةُ بَنِي عَامِر) ব্যক্তি তার সলাতে যতবার তার হাত দ্বারা ইশারা করে, তার জন্য ১০টি নেকী লেখা হয়।	৩২৮৬
৭৮৯	يَكُونُ خَلْفُ مَنْ بَعْدَ سِتِينَ سَنَةً (أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ) ৬০ বছর পর এমন এক প্রজন্ম জন্ম নেবে যারা সলাত নষ্ট করবে,	৩০৩৪
৭৯০	أَتَانِي جِبْرِيلُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ (ابْنِ عَبَّاسٍ) একদিন আমার নিকট জিব্রাইল আগমন করে বলল, হে মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! নিশ্চয়ই আল্লাহ লানত করেছেন মদের উপর,	৮৩৯
৭৯১	اجْتَنِبُوا الْخَمْرَ، فَإِنَّهَا مُفْتَاخُ كُلِّ شَرٍّ (ابْنِ عَبَّاسٍ) তোমরা মদ থেকে দূরে থাক কেননা মদ সকল মন্দের চাবিকাঠি।	২৭৯৮
৭৯২	اجْعَلُوا مَكَانَ الدَّمِ خُلُوقًا (عَائِشَةُ) তোমরা রক্তের স্থানে 'খালুক' (জাফরান মিশ্রিত সুগন্ধিবিশেষ) রাখো।	৪৬৩
৭৯৩	أَحَلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، فَأَمَّا الْبَيْتَتَانِ فَالْحَوْتِ (ابْنِ عُمَرَ) আমাদের জন্য দুই প্রকার মৃত জন্তু এবং দুই প্রকার রক্ত হালাল করা হয়েছে। মৃত জন্তু দুটো হলো, মাছ ...	১১১৮
৭৯৪	أُخْرُوا الْأَحْبَالَ (عَلَى الْإِبِلِ) فَإِنَّ الْيَدَ مَعْلَقَةٌ (أَبُو هُرَيْرَةَ) তোমরা উটের পিছনে বোঝা রাখো। কেননা হাত হলো ঝুলন্ত,	১১৩০
৭৯৫	ادْنِ يَا بَنِيَّ وَسَمِ اللَّهَ وَكُلَّ بَيْمِينِكَ (عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ) বৎস! কাছে এসো এবং 'বিসমিল্লাহ' বলে ডান হাতে খাও এবং নিজের সম্মুখ হতে খাও।	১১৮৪
৭৯৬	إِذَا أَصْلَحَ خَادِمٌ أَحَدَكُمْ لَهُ طَعَامُهُ كَفَفَاهُ حَرَةً (أَبُو هُرَيْرَةَ) তোমাদের কারো খাদেম যখন তার জন্য খাবার প্রস্তুত করে এবং (প্রস্তুত করতে গিয়ে) তার গরম-ঠাণ্ডা (এর কষ্ট) সহ্য করে	৪১৫
৭৯৭	إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ الطَّعَامَ فَلَا يَسْحِ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا (جَابِرُ) তোমাদের কেউ যখন খাবার খায় তখন সে যেন আসুল চটে খায় বা অন্যের দ্বারা চটে নেয়া পর্যন্ত হাত না মুছে ফেলে।	৩৯১

৭৯৮	إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ بِطَعَامِهِ فَلْيَجْلِسْهُ (أَبُو هُرَيْرَةَ) তোমাদের কারো খাদেম যখন তার খাবার নিয়ে হাজির হবে তবে সে যেন তাকে তার সঙ্গে বসিয়ে খাওয়ায়।	১২৯৭
৭৯৯	إِذَا جَاءَ خَادِمٌ أَحَدُكُمْ بِطَعَامِهِ فَلْيَجْلِسْهُ (أَبُو هُرَيْرَةَ) তোমাদের কারো খাদেম যখন তার নিকট খাবার পরিবেশন করে। তবে সে যেন খাদেমকে তার সাথে বসিয়ে খাওয়ায়।	১৩৯৯
৮০০	إِذَا جَاءَ خَادِمٌ أَحَدُكُمْ بِطَعَامِهِ فَلْيَقْعُدْهُ مَعَهُ (عَبْدُ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ) তোমাদের কারো খাদেম যখন তার খাবার নিয়ে আসে। তবে সে যেন খাদেমকে নিজের সাথে বসায়	১০৪২
৮০১	إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ لَطْعَامٍ فَلْيَجِبْ فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ (جَابِرٌ) তোমাদের কেউ যখন তার ভাইকে খাবারের দাওয়াত দেয় তাহলে সে যেন তা কবুল করে। অতঃপর মন চাইলে খাবে	৩৪৭
৮০২	إِذَا دَعَى أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيَجِبْ (أَبُو هُرَيْرَةَ) তোমাদের কাউকে যখন খাবারের দিকে ডাকা হয়। তখন সে যেন তার ডাকে সাড়া দেয়।	১৩৪৩
৮০৩	إِذَا رَمَيْتَ الصَّيْدَ فَأَدْرِكْتَهُ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ (أَبُو ثَعْلَبَةَ الْخَشَنِيِّ) তুমি যখন শিকারের প্রতি তীর ছুড়বে অতঃপর তিন দিন অতিবাহিত হওয়ার পর শিকারের গায়ে তোমার তীর (বিদ্ধাবস্থায়) পাবে	১৩৫০
৮০৪	إِذَا رَوَيْتَ أَهْلَكَ مِنَ اللَّيْلِ غَبُوقًا (سُرَّةُ بْنُ جَنْدَبٍ) তুমি যদি সন্ধ্যায় দোহনকৃত দুধ দ্বারা তোমার পরিবারের তৃষ্ণা নিবারণ কর	১৩৫৩
৮০৫	إِذَا سَرْتُمْ فِي أَرْضٍ خَصْبَةٍ، فَأَعْطُوا الدَّوَابَّ حَقَّهَا أَوْ حَظَّهَا (أَنْسٌ) তোমরা উর্বর ভূমিতে সফর করলে সাওয়ারীকে তার হক ও অংশ দিবে	১৩৫৭
৮০৬	إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَسُ فِي الْإِنَاءِ فَإِذَا أَرَادَ (أَبُو هُرَيْرَةَ) তোমাদের কেউ পানি পান করলে সে যেন পানির পাশ্রে শ্বাস না ফেলে অতঃপর পুনরায় পান করতে চাইলে	৩৮৬
৮০৭	إِذَا شَرِبْتُمُ اللَّيْلَ فَمُضِضُوا، فَإِنْ لَهُ دَسْمٌ (أُمُّ سَلَمَةَ) তোমরা দুধ পান করলে (পান করার পর) কুলি করবে। কেননা দুধে তৈলাক্ততা রয়েছে।	১৩৬১

৮০৮	إِذَا ضَحَى أَحَدُكُمْ، فَلْيَأْكُلْ مِنْ أَضْحِيَّتِهِ (أَبُو هُرَيْرَةَ) তোমাদের কেউ কুরবানী করলে সে যেন কুরবানীর গোশত খায়।	৩৫৬৩
৮০৯	إِذَا طَبَخْتُمُ اللَّحْمَ فَأَكْثَرُوا الْمَرْقَ أَوِ الْمَاءَ (جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ) তোমরা গোশত রান্না করলে ঝোল কিংবা পানি বাড়িয়ে দাও।	১৩৬৮
৮১০	إِذَا طَعِمَ أَحَدُكُمْ فَسَقَطَتْ لَقْمَتُهُ مِنْ يَدِهِ فَلْيُطِمْ مَا (جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ) তোমাদের কেউ খাবার খেলে তার হাত থেকে লোকমা পড়ে গেলে লোকমার সঙ্গে যা লেগেছে সে যেন তা পরিষ্কার করে খেয়ে ফেলে	১৪০৪
৮১১	إِذَا وَقَعَ الذَّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِهِ (كُلُّهُ) (أَبُو هُرَيْرَةَ) তোমাদের কারো শরবতে মাছি পড়লে সে যেন পূর্ণ মাছিকে তাতে ডুবিয়ে দিয়ে (বাইরে)	৩৮
৮১২	اشُوا النَّأْمَنَهُ، فَقَدْ بَلَغَ مَحَلَّهُ (أَنْسُ) “মর থেকে আমাদের জন্য কিছু গোশত ভুনা কর নিশ্চয়ই সে তার হালাল হওয়ার স্থানে পৌঁছে গেছে।”	২৫৪৬
৮১৩	اضْرِبْ بِهَذَا الْحَاطِطِ، فَإِنَّ هَذَا شَرَابٌ مِنْ لَإِيْءِ مَنْ (أَبُو هُرَيْرَةَ) একে এ দেয়ালে নিক্ষেপ কর। কেননা এটা তাদের শরাব	৩০১০
৮১৪	أَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَأَطِيبُوا الْكَلَامَ (الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ) তোমরা (অন্যকে) খাবার খাওয়াও এবং ভালো কথা বল।	১৪৬৫
৮১৫	أَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَأَفْشُوا السَّلَامَ (عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ) তোমরা লোকদেরকে খাবার খাওয়াও এবং সালামের প্রচার প্রসার কর।	১৪৬৬
৮১৬	أَعْطَانِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا مِنْ تَمْرٍ، فَجَعَلْتُهُ فِي مِكَتَلِي (أَبُو هُرَيْرَةَ) নাবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা আমাকে একটি খেতুর দিলেন। আমি খেতুরটি খেতুর পাতার তৈরি টুকরিতে রেখে ঘরের ছাদে লটকিয়ে রাখলাম	৩১৬২
৮১৭	أَعْنَدُكُمْ مَا يَغْنِيْكُمْ؟ (جَابِرُ بْنُ سَبْرَةَ) তোমাদের নিকট কি এ পরিমাণ খাবার রয়েছে যা তোমাদেরকে অন্যের (নিকট হাত পাতা থেকে) বিমুখ করে দেয়?	২৭০২

৮১৭	فَكُلُوها (جَابِر بن سَمْرَةَ) তোমাদের নিকট কি এ পরিমাণ খাবার রয়েছে যা তোমাদেরকে অন্যের (নিকট হাত পাতা থেকে) বিমুখ করে দেয়?	২৭০২
৮১৮	أَمَّا بَلِّغْكُمْ أَنِّي قَدْ لَعَنْتُ مَنْ وَصَمَ الْبَيْهِيَةَ فِي (جَابِر) তোমাদের নিকট কি এ সংবাদ পৌঁছেনি যে, চতুস্পদ জন্তুর চেহারা দাগ দেয়া আমি লানত করেছি?	১৫৪৯
৮১৯	أَمْرٌ بِحَدِّ الشِّفَارِ، وَأَنْ تَوَارَى عَنِ الْبِهَائِمِ (عَبْدُ اللَّهِ بنِ عَمْرِو) ছুরি ধার করার এবং জন্তুর থেকে ছুরি লুকিয়ে রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন	৩১৩০
৮২০	أَمَرْتُ الرِّسْلَ قَبْلِي أَلَّا تَأْكُلَ إِلَّا طَيِّبًا (أَمْرُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْتِ شَدَادِ) আমার পূর্বের রাসূলগণকে পবিত্র জিনিস ব্যতীত অন্য কোন জিনিস না খাওয়ার নির্দেশ করা হয়েছিল।	১১৩৬
৮২১	إِنْ أَحَدَ جَنَاحِي الذِّبَابِ سَمَ (أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ) মাছির এক ডানায় থাকে বিষ	৩৯
৮২২	عَهْدٌ إِلَيَّ إِنْ آخَرَ زَادَكَ مِنَ الدُّنْيَا ضَيْحٌ مِنْ لَبَنِ (عَمَّارُ بنِ يَاسِرٍ) দুনিয়া থেকে বিদায়ের ক্ষেত্রে তোমার সর্বশেষ পাথেয় হলো প্রচুর পানি মেশানো পাতলা দুধ।	৩২১৭
৮২৩	إِنَّ الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الْفِضَّةِ [وَالْذَهَبِ] إِنَّمَا (أَمْرُ سَلَمَةَ) যে ব্যক্তি স্বর্ণ-রূপার পাত্রে পান করবে তার পেটে	৩৪১৭
৮২৪	إِنَّ اللَّهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الْأَكْلَةَ فِي حِمْدِهِ (أَنْسُ بنِ مَالِكٍ) আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তুষ্ট যে এক লোকমা খাবার খায় এবং এর উপর তাঁর প্রশংসা করে।	১৬৫১
৮২৫	إِنَّ الْبِرَّةَ وَسْطُ الْقَصْعَةِ، فَكُلُوا مِنْ نَوَاحِيهَا (ابْنُ عَبَّاسٍ) খাবারের বরকত পেয়ালার মাঝখানে। সুতরাং তোমরা পেয়ালার চারপাশ থেকে খাও	১৫৮৭
৮২৬	اسْكَبِي أَمْرَ سَنْبَلَةَ، نَاولِي أَبَا بَكْرٍ (عَائِشَةُ) উম্মু সুন্বলা! (সেখান থেকে) দুধ ঢেলে আবু বাকারকে দাও।	২৯৮৫
৮২৬	اسْكَبِي أَمْرَ سَنْبَلَةَ، نَاولِي عَائِشَةَ (عَائِشَةُ) উম্মু সুন্বলা দুধ ঢেলে আয়িশাকে দাও।	২৯৮৫

৮২৬	يَا أُم سَنْبِلَةَ! مَا هَذَا مَعَكَ؟ (عائشة) উম্মু সুনবুলা! তোমার সাথে এটা কি?	২৯৮৫
৮২৬	يَا عَائِشَةُ! إِنَّهُمْ لَيْسُوا بِأَعْرَابٍ. هُمْ أَهْلُ بَادِيَتِنَا (عائشة) আয়িশা! তারা বেদুঈন নয় তারা হলো আমাদের মরুভূমির বাসীন্দা।	২৯৮৫
৮২৭	أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ (على) রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবর যিয়ারত করতে	৮৮৬
৮২৭	إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ (على) আমি কবর যিয়ারত থেকে তোমাদেরকে (এক সময়) নিষেধ করেছিলাম (এখন থেকে) তোমরা কবর যিয়ারত কর।	৮৮৬
৮২৮	إِنْ طَعَّمَ الْوَاحِدَ يَكْفِي الْاِثْنَيْنِ (عمر بن الخطاب) একজনের খাবার দুইজনের জন্য যথেষ্ট	১৬৮৬
৮২৯	إِنْ مِنَ الْعَنْبِ خَيْرٌ وَإِنْ مِنَ التَّمْرِ خَيْرٌ (النعمان بن بشير) আঙ্গুর থেকে মদ তৈরি হয়, খেজুর থেকে মদ তৈরি হয়	১৫৯৩
৮৩০	إِنْ أَنَا مِنْ أُمَّتِي يَشْرِبُونَ الْخَمْرَ يَسْمُونَهَا بِغَيْرِ (رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم) নিশ্চয় আমার উম্মতের কিছু সংখ্যক লোক মদের নাম পরিবর্তন করে তা পান করবে।	১১১
৮৩১	أَنْ لَا تَتَنَفَّعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِشَيْءٍ (مُشَيْخَةٌ مِنْ جُهَيْنَةَ) মৃত জন্তুর দ্বারা তোমরা কোন উপকৃত হবে না।	৩১৩৩
৮৩২	إِنَّا كُنَّا نَهَيْنَاكُمْ عَنْ لَحْمِهَا أَنْ تَأْكُلُوهَا فَوْقَ ثَلَاثِ (نَبِيْشَةَ الْهَذَلِي) আমি তোমাদেরকে তিন দিনের বেশি কুরবানীর গোশত খেতে নিষেধ করেছিলাম	১৭১৩
৮৩৩	إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ (فَيْرُوز) আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিকট।	১৫৭৩
৮৩৩	انْبِذُوهُ (يَعْنِي الزَّبِيبَ) عَلَى غِذَائِكُمْ (فَيْرُوز) সকালে নাবীয বানিয়ে রাতে পান করবে।	১৫৭৩
৮৩৪	إِنَّهُ أَكْظَمُ لِلْبِرَّةِ (أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ) এতে বিরাট বরকত রয়েছে।	৩৯২, ৬৫৯

৮৩৫	إِنَّهَا مَبَارَكَةٌ، إِنَّهَا طَعَامٌ طَعْمٌ (أَبُو ذَر) নিশ্চয়ই এর (যমযমের) পানি বরকতময় (এবং) নিশ্চয়ই এর (যমযমের) পানি স্বাদের খাবার।	৩৫৮৫
৮৩৫	إِنَّهَا مَبَارَكَةٌ، إِنَّهَا طَعَامٌ طَعْمٌ (ابن عباس) নিশ্চয়ই এর (যমযমের) পানি বরকতময় (এবং) নিশ্চয়ই এর (যমযমের) পানি স্বাদের খাবার।	৩৫৮৫
৮৩৫	فَمِنْ كَأَن يَطْعَمُكَ؟ (أَبُو ذَر) কে তোমাকে খাওয়াতো?	৩৫৮৫
৮৩৫	مَا قَالَ لَكُمَا؟ (أَبُو ذَر) তোমাদের কে বলল যে, সে সাবায়ী?	৩৫৮৫
৮৩৫	مَتَى كُنْتَ هَاهُنَا؟ (أَبُو ذَر) তুমি এখানে কতদিন ধরে?	৩৫৮৫
৮৩৫	وَعَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ (أَبُو ذَر) “তোমার উপরও আল্লাহর শান্তি এবং রহমাত বর্ষিত হোক”	৩৫৮৫
৮৩৬	الْأَيْمَنُ فَلَا أَيْمَنَ، وَفِي طَرِيقٍ: الْأَيْمَنُونَ (أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ) ডানদিকের তৎপর তার ডানদিকের ব্যক্তিরই হক প্রথমে রয়েছে।	১৭৭১
৮৩৭	اللَّهُمَّ اطْعِمْنِي وَأَسْقِنِي وَهْدِي (رَجُلٌ خَدَمَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِ سِنِينَ) হে আল্লাহ! আপনি আমাকে খাওয়ায়েছেন, পান করিয়েছেন, সম্পদশালী করিয়েছেন, হিদায়াত দান করেছেন এবং জীবিত রেখেছেন।	৭১
৮৩৭	بِسْمِ اللَّهِ (رَجُلٌ خَدَمَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِ سِنِينَ) আল্লাহর নামে।	৭১
৮৩৮	بَقِيَ كُلُّهَا غَيْرَ كَتَفَهَا (عَائِشَةُ) পাজর ছাড়া তার সবই রয়েছে।	২৫৪৪
৮৩৯	بَيْتٌ لَا تَمْرُفِيهِ، كَالْبَيْتِ لَا طَعَامَ فِيهِ (سَلَمَى) যে ঘরে খেতুর নেই তা ঐ ঘরের মতো যাতে কোন খাবার নেই।	১৭৭৬
৮৪০	ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو) কিয়ামাত দিবসে তিন প্রকার ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ দৃষ্টিপাত করবেন না:	৬৭৪

৮৪১	حرم الله الخمر، وكل مسكر حرام (سالم بن عبد الله بن عمر) আল্লাহ মদকে হারাম করেছেন এবং নেশা সৃষ্টিকারী প্রত্যেক বস্তুই হারাম।	১৮১৪
৮৪২	خير تمر ااكم البرنى (أبى سعيد الخدرى) তোমাদের খেজুরসমূহের মাঝে বুরনী খেজুর হলো সর্বশ্রেষ্ঠ।	১৮৪৪
৮৪২	خير تمر ااكم البرنى (أنس بن مالك) তোমাদের খেজুরসমূহের মাঝে বুরনী খেজুর হলো সর্বশ্রেষ্ঠ।	১৮৪৪
৮৪২	خير تمر ااكم البرنى (بريدة بن الحصيب) তোমাদের খেজুরসমূহের মাঝে বুরনী খেজুর হলো সর্বশ্রেষ্ঠ।	১৮৪৪
৮৪২	خير تمر ااكم البرنى (بعض وفد عبد القيس) তোমাদের খেজুরসমূহের মাঝে বুরনী খেজুর হলো সর্বশ্রেষ্ঠ।	১৮৪৪
৮৪২	خير تمر ااكم البرنى (على بن أبى طالب) তোমাদের খেজুরসমূহের মাঝে বুরনী খেজুর হলো সর্বশ্রেষ্ঠ।	১৮৪৪
৮৪২	خير تمر ااكم البرنى (مزينة) তোমাদের খেজুরসমূহের মাঝে বুরনী খেজুর হলো সর্বশ্রেষ্ঠ।	১৮৪৪
৮৪৩	الخمير من هاتين الشجرتين: النخلة والعنب (أبو هريرة) এ দু'প্রকারের গাছ থেকে মদ প্রস্তুত হয়- খেজুর ও আঙ্গুর।	৩১৫৯
৮৪৪	دع داعي اللبن (ضرار بن الأزور) সহজে দোহন করার জন্য দুধের যে অংশ ওলানে ছেড়ে দেয়া হয় তা ছেড়ে দাও।	১৮৬০
৮৪৫	دع عفرأ أحب إلى الله من دمر سؤداوين (أبى هريرة) গুস্ত পশুর কুরবানী আল্লাহর নিকট দু'টি কালো পশুর কুরবানীর চেয়ে অধিক প্রিয়।	১৮৬১
৮৪৬	رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل مما مسته النار (عبد الله بن عباس) আমি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি যে, তিনি আগুন দ্বারা রান্না করা বস্তু খেতেন	২১১৬
৮৪৭	اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه (أنس بن مالك) হে আল্লাহ! তাঁর সম্পদ এবং সন্তান বৃদ্ধি করুন এবং এতে বরকত দিন।	১৪১

৮৪৭	ردوا هذا فى وعائه وهذا فى سقائه (أنس بن مالك) এটা তার পাত্রে এবং এটা তার মশকে রেখে দাও, আমি রোযাদার।	১৪১
৮৪৮	أنى لكم هذا؟ (أنس بن مالك) এ (খিজুর) কোথায় পেলেন?	৩০৪৯
৮৪৮	رُدُّوهُ عَلَى صَاحِبِهِ (أنس بن مالك) এ (উত্তম ও নরম প্রচুর পানি দ্বারা সেচকৃত) খিজুর তার মালিকের নিকট ফিরিয়ে দাও	৩০৪৯
৮৪৯	شر الطعام طعام الوليمة ي منعها من يأتيتها (أبى هريرة) মন্দ খাবার হলো ওলীমার খাবার। যে এতে আসে তাকে নিষেধ করা হবে।	১১৮৫
৮৫০	عق عن نفسه بعد ما بعث نبياً (أنس) রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাবী হিসেবে প্রেরিত হবার পর (নবুওয়াত প্রাপ্তির পর) নিজের আকীকা করেছেন।	২৭২৬
৮৫১	غطوا الإناء وأكوا السقاء فإن فى (جابر بن عبد الله) তোমরা খাদ্য-পাত্র ঢেকে রাখ এবং মশক বন্ধ রাখ।	৩৭
৮৫২	فُقِدَتْ أُمَّةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ (أبى هريرة) বনী-ইসরাঈলের এক উম্মত হারিয়ে যায়।	৩০৬৮
৮৫৩	الطخى وجهها (عائشة) (সাদা!) ভূমিও তার চেহারায় প্রলেপ দাও	৩১৩১
৮৫৩	قُومًا فَاغْسِلَا وُجُوهَهُمَا (عائشة) উঠ, গিয়ে তোমাদের চেহারাসমূহ ধুয়ে ফেল।	৩১৩১
৮৫৪	كَانَ أَحَبَّ الشَّرَابِ إِلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخُلُؤُ الْبَارِدُ (عائشة) মিষ্ট ঠাণ্ডা শরবত ছিল তাঁর নিকট সর্বাধিক প্রিয়।	৩০০৬
৮৫৫	كَانَ أَحَبَّ الْعَرَقِ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذِرَاعَ الشَّاةِ (عبد الله) রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট সর্বাধিক প্রিয় গোশতের টুকরা ছিল ছাগলের বাহ।	২০৫৫
৮৫৬	كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَكَلَ الطَّعَامَ أَكَلَ مِنْهَا يَلِيهِ (عائشة) রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাবার খেলে তাঁর সম্মুখ হতে খেতেন।	২০৬২

৮৫৭	كان صلى الله عليه وسلم إذا شرب تنفس ثلاثاً (أنس بن مالك) নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানি পান করলে তিনবার নিঃশ্বাস নিতেন	৩৮৭
৮৫৮	كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أو شرب قال: الحمد لله (أبى أيوب الأنصاري) রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাবার খেলে কিংবা পানি পান করলে বলতেন, “সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।”	২০৬১
৮৫৯	كان صلى الله عليه وسلم قد نهانا عن أن نأكل لحوم نسكنا فوق ثلاث (أبى سعيد الخدري) নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে কুরবানীর পশুর গোশত তিন দিনের বেশি খেতে নিষেধ করতেন।	২৯৬৯
৮৬০	كان صلى الله عليه وسلم له قصعة يقال لها: الغراء، يحبلها أربعة (عبد الله بن بسر) রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর একটি বৃহৎ পানপাত্র ছিল যাকে “সাররা” বলা হতো। চারজন লোক এ পানপাত্রটি বহন করত।	২১০৫
৮৬১	كان صلى الله عليه وسلم يأكل البطيخ بالربط (عائشة) রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেজুর দ্বারা খরবুজা খেতেন	৮৬১
৮৬২	كان صلى الله عليه وسلم يأكل الربط مع الخربز . يعنى البطيخ (أنس) নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেজুরের সঙ্গে খরবুজা খেতেন।	৫৮
৮৬৩	كان صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالربط (عبد الله بن جعفر) নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেজুর দ্বারা শসা খেতেন।	৫৬
৮৬৪	كان يؤتى صلى الله عليه وسلم بالتمر فيه دود، فيفتشه (أنس بن مالك) নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে খেজুর পেশ করা হতো। আর তিনি তা খুঁটে তা থেকে পোকা বের করতেন।	২১১৩

৮৬৫	كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحِبُّ الدِّبَاءَ (أُنْسُ بْنُ مَالِكٍ) নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কদু খেতে পছন্দ করতেন।	২১২৭
৮৬৬	كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْرِبُ فِي ثَلَاثَةِ أَنْفَاسٍ ، إِذَا أَدْنَى الْإِنَاءَ (أَبَى هُرَيْرَةَ) নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন নিঃশ্বাসে পানি পান করতেন।	১২৭৭
৮৬৭	كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْجِبُهُ الْحُلُو الْبَارِدُ (عَائِشَةُ) নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঠাণ্ডা মিষ্টিকে পছন্দ করতেন।	২১৩৪
৮৬৮	كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْتَبِذُ لَهُ فِي سِقَاءٍ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ سِقَاءً (جَابِرُ) রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য মশকে নাবী প্রস্তুত করা হত। যদি ওটা সংগ্রহ না হত,	৩০০৯
৮৬৯	كَانَ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ (أَبَى هُرَيْرَةَ) প্রত্যেক কর্তন দন্তবিশিষ্ট হিংস্রজন্তু (এর গোশত) খাওয়া হারাম।	৪৭৬
৮৭০	كُلْ مَا أَفْرَى الْأَوْدَاجِ ، مَا لَمْ يَكُنْ (أَبَى أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ) যে প্রাণীর ঘাড়ের রগসমূহ কর্তন করা হয়েছে তা খাও। যতক্ষণ না তা দাঁত কিংবা নখাঘাতের কাটা না হবে।	২০২৯
৮৭১	كُلْ مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ قَوْسُكَ (أَبُو ثَعْلَبَةَ الْخَشَنِيُّ) তোমার ধনুক তোমার নিকট যা ফিরিয়ে দিয়েছে তা থেকে তুমি ভক্ষণ কর।	২০২৮
৮৭১	كُلْ مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ قَوْسُكَ (حَذِيفَةُ بْنُ الِیْمَانَ) তোমার ধনুক তোমার নিকট যা ফিরিয়ে দিয়েছে তা থেকে তুমি ভক্ষণ কর।	২০২৮
৮৭১	كُلْ مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ قَوْسُكَ (عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو) তোমার ধনুক তোমার নিকট যা ফিরিয়ে দিয়েছে তা থেকে তুমি ভক্ষণ কর।	২০২৮
৮৭১	كُلْ مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ قَوْسُكَ (عَقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ) তোমার ধনুক তোমার নিকট যা ফিরিয়ে দিয়েছে তা থেকে তুমি ভক্ষণ কর।	২০২৮
৮৭২	كُلُوا بِاسْمِ اللَّهِ مَنْ حَوَالِيهَا (وَاثِلَةُ بْنُ الْأَسْقَعِ اللَّيْثِيُّ) তোমরা 'বিসমিল্লাহ' বলে এর পার্শ্ব থেকে খাও	২০৩০

৮৭৩	اطبخوا هذه الشاة وانظروا إلى هذا الدقيق (عبد الله بن بسر) এ ছাগলটি রান্না কর। আর এই যে আটা দেখছ তা দিয়ে রুটি রান্না কর এবং সারীদ বানাও।	৩৯৩
৮৭৩	إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا (عبد الله بن بسر) আল্লাহ আমাকে দয়ালু বান্দা বানিয়েছেন স্বেচ্ছাচারী একগুঁয়ে বানান নি।	৩৯৩
৮৭৩	خذوا فكلوا، فوالذي نفس محمد بيده (عبد الله بن بسر) (পাত্রটি) নাও এবং খাও। ঐ সত্তার কসম যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ	৩৯৩
৮৭৩	كلوا من جوانبها، ودعوا ذروتها (عبد الله بن بسر) তোমরা পাত্রটির চারপাশ হতে খাও এবং তার অগ্রভাগ ছেড়ে দাও।	৩৯৩
৮৭৪	كلوا الزيت وادهنوا به، فإنه من شجرة مباركة (أبو أسيد) তোমরা যাইতুন বৃক্ষের তেল খাও এবং এর তেল শরীরে ব্যবহার কর। কেননা এ তেল বরকতময় বৃক্ষ থেকে সৃষ্ট।	৩৭৯
৮৭৪	كلوا الزيت وادهنوا به، فإنه من شجرة مباركة (أبو هريرة) তোমরা যাইতুন বৃক্ষের তেল খাও এবং এর তেল শরীরে ব্যবহার কর। কেননা এ তেল বরকতময় বৃক্ষ থেকে সৃষ্ট।	৩৭৯
৮৭৪	كلوا الزيت وادهنوا به، فإنه من شجرة مباركة (عبد الله بن عباس) তোমরা যাইতুন বৃক্ষের তেল খাও এবং এর তেল শরীরে ব্যবহার কর। কেননা এ তেল বরকতময় বৃক্ষ থেকে সৃষ্ট।	৩৭৯
৮৭৪	كلوا الزيت وادهنوا به، فإنه من شجرة مباركة (عمر) তোমরা যাইতুন বৃক্ষের তেল খাও এবং এর তেল শরীরে ব্যবহার কর। কেননা এ তেল বরকতময় বৃক্ষ থেকে সৃষ্ট।	৩৭৯
৮৭৫	كلوة يعنى الثوم، فإنى لست كأحدكم (أمر أيوب) তোমরা (এ) রসুন খাও। আমি তোমাদের অন্যান্যদের মতো নই।	২৭৮৪
৮৭৬	كلوة من ذي الحجة إلى ذي الحجة (عائشة) তোমরা এক জিলহাজ্জ হতে অপর জিলহাজ্জ পর্যন্ত এ কুরবানীর গোশত খাও।	৩১০৯

৮৭৬	كلوه من ذي الحجة إلى ذي الحجة (على) তোমরা এক জিলহাজ্জ হতে অপর জিলহাজ্জ পর্যন্ত এ কুরবানীর গোশত খাও।	৩১০৯
৮৭৭	كنانسيها شباعة (يعنى: زمزم) وكنانجدها (ابن عباس) আমরা যমযমকে শাববা'আহ (তৃপ্তিসহকারে আহারের পর অবশিষ্ট খাবার) নামকরণ করতাম	২৬৮৫
৮৭৮	كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحى فوق ثلاث (بريدة) তিন দিনের বেশি কোরবানীর (পশুর) গোশত সংগ্রহ করে রাখতে আমি তোমাদেরকে নিষেধ করেছিলাম	২০৪৮
৮৭৯	قيل لى: أنت منهم (عبد الله) আমাকে বলা হলো যে, তুমিও তাদের একজন।	৩৪৮৬
৮৮০	لوأخذتم إهابها (مبيونة زوج النبی صلى الله عليه وسلم) তোমরা যদি এর কাঁচা চামড়া সংগ্রহ করতে (এবং এর দ্বারা উপকৃত হতে)।	২১৬৩
৮৮০	يطهرها الباء والقرظ. (مبيونة زوج النبی صلى الله عليه وسلم) পানি এবং বৃক্ষের পাতা তাকে পবিত্র করে দিবে।	২১৬৩
৮৮১	لو يعلم الذي يشرب وهو قائم ما فى بطنه (أبى هريرة) যে দাঁড়িয়ে পান করে সে যদি জানত যে তার পেটে কি আছে তাহলে সে বমি করে দিত।	১৭৬, ২১৭৫
৮৮২	ليأكل أحدكم بيبينه وليشرب بيبينه (أبى هريرة) তোমাদের কেউ খাবার খেলে সে যেন ডান হাতে খায়। পান করলে যেন ডান হাতে পান করে।	১২৩৬
৮৮৩	ما أقفر من أدم بيت فيه خل (أمرهائى) বস্তুত সে ঘর তরকারী শূন্য নয় যে ঘরে সিরকা আছে।	২২২০
৮৮৩	يا أمرهائى! هل عندك شيء؟ (أمرهائى) উম্মুহান্নী। তোমার নিকট খাবারের কিছু আছে কি?	২২২০
৮৮৪	ما ملأ أدمى وعاء شرا من بطن (المقدام بن معد يكرب) পেটের চেয়ে অধিকতর মন্দ পাত্র কোন মানুষ পূর্ণ করেনি।	২২৬৫
৮৮৫	مد من الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن (ابن عباس) নিত্য মদপানকারী মারা গেলে মূর্তিপূজারীরূপে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে।	৬৭৭

৮৮৬	من استطاع منكم أن لا يحول بينه وبين الجنة ملء (چندب بن عبد الله) তোমাদের মধ্য যার পক্ষে এটা সম্ভব যে, রক্তপাত করে কোন মুসলিমের রক্ত দিয়ে (তার) হাতের তালু পূর্ণ করাটা	৩৩৭৯
৮৮৭	من أكل مع قوم تبرا، فأراد أن يقرب فليستأذنهم (ابن عمر) যে ব্যক্তি কোন কউমের সঙ্গে খেজুর খায় এবং (এ) খাবারে অন্যকে শরীক করতে চায় তাহলে সে যেন তাদের থেকে অনুমতি নিয়ে নেয়।	২৩২৩
৮৮৮	أتأذن لى أن أسقى خالدًا؟ (ابن عباس) তুমি কি আমাকে খালিদকে পান করানোর অনুমতি দাও?	২৩২০
৮৮৮	من أطعمه الله طعاماً فليقل: اللهم بآرك لنا فيه (ابن عباس) আল্লাহ যাকে খাবার খাওয়ান সে যেন এ দু'আ পড়ে যে, “হে আল্লাহ! আপনি এতে আমাদেরকে বরকত দিন	২৩২০
৮৮৯	من بات و فى يده غبر، فأصابه شيء فلا يلو من إلا (ابن عباس) যে ব্যক্তি তার হাতে গোশতের তৈলাক্ততা নিয়ে রাত্রিযাপন করে এবং এ কারণে সে কোন ক্ষতির সম্মুখীন হয় তাহলে সে যেন শুধু নিজেকেই দিষ্কার দেয়।	২৯৫৬
৮৯০	من كان ذبح أحسبه قال قبل الصلاة فليعد (أبى هريرة) যে ব্যক্তি (সলাতের পূর্বে) যবেহ করেছে।	২৭০৭
৮৯১	من نسي أن يذكر الله فى أول طعامه فليقل (عبد الله بن مسعود) যে ব্যক্তি তার খাওয়ার শুরুতে ‘বিসমিল্লাহ’ বলতে ভুলে গেছে স্মরণ এলে সে যেন বলে,	১৯৮
৮৯২	المتباريان لا يجابان ولا يؤكل طعامهما (أبى هريرة) (অহঙ্কারবশত) পরস্পরে প্রতিযোগিতাকারীদের দাওয়াত কবুল করা হবে না এবং তাদের খাবারও খাওয়া হবে না।	৬২৬
৮৯৩	نهى أن يشرب من الإناء المخبوث (ابن عباس) ভাসা পাত্র থেকে পান করতে নিষেধ করেছেন।	১২০৭
৮৯৪	نهى صلى الله عليه وسلم أن يشرب من فى السقاء (أبى هريرة) নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মশকের মুখ হতে (মুখ লাগিয়ে) পান করতে নিষেধ করেছেন।	৩৯৯

৮৯৫	نهى صلى الله عليه وسلم أن يشرب من فى السقاء لأن ذلك يئنتنه (عائشة) নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মশকের মুখ হতে (মুখ লাগিয়ে) পান করতে নিষেধ করেছেন। কেননা এটা তাকে নষ্ট করে দিবে।	৪০০
৮৯৬	نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر (أبو سعيد الخدرى) রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মশকের নাবীয থেকে নিষেধ করেছেন।	২৯৫১
৮৯৭	نهى أن يشرب من كسر القدح (أبى هريرة) পাত্রের ভাঙ্গা স্থান থেকে পান করতে নিষেধ করা হয়েছে।	২৬৮৯
৮৯৮	نهى صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية (أبى سعيد الخدرى) নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মশক উল্টিয়ে ধরে মশকের মুখ থেকে পান করতে নিষেধ করেছেন।	১১২৬
৮৯৯	نهى صلى الله عليه وسلم عن أكل الضب (عبد الرحمن بن شبل) নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গুইসাপ খেতে নিষেধ করেছেন।	২৩৯০
৯০০	نهى صلى الله عليه وسلم عن أكل المجمة (أبى الدرداء) নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুজাসসামা (বেঁধে রেখে যে পাখি বা খরগোশকে তীর ইত্যাদি নিক্ষেপ করে হত্যা করা হয়) খেতে নিষেধ করেছেন।	২৩৯১
৯০১	نهى صلى الله عليه وسلم عن الأكل والشرب فى أنية الذهب والفضة (أنس بن مالك) নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বর্ণ ও রূপার পাত্রে আহার ও পানাহার করতে নিষেধ করেছেন।	৩৫৬৮
৯০২	نهى صلى الله عليه وسلم عن الثوم و البصل و الكراث (أبى سعيد) নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রসুন, পেঁয়াজ এবং দুর্গন্ধযুক্ত রসুন সাদৃশ্য তুরকারী থেকে নিষেধ করেছেন।	২৩৮৯
৯০৩	زجر عن الشرب قائماً (أنس) ধমকি দিয়েছেন দাঁড়িয়ে পান করা থেকে।	১৭৭

৯০৩	نهى صلى الله عليه وسلم وفي لفظ: زجر عن الشرب قائماً (أنس) নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন অপর শব্দে ধমকি দিয়েছেন দাঁড়িয়ে পান করা থেকে।	১৭৭
৯০৪	نهى صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثلثة القدح (أبى سعيد الخدرى) নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাত্রের ভাঙ্গা স্থান থেকে পান করতে	৩৮৮
৯০৫	نهى صلى الله عليه وسلم عن مطعين: عن الجلوس على مأدبة (ابن عمر) নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'প্রকার খাবার ঘর থেকে নিষেধ করেছেন, এমন দস্তুরখানে বসতে নিষেধ করেছেন যে দস্তুরখানে মদ পান করা হয়	২৩৯৪
৯০৬	فأبىن القدح عن فيك، ثم تنفس (أبى سعيد الخدرى) তোমার মুখ থেকে পানপাত্রটি সরিয়ে নিয়ে বাইরে নিঃশ্বাস ফেল।	৩৮৫
৯০৬	نهى صلى الله عليه وسلم عن النفخ فى الشراب (أبى سعيد الخدرى) একদিন নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানিতে ফুঁ দেয়া থেকে নিষেধ করলেন।	৩৮৫
৯০৭	نهى النبى صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمير الأهلية (جابر بن عبد الله) রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বারের (যুদ্ধের) দিন গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন	৩৫৯
৯০৮	هذا القرع هو الدياء نكث به طعامنا (جابر بن طارق) এটা হলো কদু। এর মাধ্যমে আমরা আমাদের খাবার বৃদ্ধি করি।	২৪০০
৯০৯	لا تأكل الحمار الأهلى ولا كل ذى (أبى ثعلبة الخشنى) গৃহপালিত গাধা-এর গোশত খাবে না এবং তীক্ষ্ণ দাতধারী যে কোন হিংস্র জন্তুও খাবে না।	৪৭৫
৯১০	لا تشرب مسكراً، فإننى حرمت كل مسكر (أبى موسى) নেশা সৃষ্টিকারী জিনিস খাবে না, কেননা প্রত্যেক নেশা সৃষ্টিকারী জিনিসকে আমি হারাম করেছি।	২৪২৪

৯১০	وما البتة والمزرة؟ (أبى موسى) 'বিতউ' ও 'মিযরু' কি জিনিস?	২৪২৪
৯১১	إن الله حرم علي. أو حرم: الخبر والميسر (ابن عباس) তোমরা কদুর খালস, আলকাতরা লাগানো পাত্রে পানীয় পান কর না	২৪২৫
৯১১	أهريقوه (ابن عباس) তা ফেলে দাও	২৪২৫
৯১১	لا تشربوا في الدباء ولا في المزفت (ابن عباس) নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার উপর হারাম করেছেন কিংবা হারাম করেছেন- মদ, জুয়া এবং কুবাকে	২৪২৫
৯১২	لا عقرفي الإسلام (أنس) ইসলামে তরবারি দ্বারা উটের দাঁড়ানোবস্থায় পা-সমূহ কাটার কোন প্রথা নেই।	২৪৩৬
৯১৩	لا، ولكن السنة عن الغلام شاتان وعن الجارية (عائشة) “না”। বরং সুন্নাত হলো ছেলের পক্ষ থেকে দুটি বকরী এবং মেয়ের পক্ষ থেকে একটি বকরী যবেহ করা।	২৭২০
৯১৪	لا يدخل الجنة عاق ولا مدمن (أبى الدرداء) মাতা-পিতার সঙ্গে দুর্ব্যবহারকারী, সর্বদা মদ্যপায়ী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।	৬৭৫
৯১৫	لا يدخل الجنة عاق ولا ممتان (عبد الله بن عمرو) পিতামাতার সঙ্গে দুর্ব্যবহারকারী, উপকার করে খোঁটাদানকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।	৬৭৩
৯১৬	لا يدخل الجنة مدمن خمر (أبى موسى الأشعري) নিত্য মদ্যপায়ী, জান্নাতে প্রবেশ করবে না।	৬৭৮
৯১৭	لا يشرين أحد منكم قائماً (أبى هريرة) তোমাদের কেউ যেন দাঁড়িয়ে পান না করে।	১৭৫
৯১৮	يا غلام إذا أكلت فقل: بسم الله (عمرو بن أبى سلمة) হে বালক! যখন (খাবার) খাবে তখন 'বিসমিল্লাহ' বলবে,	৩৪৪
৯১৯	أمركم بأربع، وأنها كمن أربع (ابن عباس) আমি তোমাদেরকে চারটি জিনিসের নির্দেশ করছি এবং চারটি জিনিস থেকে নিষেধ করছি:	৩৯৫৭

৯২০	أَبْشِرُوا أَبْشِرُوا أَلَيْسَ تَشْهَدُونَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (أَبُو شَرِيحَ الْخَزَاعِي) সুসংবাদ দাও। তোমরা কি এ কথার সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই	৭১৩
৯২১	أَبْشِرُوا وَبَشِّرُوا مِنْ وَرَاءِكُمْ أَنَّهُ مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (أَبُو مُوسَى) অনুপস্থিতদেরকে তোমরা সুসংবাদ দাও, সুসংবাদ দাও যে, যে ব্যক্তি অন্তর থেকে একথার সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই	৭১২
৯২১	مَنْ رَدَّكُمْ؟ (أَبُو مُوسَى) কে তোমাদেরকে বারণ করল?	৭১২, ১৩১৪
৯২২	أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ ثَلَاثَةٌ: مُلْحَدٌ فِي الْحَرَمِ (ابْنُ عَبَّاسٍ) আল্লাহর নিকট সর্বাধিক ঘৃণিত তিন ব্যক্তি: হারামের পবিত্রতা নষ্টকারী,	৭৭৮
৯২৩	إِنَّهُ قَدْ قَالَ: فَمَنْ حَلَفَ فَلْيَحْلِفْ بِرَبِّ الْكُعْبَةِ (قَتِيلَةُ بِنْتِ صَيْفَى الْجَهْنِيَّةِ) “সে যা বলেছে সত্যই বলেছে, সুতরাং কেউ শপথ করলে যেন কা’বার প্রভুর শপথ করে।	১১৬৬
৯২৩	إِنَّهُ قَدْ قَالَ: فَمَنْ قَالَ: مَا شَاءَ اللَّهُ فَلْيَقُلْ مَعَهَا: ثُمَّ (قَتِيلَةُ بِنْتِ صَيْفَى الْجَهْنِيَّةِ) সুতরাং তোমাদের কেউ “আল্লাহ ইচ্ছা করেছেন” বললে তার সঙ্গে যেন একথাও বলে যে, “অতঃপর আমি ইচ্ছা করলাম”।	১১৬৬
৯২৩	سُبْحَانَ اللَّهِ! وَمَا ذَاكَ؟ (قَتِيلَةُ بِنْتِ صَيْفَى الْجَهْنِيَّةِ) সুবহানাল্লাহ! সেটা কি?	১১৬৬
৯২৪	اجْتَنِبُوا الْكِبَائِرَ وَسُدُّوا وَأَبْشِرُوا (جَابِر) তোমরা কবীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাক, (লোকদেরকে) পথ দেখাও এবং সুসংবাদ দাও।	৮৮৫
৯২৫	أَجْعَلْتَنِي مَعَ اللَّهِ عَدُوًّا (ابْنُ عَبَّاسٍ) তুমি কি আল্লাহর সঙ্গে আমাকে অংশীদার সাব্যস্ত করছ?	১৩৯
৯২৬	أَحْصُوا إِلَى كُلِّ مَنْ تَلَفَظَ بِالْإِسْلَامِ (حَذِيفَةُ) তোমরা আমার জন্য প্রত্যেক মুসলমানের সংখ্যা গণনা করে রাখ।	২৪৬

৯২৬	إِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ لَعَلَّكُمْ أَنْ تَبْتَلُوا (حذيفة) তোমরা জানো না, সম্ভবত তোমাদেরকে পরীক্ষা করা হবে।	২৪৬
৯২৭	أَحْلَفُوا بِاللَّهِ وَبِرِوَاوِاصِدْقُوا (ابن عمر) তামরা আল্লাহর নামে শপথ কর, নেক কাজ কর, এবং সত্য কথা বল।	১১১৯
৯২৮	الْحَنِيفِيَّةُ السَّبِيحَةُ (ابن عباس) উদার সরল (ইসলাম) ধর্ম।	৮৮১
৯২৯	أَخْرَجَ الْكَلَامَ فِي الْقَدَرِ لَشَرِّ أُمَّتِي (أبو هريرة) আমার উম্মতের নিকৃষ্ট ব্যক্তিবর্গের তাকদীর সম্পর্কে ফায়সালা বিলম্বিত করা হয়েছে।	১১২৪
৯৩০	أَخْرَجَ فَنَادَى فِي النَّاسِ: مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (أبو بكر) আমাকে বাইরে বের হয়ে একথার ঘোষণা করার নির্দেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি একথার সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই	১১৩৫
৯৩০	صَدَقَ (أبو بكر) সে (উমার) সত্য বলেছে।	১১৩৫
৯৩১	أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ وَحْدَهُ، الَّذِي إِنْ مَسَكَ ضَرْفُ دَعْوَتِهِ (رَجُلٌ مِنْ بَلْهَجِيم) আমি এ কথার প্রতি আহ্বান করি যে, আল্লাহ এক,	৪২০
৯৩২	ادْعُوا النَّاسَ، وَبِشْرَاوَلَا تَنْفَرُوا (أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِي) তোমরা লোকদেরকে (আল্লাহর প্রতি) ডাকবে, সুসংবাদ দিবে আতঙ্কিত করে দূরে সরাবে না,	৪২১
৯৩২	أَنْهَى عَنْ كُلِّ مَسْكَرٍ أَسْكُرَ عَنْ الصَّلَاةِ (أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِي) সলাতে নেশা সৃষ্টিকারী প্রত্যেক নেশার বস্তু থেকে আমি (তোমাদেরকে) নিষেধ করি।	৪২১
৯৩৩	إِذَا أَحْسَنَ أَحَدُكُمْ إِسْلَامَهُ؛ فَكُلْ حَسَنَةً يَجْعَلُهَا (أَبِي هُرَيْرَةَ) যখন তোমাদের কেউ উত্তমরূপে মুসলমান হয়, তখন তার জন্য (তার) প্রত্যেক সৎকাজ যা সে করে	৩৯৫৯
৯৩৪	إِذَا أَرَادَ اللَّهُ قَبْضَ عَبْدٍ بِأَرْضٍ جَعَلَ لَهُ فِيهَا حَاجَةً (أَبِي عَزَّةَ الْهَذَلِي) আল্লাহ কোন ভূমিতে কোন বান্দাকে মৃত্যু দিতে চাইলে সে ভূমিতে তার প্রয়োজন সৃষ্টি করে দেন।	১২২১
৯৩৫	إِذَا أَسْلَمَ الْعَبْدُ، فَحَسَنَ إِسْلَامَهُ، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ (أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِي) বান্দা যখন ইসলাম আনে এবং উত্তমরূপে মুসলমান হয় তখন সে যত নেককাজ করেছে (তার আমলনামায়) তা লিপিবদ্ধ করা হয়	২৪৭

৯৩৬	إِذَا تَكَلَّمَ اللَّهُ تَعَالَى بِالْوَحْيِ سَمِعَ أَهْلُ السَّمَاءِ (عَبْدُ اللَّهِ) আল্লাহ যখন প্রত্যাদেশ করেন তখন আকাশবাসী পাথরের শুনতে পায়	১২৯৩
৯৩৭	إِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَقُلْ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتُ (ابْنُ عَبَّاسٍ) তোমাদের কেউ শপথ করলে যেন (এ কথা) না বলে, “আল্লাহ যা চেয়েছেন এবং আমি চেয়েছি”	১০৯৩
৯৩৮	إِذَا زَنَى الْعَبْدُ خَرَجَ مِنْهُ الْإِيمَانُ وَكَانَ كَالظَّلَّةِ (أَبُو هُرَيْرَةَ) যখন কোন বান্দা ব্যভিচার করতে থাকে, তখন তার (অন্তর) থেকে ঈমান বের হয়ে যায়, এবং তার মাথার উপর ছত্রের ন্যায় অবস্থিত থাকে।	৫০৯
৯৩৯	إِذَا سَرَّكَ حَسَنَتُكَ وَسَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ، فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ (أَبُو أُمَامَةَ) যখন তোমার সৎকর্ম তোমাকে আনন্দ দিবে এবং তোমার অসৎকর্ম তোমাকে পীড়া দিবে, তখন তুমি (বিশুদ্ধ) মুমিন।	৫৫০
৯৪০	إِذَا سَمِعْتَ جِيرَانَكَ يَقُولُونَ أَحْسَنْتَ (عَبْدُ اللَّهِ) তোমার প্রতিবেশীদেরকে যখন বলতে শুনবে যে তুমি সৎকাজ করেছ তখন (বুঝবে যে) তুমি সৎকাজ করেছ।	১৩২৭
৯৪১	إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَخِيهِ: يَا كَافِرُ! فَهُوَ كَقَتْلِهِ (عِمْرَانُ بْنُ حَصِينٍ) কোন ব্যক্তি যখন তার (অপর) ভাইকে কাফের বলে সম্বোধন করে, সে যেন তাকে হত্যা করে ফেলল।	৩৩৮৫
৯৪২	اِذْهَبْ بِنَعْلَيْهِ هَاتَيْنِ؛ فَمَنْ لَقِيتَ مِنْ وَرَاءِ (أَبُو هُرَيْرَةَ) আমার এই জুতা দুটি নিয়ে যাও এবং এ বাগানের বাহিরে একরূপ যে ব্যক্তিরই তোমার সাথে সাক্ষাৎ হয়	৩৯৮১
৯৪২	مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ؟ (أَبُو هُرَيْرَةَ) কেন একরূপ করলে হে উমার?	৩৯৮১
৯৪৩	أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَنْ يَدْعَهُنَّ (أَبُو هُرَيْرَةَ) আমার উম্মতের মাঝে জাহিলিয়াতের চারটি জিনিস এমন রয়েছে যা তারা কখনো বর্জন করবে না:	৭৩৫
৯৪৪	أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَتْرَكُونَهُنَّ (أَبُو مَالِكٍ الْأَعْمَرِيُّ) আমার উম্মতের মাঝে জাহিলিয়াতের ৪টি জিনিস এমন রয়েছে যা তারা কখনো ছাড়বে না	৭৩৪
৯৪৫	أَرْبَعَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَدُلُّونَ بِحُجَّةٍ: رَجُلٌ أَصَمٌّ لَا (الْأُسُودِيُّ بْنُ سَرِيحٍ) চার শ্রেণির লোক কেয়ামতের দিন দলীল প্রমাণ প্রদর্শন করবে, বধির যে কিছুই শোনে না,	১৪৩৪

৯৪৬	أَسْلَمَ وَإِنْ كُنْتَ كَارَهَا (أَنْس) ইসলাম গ্রহণ কর যদিও তোমার নিকট অপছন্দীয় হয়।	১৪৫৪
৯৪৭	أَسْلَمْتُ عَلَى مَا أَسْلَفْتُ مِنْ خَيْرٍ (حَكِيمُ بْنُ حَزَامٍ) তুমি পূর্বে যে নেককাজ করেছ তার কারণে (আজ তুমি) মুসলমান হয়েছ।	২৪৮
৯৪৮	أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (عِمْر) আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই	৩২২১
৯৪৮	خُذُوا، وَلَا تَنْتَهَبُوا (عِمْر) “নাও এবং লুট কর না”	৩২২১
৯৪৮	مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلٌ طَعَامٍ، فَلْيُجِيعْ بِهِ (عِمْر) যার নিকট অতিরিক্ত খাবার আছে সে যেন তা নিয়ে হাযির হয়।	৩২২১
৯৪৯	اعْبُدِ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ (أَبُو الدَّرْدَاءِ) আল্লাহর ইবাদত এমনভাবে করবে যেন তুমি তাঁকে দেখছ।	১৪৭৪
৯৫০	اعْبُدِ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، وَكُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ (عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِمْر) তুমি (এমনভাবে) আল্লাহর ইবাদত কর যেন তুমি তাকে দেখছ এবং দুনিয়াতে প্রবাসী কিংবা মুসাফিরের ন্যায়	১৪৭৩
৯৫১	اعْبُدِ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، وَاعْدُ نَفْسَكَ فِي الْمَوْتِ (مَعَاذُ) তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত কর যেন তুমি তাকে দেখছ।	১৪৭৫
৯৫২	اعْبُدِ اللَّهَ وَلَا تَشْرِكْ بِهِ شَيْئًا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ (أَبُو الْمُنْتَفِقِ) আল্লাহর ইবাদত কর, তাঁর সঙ্গে কাউকে শরীক কর না, ফরয সলাত কায়েম করবে,	১৪৭৭
৯৫৩	ادْعُ بِهَا (الشَّرِيدُ بْنُ سُوَيْدٍ الثَّقَفِيُّ) আল্লাহর ইবাদত কর, তাঁর সঙ্গে কাউকে শরীক কর না, ফরয সলাত কায়েম করবে,	৩১৬১
৯৫৩	أَعْتَقَهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ (الشَّرِيدُ بْنُ سُوَيْدٍ الثَّقَفِيُّ) তাকে আযাদ করে দাও, কারণ সে মু'মিনা।	৩১৬১
৯৫৪	أَفْضَلُ الْإِيمَانِ الصَّبْرُ وَالسَّابِقَةُ (مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ) সর্বোত্তম ঈমান হলো ধৈর্য এবং উদারতা।	১৪৯৫

৯৫৫	أَفْضَلُ الْعَمَلِ إِيمَانُ بِاللَّهِ وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (أَبُو ذَرٍّ) সর্বোত্তম আমল: আল্লাহর উপর ঈমান আনা এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।	১৪৯০
৯৫৬	أَفْضَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِسْلَامًا مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ (عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو) ইসলামের দিক থেকে সর্বোত্তম মু'মিন ঐ ব্যক্তি যার যবান ও হাত থেকে অপর মুসলমান নিরাপদে থাকে।	১৪৯১
৯৫৭	أَفْضَلُ الْهَجْرَةِ أَنْ تَهْجُرَ مَا كَرِهَ رَبُّكَ عَزَّ وَجَلَّ (عَمْرُو بْنُ عَبْسَةَ) সর্বোত্তম হিজরত হলো আল্লাহ যা অপছন্দ করেন তা বর্জন করা।	৫৫৩
৯৫৮	أَفْلَحَ مَنْ هَدَى إِلَى الْإِسْلَامِ (فَضَالَةُ بْنُ عُبَيْدٍ) সে সফলকাম হয়েছে যাকে ইসলামের দিকে পথ প্রদর্শন করা হয়েছে	১৫০৬
৯৫৯	أَقَاتِلِ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (أَبُو هُرَيْرَةَ) আমি মানুষের সঙ্গে লড়াই করব যের পর্যন্ত না তারা এ কথার সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই	৪১০
৯৬০	أَقِمْوْا الْيَهُودِيَّ عَنْ أَخِيكُمْ (رَجُلٌ مِنَ الْأَعْرَابِ) ইহুদীকে তোমাদের ভাই থেকে দূরে হটাও।	৩২৬৯
৯৬০	أَنْشُدُكَ بِالَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَةَ! هَلْ تَجِدُ فِي كِتَابِكَ (رَجُلٌ مِنَ الْأَعْرَابِ) তোমাকে ঐ সত্ত্বার কসম দিচ্ছি যিনি কোরআন অবতীর্ণ করেছেন “তুমি তোমার কিতাবে আমার গুণাবলি পেয়েছ কি?”	৩২৬৯
৯৬১	أَكْثَرُوا مِنْ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. قَبْلَ أَنْ (أَبُو هُرَيْرَةَ) তোমাদের এবং কালিমায়ে শাহাদাতের মাঝে আড়াল সৃষ্টি হবার পূর্বেই তোমরা বেশি বেশি করে “আল্লাহ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই” এর সাক্ষ্য দাও এবং	৪৬৭
৯৬২	أَلَا إِنَّمَا هُنَّ أَرْبَعُ: أَنْ لَا شَرَكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا (سَلْمَةُ بْنُ قَيْسٍ الْأَشْجَعِيِّ) আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না। আল্লাহ যে নফসকে হত্যা করা হারাম করেছেন অন্যায়ভাবে তাকে হত্যা করবে না।	১৭৫৯
৯৬৩	الَّذِي لَا يَنَامُ حَتَّى يَوْتِرَ حَازِمٌ (سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ) যে ব্যক্তি বিতির পড়ার পূর্বে ঘুমায় না সে প্রত্যয়ী।	৩৪২১

৯৬৪	أَمَّا أَبُوكَ فَلَكَانَ أَقْرَبَ بِالتَّوْحِيدِ، فَصَبَّ (عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو) (হিশাম) তোমার পিতা যদি তাওহীদের স্বীকারোক্তি দিত অতঃপর তুমি তার পক্ষ থেকে রোযা (সিয়াম পালন করতে) রাখতে	৪৮৪
৯৬৫	أَمَّا إِيَّاهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَعْبُدُونَهُمْ، وَلَكِنْهُمْ كَانُوا (عَدِيَّ بْنِ حَاتِمٍ) আমরাতো তাদের ইবাদত করি না? নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তারাও তাদের ইবাদত করত না	৩২৯৩
৯৬৫	يَا عَدِي! اطْرَحْ هَذَا الْوُثْنَ (عَدِيَّ بْنِ حَاتِمٍ) আদী! “মূর্তিটি ফেলে দাও”	৩২৯৩
৯৬৬	أَمَرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ (أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ) আমি মানুষের সাথে লড়াই করতে আদিষ্ট হয়েছি, যে পর্যন্ত না তারা ঘোষণা করে যে,	৩০৩
৯৬৭	أَمَرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (أَبُو هُرَيْرَةَ) আমি মানুষের সাথে লড়াইয়ে আদিষ্ট হয়েছি যে পর্যন্ত না তারা একথার ঘোষণা করে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই।	৪০৭
৯৬৮	أَمَرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ (ابْنِ عَمْرِو) আমি মানুষের সাথে লড়াইতে আদিষ্ট হয়েছি যে, পর্যন্ত না তারা ঘোষণা করে যে,	৪০৮
৯৬৯	أَمَرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ) আমি মানুষের সাথে লড়াইয়ে আদিষ্ট হয়েছি যে পর্যন্ত না তারা একথার ঘোষণা দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন মাবুদ নেই।	৪০৯
৯৭০	أَمَرْنَا بِأَرْبَعٍ، وَنَهَانَا عَنْ خَمْسٍ (جَابِرُ) আমাদেরকে চারটি কাজের আদেশ এবং পাঁচটি কাজ থেকে নিষেধ করেছেন	২৯৭৪
৯৭১	إِنْ أَبِي وَأَبَاكَ فِي النَّارِ (عِمْرَانُ بْنُ الْحَصِينِ) নিশ্চয়ই আমার ও তোমার বাবা উভয়েই জাহান্নামী।	২৫৯২
৯৭২	إِنْ أَحَدَكُمْ يَأْتِيهِ الشَّيْطَانُ فَيَقُولُ: مَنْ خَلَقَكَ؟ (عَائِشَةُ) নিশ্চয়ই শয়তান তোমাদের কারো নিকট এসে বলে, তোমার স্রষ্টা কে?	১১৬

৯৭৩	إِنْ أَخَوْفَ مَا أَخَافَ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ قَرَأَ الْقُرْآنَ (حذيفة) নিঃসন্দেহে তোমাদের উপর আমি সর্বাধিক যে জিনিসের ভয় করছি (তাহলো)	৩২০১
৯৭৪	إِنْ أَخَوْفَ مَا أَخَافَ عَلَيْكُمْ الشُّرَكَ الْأَصْغَرَ (محمود بن لبيد) আমি সবচেয়ে বেশি যে জিনিস তোমাদের উপর ভয় করি তা হলো 'শিরকে আসগর'	৯৫১
৯৭৫	إِنْ أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِينَ فِي أَجْوَانِ طَيْرٍ خَضِرٍ تَعْلُقُ (أمر مبشر بنت البراء) মু'মিনদের আত্মাসমূহ সবুজ পাখির উদরে বিদ্যমান থাকবে	৯৯৫
৯৭৬	إِنْ الْإِسْلَامُ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ (عبد الله بن مسعود) ইসলাম প্রবাসীর ন্যায় (অপরিচিত ও নিঃসঙ্গ অবস্থায়) আরম্ভ হয়েছে এবং সেভাবেই প্রত্যাবর্তন করবে,	১২৭৩
৯৭৭	إِنْ اللَّهَ إِذَا اسْتَوْدَعَ شَيْئًا حَفَظَهُ (عبد الله بن عمر) “আল্লাহর নিকট কোন জিনিস সোপর্দ করা হলে তিনি তা হেফাজত করেন।	২৫৪৭
৯৭৮	إِنْ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَا يَقْبَلُ تَوْبَةَ عَبْدٍ كَفَرَ بَعْدَ (حكيم بن حزام) নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা সেই বান্দার তওবা কবুল করেন না যে ইসলাম গ্রহণের পর কাফের হয়ে গেছে।	২৫৪৫
৯৭৯	إِنْ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتَهُ (أبو هريرة) আল্লাহ বলেন, যে ব্যক্তি আমার বন্ধুকে কষ্ট দেয়, আমি তার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ঘোষণা দেই।	১৬৪০
৯৮০	إِنْ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِ يَبِى (وائلة) আমার ব্যাপারে আমার বান্দার ধারণা অনুযায়ী আমি (তার সাথে) আচরণ করে থাকি	১৬৬৩
৯৮১	إِنْ اللَّهَ رَضِيَ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ الْبَسْرَ وَكَرِهَ لَهُمُ الْعَسْرَ (محب بن الأضرع) আল্লাহ তা'আলা এ উম্মতের জন্য সহজকে পছন্দ করেছেন এবং কঠিন করাকে অপছন্দ করেছেন।	১৬৩৫
৯৮২	إِنْ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْزَلَ: وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا (ابن عباس) আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন যে, “যেসব লোক আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন ...”	২৫৫২
৯৮২	أَنْزَلَهَا اللَّهُ فِي الطَّائِفَتَيْنِ مِنَ الْيَهُودِ. وَكَانَتْ (ابن عباس) আল্লাহ আয়াতটি ইহুদীদের দুই দল সম্পর্কে অবতীর্ণ করেছেন।	২৫৫২

৯৮৩	إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ (عبدالله) “নিশ্চয়ই আল্লাহ এ দীনকে ফাসেক ব্যক্তির মাধ্যমে শক্তিশালী করবেন।”	১৬৪৯
৯৮৪	إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَضْحَكُ مِنْ رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ (أَبُو هُرَيْرَةَ) নিশ্চয়ই আল্লাহ (এমন) দুই ব্যক্তিকে দেখে হাসেন যারা একজন অপরজনকে হত্যা করে	২৫২৫
৯৮৫	إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ (أَبُو هُرَيْرَةَ) প্রতি শত বৎসরের মাথায় আল্লাহ তা'আলা এ উম্মতের জন্য	৫৯৯
৯৮৬	إِنَّ اللَّهَ يَصْنَعُ كُلَّ صَانِعٍ (حَذِيفَةَ) নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রত্যেক আবিষ্কারক ও আবিষ্কারকে সৃষ্টি করেন।	১৬৩৭
৯৮৭	إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: أَنَا خَيْرُ شَرِيكَ (الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ) আমি হলাম সর্বোত্তম অংশীদার। সুতরাং আমার সঙ্গে যে কাউকে অংশীদার স্থির করবে	২৭৬৪
৯৮৮	إِنَّ الْإِيمَانَ لِيَخْلُقَ فِي جَوْفِ أَحَدِكُمْ كَمَا (عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو) নিশ্চয়ই ঈমান তোমাদের অন্তরে পুরাতন হয়ে যায় যেমনিভাবে কাপড় পুরাতন হয়ে থাকে।	১৫৮৫
৯৮৯	إِنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ خَلَقَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: الْقَلَمُ (ابْنُ عَمْرٍو) আল্লাহ সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করেছেন	৩১৩৬
৯৯০	إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يَقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ (أَبُو هُرَيْرَةَ) কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যে ব্যক্তির বিচার করা হবে সে হবে একজন শহীদ	৩৫১৮
৯৯১	إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَبْسُرُونَ لِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ (عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو) নিশ্চয়ই জান্নাতীদের জন্য জান্নাতের আমল সহজ করে দেয়া হয়।	৩৫২১
৯৯১	فِي شَيْءٍ قَدْ خَلَا وَمَضَى (عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو) ঐ বিষয়ে যা হয়ে গেছে এবং যে ব্যাপারে ফায়সালা হয়ে গেছে।	৩৫২১
৯৯২	إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ شُهَدَاءُ (أَبُو هُرَيْرَةَ) নিশ্চয়ই তোমাদের কতক কতকের বিপক্ষে সাক্ষী।	২৬০০
৯৯২	وَجِبَتْ (أَبُو هُرَيْرَةَ) (এটাও তার জন্য) অবধারিত হয়ে গেছে।	২৬০০

৯৯৩	إِنَّ ثَلَاثَةً كَانُوا فِي كَهْفٍ، فَوَقَعَ الْجَبَلُ (النعمان بن بشير) তিনি বললেন, তিনজন লোক পর্বতগুহায় (আশ্রয় নিয়ে) ছিল	৩৪৬৮
৯৯৩	قال الجبل: طاق؛ ففرج الله عنهم فخرجوا (النعمان بن بشير) তিনি বললেন পর্বত (ছিল) ধনুক (সাদৃশ্য)। অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে বিপদ থেকে মুক্তি দিলেন (এবং পাথর সম্পূর্ণ সরে গেল) এবং তারা সকলে (হেঁটে) বের হয়ে গেল।	৩৪৬৮
৯৯৪	إن الدجال يطوي الأرض كلها إلا مكة والمدينة (أنس) নিশ্চয়ই দাজ্জাল মক্কা-মদীনা ব্যতীত সমগ্র পৃথিবী বিচরণ করবে।	৩০৮৪
৯৯৫	إن ما قدر في الرحم سيكون (أبو سعيد الزرقى) গর্ভাশয়ে (পূর্ব থেকে) যা সুনির্ধারিত তা ঘটবেই।	১০৩২
৯৯৬	إن آل عبد الله عن الشرك أغنياء (عبد الله بن مسعود) আব্দুল্লাহর পরিবার শিরক থেকে পবিত্র	২৯৭২
৯৯৬	إن الرقى والتائم والتولة شرك (عبد الله بن مسعود) নিশ্চয়ই ঝাড়ফুক তবিজ এবং যাদুমন্ত্র শিরক (এর অন্তর্ভুক্ত)।	২৯৭২
৯৯৭	إن سرك أن تفي بندرك؛ فأعتق مخرراً من هؤلاء (أبو هريرة) তুমি তোমার মান্নত পূর্ণ করতে চাইলে এসব যুদ্ধবন্দীদের যে কাউকে আযাদ কর।	৩১১৪
৯৯৭	هذا ناعم قومي (أبو هريرة) এটা আমার সম্প্রদায়ের উট	৩১১৪
৯৯৭	هم أشد قتالاً في الملاحم (أبو هريرة) “তারা (বনু তামীম) যুদ্ধ ময়দানে সর্বাধিক লড়াইকারী”	৩১১৪
৯৯৮	إن الشيطان قد أيس أن يعبد بأرضكم هذه (أبو هريرة) শয়তান তোমাদের এ ভূমিতে (তার) উপাসনা করা থেকে নিরাশ হয়ে গেছে।	২৬৩৫
৯৯৯	إن الشيطان قد أيس أن يعبد المصلون في (جابر بن عبد الله الأنصاري) নিশ্চয়ই শয়তান নিরাশ হয়ে গেছে আরব উপদ্বীপে মুসল্লীদের তার উপাসনা করা থেকে	১৬০৮
১০০০	إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه (سيرة بن أبي فاكه) নিশ্চয়ই শয়তান বনী আদমকে বিভ্রান্ত করার জন্য অনেকগুলো পথ বেছে নিয়েছে।	২৯৭৯

৫০। عَنْ بُسَيْرِ بْنِ مَحْجَنٍ عَنْ أَبِيهِ مَحْجَنٍ : أَنَّهُ كَانَ فِي مَجْلِسٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأُذِنَ بِالصَّلَاةِ ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى ، ثُمَّ رَجَعَ ، وَ مَحْجَنٌ فِي مَجْلِسِهِ لَمْ يُصَلِّ مَعَهُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ النَّاسِ ؟ أَلَسْتَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ ؟ فَقَالَ : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ! وَلَكِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ فِي أَهْلِي ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا جِئْتَ فَصَلِّ مَعَ النَّاسِ ، وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ . (الصحيحه: ১৩৩৭)

৫০১. বুসর ইবনু মিহজান তাঁর পিতা মিহজান (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, একদিন কোন এক মজলিসে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সঙ্গে তিনি বসা ছিলেন। অতঃপর সলাতের আযান দেয়া হলো। রাসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম উঠে সলাতে চলে গেলেন। অতঃপর ফিরে এলেন। মিহজান তাঁর সঙ্গে সলাত আদায় না করে সে মজলিসেই বসে রইলেন। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, লোকদের সাথে সলাত আদায় করতে কোন জিনিস তোমাকে বিরত রাখল? তুমি কী মুসলিম নও? অতঃপর তিনি বললেন, অবশ্যই হে আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তবে আমি আমার ঘরে সলাত আদায় করে ফেলেছি। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, সলাত আদায় করে থাকলেও যখন (মাসজিদে) আসবে লোকদের সাথে পুনরায় সলাত আদায় করে নিবে। (সহীহাহ হা. ১৩৩৭)

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম মালিক (র.) হাদীসটি তাঁর মুআত্তার হা: ১৩২; ইমাম নাসাই তাঁর সুনানের (২/১১২); বাইহাকী তাঁর আস-সুনানুল কুবরার (২/৩০০); দারাকুতনী তাঁর সুনানের (১/৪১৫); ইমাম বাগাবী তাঁর শরহুস সুন্নাহ’র (৩/৪৩০); যাইলাঈ তাঁর নসবুর রায়াহ এর হা: ৪৩৩; ইবনু আব্দুল বার তাজরীদুত তাহমীদে ৮৪; এছাড়াও ইরওয়াউল গালীল-এর (২/৩১৪); আলী মুত্তাকী আল-হিন্দী তাঁর কানযুল উম্মালের হা: ২০৬৮৫ এবং ইমাম ইবনু আব্দুল বার তাঁর তামহীদে হা: ৪/২২২ এবং ৪/২৫২ এ রিওয়ায়াত করেছেন।

৫০২- عَنْ كَثِيرِ بْنِ قَارُونَ (وَقَالَ الطَّبْرَانِيُّ: رَأَيْتُ قُتَيْبًا) قَالَ: سَأَلْنَا سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ صَلَاةِ أَبِيهِ فِي السَّفَرِ؟ فَأَخْبَرَ عَنْ أَبِيهِ (ابْنِ عُمَرَ)، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْأَمْرُ يَخْشَى فَوْتَهُ فَلْيُصَلِّ هَذِهِ الصَّلَاةَ. (يَعْنِي الْجَمْعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ). (الصحيح: ١٣٧)

৫০২. কাসীর ইবনু কারাওয়ান্দ বলেন, আমরা সালিম ইবনু আব্দুল্লাহর নিকট সফরে তার পিতার সলাত কিরূপ ছিল জানতে চাইলাম। অতঃপর তিনি তার পিতা (ইবনু উমার) থেকে সংবাদ দেন যে, তিনি বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কারো নিকট যদি এমন বিষয় উপস্থিত হয় যে সে তা হারিয়ে ফেলার আশঙ্কা করে, তবে সে যেন এই সলাত (তথা দুই ওয়াক্তের সলাত একত্রে) পড়ে নেয়। (সহীহাহ হা. ১৩৭০)

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম নাসাঈ হাদীসটি তাঁর সুনানের (১/২৮৬)-তে রিওয়ায়াত করেছেন। তাছাড়া ইমাম আলী আল-মুত্তাকী আল-হিন্দী তাঁর ‘কানযুল উম্মাল’ এর হা: ২০১৮৮-তে ভিন্ন শব্দে উল্লেখ করেছেন। হাদীসটির একাধিক মুতাবাআত ও শাওয়াহেদ বিদ্যমান এবং সানাদের সকল রাবীই সিকাহ।

৫০৩- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا خَرَجَ الْمُسْلِمُ إِلَى الْمَسْجِدِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ خَطَاَهَا حَسَنَةً، وَ مَحَى عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةٌ حَتَّى يَأْتِيَ مَقَامَهُ. (الصحيح: ١٠٦٣)

৫০৩. আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মুসলমান যখন মাসজিদের দিকে রওনা হয় সে তার ঘরে ফিরে আসা পর্যন্ত তার প্রতি কদমে কদমে আল্লাহ একটি নেকী দান করেন এবং একটি করে গুনাহ মোচন করেন।

(সহীহাহ হা. ১০৬৩)

হাদীসটি সহীহ লিগাইরীহি।

হাদীসটির একাধিক মুতাবাআত ও শাওয়াহেদ রয়েছে। এ হাদীসটির সানাদের প্রায় সকলেই সিকাহ। ইমাম বুখারী তাঁর আততারীখুল কাবীরে (৯/১৭) হাদীসটির সমর্থক হাদীস উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া ইমাম আবু নসর তাঁর আস-সলাত (২/১৯)-এ মুসা ইবনু ইয়াকুবের তরীকে ‘আবু হুরাইরাহ’ (রা.)-এর সূত্রে মারফুআন রিওয়ায়াত করেছেন।

৫০৪. عَنْ زَيْنَبِ الثَّقَفِيَّةِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا

خَرَجْتَ إِحْدًا كُنْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا تَقْرَبَنَّ طَيْبًا. (الصحيح: ১০৭৬)

৫০৪. যয়নাব আসসাকাফী থেকে বর্ণিত। নাবী করীম সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের নারীদের কেউ যদি মাসজিদে গমন করে তবে সে যেন সুগন্ধি ব্যবহার না করে। (সহীহহু হা. ১০৯৪)

হাদীসটি হাসান।

ইমাম আলী মুত্তাকী আল-হিন্দী হাদীসটি তাঁর কানযুল উম্মালের হা: ৪৫১৭৭ এবং ৪৫১৮০-তে উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদে (৬/৩৬৩); ইবনু সাআদ তাঁর আত-তবাকাত (৮/২৯০); নাসায়ী তাঁর সুনানে (২/২৮৩); ইবনু আসাকির তাঁর তারীখে দিমাশক (১৭/২৭৪/১)-এ বুকাইর ইবনু আব্দুল্লাহ’র সূত্রে যাইনাব আস-সাকাফীয়াহ থেকে মারফুআন রিওয়ায়াত করেছেন।

৫০৫. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

إِذَا خَرَجَتِ الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْتَغْتَسِلْ مِنَ الطَّيِّبِ كَمَا تَغْتَسِلُ مِنَ

الْجَنَابَةِ. (الصحيح: ১০৩১)

৫০৫. আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মহিলা যখন মাসজিদে গমন করে তখন সে যেন সুগন্ধি থেকে শরীরকে পবিত্র করে নেয় যেমনভাবে নাপাকী থেকে সে নিজেকে পবিত্র করে নেয়। (সহীহহু হা. ১০৩১)

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম নাসাই তাঁর সুনানের (৮/১৫৪)-তে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন এবং ইমাম বাইহাকী তাঁর আস-সুনানুল কুবরা’র (৩/১৩৩)-এ আব্দুর রহমান ইবনুল হারিস ইবনু আবী উবাইদের তরীকে রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: এই ব্যক্তি ব্যতীত বাকি সকলেই সিকাহ। এছাড়াও আল্লামা শাওকানী তাঁর আল-ফাওয়ায়িদুল মাজমুআহ’র হা: ১৩৬-তে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

۵۰۶۔ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَلَصَ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ وَأَمِنُوا؛ فِ [وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ] مَا مُجَادَلُهُ أَحَدِكُمْ لِصَاحِبِهِ فِي الْحَقِّ يَكُونُ لَهُ فِي الدُّنْيَا بِأَشَدِّ مِنْ مُجَادَلَةِ الْمُؤْمِنِينَ لِرَبِّهِمْ فِي إِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ أُدْخِلُوا النَّارَ. قَالَ: يَقُولُونَ: رَبَّنَا: ! إِخْوَانُنَا كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَنَا؛ وَيَصُومُونَ مَعَنَا؛ وَيُحْجُونَ مَعَنَا؛ [وَيُجَاهِدُونَ مَعَنَا]؛ فَأَدْخَلْتَهُمُ النَّارَ. قَالَ: فَيَقُولُ: اذْهَبُوا فَأَخْرِجُوا مَنْ عَرَفْتُمْ مِنْهُمْ؛ فَيَأْتُونَهُمْ؛ فَيَعْرِفُونَهُمْ بِصُورِهِمْ؛ لَا تَأْكُلُ النَّارُ صُورَهُمْ؛ [لَمْ تَغْشِ الْوَجْهَ]؛ فَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ النَّارُ إِلَى أَنْصَافِ سَاقِيهِ؛ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ إِلَى كَعْبِيهِ [فَيُخْرِجُونَ مِنْهَا بَشَرًا كَثِيرًا]؛ فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا! قَدْ أَخْرَجْنَا مَنْ أَمَرْتَنَا. قَالَ: ثُمَّ [يَعُودُونَ فَيَتَكَلَّمُونَ] يَقُولُ: أَخْرِجُوا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ دِينَارٍ مِنَ الْإِيمَانِ. [فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا]، ثُمَّ يَقُولُونَ: رَبَّنَا! لَمْ نَذَرْ فِيهَا أَحَدًا مِمَّنْ أَمَرْتَنَا. ثُمَّ يَقُولُ: [ارْجِعُوا،] فَمَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ وَزَنُ نِصْفِ دِينَارٍ [فَأَخْرِجُوهُ. فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا، ثُمَّ يَقُولُونَ: رَبَّنَا! لَمْ نَذَرْ فِيهَا مِمَّنْ أَمَرْتَنَا...]؛ حَتَّى يَقُولَ: أَخْرِجُوا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ. [فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا]، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْ بِهَذَا الْحَدِيثِ فَلْيَقْرَأْ هَذِهِ الْآيَةَ: (إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مَنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا) [النِّسَاءُ / ۰]؛ قَالَ: فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا! قَدْ أَخْرَجْنَا مَنْ أَمَرْتَنَا؛ فَلَمْ يَبْقَ فِي النَّارِ أَحَدٌ فِيهِ خَيْرٌ. قَالَ: ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ: شَفَعَتِ الْمَلَائِكَةُ؛ وَشَفَعَتِ الْأَنْبِيَاءُ؛ وَشَفَعَ الْمُؤْمِنُونَ؛ وَبَقِيَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

قَالَ : فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِّنَ النَّارِ أَوْ قَالَ : قَبْضَتَيْنِ نَاسًا لَّمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَطُّ؛ قَدْ احْتَرَقُوا حَتَّى صَارُوا حُصَاً. قَالَ : فَيُؤْتَى بِهِمْ إِلَى مَاءٍ يُقَالُ لَهُ : (الْحَيَاءُ)؛ فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ؛ فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحَبَّةُ فِي حِمِيلِ السَّيْلِ؛ [قَدْ رَأَيْتُمُوهَا إِلَى جَانِبِ الصَّخْرَةِ؛ وَإِلَى جَانِبِ الشَّجَرَةِ؛ فَمَا كَانَ إِلَى الشَّمْسِ مِنْهَا كَانَ أَخْضَرَ؛ وَمَا كَانَ مِنْهَا إِلَى الظِّلِّ كَانَ أَبْيَضَ]؛ قَالَ : فَيَخْرُجُونَ مِنْ أَجْسَادِهِمْ مِثْلَ اللُّؤْلُؤِ؛ وَفِي أَعْنَاقِهِمُ الْخَاتَمُ؛ (وَفِي رِوَايَةٍ : الْخَوَاتِمُ) : عُتْقَاءُ اللَّهِ. قَالَ : فَيُقَالُ لَهُمْ : ادْخُلُوا الْجَنَّةَ؛ فَمَا تَمَنَيْتُمْ وَرَأَيْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَهُوَ لَكُمْ [وَمِثْلُهُ مَعَهُ] . [فَيَقُولُ أَهْلُ الْجَنَّةِ : هَؤُلَاءِ عُتْقَاءُ الرَّحْمَنِ ادْخَلَهُمُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ عَمَلٍ عَلَيْهِمْ؛ وَلَا خَيْرٍ قَدَّمُوهُ]. قَالَ : فَيَقُولُونَ : رَبَّنَا ! أَعْطَيْنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ. قَالَ : فَيَقُولُ : فَإِنَّ لَكُمْ عِنْدِي أَفْضَلَ مِنْهُ. فَيَقُولُونَ : رَبَّنَا ! وَمَا أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ؟ [قَالَ:] فَيَقُولُ : رِضَائِي عَنْكُمْ ؛ فَلَا أَسْخَطَ عَلَيْكُمْ أَبَدًا). (الصحيح: ٣٠٥٤)

৫০৬. আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মুমিনদের যখন জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেয়া হবে এবং তারা ঈমান আনবে। ঐ সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ তখন দুনিয়াতে তোমাদের কেউ তার অধিকার আদায়ে যার নিকট হক পায় তার সাথে যে (পরিমাণ) বিতর্কে লিপ্ত হবে তার চেয়ে কঠোর বিতর্কে লিপ্ত হবে মুমিনরা তাদের প্রভুর সাথে তাদের সেসব ভাইদের ব্যাপারে যাদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করানো হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তারা বলবে, হে আমাদের প্রভু! আমাদের ভাইয়েরা আমাদের সঙ্গে সলাত আদায় করতো, সিয়াম রাখত, হজ্জ করত এবং জিহাদ করত (অথচ) আপনি তাদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম

বলেন, অতঃপর আল্লাহ্ বলবেন যাও এবং তাদের থেকে যাদেরকে চিন বের করে নিয়ে আস। অতঃপর তারা তাদের নিকট আসবে এবং তাদের চেহারা দেখে চিনতে পারবে। আশুন তাদের চেহারাকে ভক্ষণ করবে না। তাদের কাউকে আশুন তার গোছা পর্যন্ত ঝলসে দিয়েছে কারো বা তার গোড়ালিদ্বয় পর্যন্ত। তারা অনেক লোককে জাহান্নাম থেকে বের করে আনবে। অতঃপর বলবে, হে আমাদের প্রভু! আপনি আমাদের যাদের বের করে আনার নির্দেশ করেছেন আমরা তাদেরকে বের করে এনেছি।

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তারা ফিরে এসে (আল্লাহর সঙ্গে আবারও) কথোপকথন করবে। অতঃপর আল্লাহ বলবেন, যার অন্তরে এক দীনার সমপরিমাণ ঈমান আছে তাকে জাহান্নাম হতে বের করে আন। অতঃপর তারা প্রচুর লোককে (জাহান্নাম থেকে) বের করে আনবে। এরপর তারা বলবে, হে আমাদের প্রভু! আপনি যাদেরকে বের করে আনার নির্দেশ দিয়েছেন তাদের কাউকেই আমরা ছেড়ে আসি নি। অতঃপর আল্লাহ বলবেন, তোমরা ফিরে যাও এবং যার অন্তরে অর্ধ দীনার পরিমাণ ঈমান আছে তাকেও জাহান্নাম থেকে বের করে আন। তারা তাদেরকে বের করে আনবে। তারা প্রচুর লোককে বের করে আনবে। এরপর বলবে, হে আমাদের রব! যাদের বের করে আনার আমাদেরকে নির্দেশ করেছেন তাদের কাউকেও আমরা ছেড়ে আসিনি। অতঃপর আল্লাহ বলবেন, যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ ঈমান আছে তাদেরকে (জাহান্নাম থেকে) বের করে আন। অতঃপর তারা প্রচুর লোককে বের করে আনবে। আবু সাঈদ (রা.) বলেন, যে ব্যক্তি এ হাদীসকে সত্যায়ন না করে সে যেন এ আয়াত পাঠ করে “নিশ্চয়ই আল্লাহ কারো প্রাপ্য হক বিন্দু-বিসর্গও রাখেন না; আর যদি তা সৎকর্ম হয়, তবে তাকে দ্বিগুণ করে দেন এবং নিজের পক্ষ থেকে বিপুল সওয়াব দান করেন। (সূরা: আন-নিসা: ৪০)

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, অতঃপর তারা বলবে, হে আমাদের প্রভু! আপনি আমাদেরকে যাদেরকে বের করে আনার নির্দেশ দিয়েছেন আমরা তাদেরকে বের করে এনেছি। কল্যাণ রয়েছে এমন কেউ আর জাহান্নামে নেই। রাসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, অতঃপর আল্লাহ বলবেন, ফেরেশতারা শাফা‘আত করেছে, আশ্বিয়ারা শাফা‘আত করেছে এবং মুমিনরা শাফা‘আত করেছে। এখন এক

‘আরহামুর রাহেমীন’ তথা আমি পরম দয়ালু ব্যতীত আর কেউই অবশিষ্ট নেই। এই বলে তিনি এক বা দুই মুষ্টি ভরে এমন একদল লোককে জাহান্নাম হতে বের করবেন যারা কখনো নেক কাজ করেনি। যারা জ্বলে-পুড়ে কালো কয়লা হয়ে গেছে। অতঃপর তাদেরকে হায়াত নামক পানিতে ফেলে দেয়া হবে এবং তাদের উপর ঢেলে দেয়া হবে। তাতে তারা স্রোতের ধারে যেন ঘাসের বীজ গজায় তেমনি স্বচ্ছ-সুন্দর হয়ে উঠবে। তোমরা সে ঘাসগুলোকে পাথর এবং বৃক্ষসমূহের নিকট দেখতে পাও এগুলোর মধ্যে যেগুলো সূর্যের দিকে থাকে সেগুলো সবুজ হয় আর যেগুলো ছায়ায় থাকে সেগুলো সাদা হয়।

রাসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তখন তারা তাদের দেহ থেকে বের হয়ে আসবে মুক্তার মতো (চকচকে অবস্থায়) তাদের ঘাড়ে সিলমোহর থাকবে। অপর বর্ণনায় সিলমোহর হলো: আল্লাহর আযাদকৃত অতঃপর তাদেরকে বলা হবে, তোমরা যা কামনা করেছ এবং দেখেছ সব তোমাদের, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর। রাসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, অতঃপর জান্নাতীরা তাদের দেখে বলবে, তারা হলো পরম দয়ালুর আযাদকৃত। তাদের কোন আমল করা ছাড়াই তিনি তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়েছেন এবং তারা কোন সৎকাজও আগে প্রেরণ করেনি। রাসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, অতঃপর তারা বলবে, হে আমাদের প্রভু! আপনি আমাদেরকে এমন জিনিস দান করেছেন যা পৃথিবীর আর কাউকে দান করেন নি। রাসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, অতঃপর আল্লাহ বলবেন, তোমাদের জন্য আমার নিকট এর চেয়েও উত্তম বিনিময় রয়েছে। তারা বলবে, হে আমাদের প্রভু! এর চেয়ে উত্তম বিনিময় আর কি? রাসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, অতঃপর আল্লাহ বলবেন, তোমাদের উপর আমার সন্তুষ্টি। সুতরাং তোমাদের উপর আর কখনো আমি রাগ করব না। (সহীহা হা. ৩০৫৪)

হাদীসটি সহীহ।

আল্লামা গুআইব আল-আরনাউত বলেন, হাদীসটি শাইখাইনের শর্তে সহীহ। হাদীসটি ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদের হা: ১১৮৯৮, (১৮/৩৯৪-৩৯৬); ইমাম তিরমিযী তাঁর সুনানের ২৫৯৮; ইমাম নাসাঈ তাঁর আল-মুজতবার (৮/১১২-১১৩)-তে; ইবনু মাজাহ তাঁর সুনানের হা: ৬০; ইবনু খুযাইমাহ তাঁর আত-তাউহীদের ৩০৯;

বাগাবী তাঁর শরহুস সুন্নাহর হা: ৪৩৪৮-তে রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ।

ইমাম আহমাদ এ সূত্র ব্যতীত ভিন্ন সূত্রে তাঁর মুসনাদের হা: ১১০১৬, ১১১২৭ ও ১১৮৩৫ রিওয়ায়াত করেছেন। তাছাড়া আব্দুর রাজ্জাক তাঁর মুসান্নাফের হা: ২০৮৫৭ এ তার তরীকে সংক্ষেপে এবং বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন।

৫০৭- عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الزُّبَيْرِ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ وَالنَّاسُ رُكُوعٌ، فَلْيَرْكَعْ، حِينَ يَدْخُلُ ثُمَّ يَدْبُ رَاكِعًا حَتَّى يَدْخُلَ فِي الصَّفِّ، فَإِنَّ ذَلِكَ السُّنَّةُ. (الصحيح: ২২৭)

৫০৭. আতা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি ইবনুয যুবাইরকে মিম্বারে (একথা বলতে শুনেছেন যে, তোমাদের কেউ যখন মাসজিদে প্রবেশ করে এবং লোকদেরকে রুকু অবস্থায় পায়। তাহলে প্রবেশের সময়ই যেন সে রুকু করে। এরপর রুকু অবস্থায় ধীরে ধীরে কাতারে প্রবেশ করে- কারণ এমনটি করা সুন্নাহ। (সহীহাহ্ হা. ২২৯)

হাদীসটি হাসান।

ইমাম মুরতাদা আয-যাবিদী তাঁর 'ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন'-এর (৩/৩৩৪)-তে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া ইমাম তবারানী তাঁর আল-মু'জামুল আওসাতের (১/৩৩১)-এ (১/৩৩১) মাওকুফান রিওয়ায়াত করেছেন। তাবারানী বলেন, ইবনুয যুবাইর থেকে শুধু এই ইসনাদেই বর্ণিত। হারমালা এই ক্ষেত্রে মুতাফাররিদ।

আমি (আলবানী) বলব: তিনি সিকাহ ও মুসলিমের রাবী। আর তাঁর পূর্বে যারা রয়েছেন, তাঁরা সকলেই শাইখাইনের রাবী ও সিকাহ। আর মুহাম্মাদ ইবনু নসর এর নাম হলো, ইবনু হামিদ আল-ওয়াযি' আল-বাযযার।

৫০৮- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَيْنَمَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ (وَفِي رِوَايَةٍ: عُثْمَانُ)، فَقَالَ عُمَرُ: لِمَ تَحْتَسِبُونَ عَنِ الصَّلَاةِ؟! فَقَالَ رَجُلٌ: مَا هُوَ إِلَّا أَنْ سَبَعْتَ التَّدَاءَ تَوَضَّأْتُ! فَقَالَ: أَلَمْ تَسْمَعُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ. (الصحيح: ৩৭৭)

হাদীসটি সহীহ ।

٥٠٩- عَنْ كَعْبِ بْنِ عَجْرَةَ : أَنَّ أَعْمَى أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَسْعُ النَّدَاءَ ، وَلَعَلِّي لَا أَجِدُ قَائِدًا ؟ قَالَ إِذَا سَمِعْتَ النَّدَاءَ ، فَأَجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ . (الصحيحه: ١٣٥٤)

৫০৯. কা'ব ইবনু উজরা বলেন, আমার চাচা নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আযান শুনি কিন্তু আমার আশঙ্কা হয় যে, আমি জামাতে শরীক হলে দলপতির সাক্ষাৎ পাবো না। রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আযান শুনলে মুয়াজ্জিনের ডাকে সাড়া দিবে। (সহীহাহ হ. ১৩৫৪)

হাদীসটি সহীহ।

আল্লামা মুরতাদা আযযাবিদী তাঁর ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকীনের (৩/১১); আলী মুত্তাকী আল-হিন্দী তার কানযুল উম্মালের হা: ২০৯৯৬ ও ২১০০৫২; ইমাম সুযুতী তাঁর আদ-দুররুল মানসুর এর (৬/৩১৫); ইবনু আবী হাতিম আররাযী তাঁর ইলালের হা: ৪৪৯-তে; ইবনু আসাকির তাঁর তারীখে দিমাশকের (৬/১৫০) এবং দারাকুতনী তাঁর সনানের (২/৮৭) হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

৫১০. عَنْ سَهْلِ بْنِ بِنِ مُعَاذٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا سَبَعْتُمُ الْمُنَادِيَ يَثُوبُ بِالصَّلَاةِ فَقُولُوا كَمَا يَقُولُ.

(الصحيح: ১৩২৮)

৫১০. সাহল ইবনু মু'আয (রা.) তাঁর পিতা থেকে (এবং তিনি) রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা যখন মুয়াজ্জিনকে সলাতের জন্য ডাকতে শুনবে তখন সে (মুয়াজ্জিন) যেরূপ বলবে তোমরাও অনুরূপ বল।

(সহীহাহ্ হা. ১৩২৮)

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম ইবনু খুযাইমা তাঁর সহীহর হা: ৪১১-তে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া ভিন্ন শব্দে ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহর কিতাবুস সালাতের হা. ১১; আবু দাউদ তার সুনানের হা: ৫২৩; তিরমিযী তার সুনানের হা: ৩৬১৪; নাসাই তার সুনানের (২/২৫) বাগাতী তার শরহুস সুন্নাহ এর (২/২৮৪) মিশকাতুল মাসাবীহ এর হা: ৬৫৭; ইবনু আসাকির তাঁর তারীখে দিমাশক এর হা: ৪১৪; ইবনু আবী শাইবা তাঁর মুসান্নাফের (১/২২৬); তালখীসুল হাবীরের (১/২১১); তাফসীরে ইবনু কাসীরের (৪/১১৬); ইবনু আবী হাতিম আর-রাযী তাঁর ইলালের হা: ৫০৩; ইমাম মুনযিরী তাঁর আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব এর (১/৮); যাবীদী তাঁর ইতহাফের (৩/৫১ ও ৫/৪৯); শাইখ আলবানী তাঁর ইরওয়াউল গালীল এর (১/২৫৯) এবং আলী মুত্তাকী তাঁর কানযুল উম্মালের হা: ২০৯৯৮ ও ২১০০৬-এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

৫১১. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: سَبَعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا سَهَا أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمْ يَذِرْ وَاحِدَةً صَلَّى أَوْ اثْنَتَيْنِ، فَلْيَبْنِ عَلَى وَاحِدَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَذِرْ اثْنَتَيْنِ صَلَّى أَوْ ثَلَاثًا؟ فَلْيَبْنِ عَلَى ثْنَتَيْنِ، وَإِنْ لَمْ يَذِرْ ثَلَاثًا صَلَّى أَوْ أَرْبَعًا؟ فَلْيَبْنِ عَلَى ثَلَاثٍ، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ. (الصحيح: ১৩৫৬)

৫১১. আব্দুর রহমান ইবনু আউফ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে (একথা) বলতে শুনেছি যে, “তোমাদের কেউ যখন সলাতে ভুল করে যে, এক রাকাত পড়েছে না দুই

রাকাত (কিছুই) বলতে পারে না তাহলে সে যেন এক রাকাতের উপর বেনা করে। আর যদি (এটা) না জানে যে দুই রাকাত পড়েছে না তিন রাকাত তবে সে দুই রাকাতের উপর বেনা করবে। আর যদি না জানে যে তিন রাকাত পড়েছে না চার রাকাত। তবে সে যেন তিন রাকাতের উপর বেনা করে। এবং সালাম ফেরাবার পূর্বে দুটি সেজদা করে নেয়।

(সহীহাহ্ হা. ১৩৫৬)

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম আবু ঈসা আত-তিরমিযী তাঁর সুনানের হা: ৩৯৮; ইমাম বাগাভী তাঁর শরহুস সুন্নাহর (৩/২৮২); যাইলাঈ নসবুর রা'য়াহর ৩/১৭০ ও ১৭৪; আলী মুত্তাকী আল-হিন্দী তাঁর কানযুল উম্মালের হা: ১৯৮৪৩ ও ১৯৮২৭; ইবনু আসাকির তাঁর তারীখে দিমাশকের (৪/৩৩) ও (৬/৩৩৪) এবং দারাকুতনী তাঁর সুনানের (১/৩৭০)-তে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

৫১২- عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى سُتْرَةٍ، فَلْيَذْنُ مِنْهَا، لَا يَسِرُّ الشَّيْطَانُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا. (الصحيح: ১২৮৬)

৫১২. জুবাইর ইবনু মুতঈম (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন (তার) সামনে 'সুতরা' (মুসল্লীর সামনে স্থাপিত লাঠি) রেখে সলাত আদায় করে তাহলে সে যেন তার নিকটে দাঁড়ায় যাতে তার ও (সে) সুতরার মাঝে শয়তান চলাচল করতে না পারে। (সহীহাহ্ হা. ১৩৮৬)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম আবু দাউদ তাঁর সুনানে হা: ৬৯৫; ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদের ৪র্থ খণ্ডের ২ পৃষ্ঠায়; ইমাম নাসাই তাঁর সুনানে ২য় খণ্ডের ৬২ পৃষ্ঠায়; বাইহাকী তাঁর সুনানে কুবরা'র ২য় খণ্ডের ২৭২ পৃষ্ঠায়; তাবারানী আল-মু'জামু কাবীরের ২য় খণ্ডের ১১৯, ১৪৬, ২৫১ পৃষ্ঠায়; খাতীবে তাবরীযী মিশকাতের হা: ৭৮২; তহাবী শরহু মুশকিলিল আসারের ৩য় খণ্ডের ২৫১ পৃষ্ঠায় রিওয়ায়াত করেছেন।

৫১৩- عَنْ عَصَبَةَ بْنِ مَالِكٍ الْخُطَمِيِّ مَرْفُوعًا: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةَ فَلَا يُصَلِّ بَعْدَهَا شَيْئًا حَتَّى يَتَكَلَّمَ أَوْ يَخْرُجَ. (الصحيح: ১২৮৭)

৫১৩. ই‘সমা ইবনু মালিক আল-খিতমী (রা.) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত যে, তোমাদের কেউ যখন জুমুআর সলাত আদায় করে তবে সে যেন সেখান থেকে বেরিয়ে আসা বা কথা বলার পূর্বে অন্য কোন সলাত আদায় না করে। (সহীহাহ্ হা. ১৩২৯)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহার ‘জুমুআ অধ্যায়’ হা: ৬৭; ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদের ২য় খণ্ডের ৪৯৯ পৃষ্ঠায়; নাসাঈ তাঁর সুনানের ৩য় খণ্ডের ১১৩ পৃষ্ঠায়; বাইহাকী তাঁর সুনানে কুবরা’র ৩য় খণ্ডের ৩৩৯ পৃষ্ঠায়; আলী আল-মুত্তাকী আল-হিন্দী তাঁর কানযুল উম্মালে হা: ২১১৬৪; ইমাম হাইসামী তাঁর মাজমাউয্ যাওয়াইদের ২য় খণ্ডের ১৯৫ পৃষ্ঠায় রিওয়ায়াত করেন।

৫১৪. عَنْ عِيَاضِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي سَعِيدٍ: أَحَدُنَا يُصَلِّيُ فَلَا يَذَرِي كَيْفَ صَلَّى؟ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَذَرِ كَيْفَ صَلَّى فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ.

(الصحيح: ১৩৬২)

৫১৪. ইয়ায ইবনু হিলাল (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু সাঈদ (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলাম যে, আমাদের কেউ সলাত আদায় করে কিন্তু সে জানে না যে, সে কিভাবে সলাত আদায় করেছে (এখন তার করণীয় কী)? তখন তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন সলাত আদায় করে এবং সে জানে না যে সে কিভাবে সলাত আদায় করেছে তবে সে যেন বসাবস্থায় দুটি সিজদা করে। (সহীহাহ্ হা. ১৩৬২)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম তিরমিযী তাঁর সুনানে হা: ৩৯৬ এবং হাফিজ ইবনু আব্দুল বার তাঁর তামহীদ নামক হাদীস গ্রন্থের ৫ম খণ্ডের ৩৯ পৃষ্ঠায় রিওয়ায়াত করেছেন। তবে হাদীসটি অন্য শব্দেও বর্ণিত হয়েছে। বাইহাকী তাঁর সুনানে কুবরাতে হা: ১২০৪; আলী আল-মুত্তাকী আল-হিন্দী তাঁর কানযুল উম্মাল হা: ১৯৮২৮; আবু দাউদ তাঁর সুনানে হা: ১০২৯ এবং ইমাম হাকিম তাঁর মুসতাদরাকে ১ম খণ্ডের ১৩৪ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন।

৫১৫- عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَلْبَسْ ثَوْبَيْهِ، فَإِنَّ اللَّهَ أَحَقُّ مَنْ تُزَيَّنُ لَهُ. (الصحيح: ১৩৭৭)

৫১৫. ইবনু উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন সলাত আদায় করে তখন সে যেন তার দুটি পোশাক পরিধান করে কেননা আল্লাহই সৌন্দর্য প্রদর্শনের সর্বাধিক উপযুক্ত। (সহীহাছ হা. ১৩৬৯)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি আবু আব্দুল্লাহ হাকিম মুসতাদরাকের ১ম খণ্ডের ২৫৯ পৃষ্ঠায়; ইবনু খুযাইমা তাঁর সহীহে হা: ১০০৯; আলী আল-মুত্তাকী আল-হিন্দী কানুযুল উম্মালে হা: ২০১১৭; মুরতাযা যাবিদী তাঁর ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকীনের ৩য় খণ্ডের ৩০৯ পৃষ্ঠায়; ইমাম সুয়ূতী তাঁর তাফসীর গ্রন্থ দূররে মানসুরের ৩য় খণ্ডের ৭৯ পৃষ্ঠায় রিওয়াযাত করেছেন।

৫১৬- عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا صَلَّى الْإِمَامُ جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا. (الصحيح: ১৩৭২)

৫১৬. মু'আবিয়া (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ইমাম বসে সলাত আদায় করলে তোমরাও বসে সলাত আদায় করবে। (সহীহাছ হা. ৬৩)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম আবু দাউদ তাঁর সুনানে হা: ৬০২; বাইহাকী তাঁর সুনানে কুবরা'র ২য় খণ্ডের ২৬১ পৃষ্ঠায়; ইবনু খুযাইমা তাঁর সহীহ গ্রন্থের হাদীস নং ১৩১৫; হাফিজ যা ইলাঈ নাসবুর রায়াহ'র ২য় খণ্ডের ৪৪ পৃষ্ঠায়; আলী আল-মুত্তাকী আল-হিন্দী তাঁর কানুযুল উম্মালে হা: ২০৪৬২-তে রিওয়াযাত করেছেন।

৫১৭- عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ مُعَوِّذٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا صَلَّوْا عَلَى جَنَازَةٍ وَ أَثْنَوْا خَيْرًا، يَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ: أَجَزْتُ شَهَادَتَهُمْ فِيمَا يَعْلَمُونَ وَأَغْفِرُ لَهُ مَا لَا يَعْلَمُونَ. (الصحيح: ১৩৭৬)

৫১৭. রুবাইয়্যি বিনতি মু'আবিয (রা.) থেকে বর্ণিত। নাবী করীম সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা যখন জানাযার সলাত আদায় কর এবং (মাইয়িতের) ভালো প্রশংসা কর (তখন) আল্লাহ বলেন, তারা যে বিষয়ে অবগত সে বিষয়ে আমি তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করলাম এবং আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম -এমন বিষয়ে যা তারা জানেনা।

(সহীহাহ্ হা. ১৩৬৪)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি ইমাম আলী আল-মুত্তাকী আল-হিন্দী তাঁর কানযুল উম্মালে হাদীস নং ৪২২-তে রিওয়ায়াত করেছেন। হাদীসটি অন্য শব্দেও বর্ণিত হয়েছে যেগুলো তার মুতাবাআত ও শাওয়াহিদ রূপে ধরা হয়। তবে হাদীসটি ইবনু হাজার আল-আসকালানী তাঁর লিসানুল মিয়ানে উল্লেখ করেছেন।

৫১৮. عَنْ صَفْوَانَ بْنِ الصَّعْطِلِ السَّلَمِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي أَسْأَلُكَ عَمَّا أَنْتَ بِهِ عَالِمٌ، وَأَنَا بِهِ جَاهِلٌ، مِنَ اللَّيْلِ وَالتَّهَارِ سَاعَةٌ تُكْرَهُ فِيهَا الصَّلَاةُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا صَلَّيْتَ الصُّبْحَ فَأَمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ (فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بِقَرْنَيْ شَيْطَانٍ) فَإِذَا طَلَعَتْ فَصَلِّ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَحْضُورَةٌ وَمُتَقَبَّلَةٌ حَتَّى تَعْتَدِلَ عَلَى رَأْسِكَ مِثْلَ الرِّمْحِ، فَإِذَا اعْتَدَلَتْ عَلَى رَأْسِكَ، فَإِنَّ تِلْكَ السَّاعَةَ تُسَجَّرُ فِيهَا جَهَنَّمُ، وَتُفْتَحُ فِيهَا أَبْوَابُهَا حَتَّى تَزُولَ عَنْ حَاجِبِكَ الْيَمِينِ، فَإِذَا زَالَتْ عَنْ حَاجِبِكَ الْيَمِينِ فَصَلِّ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَحْضُورَةٌ وَمُتَقَبَّلَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ، ثُمَّ دَعْ الصَّلَاةَ حَتَّى تَغِيَّبَ الشَّمْسُ). (الصحيحة: ١٣٧١)

৫১৮. সাফওয়ান ইবনুল মুআত্তাল আস-সুলামী (রা.) নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করে বললেন, হে আল্লাহর নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি আপনাকে এমন একটি বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করব যা আপনি জানেন অথচ আমি সে সম্পর্কে (একেবারেই) অজ্ঞ। সকাল ও সন্ধ্যায় এমন কোন সময় আছে কি, যে

সময়ে সলাত আদায় করা মাকরুহ? অতঃপর রাসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সূর্যোদয় পর্যন্ত ফজরের সলাত আদায় করা থেকে বিরত থাক। কেননা সূর্য শয়তানের দুই শিংয়ের মাঝে উদিত হয়। এরপর যখন সূর্যোদয় হয় তখন (আবার) সলাত আদায় করতে পারবে। কেননা নির্ধারিত সময়ে সলাতের সময় হয় এবং (সে সময়ে সলাত আদায় করলে) তা কবুল করা হয়।

(এভাবে সলাত আদায় করতে পারবে) তোমার মাথার উপর বর্ষার ন্যায় সূর্য সোজা হয়ে খাড়া (দণ্ডায়মান) হওয়ার আগ পর্যন্ত। অতঃপর সূর্য যখন তোমার মাথা বরাবর চলে আসে তখন এ সময়ে জাহান্নামকে উত্তপ্ত করা হয় এবং তখন জাহান্নামের দ্বারসমূহ খুলে দেয়া হয়। অতঃপর সূর্য যখন তোমার দ্রুত ডানপার্শ্ব (মধ্য গগণ) থেকে হেলে পড়ে তখন (যুহরের) সলাত আদায় কর কেননা তখন সলাতের সময় হয় এবং কবুল করা হয়। এভাবে আসর সলাত পর্যন্ত (সলাত আদায় করতে পারো এবং) এরপর সূর্যাস্ত পর্যন্ত সলাত আদায় করা থেকে বিরত থাক। (সহীহাঃ হা. ১৩৭১)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদের ৫ম খণ্ডের ৩১২ পৃষ্ঠায়; হাইসামী মাজমাউয় যাওয়াইদের ২য় খণ্ডের ২২৪ পৃষ্ঠায়; ইবনু আসাকির তাহযীবে তারিখে দিমাশকের ৬ষ্ঠ খণ্ডের ৪৪০ পৃষ্ঠায় রিওয়ায়াত করেছেন। এটি অন্য শব্দেও বর্ণিত আছে। বাইহাকী তাঁর সুনানে কুবরার ২য় খণ্ডের ৪৫৫ পৃষ্ঠায়; ইবনু মাজাহ তাঁর সুনানে হা: ১২৫২; হাকিম মুসতাদরাকের ৩য় খণ্ডের ৫১৮ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন।

৫১৭- عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّيْتَ فَلَا تَبْصُقْ بَيْنَ يَدَيْكَ وَلَا عَنْ يَمِينِكَ وَلَكِنْ أَبْصُقْ تَلَاءَ شِمَالِكَ إِنْ كَانَ فَارِغًا وَإِلَّا فَتَحَتْ قَدَمَيْكَ وَادَّلَكَ. (الصحيح: ১২২৩)

৫১৯. তারিক ইবনু আব্দুল্লাহ (রা.) নাবী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তুমি যখন সলাত আদায় কর তখন তুমি তোমার সম্মুখে এবং ডানে থুথু ফেলবে না। বরং অবসর হলে বামে থুথু ফেল অন্যথায় পায়ের নিচে ফেলে তা মর্দন করবে। (সহীহাঃ হা. ১২২৩)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদের ৬ষ্ঠ খণ্ডের ৩৯৬ পৃষ্ঠায়; আব্দুর রাজ্জাক তাঁর মুসান্নাফ কিতাবে হা: ১৬৮৮-তে রিওয়ায়াত করেছেন। এটি অন্য শব্দেও বর্ণিত আছে। বাইহাকী তাঁর সুনানের ২য় খণ্ডের ২৯২ পৃষ্ঠায় এবং ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদের ৬ষ্ঠ খণ্ডের ৩৯৬ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন।

৫২০- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ؛ فَلَا يَبْصُقُ أَمَامَهُ؛ فَإِنَّمَا يُنَاجِي اللَّهَ مَا دَامَ فِي الصَّلَاةِ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ؛ فَإِنَّ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكًا. وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ فَيَدْفِنَهَا. (الصحيح: ৩৭৭৬)

৫২০. আবু হুরাইরা (রা.) নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তোমাদের কেউ যখন সলাতে দণ্ডায়মান হয় তখন সে যেন তার সম্মুখে থুথু না ফেলে। কেননা সে যখন সলাতে রত (নিয়োজিত) থাকে (তখন সে) আল্লাহর সঙ্গে কথোপকথন করে এবং ডানেও যেন (থুথু) না ফেলে। কেননা তার ডানপার্শ্বে ফেরেশতা থাকে। (বরং) সে যেন তার বামদিকে থুথু ফেলে কিংবা পায়ের নিচে থুথু ফেলে তা মুছে ফেলে।

(সহীহাহ্ হা. ৩৯৪৭)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম আবু আব্দুল্লাহ বুখারী তাঁর সহীহে ১ম খণ্ডের ১১৩ পৃষ্ঠায়; খাতীবে তাবরীযী তাঁর মিশকাতের হা: ৭১০; হাফিয ইবনু হাজার আল-আসকালানী তাঁর ব্যাখ্যা গ্রন্থ ফাতহুল বারী'র ১ম খণ্ডের ৫১২ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন।

এয়াড়াও ভিন্ন শব্দে রিওয়ায়াত করেছেন- হাফিয আব্দুর রাজ্জাক মুসান্নাফে হা: ১৬৮৬; আলী আল-মুত্তাকী আল-হিন্দী তাঁর কানযুল উম্মালে হা: ১৯৯৪১-তে।

৫২১- عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ. أَوْ قَالَ الرَّجُلُ. فِي صَلَاتِهِ يَقْبَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ، فَلَا يَبْزُقَنَّ أَحَدُكُمْ فِي قَبْلَتِهِ وَلَا يَبْزُقَنَّ عَنْ يَمِينِهِ، فَإِنَّ كَاتِبَ الْحَسَنَاتِ عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ لِيَبْزُقَنَّ عَنْ يَسَارِهِ. (الصحيح: ১০৭২)

৫২১. হুযাইফা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন সলাতে দণ্ডায়মান হয় তখন আল্লাহ তার (সলাত আদায়কারীর) সামনাসামনি হন। অতঃপর তোমাদের কেউ যেন কিবলার দিকে থুথু না ফেলে এবং তার ডানে যেন থুথু না ফেলে। কেননা পূণ্য লেখক (ফেরেশতা) তার ডানে থাকে। বরং সে যেন তার বামদিকে থুথু ফেলে। (সহীহাহ্ হা. ১০৬২)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি আবু দাউদ তাঁর সুনানে হা: ৯৪৫; ইমাম বাগাভী শরহুস সুন্নার ৩য় খণ্ডের ১৫৮ পৃষ্ঠায়; আলী মুত্তাকী আল-হিন্দী তাঁর কানযুল উম্মালে হা: ৯৯৭৩; হাইসামী মাজমাউয যাওয়াইদের ২য় খণ্ডের ৮৩ পৃষ্ঠায়; ইমাম মুনিযিরী তাঁর আত-তারগীব ওয়াত-তারহীবের ১ম খণ্ডের ৩৭০ পৃষ্ঠায়; ইবনু মাজাহ তাঁর সুনানের হা: ১০২৭; ইমাম বাইহাকী তাঁর সুনানে কুবরা’র ২য় খণ্ডের ২৮৪ পৃষ্ঠায় রিওয়ায়াত করেছেন।

৫২২- عَنْ الْمَغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا قَامَ الْإِمَامُ فِي الرَّكَعَتَيْنِ، فَإِنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوِيَ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ، فَإِنْ اسْتَوِيَ قَائِمًا فَلَا يَجْلِسْ، وَيَسْجُدُ سَجْدَتِي السَّهْوِ.

(الصحيح: ৩২১)

৫২২. মুগীরাহ ইবনু শু‘বা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ইমাম যখন দুই রাকাতের মাঝে (না বসে) দাঁড়িয়ে যায়। (সম্পূর্ণ) সোজা হয়ে দাঁড়ানোর পূর্বেই যদি স্মরণ হয় তবে বসে যাবে। আর যদি সম্পূর্ণ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যায় তাহলে (আর ফিরে এসে) বসবে না এবং দুটি সিজদায়ে সাহু করবে। (সহীহাহ্ হা. ৩২১)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি ইবনু মাজাহ তাঁর সুনান গ্রন্থে হাদীস নং ১২০৮; আবু দাউদ হা. ১০৩৬; দারাকুতনী তাঁর সুনানের হা. ১৪৫; ইমাম বাইহাকী তাঁর আস-সুনানুল কুবরা’র (২/৩৪৩); ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদের (৪/২৫৩, ২৫৩-২৫৪)-এ জাবির আল-জুওফী’র তরীকে মাকতুযান রিওয়ায়াত করেছেন। এছাড়া হাফিয ইবনু হাজার আল-আসকালানী তালখিসুল হাবীরের ২য় খণ্ডের ৪ পৃষ্ঠায় ও ইরওয়াউল গালীল-এর ২য় খণ্ডের ১৩৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে।

৫২৩- عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قُلْتُ : إِذَا قَامَ صَاحِبُ الْقُرْآنِ فَقَرَأَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ذِكْرًا وَإِنْ لَمْ يَقُمْ بِهِ نَسِيَهُ .

(الصحيح: ৫৭৭)

৫২৩. ইবনু উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। (তিনি) নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কুরআনের ক্বারী যখন দিন-রাত (তা) তিলাওয়াতের গুরুত্ব দেয় (তখন) তার কুরআন মুখস্ত থাকে অন্যথায় সে তা ভুলে যায়।

(সহীহাহ্ হা. ৫৯৭)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহ গ্রন্থে ‘সালাতুল মুসাফির’ অধ্যায়ে হাদীস নং ২২৭; আলী আল-মুত্তাকী আল-হিন্দী কানযুল উম্মালে হাদীস নং ২৭৮৫-তে বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি অন্য শব্দেও ইমাম মুসলিম একই অধ্যায়ে হা: ২২৩; আবু দাউদ তাঁর সুনানে হা: ১৩১১; নাসায়ী তাঁর সুনানের ১ম খণ্ডের ২১৫ পৃষ্ঠায় রিওয়ায়াত করেছেন।

৫২৪- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ : (غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ) ، فَأَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمَّنُوا ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُوَمِّنُ عَلَى دُعَائِهِ ، فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينَهُ تَأْمِينُ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ . (الصحيح: ২৫৩৪)

৫২৪. আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ইমাম যখন لا غير المغضوب عليهم ولا الضالين পড়ে আমীন বলে তখন তোমরাও (তার সঙ্গে উচ্চস্বরে) আমীন বল। কেননা ফেরেশতা তার দোয়ার উপর আমীন বলে। সুতরাং যার আমীন বলা ফেরেশতাদের আমীনের সঙ্গে মিলে যাবে তার পূর্বের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। (সহীহাহ্ হা. ২৫৩৪)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি হাফিয় সুযুতী তাঁর তাফসীর গ্রন্থ ‘আদদুররুল মানসুর’ ১ম খণ্ডের ১৭ পৃষ্ঠায় রিওয়ায়াত করেছেন। তাছাড়া আবু ইয়লা তাঁর মুসনাদে (৪/১৪০৮)-এ আবু হুরাইরাহ (রা) সূত্রে মারফুআন রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আরবানী) বলব: হাদীসটি শাইখাইনের শর্তে সহীহ এবং এর সকল রাবী সিকাহ। হাদীসটি ইরওয়াউল গালীল ফী তাখরীজি আহাদীসি মানারিস সাবিলের হা. ৩৪৪-এ .. إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمَّنُوا، فَإِنَّهُ مِنْ وَاقِعٍ .. শব্দে উল্লেখ রয়েছে।

৫২৫- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ: إِذَا قَفَى أَحَدُكُمْ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدٍ فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِّنْ صَلَاتِهِ، فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلَاتِهِ خَيْرًا. (الصحيح: ১৩৭২)

৫২৫. আবু সাঈদ (রা.) নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন তার মাসজিদে কাযা সলাত আদায় করে সে যেন তার (নিজের) ঘরেও কিছু সলাত আদায় করে। কেননা আল্লাহ তার (এ) সলাতের কারণে তার ঘরে বরকত দান করেন। (সহীহাহ হা. ১৩৯২)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি এই শব্দে ইমাম বাগাতী শরহুস সুন্নাহের ৪র্থ খণ্ডের ১৩৪ পৃষ্ঠায়; খাতীবে বাগদাদী তারীখে বাগদাদের ৪র্থ খণ্ডের ৩১১ পৃষ্ঠায় রিওয়ায়াত করেছেন। তবে হাদীসটি অন্য শব্দেও বর্ণিত হয়েছে। হাফিয সুয়ুতী জামউল জাওয়ামিতে হা: ২৩৫৮; ইবনু মাজাহ সুনানে হা: ১৩৭৬; ইমাম আহমাদ সুনানে ৩য় খণ্ডের ১৫ পৃষ্ঠায়; ইবনু খুযাইমা সহীহে হা: ১২০৬-তে রিওয়ায়াত করেছেন।

৫২৬- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا لَا نَدْرِي مَا نَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ غَيْرَ أَنْ نُسَبِّحَ وَنُكَبِّرَ وَنَحْمَدَ رَبَّنَا وَإِنْ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُ فَوَاتِحَ الْخَيْرِ وَخَوَاتِمَهُ، فَقَالَ: إِذَا قَعَدْتُمْ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، فَقُولُوا: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ لِيَتَخَيَّرَ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ. (الصحيح: ৪৭৮)

৫২৬. আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সুবহানাল্লাহ, আল্লাহ্ আকবার, এবং আমাদের রবের প্রশংসা ছাড়া প্রতি দুই রাকাতে আর কি পড়তে হয় তা আমরা জানতাম না। মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে সকল মঙ্গল ও কল্যাণের গুরু শেষ শিখিয়েছেন এবং বলেছেন, প্রত্যেক দুই রাকাতে তোমরা যখন বসবে তখন এ দু'আ পড়বে—

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَ
بَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

“সমস্ত সম্মান, সমস্ত উপাসনা এবং সমস্ত পবিত্র বিষয় আল্লাহর জন্য। হে নবী! আপনার প্রতি আল্লাহর শান্তি অনুগ্রহ ও তাঁর বরকত বর্ষিত হোক এবং আমাদের প্রতি ও আল্লাহর নেক বান্দাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হউক। আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, আমি আরও সাক্ষ্য দিতেছি যে, মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও তাঁর প্রেরিত রাসূল।” এরপর দু'আসমূহের মধ্যে যে দু'আ সে পছন্দ করে তা করবে। (সহীহাহ হা. ৮৭৮)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি সমষ্টিগতভাবে সহীহ। হাদীসটি তাবারানী তাঁর মু'জামুল কাবীরের ১০ম খণ্ডের ৫৮ পৃষ্ঠায় এই শব্দে এবং অন্য শব্দে ১০ম খণ্ডের ৪৯, ৬০ পৃষ্ঠায় রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম তহাবী (র.) শরহুমাআনিল আসারের ১ম খণ্ডের ২৩৭ পৃষ্ঠা; নাসায়ী তাঁর সুনানে ২য় খণ্ডের ২৩৮ পৃষ্ঠায়; ইবনু হাজার আল-আসকালানী বুখারী শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ 'ফতহুল বারী'র ২য় খণ্ডের ৩১২ পৃষ্ঠায় রিওয়ায়াত করেছেন।

৫২৭- عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: عَظِنِي وَأَوْجِزْ. فَقَالَ: إِذَا قُتِلْتَ فِي صَلَاتِكَ
فَصَلِّ صَلَاةَ مُودَعٍ. وَلَا تَكَلِّمْ بِكَلَامٍ تَعْتَذِرُ مِنْهُ غَدًا، وَاجْمَعْ
الْإِيَّاسَ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ. (الصحيح: ৬০১)

৫২৭. আবু আইয়ূব আল-আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন এক ব্যক্তি ব্যক্তি নাবী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট এসে বলল, আমাকে সংক্ষেপে কিছু উপদেশ দিন। অতঃপর নাবী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি যখন তোমার সলাতে দগ্‌য়মান হও তখন বিদায়ী শুভেচ্ছা জ্ঞাপনকারী ব্যক্তির ন্যায় সলাত আদায় করবে এবং এমন কোন কথা বলবে না যার কারণে ভবিষ্যতে ক্ষমা চাইতে হয় এবং মানুষের দূরবস্থা দেখে তা থেকে হতাশাকে নিয়ন্ত্রণ রাখবে। (সহীহাহ্ হা. ৪০১)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইবনু মাজাহ তাঁর সুনান গ্রন্থের হা: ১৪৭১; ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদের ৫ম খণ্ডের ৪১২ পৃষ্ঠায়; তাবারানী তাঁর মুজামে কাবীরের ৪র্থ খণ্ডের ১৮৫ পৃষ্ঠায়; খাতীবে তিবরীযী তাঁর মিশকাতের হা: ৫২২৬; ইমাম মুরতাযা যাবিদী ইতহাফু সাদাতিল মুত্তাকীনের ৮ম খণ্ডের ১৬০ পৃষ্ঠায় এবং আবু নুআঈম আল-আসপাহানী হিলইয়াতুল আওলিয়ার ১ম খণ্ডের ৩৬২ পৃষ্ঠায় রিওয়াযাত করেছেন।

৫২৮. عَنْ سُرَّةَ بْنِ جُنْدَبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا تَسْبِقُوا قَارِئَكُمْ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَلَكِنْ هُوَ يَسْبِقُكُمْ. (الصحيح: ১৩৭৩)

৫২৮. সামুরা ইবনু জুনদুব (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা যখন সলাতে দগ্‌য়মান হও তখন রুকু সিজদায় ইমামের অগ্রগামী হয়ো না বরং ইমামই তোমাদের অগ্রগামী হবে। (সহীহাহ্ হা. ১৩৯৩)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি ইমাম তাবারানী তাঁর মুজামুল কাবীর নামক হাদীস গ্রন্থের ৭ম খণ্ডের ৩০৭ পৃষ্ঠা; হাফিয নুরুদ্দীন আল-হাইসামী তাঁর মাজমাউয যাওয়াইদ ওয়া মানবাউল ফাওয়াইদের ২য় খণ্ডের ৭৮ পৃষ্ঠায় রিওয়াযাত করেছেন। তবে হাদীসটি অন্য শব্দে অন্য সানাদে বর্ণিত হওয়ায় এর মুতাবাআত ও শাওয়াহিদ রয়েছে।

৫২৭. عَنْ رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَتَى أُصَلِّي الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ قَالَ: إِذَا مَلَآ اللَّيْلُ بَطْنَ كُلِّ وَادٍ فَصَلِّ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ. (الصحيح: ১০২০)

৫২৯. জুহাইনা গোত্রের একজন ব্যক্তি থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম যে, আমি (সন্ধ্যাকালিন সর্বশেষ) সলাত কখন আদায় করব? (উত্তরে) তিনি বললেন, রাত যখন সকল উপত্যকার অভ্যন্তরে পৌছে যাবে তখন সন্ধ্যাকালিন সর্বশেষ (ঈশার) সলাত আদায় করবে। (সহীহাহ্ হা. ১৫২০)

হাদীসটি হাসান এবং এর সানাদ জাইয়িদ।

হাদীসটি ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদ গ্রন্থের ৫ম খণ্ডের ৩৩৫ পৃষ্ঠা; ইমাম নুরুদ্দীন আল-হাইসামী তাঁর মাজমাউয যাওয়াইদ ওয়া মানবাউল ফাওয়াইদের ১ম খণ্ডের ৩১৩ পৃষ্ঠায়; ইবনু আবি শাইবা তাঁর মুসান্নাফ গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ৩৩১ পৃষ্ঠায় এবং আলী আল-মুত্তাকী আল-হিন্দী তাঁর কানযুল উম্মাল হা: ১৯৪৭৬, ২১৮৫৭-তে রিওয়ায়াত করেছেন।

৫৩০. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ إِلَى غَيْرِهِ. (الصحيح: ৫৬৮)

৫৩০. ইবনু উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, জুমু'আর দিন তোমাদের কেউ মাসজিদে তন্দ্রাচ্ছন্ন হলে সে যেন তার সে স্থান থেকে অন্যত্র সরে বসে। (সহীহাহ্ হা. ৪৬৮)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি আব্দুর রাজ্জাক তাঁর মুসান্নাফের হা: ৫৫৫০; তাবারানী তাঁর মুজামুল কাবীরের ৭ম খণ্ডের ২৭৭ পৃষ্ঠায়; হাফিয হাকিম মুসতাদরাকের ১ম খণ্ডের ২৯১ পৃষ্ঠায়; ইবনু খুযাইমা হা: ১৮১১; তিরমিযী সুনানে হা: ৫২৬; বাইহাকী তাঁর সুনানে কুবরা'র ৩য় খণ্ডের ২৩৮ পৃষ্ঠায়; হাফিয নুরুদ্দীন হাইসামী মাজমাউয যাওয়াইদে ওয়া মানবাউল ফাওয়াইদের ২য় খণ্ডের ১৮০ পৃষ্ঠায় রিওয়ায়াত করেছেন।

৫৩১. عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ فَتَحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَاسْتُجِيبَ الدُّعَاءُ. (الصحيح: ১৪১৩)

৫৩১. আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখন সলাতের আযান দেয়া হয় তখন আকাশের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয় এবং দু'আ কবুল হয়। (সহীহাহ্ হা. ১৪১৩)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি হাফিয আলী আল-মুভাকী আল-হিন্দী তাঁর কানযুল উম্মালে হা: ৩৩৪৩; হাফিয সাআতী মিনহাতুল মা'বুদে হা: ৩২৬; খাতীবে বাগদাদী তাঁর তারীখে বাগদাদের ৮ম খণ্ডের ২০৪ পৃষ্ঠায় রিওয়ায়াত করেছেন।

৫৩২- عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا: إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ رِيحًا فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ. (الصحيح: ১৬১৬)

৫৩২. ইবনু উমার (রা.) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত। তোমাদের কারোর সলাতে বায়ু বের হলে সে যেন সলাত ছেড়ে দেয় এবং উষু করে।

(সহীহাছ হা. ১৪১৪)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি হাইসামী মাজমাউয যাওয়াইদের ২য় খণ্ডের ৮৯ পৃষ্ঠায়; বাইহাকী সুনানে কুবরা'র ১ম খণ্ডের ১৬১ পৃষ্ঠায়; ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদের ২য় খণ্ডের ৪১৪ পৃষ্ঠায়; দারেমী তাঁর সুনানের ১ম খণ্ডের ১৮৩ পৃষ্ঠায়; ইবনু খুযাইমা সহীহে হা: ২৮২৪-তে রিওয়ায়াত করেছেন।

৫৩৩- عَنْ ابْنِ مُغْقَلٍ الْمُزَنِّي قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا وَجَدْتُمْ الْإِمَامَ سَاجِدًا فَاسْجُدُوا أَوْ رَاكِعًا فَارْكَعُوا أَوْ قَائِمًا فَقُومُوا وَلَا تَعْدُوا بِالسُّجُودِ إِذَا لَمْ تُدْرِكُوا الرُّكْعَةَ. (الصحيح: ১১৮৮)

৫৩৩. ইবনুল মুগাফফাল আল মুযানী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ইমামকে তোমরা সেজদারত পেলে তোমরাও (তার সঙ্গে) সেজদা কর। কিংবা রুকু অবস্থায় পেলে তোমরাও রুকু কর। অথবা দণ্ডায়মান পেলে তোমরাও দণ্ডায়মান হও। এবং রাকাত না পেলে সেজদাকে হিসেবে ধরো না। (সহীহাছ হা. ১১৮৮)

হাদীসটি সহীহ।

ইসহাক ইবনু মানসুর আল-মারওয়াযী তাঁর 'মাসায়েলে আহমাদ ওয়া ইসহাক' (১/১২৭)-এ ইবনু মুগাফফালের সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন, হাদীসটি শাইখাইনের শর্তে সহীহ এবং এর সকল রাবী সিকাহ। ইমাম বাইহাকী তাঁর আস-সুনানুল কুবরা-এর (২/৮৯)-এ রিওয়ায়াত করেছেন। আর এর সানাদে রাজুল ব্যক্তি সাহাবী। যা আমি (আলবানী) এ বর্ণণার

ব্যাপারে অবগত হওয়ার পূর্বে যখন আমি জামিয়াতুল ইসলামিয়া, মাদীনাহতে পাঠরত অবস্থায় ‘সুবুলুস সালাম’ (২/২৬)-এর তালীকে উল্লেখ করেছি। এছাড়াও হাদীসটি ইমাম ইবনু মান্দাহ তাঁর আর-মারিফাহ গ্রন্থের (২/১৬) উল্লেখ করেছেন।

৫৩৪- عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : خَرَجْنَا سِتَّةً وَافِدًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، خَمْسَةٌ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ وَرَجُلٌ مِنْ بَنِي ضَبِيعَةَ بْنِ رَبِيعَةَ حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَبَايَعَنَاهُ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ وَ أَخْبَرْتَاهُ أَنَّ بَارِضَنَا بَيْعَةٌ لَنَا وَ اسْتَوْهَبْنَاهُ مِنْ فَضْلِ طُهُورِهِ ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهُ وَ مَضْمَضَ ، ثُمَّ صَبَّ لَنَا فِي إِدَاوَةٍ ثُمَّ قَالَ : اذْهَبُوا بِهَذَا الْمَاءِ ، فَإِذَا قَدِمْتُمْ بَلَدَكُمْ فَافْكِسُوا بِبَيْعَتِكُمْ وَ انْضَحُوا مَكَانَهَا مِنْ هَذَا الْمَاءِ وَ اتَّخَذُوا مَكَانَهَا مَسْجِدًا فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! الْبَلَدُ بَعِيدٌ وَ الْمَاءُ يَنْشِفُ ، قَالَ : فَأَمْدُوهُ مِنَ الْمَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَزِيدُهُ إِلَّا طَيْبًا ، فَخَرَجْنَا ، فَتَشَاحْنَا عَلَى حَبْلِ الْإِدَاوَةِ أَيُّنَا يَخْبِلُهَا ، فَجَعَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَوْبًا بَيْنَنَا ، لِكُلِّ رَجُلٍ مِمَّنَا يَوْمًا وَ لَيْلَةً ، فَخَرَجْنَا بِهَا حَتَّى قَدِمْنَا بَلَدَنَا ، فَعَمِلْنَا الَّذِي أَمَرْنَا ، وَ رَاهِبُ الْقَوْمِ رَجُلٌ مِّنْ طَيْمِئٍ ، فَنَادَيْنَا بِالصَّلَاةِ فَقَالَ الرَّاهِبُ : دَعْوَةُ حَقٍّ ، ثُمَّ هَرَبَ فَلَمْ يُرَ بَعْدُ . (الصحيحه: ١٤٣٠)

৫৩৪. তালক ইবনু কায়িস তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন আমরা (একদিন) ছয় জন ব্যক্তি নাবী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উদ্দেশ্যে বের হলাম। (আমাদের) পাঁচজন (ছিল) বনী হানীফার এবং একজন বনী দুবাই‘আহ ইবনু রাবী‘আহর।

অতঃপর আমরা রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে এসে বাইআত গ্রহণ করে তাঁর সাথে সালাত আদায় করলাম এবং তাঁকে

অবহিত করলাম যে, আমাদের ভূমিতে (এলাকায়) আমাদের একটি গির্জা রয়েছে। (এবং বরকতের উদ্দেশ্যে) আমরা তাঁর নিকট তাঁর অযূর অবশিষ্ট পানি চাইলাম।

অতঃপর তিনি (অযূর জন্য) পানি নিয়ে আনতে বললেন এবং অযূ ও কুলি করে পাত্র (কুলি) ফেললেন। আর আমাদের বললেন, তোমরা এ পানি নিয়ে যাও। তোমরা যখন তোমাদের ভূমিতে পৌঁছবে তখন তোমরা তোমাদের গির্জা ভেঙ্গে ফেলবে এবং ঐ স্থানে এই পানি ছিটিয়ে দিবে। আর সেখানে মাসজিদ নির্মাণ করবে।

অতঃপর আমরা বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! শহরটি অনেক দূর, ফলে (অত্যাধিক গরমের কারণে) পানি শুকিয়ে যাবে। রাসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা আরো পানি মিলিয়ে নাও। কারণ, তা শুধু পবিত্রতাই বৃদ্ধি করবে।

অতঃপর আমরা বের হলাম এবং (কুলির) পাত্রটি বহন করা নিয়ে পরস্পরে প্রতিযোগিতা করে নিতে চাইলাম যে, কে আমাদের এ পাত্রটি বহন করবে। অতঃপর রাসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের মাঝে পালা ঠিক করে দিলেন। আমাদের প্রত্যেকের একদিন এক রাত। অবশেষে পাত্রটি নিয়ে (আমাদের ভূমির উদ্দেশ্যে) বেরিয়ে গেলাম। এক পর্যায়ে আমাদের শহরে এসে আমাদেরকে যে বিষয়ের নির্দেশ দিয়েছেন সে অনুযায়ী আমল করলাম।

(বর্ণনাকারী বলেন,) এলাকার পাদ্রীটি ‘তাঈ’ গোত্রের ছিল আমরা সেখানে সলাতের আযান দিলাম। (আযান শুনে) পাদ্রী বলল, (এটা) সত্য আহ্বান। অতঃপর সে পালিয়ে যায়। এরপর আর আমরা তাকে দেখিনি।’

(সহীহাহ্ হা. ১৪৩০)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম জামালুদ্দীন যাইলায়ী নাসবুর রাযার ১ম খণ্ডের ৬১ পৃষ্ঠায়; হাফিজ আলী আল-মুত্তাকী আল-হিন্দী কানযুল উম্মালের হা: ১১০১১; নুরুদ্দীন হাইসামী মাওয়ারিদুজ জামআনে হা: ৩০৪; ইমাম বাইহাকী দালাইলুন নুবুয়্যাতে ২য় খণ্ডের ৫৪৩ পৃষ্ঠায়; হাফিয আবু নুআঈম আল-আসবাহানী দালাইলুন নুবুয়্যাতে ১ম খণ্ডের ৩২ পৃষ্ঠায় রিওয়াযাত করেছেন।

হাদীসটি আমাদের প্রকাশিত ১ম খণ্ডের ৪৯০ নং হাদীসে অতিবাহিত হয়েছে।

-তাজরীদকারক।

৫৩৫- عَنْ عُثْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ بِفَنَاءٍ أَحَدُكُمْ نَهْرٌ يَجْرِي، يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلُّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ، مَا كَانَ يَبْقَى مِنْ دَرْنِهِ قَالُوا: لَا شَيْءَ، قَالَ: إِنَّ الصَّلَوَاتِ تُذْهِبُ الدَّنُوبَ كَمَا يَذْهَبُ الْبَاءُ الدَّرَنَ. (الصحيح: ১৭১৬)

৫৩৫. উসমান (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, যদি তোমাদের কারোর বাড়ির সামনে একটি প্রবাহমান নদী থাকে, আর সে তাতে প্রত্যেহ পাঁচবার গোসল করে, তাহলে কি তার শরীরে কোন ময়লা থাকবে? তারা বলেন, না তার শরীরে কোনরূপ ময়লা বাকি থাকবে না। রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, পানি যেমনিভাবে ময়লা পরিষ্কার করে দেয় তেমনিভাবে পাঁচ ওয়াস্ত সলাত পাপরাশীকে মিটিয়ে দেয়।

(সহীহাহ্ হা. ১৬১৪)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি হাফিয আলী আল-মুস্তাকী 'আল-হিন্দী তাঁর কানযুল উম্মালের হাদীস নং ১৯০২৩; ইবনু মাজাহ তাঁর সুনান গ্রন্থের হাদীস নং ১৩৯৭; ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল তাঁর মুসনাদ গ্রন্থ ১ম খণ্ডের ৭২ পৃষ্ঠায় রিওয়ায়াত করেছেন এবং ইমাম সুয়ুতী তাঁর আল-জামেউল কাবীরের ২য় খণ্ডের ৭ পৃষ্ঠায় রিওয়ায়াত করেছেন।

৫৩৬- عَنْ أَبِي صَالِحٍ مَرْفُوعًا مُرْسَلًا: أَرْبَعٌ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ يَعْدِلْنَ بِصَلَاةِ السَّحَرِ. (الصحيح: ১৬৩১)

৫৩৬. আবু সালিহ থেকে মারফু ও মুরসাল সূত্রে বর্ণিত। যুহরের (ফরযের) পূর্বে চার রাকাত (সুন্নাত) সওয়াবের দিক থেকে তাহাজ্জুদের সালাতের ন্যায়। (সহীহাহ্ হা. ১৪৩১)

হাদীসটি মুরসাল ও হাসান।

হাদীসটি ইমাম তিরমিযী তাঁর সুনানে হা: ৩১২৮ (৫/১৪৪); ইবনু আবি শাইবা তাঁর মুসান্নাফে হা: (৫/৯৯১) (৪/২৭২); খাতীব বাগদাদী তাঁর তারীখে বাগদাদে (১/২৫৩); আল্লামা যাবিদী তাঁর 'ইতহাফে' (৩/৩৩৭); ইবনু নসর তাঁর 'কিয়ামুল লাইলে' ৭৮; ইবনুল খাওজী তাঁর মিনহাজুল ক্বাসিদীনের (১/৪০১)-তে; আল-মুনতাখাব গ্রন্থের ২৪ পৃষ্ঠায় হাদীসটি তাখরীজ করেছেন। শাইখ আলবানী (র.) হাদীসটির ইসনাদকে মুরসাল ও হাসান বলেছেন এবং বলেছেন, এর সকল রাবীই সিকাহ।

৫৩৭- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: دَخَلَ سَلِيكُ الْغُطْفَانِيِّ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ النَّاسَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ارْكَعْ رُكْعَتَيْنِ وَلَا تَعُودَنَّ لِمِثْلِ هَذَا. يَعْنِي: التَّأْخِيرَ فِي الْمَجِئِ إِلَى الْجُمُعَةِ قَالَ: فَرَكَعَهُمَا ثُمَّ جَلَسَ.

(الصحيح: ৬১১, ২৮৯৩)

৫৩৭. জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন সালীক আল-গাতফানী জুমু'আর দিন এমন সময় মাসজিদে প্রবেশ করেন যখন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুমু'আর খুতবা দিচ্ছিলেন। (তাকে দেখে) রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, দু'রাকাত সলাত আদায় করে নাও। আর কখনোও এমনটি করবে না। অর্থাৎ জুমু'আয় আসতে বিলম্ব করবে না। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর সালীক দুই রাকাত সলাত আদায় করে বসলেন। (সহীহ হা. ৪৬৬, ২৮৯৩)

হাদীসটি হাসান।

ইবনু হিব্বান তাঁর সহীহর (৪/৯২/২৪৯৫); দারাকুতনী তাঁর সুন্নাহর (২/১৬/১১)-তে জাবির (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। ফাতহুল বারী (২/৪০৮); ইবনু হিব্বান হাদীসটি উল্লেখ করে চুপ থেকেছেন। সহীহ আবু দাউদ হা: ১৪৭০। শাইখ আলবানী হাদীসটির সানাদটিকে হাসান বলে উল্লেখ করেছেন।

৫৩৮- عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اسْتَتَرُوا فِي صَلَاتِكُمْ (وَفِي رِوَايَةٍ: لِيَسْتَتِرَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ) وَلَوْ بِسَهْمٍ. (الصحيح: ২৭৮৩)

৫৩৮. আব্দুল মালিক ইবনুর রাবী ইবনু সাবুরা ইবনু মা'বাদ (রা.) তাঁর পিতা থেকে এবং তিনি তাঁর দাদা থেকে পরম্পরায় বর্ণনা করেন যে, রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তীরের ফলা দ্বারা হলেও তোমরা তোমাদের সলাতে নিজেদেরকে আবৃত করে রাখ। (সহীহ হা. ২৭৮৩)

হাদীসটি সহীহ।

ইবনু খুযাইমা তাঁর সহীহ্‌র হা: ৮১০; আবু ইয়া'লা তাঁর মুসনাদের (২/২৩৯/৯৪১); হাকিম তাঁর মুসতাদরাকের (১/৫৫২); বাইহাকী তাঁর সুনানে (২/২৭০); ইবনু আবি শাইবা তাঁর মুসান্নাফের (১/২৭৮); ইমাম আহমাদ মুসনাদে (৩/৪০৪); তাবারানী আল-মু'জামুল কাবীরের (৭/১৩৩-১৩৪); বাগাভী শারহুস্ সুন্নাহর (২/৪০৩)-তে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

হাকিম (র.) হাদীসটিকে সহীহ্‌ আলা শর্তে মুসলিম বলেছেন। শাইখ আলবানী এর উপর তায়াক্কুব করে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন।

৫৩৭- عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اُشْفَعِ الْأَذَانَ وَأَوْتِرَ الْإِقَامَةِ. (الصحيح: ১২৭৬)

৫৩৯. জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আযান জোড়া জোড়া এবং ইক্বামাত বিজোড় (করে দিবে)। (সহীহাহ্‌ হা. ১২৭৬)

হাদীসটি সহীহ্‌।

ইমাম দারাকুতনী তাঁর 'আল-আফরাদে' (২/৫০); জাবির (রা.)-এর সানাদে মারফু'আন উল্লেখ করেছেন। খাতীবে বাগদাদী তাঁর তারীখে বাগদাদের (৪/৪৩৪) নং পৃষ্ঠায়; আহমাদ আল-হুতির তারীকে একটি শাওয়াহেদ উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া হাকিম তাঁর মুসতাদরাকের (১/১৯৮) পৃষ্ঠায় ভিন্ন শব্দে আব্দুল ওহাব এর তারীকে উল্লেখ করেছেন এবং সহীহ্‌ আলা শর্তে শাইখাইন বলেছেন।

৫৪০- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَصَلِّي، وَالْمُؤَذِّنُ يُقِيمُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَصَلَاتَانِ مَعًا. (الصحيح: ২০৮৮)

৫৪০. আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজন ব্যক্তিকে সলাত আদায় করতে দেখলেন মুয়াজ্জিন তখন ইক্বামাত দিচ্ছিলেন। এরপর তিনি তাকে (কাছে ডেকে এনে) বললেন, একসঙ্গে দু' সলাত আদায় করছো? (এমনটি করবে না)

(সহীহাহ্‌ হা. ২০৮৮)

হাদীসটি সহীহ্‌।

আবু ইয়া'লা তাঁর মুসনাদে (১/২৮৩); আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। মুসলিম (২/১৫৪); আবু আওয়ানাহ (২/৩৭-৩৮); ইবনু মাজাহ হা: ১১৫৩; বাইহাকী তাঁর সুনানে (২/৪৮১); বুখারী মুসলিমের ন্যায় হা: ৬৬৩-তে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া ইবনু খুযাইমাহ তাঁর সহীহতে ১১২৪-১১২৬ এবং ইবনু হিব্বান তাঁর সহীহতে হা: ৪৪১ এবং বাজ্জার তাঁর মুসনাদের (১/২৪৫/৫০৩, ৫১৭, ৫১৮)-তে হাদীসটির শাওয়াহেদ উল্লেখ করেছেন। শাইখ আলবানী এর সানাদকে জায়িদ বলেছেন।

৫৪১- عَنْ مَكْحُولٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَطْبِئُوا إِجَابَةَ الدَّعَاءِ عِنْدَ التِّقَاءِ الْجِيُوشِ، وَإِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَنُزُولِ الْمَطَرِ.

(الصحيح: ১৫৭৭)

৫৪১. মাকহুল (র.) নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা (শত্রু দলের) সৈন্যের সাক্ষাৎ, সলাতের ইকামাত এবং বৃষ্টি বর্ষণের সময় দু'আ কবুল হওয়ার আশা কর। (সহীহাহ হা. ১৪৬৯)

হাদীসটি হাসান।

ইমাম শাফেয়ী তাঁর 'উম' এর (১/২২৩-২২৪)।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটির সানাদ দুর্বল তবে এর অনেক শাওয়াহেদ রয়েছে। যেমন: সাহল বিন সা'দ, ইবনু উমার এবং আবু উমামার হাদীস যা "আত-তালিক আর-রগীর" গ্রন্থের (১/১১৬)-এ উল্লেখ করা হয়েছে। যদিও তার মুফরাদাত হাদীসগুলো দুর্বল তথাপি এর সঙ্গে এই মুরসাল হাদীসটির সংযোজনের ফলে হাসান সানাদে উত্তীর্ণ।

৫৪২- عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: مَرْنِي بِأَمْرِ يَنْقُطُ بِهِ، قَالَ أَعْلَمُ أَنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ بِهَا عَنْكَ خَطِيئَةٌ. (الصحيح: ১৫৮৮)

৫৪২. আবু উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি (একদিন) রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট এসে বললাম, আমাকে এমন বিষয়ের নির্দেশ দিন যার উপর আমল করে আমি মৃত্যুবরণ করতে পারি। রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, স্মরণ রেখ, তুমি যে সিজদা কর প্রতিটি সিজদার বিনিময়ে আল্লাহ তোমার মর্যাদা বুলন্দ করেন এবং তোমার একটি গুনাহ মাফ করেন। (সহীহাহ হা. ১৪৮৮)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদের (৫/২৪৮-২৪৯, ২৫৫-২৫৮)-এ এবং ইবনু নসর তাঁর 'আস্-সালাত' নামক গ্রন্থে (২/৬৫)-তে আবু উমামা থেকে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: এ হাদীসের সানাদটি সহীহ এবং এর রিজালগণের সকলেই সিকাহ ও মুসলিমের রিজাল।

৫৪৩- عَنْ طَاوُسِ الْيَمَانِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: زَعَمُوا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اغْتَسِلُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَاغْسِلُوا رُؤُوسَكُمْ، وَإِنْ لَمْ تَكُونُوا جُنُبًا وَمَسُّوا مِنَ الطَّيِّبِ؟ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَمَّا الطَّيِّبُ؛ فَلَا أَدْرِي، وَأَمَّا الْغُسْلُ؛ فَنَعَمْ. (الصحيح: ৩৫১০)

৫৪৩. তাউস আল-ইয়ামানী বলেন, আমি ইবনু আব্বাসকে বললাম, লোকেরা ধারণা করে যে, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাকি বলেছেন, তোমরা জুম্মা'র দিন গোসল কর, তোমাদের মাথা ধৌত কর যদিও তোমরা পবিত্র না হও এবং সুগন্ধি ব্যবহার কর? ইবনু আব্বাস বললেন, সুগন্ধির কথা আমি বলতে পারি না। আর গোসল, হ্যাঁ [এ সম্পর্কে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] নির্দেশ দিয়েছেন।

(সহীহাহ হা. ৩৫১০)

হাদীসটি সহীহ।

বুখারী (২/৪); মুসনাদে আহমাদ হা: (২৩৮-৪) (৪/২১২-২১৩); ইবনু হিব্বান হা: ১৮৫৭; আবু ইয়া'লা হা: ২৫৫৮; ইবনু খুযাইমাহ হা: ১৭৫৯; মুসলিম হা: ৮৪৬; আবু দাউদ হা: ৩৪৭; বাইহাকী (১/২৯৭) (৩/২৪২); তাবারানী (৮/২০৯); মাজমাউয যাওয়ায়েদ (২/১৭৩); আত-তারগীব ওয়াত-তারগীব (১/৪৮৯); ফাতহুল বারী (২/৩৬৩, ৩৭০); শরহে মা'য়ানিল আসার (১/১১৫); কানযুল উম্মাল ২১২৩৪, ২১২৪২ ও ২১২৪৩, ২১২৬১, ২৩৩৫-তে হাদীসটি উল্লেখ হয়েছে।

৫৪৪- عَنْ أَنَسٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَمْ افْتَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى عِبَادِهِ مِنَ الصَّلَوَاتِ؟ قَالَ: افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ صَلَوَاتٍ خَمْسًا. قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ قَبْلَهُنَّ أَوْ بَعْدَهُنَّ شَيْءٌ؟ قَالَ: افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ صَلَوَاتٍ خَمْسًا.

[قَالَهَا ثَلَاثًا]، فَحَلَفَ الرَّجُلُ [بِاللَّهِ] لَا يُزِيدُ عَلَيْهِ شَيْئًا وَلَا يَنْقُصُ مِنْهُ شَيْئًا، قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ صَدَقَ لَيْدٌ حُلْنَ الْجَنَّةِ.

(الصحيح: ২৭৭৬)

৫৪৪. আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আল্লাহ তাঁর বান্দাদের উপর কত ওয়াক্ত সলাত ফরজ করেছেন? রাসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের উপর ৫ (পাঁচ) ওয়াক্ত সলাত ফরজ করেছেন। লোকটি বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এর পূর্বে বা পরে কোন সলাত আছে কি? রাসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত সলাত ফরজ করেছেন। এমনটি তিনবার বললেন। অতঃপর লোকটি আল্লাহর শপথ করে বলল, আল্লাহর কসম আমি এর মধ্যে বৃদ্ধিও করব না এবং এর থেকে কমও করব না। রাসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ‘সে যদি সত্য বলে থাকে তবে সে অবশ্যই জান্নাতী’। (সহীহাঃ হা. ২৭৯৪)

হাদীসটি সহীহ।

নাসাঈ তাঁর সুনানে (১/২২৮-২২৯); ইবনু হিব্বান তাঁর সহীহর হা: ২৫১; আহমাদ তাঁর মুসনাদে (৩/২৬৭)।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটির ইসনাদ সহীহ মুসলিমের। তবে হাদীসটি তালহা ইবনু উবাইদুল্লাহর তরীকে শাহেদ পাওয়া যায় যা শাইখাইন এবং অন্যরা রিওয়াযাত করেছেন।

৫৪৫- ابْنُ عُمَرَ قَالَ لِحُمْرَانَ بْنِ أَبِيٍّ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ فِي جَمَاعَةٍ؟ قَالَ: قَدْ صَلَّيْتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي جَمَاعَةِ الصُّبْحِ، قَالَ: أَوْ مَا بَلَغَكَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَفْضَلُ الصَّلَوَاتِ عِنْدَ اللَّهِ صَلَاةُ الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي جَمَاعَةٍ. (الصحيح: ১৫৭৬)

৫৪৫. ইবনু উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি একদিন হুমরান ইবনু আবানকে বললেন, জামাতে সলাত আদায়কে কোন জিনিস তোমাকে

নিষেধ করল? (উত্তরে) হুমরান ইবনু আবান বললেন, আমি জুমু'আর দিন জামাতের সাথে ফজরের সলাত আদায় করেছি। উমার (রা.) বললেন, তোমার কাছে কি এ সংবাদ পৌঁছেনি যে, নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর নিকট সকল সলাতের মাঝে সর্বোত্তম সলাত হলো, জুমু'আর জামাতের সাথে ফজরের সলাত আদায় করা।

(সহীহাহ্ হা. ১৫৬৬)

হাদীসটি হাসান।

আবু নুআঈম তাঁর হিলয়াতে (৭/২০৭); খালিদ বিন হারিসের সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। যাকে শাইখ আলবানী সিকাহ বলেছেন। তিনি (আলবানী) আরো বলেন: এ হাদীসের একটি শাহেদ সম্পর্কে আমি অবগত হয়েছি কিন্তু তা দুর্বল। আল-বায়যার হা: ৬২১; মাজমায়ে (২/১৬৮); তাবারানী কাবীর হা: ৩৬৬।

৫৪৬- عَنْ عُقْبَةَ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

اقْرَأُوا الْمُعَوَّذَاتِ فِي دُبْرِ كُلِّ صَلَاةٍ. (الصحيح: ৭৫৫)

৫৪৬. উকবা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে প্রত্যেক সলাতের পর 'মুআববাযাত' (সূরা নাস ও সূরা ফালাক) পড়তে নির্দেশ দিয়েছেন। (সহীহাহ্ হা. ৬৪৫)

হাদীসটি সহীহ।

নাসায়ী (১/১৯৬); ইবনু খুযাইমা তাঁর সহীহে হা: ৭৫৫; ইবনু হিব্বান তাঁর সহীহর হা: ২৩৪৭; তাবারানী (১৭/২৯৫/৮১২)-তে রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটির সানাদ ভালো এবং এর সকল রাবী সিকাহ ও মুসলিমের রাবী। আবু দাউদ হা: ১৩৬৩।

৫৪৭- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْرَأُوا

الصَّفَّ فِي الصَّلَاةِ؛ فَإِنَّ إِقَامَةَ الصَّفِّ مِنْ حُسْنِ الصَّلَاةِ. (الصحيح: ৭৭৭)

৫৪৭. আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তোমরা কাতার সোজা কর; (কেননা) সারি সোজা করা সলাত সৌন্দর্যের অন্তর্গত। (সহীহাহ্ হা. ৩৯৯৪)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদের হা: ৫৭২৪ (১৭/৯০); ইবনু উমার (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম বুখারী তাঁর সহীহর হা: ৭২২ ও ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহর হা: ৪৩৫-তে আবু হুরাইরা (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। আবু দাউদ হা: ৬৬৬; বাইহাকী তার সুনানের (৩/১০১); নাসায়ী তাঁর সুনানের (২/৯৩); ইবনু খুযাইমাহ তাঁর সহীহর হা: ১৫৪৯; হাকিম তাঁর আল-মুসতাদরাকের (১/২১৩)-তে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

৫৪৮- عَنْ أَبِي شَجَرَةَ مَرْفُوعًا: أَقِيمُوا الصُّفُوفَ، فَإِنَّمَا تَصْفُونَ كَصُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ حَاذُوا بَيْنَ الْمَنَاقِبِ وَ سَدُّوا الْخُلَلَ وَلَا تَذَرُوا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ، وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللَّهُ. (الصحيح: ৭৫৩)

৫৪৮. আবু শাজারা (রা.) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত যে, তোমরা কাতার সোজা করবে এবং সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে যেভাবে ফেরেশতারা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ায়। বাহুমূলসমূহকে সমপর্যায়ে রাখবে। ফাঁকাগুলো পূর্ণ করে নেবে এবং শয়তানের জন্য ফাঁক রাখবে না। যে ব্যক্তি সারি মিলিয়ে নেবে আল্লাহ তাঁকে তার সাথে মিলিয়ে নেবেন। (সহীহ হা. ৭৪৩)

হাদীসটি সহীহ।

আদ-দুলাবী তাঁর 'আল অসমা ওয়াল কুনা' (১/৩৯) এ আবু জাহিয়া আন আবু শাজারাহ থেকে মারফু আন রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটির সানাদ সহীহ তবে মুরসাল। কিন্তু হাদীসটি আবু শাজারাহ থেকে মাওসুলানও বর্ণিত হয়েছে। তাই আমি সহীহ আবু দাউদের হা: ৬৭২-তে হাদীসটি উল্লেখ করেছি। সহীহত তারগীব (১/২৬৯/৪৮৮, ৪৯২, ৪৯৩, ৫০০)।

৫৪৯- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْثًا، فَأَعْظَمُوا الْغَنِيمَةَ، وَأَسْرَعُوا الْكُرَّةَ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا رَأَيْنَا بَعْثَ قَوْمٍ بِأَسْرَعِ كُرَّةٍ وَأَعْظَمِ غَنِيمَةٍ مِنْ هَذَا الْبَعْثِ، فَقَالَ: إِلَّا أَخْبِرْكُمْ بِأَسْرَعِ كُرَّةٍ وَأَعْظَمِ غَنِيمَةٍ مِنْ هَذَا الْبَعْثِ؟ رَجُلٌ تَوَضَّأَ فِي بَيْتِهِ فَأَحْسَنَ وَضُوءَهُ، ثُمَّ تَحَمَّلَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَصَلَّى فِيهِ الْغَدَاةَ، ثُمَّ عَقَبَ بِصَلَاةِ الْبُضْحَى، فَقَدْ أَسْرَعِ الْكُرَّةَ وَأَعْظَمِ الْغَنِيمَةَ. (الصحيح: ২৫৩১)

৫৪৯. আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি অভিযান প্রেরণ করেন তারা বিপুল গনীমত সামগ্রী লাভ করে এবং দ্রুত শত্রুসেনা পর্যুদস্ত করে। এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা এ অভিযানের চেয়ে দ্রুত শত্রুসেনা পর্যুদস্ত করী ও বিপুল গনীমত সামগ্রী লাভকারী কোন অভিযান দেখিনি। তিনি বললেন, এর চেয়ে অধিক দ্রুত শত্রুসেনা পর্যুদস্ত ও বিপুল গনীমত সামগ্রী লাভ করার উত্তম পন্থা আমি কি বলে দেব? এরপর তিনি বলেন: এক ব্যক্তি উত্তমরূপে অযু করে মাসজিদে এসে ফজরের সালাত আদায় করল। এরপর চাশতের সালাত আদায় করে নিল। ফলে সে যেন অতি দ্রুত শত্রুসেনা পর্যুদস্ত করল এবং বিপুল গনীমত সামগ্রী লাভ করল।

(সহীহাহ্ হা. ২৫৩১)

হাদীসটি সহীহ।

আবু ইয়াল্লা তাঁর মুসনাদে (৪/১৫৩০-১৫৩১); ইবনু হিব্বান তাঁর সহীহ হা. ৬২৯ এবং ইবনু আদি কামিল (২/২৭৫)-তে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

শাইখ আলবানী বলেন: হাদীসটির সানাদ ভালো এবং এর সকল রাবীই সিকাহ ও মুসলিমের রাবী। মুনযীরী (১/২৩৫)-তে হাদীসটির অনেক শাহেদ রয়েছে যা তিরমিযী ও অন্যরা উল্লেখ করেছেন। বাজ্জার ৩০০ পৃষ্ঠা; আত-তালীকুর রাগীব (১/১৬৬); আহমাদ (২/১৭৫)।

৫৫০. عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَبِّمَا

قَالَ سَفِيَانُ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَ أَهْلُ الْأَمْوَالِ وَالْذُّوْرُ بِالْأَجْرِ يَقُولُونَ كَمَا نَقُولُ وَيُنْفِقُونَ وَلَا نُنْفِقُ. قَالَ لِي أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَمْرٍ إِذَا فَعَلْتُمْوه أَدْرَكْتُمْ مِنْ قَبْلِكُمْ وَفُتُّمَ مِنْ بَعْدِكُمْ؟ تَحْمَدُونَ اللَّهَ فِي دُبْرِ كُلِّ صَلَاةٍ وَتُسَبِّحُونَهُ وَتُكَبِّرُونَهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَأَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ. (الصحيح: ১১২৫)

৫৫০. আবু যার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলা হলো কখনো কখনো সূফীয়ান বলেন, আমি বললাম: হে আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম, সম্পদশালী ও

ধনীরাতে পূণ্যে আমাদের চেয়ে অগ্রগামী হয়ে গেছে আমরা যা বলি তারাও তা বলে। তবে তারা (আল্লাহর রাহে বা যে পরিমাণ) খরচ করে আমরা সে পরিমাণ খরচ করতে পারি না। রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন বিষয়ের সংবাদ দেব না; যার উপর আমল করলে তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী এবং পরবর্তীদের সওয়াবের সমপরিমাণ সওয়াব প্রাপ্ত হবে? প্রত্যেক সলাতের পর তোমরা 'আলহামদুলিল্লাহ', 'সুবহানাল্লাহ' এবং 'আল্লাহু আকবার' বলবে। ৩৩ বার ৩৩ বার এবং ৩৪ বার করে। (সহীহাহ হা. ১১২৫)

হাদীসটি সহীহ।

ইবনু মাজাহ হা: ৯২৭; আহমাদ তাঁর মুসনাদের (৫/১৫৮)-তে।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটির সানাদ সহীহ।

ইমাম সুয়ূতী তাঁর 'আল জমিউল কাবীরে' (১/২৬/১) এবং এর যাইল (১/৯)-তে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

৫৫১- عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِصَلَاةِ الْمُنَافِقِ أَنْ يُؤَخَّرَ الْعَصْرَ حَتَّى إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ كَثْرَبَ الْبَقْرَةَ صَلَّاهَا. (الصحيح: ১৭৬০)

৫৫১. রাফি ইবনু খাদীজ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'আমি কি তোমাদেরকে মুনাফিকের সলাত সম্পর্কে সংবাদ দেবো না'? (মুনাফিকের সলাত হলো) আসরের সলাত বিলম্ব করতে থাকা এবং সর্বশেষে সূর্য যখন গরুর পাকস্থলির ঝিল্লির ন্যায় হয় তখন সে আসরের সলাত আদায় করে।

(সহীহাহ হা. ১৭৪৫)

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম দারাকুতনী তাঁর সুনানের ৯৪ পৃষ্ঠায়; হাকিম তাঁর মুসতাদরাকে (১/১৯৫); আবদুস সালাম বিন আবদুল হামিদের তরীকে উল্লেখ করেছেন।

মুসলিম হা: ১৯৫; মুয়াত্তা হা: ২২০; তামহীদ (৩/২৭৪) ও (৮/৭৭); আবু আওয়ানা (১/৩২৬৫); কানযুল উম্মাল হা: ২১৭৮৪। তালখীসুল হাবীর (১/১৭৫); ইবনু কাসীর (২/৩৯০) ও (৮/৫১৪); মিশকাত হা: ৫৯৪; ইবনু খুযাইমা হা: ৩৩৩;

কুরতুবী (১/১২২); আহমাদ (৩/১৪৯, ১৮৫); আব্দুর রাজ্জাক তাঁর মুসান্নাফে হা: ২০৮০; তাজরীদ হা: ৩৪৫; বাইহাকী (১/৪৪৪); তিরমিযী হা: ১৬০; শাইখ আলবানী (র.) বলেন: হাদীসের সানাদটি ভালো।

৫৫২- عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعَةَ أَوْ ثَمَانِيَةَ أَوْ سَبْعَةَ، فَقَالَ: أَلَا تَبَايِعُونَ رَسُولَ اللَّهِ؟! وَكُنَّا حَدِيثُ عَهْدٍ بِبَيْعَةِ، فَقُلْنَا: قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟! ثُمَّ قَالَ: أَلَا تَبَايِعُونَ رَسُولَ اللَّهِ؟! فَقُلْنَا: قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟! ثُمَّ قَالَ: أَلَا تَبَايِعُونَ رَسُولَ اللَّهِ؟! قَالَ: فَبَسْطُنَا أَيْدِيَنَا وَقُلْنَا: قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَعَلَامَ نُبَايِعُكَ؟ قَالَ: عَلَى أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَالصَّلَاةَ الْخُمْسَ وَتُطِيعُوا وَأَسْرَ كَلِمَةَ خَفِيَّةٍ وَلَا تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا. فَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ أَوْلِيَائِكَ التَّفَرِّيسَ يَقْطُ سَوْطَ أَحَدِهِمْ، فَمَا يَسْأَلُ أَحَدًا يَنْزِلُ لَهُ آيَاهُ.

(الصحيح: ৩৬০)

৫৫২. আওফ ইবনু মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমরা নয় জন কিংবা আট জন বা সাত জন রাসূলের নিকট উপস্থিত ছিলাম। অতঃপর তিনি আমাদেরকে বললেন, ‘তোমরা কী রাসূলের হাতে বাইআত হবে না!’ আমরা বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা আপনার হাতে বাইআত হলাম। অতঃপর তিনি (আবার) বললেন, তোমরা কী রাসূলুল্লাহর হাতে বাইআত গ্রহণ করবে না! বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর (বায়ইআতের উদ্দেশ্যে) আমরা আমাদের হস্ত প্রসারিত করলাম এবং বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা আপনার হাতে বাইআত গ্রহণ করলাম। (কিছু) আমরা কিসের উপর বাইআত গ্রহণ করলাম? তিনি বললেন, এ জিনিসের উপর যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করবে তাঁর সঙ্গে কাউকে শরীক করবে না এবং পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আদায় করবে। আর আনুগত্য করবে (নিম্নস্বরে একটি বাক্য বললেন) এবং মানুষের নিকট কোন কিছু চাইবে না (হাত পাতবে না)। বর্ণনাকারী বলেন, (এ মজলিসে উপস্থিত) তাদের

অনেককেই আমি দেখেছি যে, তাদের কারো চাবুক পরে গেলেও কাউকে তারা উঠিয়ে দিতে বলতেন না। (সহীহ্‌ হা. ৩৬০০)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহর হা: ১০৪৩, (১৫০/২)-এর **كَرَاهَةُ الْمَسْئَلَةِ** এর অধ্যায়ে আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দুর রহমান আদ-দারেমী সানাদে আউফ ইবনু মালিক (রা.) থেকে রিওয়াযাত করেছেন। ইমাম আবু দাউদ তাঁর সুনানের হা: ১৬৪২ (৩০৮/১)-এর **بَابُ كَرَاهِيَةِ الْمَسْئَلَةِ** অধ্যায়ে এবং ইমাম নাসায়ী তাঁর সুনানে ও ইবনু মাজাহ তাঁর সুনানে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটি মুসলিমের শর্তে সহীহ এবং এর সকল রাবী সিকাহ্।

৫৫৩- عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ: أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ بَلِيٍّ وَهُوَ حَىٍّ مِنْ قُضَاعَةَ قَتِلَ أَحَدُهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَآخَرُ الْآخِرِ بَعْدَ سَنَةٍ ثُمَّ مَاتَ، قَالَ طَلْحَةُ: فَرَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ الْجَنَّةَ فُتِّحَتْ، فَرَأَيْتُ الْآخَرَ مِنَ الرَّجُلَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ قَبْلَ الْأَوَّلِ، فَتَعَجَّبْتُ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ، فَبَلَّغْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَيْسَ قَدْ صَامَ بَعْدَ رَمَضَانَ وَصَلَّى بَعْدَ سِتَّةِ أَلْفِ رَكْعَةٍ، وَكَذًا وَكَذَا رَكْعَةً لِمَصَلَاةِ السَّنَةِ. (الصحيح: ৫০৭১)

৫৫৩. তালহা ইবনু উবাইদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। বালিয় (কুযাআ মহল্লা) এলাকার জনৈক দুই ব্যক্তির একজন আল্লাহর রাস্তায় নিহিত হয় এবং অপরজন তার এক বছর পর (স্বাভাবিকভাবে) মৃত্যুবরণ করে। তালহা বলেন, (একদিন) আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, জান্নাতকে খুলে দেয়া হয়েছে। আর ঐ দুই ব্যক্তির মধ্যে সর্বশেষ যে ব্যক্তি মারা গিয়েছিল সে প্রথম জনের পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করেছে। (এ স্বপ্ন দেখে) আমি আশ্চর্য হলাম এবং সকাল হলে ঘটনাটি বর্ণনা করলাম এবং রাসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে এ সম্পর্কে সংবাদ দিলাম। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন, সে কি তার (প্রথম জনের) পরে এক বছর অধিক সিয়াম রাখেনি এবং ছয় হাজার রাকাতাত সলাত অধিক আদায়

করেনি। এমনকি সুন্নত সলাতের অমুক অমুক রাকাআত অধিক আদায় করেনি? (সহীহাহ্ হা. ২৫৯১)

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম বাইহাকী তাঁর যুহদে (২/৭৩); ইবনু মাজাহ্ হা: ৩৯২৫; ইবনু হিব্বান তাঁর সহীহ্ হা: ২৪৬৬; আহমাদ তাঁর মুসনাদে (১/১৬১/১৬২, ১৬৩)-তে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটির সানাদ হাসান। হাদীসটির শাওয়াহেদ রয়েছে যা ইবনু খুযাইমাহ্ তাঁর সহীহ্ হা: ৩১০; হাকিম তাঁর মুসতাদরাকের (১/২০০); আহমাদ তাঁর মুসনাদের (১/১৭৭)-তে উল্লেখ করেছেন।

৫৫৪- عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ :
أُمِرَ بَعِيدٌ مِّنْ عِبَادِ اللَّهِ أَنْ يُضْرَبَ فِي قَبْرِهِ مِائَةُ جَلْدَةٍ ، فَلَمْ يَزَلْ
يَسْأَلُ وَيَدْعُو حَتَّى صَارَتْ جَلْدَةٌ وَاحِدَةً ، فَجُلِدَ جَلْدَةٌ وَاحِدَةً ، فَاْمْتَلَأَ
قَبْرُهُ عَلَيْهِ نَارًا ، فَلَمَّا ارْتَفَعَ عَنْهُ وَ أَفَاقَ قَالَ : عَلَى مَا
جَلَدْتُمُونِي؟ قَالُوا : إِنَّكَ صَلَّيْتَ صَلَاةً وَاحِدَةً بِغَيْرِ طُهُورٍ ، وَ
مَرَرْتَ عَلَى مَظْلُومٍ فَلَمْ تَنْصُرْهُ - (الصحيح: ২৭৭৬)

৫৫৪. ইবনু মাসউদ (রা.) নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, আল্লাহর একজন বান্দার কবরে ১০০ বেত্রাঘাত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। অতঃপর সে বিরামহীন দু'আ এবং প্রার্থনা করতে থাকে ফলশ্রুতিতে ১০০ বেত্রাঘাতকে একটি করে দেয়া হয়। অতঃপর তাকে একটি বেত্রাঘাত করা হয় যার কারণে তার কবর আগুনে ভরে যায়। অতঃপর যখন তার থেকে আগুন (এর আযাব) উঠিয়ে নেয়া হয় এবং সে সংজ্ঞা ফিরে পায় সে বলল, তোমরা আমাকে কি কারণে বেত্রাঘাত করেছ? (ফেরেশতারা) তারা উত্তর দিল, তুমি অমৃ ছাড়া এক ওয়াক্ত সলাত আদায় করেছিলে এবং অত্যাচারিত ব্যক্তির পাশ দিয়ে অতিক্রম করেছিলে কিন্তু তাকে (কোন) সাহায্য করনি। (সহীহাহ্ হা. ২৭৭৪)

হাদীসটি সহীহ।

তহাভী তাঁর শরহ্ মুশকিলুল আসারের (৪/২৩১)-তে 'ইবনু মাসউদ (রা.)'-এর সূত্রে মারফুআন বর্ণিত হয়েছে।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটির সানাদ ভালো এবং এর সকল রাবী তাহযীবের রাবী তবে সানাদের ফাহাদ নামক রাবী তাহযীবের রাবী না হলেও সিকাহ ও সাবত। ইবনু ইফনুস তাঁর আল-গুরাবা কিতাবে উল্লেখ করেছেন। যা রিজালু মা'আনিল আসার কিতাবের (১/৮৫)-এ উল্লেখ রয়েছে। এছাড়াও আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব (৩/১৪৮); ইবনু হাইয়ান তাঁর কিতাবুত তারীখে বলেন, হাদীসটির শাহেদ বিদ্যমান।

৫৫৫- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي بَكْرٍ: أَيُّ حَيٍّ تَوْتِرُ؟ قَالَ: أَوَّلَ اللَّيْلِ بَعْدَ الْعَتَمَةِ، قَالَ: فَأَنْتَ يَا عُمَرُ؟ فَقَالَ: آخِرَ اللَّيْلِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَّا أَنْتَ يَا أَبَا بَكْرٍ فَأَخَذْتَ بِالْوُثْقَى، وَأَمَّا أَنْتَ يَا عُمَرُ فَأَخَذْتَ بِالْقُوَّةِ - (الصحيح: ২৫৭৬)

৫৫৫. জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু বাকরকে বললেন, তুমি বিতির কখন পড়? (উত্তরে) তিনি বলেন, তমসার পর রাতের প্রথমাংশে। তিনি বলেন, আর উমার তুমি? (উত্তরে) উমার বললেন, রাতের শেষাংশে। অতঃপর নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আবু বাকর! তুমি অধিকতর সুদৃঢ় বস্তুকে আঁকড়ে ধরেছ। আর উমার তুমি শক্তিশালী বস্তুকে আঁকড়ে ধরেছ। (সহীহা হা. ২৫৯৬)

হাদীসটি হাসান।

ইবনু মাজাহ তাঁর সুনানে (১/৩৬৩); আহমাদ তাঁর মুসনাদে (৩/৩০৯, ৩৩০); তালখীস (৪/২৩৭); যাওয়ায়েদে ইবনু মাজাহ, ইবনু নসর তাঁর 'কিয়ামুল লাইল' ১১৬ পৃষ্ঠা; হাকিম তাঁর মুসতাদরাকে (১/৩-১); হাকেম বলেন, হাদীসটির সানাদ সহীহ; ইবনু হিব্বান হা: ৬৭৩; মাজমাউয্ যাওয়ায়েদ (২/২৪৫)। আমি (আলবানী) বলব: হাদীসের সানাদ হাসান।

৫৫৬- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كَانَتْ بَنُو سَلَمَةَ فِي نَاحِيَةِ الْمَدِينَةِ، فَأَرَادُوا النُّقْلَةَ إِلَى قُرْبِ الْمَسْجِدِ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَرَهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ آثَارَكُمْ تُكْتَبُ قَالَ: فَلَمْ يَنْتَقِلُوا. (الصحيح: ৩৫০০)

৫৫৬. আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বানু সালিমা গোত্র মাদীনার এক প্রান্তে বসবাস করত। তারা মাসজিদের নিকটে স্থানান্তরিত হওয়ার ইচ্ছা করল। অতঃপর এ আয়াত অবতীর্ণ হয়, **إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ** “আমি মৃতদেরকে জীবিত করি এবং তাদের কর্ম ও কীর্তিসমূহ লিপিবদ্ধ করি।”

অতঃপর রাসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম (তাদেরকে) বললেন, তোমাদের কর্ম ও কীর্তিসমূহ লিপিবদ্ধ করা হয়। বর্ণনাকারী বলেন, সুতরাং তারা আর স্থানান্তরিত হয় নি। (সহীহাহ্ হা. ৩৫০০)

হাদীসটি হাসান গারীব।

ইমাম তিরমিযী হাদীসটি তাঁর সুনানের হা: ৩২২৬ (২০৪/৫); মুহাম্মাদ ইবনু ওযীর আল-ওসেতীর সানাদে আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা.) থেকে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন এবং বলেছেন: হাদীসটি সাওরীর সানাদে হাসান ও গারীব। তাছাড়া ইবনু কাসীর তাঁর তাফসীরের (৬/৫৫২); আলী আল-মুত্তাকী আল-হিন্দী তাঁর কানযুল উম্মালের হা: ২০২৪৪; ইমাম কুরতুবী তাঁর তাফসীরের (১২/১৫) ও জামিউল মাসানিদের হা: ৬০২০-তে হাদীসটি উল্লেখ রয়েছে।

৫৫৭. عَنْ رَجُلٍ مِّنْ بَنِي بَيَاضَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَكَفَ الْعَشْرَ مِنْ رَمَضَانَ وَقَالَ: إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ، فَلَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ بِالْقُرْآنِ فَتُؤْذُوا الْمُؤْمِنِينَ. (الصحيح: ১৫৭৭)

৫৫৭. বানী বায়াযা গোত্রের একজন ব্যক্তি থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমযানের শেষ দশ দিন ইতিকাফ করেন এবং বলেন, তোমাদের কেউ যখন সলাত আদায় করে তখন সে তার রবের সঙ্গে কথোপকথন করে। সুতরাং তোমরা উচ্চস্বরে কুরআন পড়ো না (কারণ এ উচ্চস্বরে পড়ার কারণে) মুমিন (মুসল্লীদের) কষ্ট হয়।

(সহীহাহ্ হা. ১৫৯৭)

হাদীসটি সহীহ।

আল্লামা বাগাভী হাদীসটি আলী ইবনু জা‘দ এর হাদীসে (৮/৭৫/১) উল্লেখ করেছেন। শাইখ আলবানী বলেন: হাদীসটির সানাদ দুর্বল তবে **فَتُؤْذُوا الْمُؤْمِنِينَ**

শব্দের যেয়াদা ছাড়া আবু সাঈদ আল-খুদরী থেকে বর্ণিত হয়েছে যা সহীহ। সহীহ আবু দাউদ হা: ১২০৩; সুয়ুতী যাওয়ায়েদে জামের (১/২১)-তে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

৫৫৮- عَنْ أَبِي تَيْمِ الْجَيْشَانِيِّ أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ خُطِبَ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: إِنَّ أَبَا بَصْرَةَ حَدَّثَنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ زَادَكُمْ صَلَاةً وَهِيَ الْوُتْرُ، فَصَلُّوْهَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى صَلَاةِ الْفَجْرِ. قَالَ أَبُو تَيْمِ: فَأَخَذَ بِيَدِي أَبُو ذَرٍّ فَسَارَفَنِي الْمَسْجِدَ إِلَى أَبِي بَصْرَةَ فَقَالَ لَهُ: أَنْتَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا قَالَ عَمْرُو قَالَ أَبُو بَصْرَةَ: أَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الصحيح: ١٠٨)

৫৫৮. আবু তামীম আল-জাইশানী থেকে বর্ণিত। আমার ইবনুল আস (রা.) একদিন জুমু'আর খুতবা দিলেন এবং (এ খুতবায়) বললেন যে, আবু বাসরা আমার নিকট বর্ণনা করেছে যে, নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য আরো একটি সলাত বৃদ্ধি করেছেন তা হলো বিতর। সুতরাং তোমরা তা ঈশা ও ফজরের মাঝে আদায় কর। আবু তামীম বলেন, আবু যর আমার হাত ধরলেন এবং মাসজিদে আবু বাসরার নিকট নিয়ে গেলেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আমার যা বলছে আপনি কি তা রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছেন? আবু বাসরা বললেন, (হ্যাঁ) রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে আমি এমনটি শুনেছি। (সহীহা হা. ১০৮)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম আহমাদ তার মুসনাদের (৬/৭) তাবারানী তাঁর আল-মু'জামুল কাবীরের (১/১০০/১)-তে দুটি তরীকে ইবনু মুবারক থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটির সানাদ সহীহ এবং এর সঁকল রাবী সিকাহ ও মুসলিমের রাবী। ইবনু লাহিয়া থেকে হাদীসটির মুতাবাআত রয়েছে যা আহমাদ তাঁর মুসনাদের (৬/৩৭৯); তহাবী তাঁর শরহ মায়ানিল আসারের (১/২৫০); হায়েস ইবনু আবি উসামা তাঁর মুসনাদের (১/৩১); তাবারানী তাঁর আল-মুজামুল কাবীরের (১/১০৪/২)-; দুলাবী তাঁর আল-কুনা ওয়াল আসমার (১/১৩)-তে উল্লেখ করেছেন।

৫৫৭- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ زَادَكُمْ صَلَاةً إِلَى صَلَاتِكُمْ هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُبِّ النَّعْمِ إِلَّا وَهِيَ الرَّكَعَتَانِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ - (الصحيح: ১১৬১)

৫৫৯. আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের (পাঁচ ওয়াক্ত) সলাতের সাথে (আরো) এক সলাত বৃদ্ধি করেছেন। এ সলাত তোমাদের জন্য (আরবের) লাল উট অপেক্ষা উত্তম। (শোনো) এ সলাত হলো ফজরের পূর্বের দু’ রাকাত (সুন্নাত)।

(সহীহাহ্ হা. ১১৪১)

হাদীসটি হাসান।

বাইহাকী তাঁর সুন্নে (২/৪৬৯)-এ হাদীসটি রিওয়াযাত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটি মুয়াবিয়া ইবনু সালামের তরীকে গরীব। তবে বাইহাকী হাদীসটির সানাদ ইবনু খুযাইমার তরীকে উল্লেখ করেছেন এবং ইবনু বুজাইর حافظ كبير صدوق এবং সানাদে তাঁর উপরে যারা রয়েছে তাঁরা সকলেই মুসলিমের রাবী ও সিকাহ। তবে আব্বাস ইবনুল ওয়ালীদ আল-খল্লাল বিতর্কিত। তিনিও সত্যবাদী। ফলে ইসনাদটি জাইয়্যিদ।

৫৬০- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مَرْفُوعًا: إِنَّ اللَّهَ لَيَعْجَبُ مِنَ الصَّلَاةِ فِي الْجَمِيعِ - (الصحيح: ১১৫২)

৫৬০. আব্দুল্লাহ ইবনু উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.) থেকে মারফু সুত্রে বর্ণিত। নিশ্চয় জামাতে সলাত পড়া দেখে আল্লাহ বিস্মিত হন।

(সহীহাহ্ হা. ১৬৫২)

হাদীসটি যঈফ।

খতীবে বাগদাদী তাঁর ‘আল-মুত্তদিহ্’ (২/২/২)-এ আহমাদ ‘রুহ’ এর তরীকে উল্লেখ করেছেন। মুসনাদে আহমাদ (২/৫৭); হাদীসটির শাহেদ রয়েছে যা ইবনু আদী তাঁর কামেলের (১/৭৫)-তে হাম্মাদ ইবনু কিরাতেসের তরীকে উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: সালিহ আল-মুন্সিয়াকার কারণে হাদীসটি দুর্বল।

৫৬১- عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ لَيُنَادِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَيُّنَ جِيرَانِي، أَيُّنَ جِيرَانِي؟ قَالَ: فَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ: رَبَّنَا! وَمَنْ يَنْبَغِي أَنْ يُجَاوَرَكَ؟ فَيَقُولُ: أَيُّنَ عُبَارِ النَّسَاجِدِ؟ - (الصحيحه: ২৭২৮)

৫৬১. আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ কিয়ামাতের দিন ঘোষণা দিবেন, “আমার প্রতিবেশীরা কোথায়? আমার প্রতিবেশীরা কোথায়?” তিনি বলেন, ফেরেশতারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার প্রতিবেশী কারা? অতঃপর আল্লাহ বলবেন, মাসজিদ আবাদকারীরা কোথায়? (সহীহাহ্ হা. ২৭২৮)

হাদীসটি সহীহ।

হারিস বিন আবু উসামা তাঁর মুসনাদের (১/১৬)-তে উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: এটা জাযিদ ইসনাদ। এর সকল রিজালই সিকাহ এবং কুতুবুস সিত্তাহ্ রাবী। তবে ফাইয়াজ ইবনু গজওয়ান ছাড়া। এরপর তিনি রাবীর তরজমা ও হালাত নিয়ে আলোচনা করেছেন।

৫৬২- عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِينَ يَصِلُونَ الصُّفُوفَ -

(الصحيحه: ২২৩৬)

৫৬২. আয়িশা (রা.) রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ এবং তার ফেরেশতারা সারিবদ্ধ হয়ে সলাত আদায়কারীদের উপর রহমত বর্ষণ করেন’। (সহীহাহ্ হা. ২২৩৬)

হাদীসটি হাসান।

ইবনু ওয়াহাব তাঁর জামের (২/৫৮)-তে উসামা ইবনু যায়িদ আল-লাইসীর তরীকে আয়িশা (রা.) থেকে মারফুআন বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটির সানাদ হাসান ইবনু ওহাব এর তরীকে যঈফ। যঈফ আবু দাউদ হা: ১০৪।

৫৬৩- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِينَ يَصِلُونَ الصُّفُوفَ، وَمَنْ سَدَّ فُرْجَةَ رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً - (الصعيحة: ২৫৩২)

৫৬৩. 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতারা কাতার মিলিয়ে সলাত আদায়কারীদের উপর রহমত বর্ষণ করেন এবং যে মাঝের ফাঁকা বন্ধ করে আল্লাহ এ কারণে তার একটি মর্যাদা বাড়িয়ে দেন'। (সহীহাহ্ হা. ২৫৩২)

হাদীসটি সহীহ।

ইবনু মাজাহ্ হা: ৯৯৫; আহমাদ তাঁর মুসনাদে (৬/৮৯)-তে ইসমাঈল ইবনু আইয়্যাশ এর তরীকে 'আয়িশা (রা.) থেকে মারফু'আন উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটির সানাদের সকল রাবীই সিকাহ -ইবনু আইয়্যাশ ব্যতীত।

হাদীসটির মুতাবায়াত রয়েছে যা আহমাদ তাঁর মুসনাদের (৬/৬৭, ১৬০); ইবনু খুযাইমাহ্ তাঁর সহীহ্ হা: ১৫৫০; ইবনু হিব্বান তাঁর সহীহ্ হা: ১৫১১; আবদ ইবনু হমাইদ হা: ৩৯৪ এবং হাকিম তাঁর মুসতাদরাকের (১/২১৪)-তে উসামা ইবনু যায়্যদের তরীকে উল্লেখ করেছেন। হাদীসটিকে হাকিম, صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ বলেছেন।

৫৬৪- عَنْ الْبَرَاءِ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا نَنْتَظِرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (فِي الْمُصَلَّى) يَوْمَ الْأَضْحَى، فَجَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّاسِ، وَقَالَ: إِنَّ أَوَّلَ مَنْ سَلَّمَ (وَفِي رِوَايَةٍ: نُسِكَ) يَوْمَكُمْ هَذَا الصَّلَاةُ فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، اسْتَقْبَلَ الْقَوْمَ بِوَجْهِهِ، ثُمَّ أُعْطِيَ قَوْسًا أَوْ عَصَا فَاتَّكَأَ عَلَيْهَا، فَحَبَدَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَأَمَرَهُمْ وَنَهَاَهُمْ. (الصعيحة: ১৭৭৮)

৫৬৪. বারা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরবানীর ঈদের দিন রাসূলের আগমনের অপেক্ষায় আমরা মুসল্লায় উপবিষ্ট ছিলাম। অবশেষে

তিনি আসলেন এবং লোকদেরকে সালাম করলেন এবং বললেন, নিশ্চয়ই তোমাদের আজকের এ দিনের সর্বপ্রথম ইবাদত হলো এ সলাত। এরপর সম্মুখে অগ্রসর হয়ে লোকদেরকে নিয়ে দু'রাকাত সলাত আদায় করলেন। অতঃপর সালাম ফিরালেন। লোকেরা তাঁর দিকে ফিরে বসল। অতঃপর তাঁকে একটি ধনুক বা লাঠি দেয়া হলো। অতঃপর তিনি তাতে ভর দিলেন। এরপর আল্লাহর প্রশংসা ও সানা পাঠ করার পর তাদেরকে (কিছু বিষয়ের) আদেশ (এবং কিছু বিষয়ের) নিষেধ করলেন। (সহীহাহ হা. ১৬৭৮)

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদের (৪/২৮২) ও তাবারানী কাবীরের হা: ১১৬৯-তে কালবীর তরীকে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: هَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ এবং এর সকল রাবীই সিকাহ ও আস্তাবান। হাদীসটি সহীহাইনেও রয়েছে।

৫৬৫- عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ الْأَيَّامَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى هَيْئَتِهَا وَ يَبْعَثُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ زَهْرَاءَ مُنِيرَةً أَهْلَهَا يَحْفُونَ بِهَا كَالْعُرُوسِ تَهْدِي إِلَى كَرِيمِهَا تُضِيءُ لَهُمْ يَمْشُونَ فِي ضَوْئِهَا أَلْوَانُهُمْ كَالثَلَجِ بَيَاضًا وَ رِيحُهُمْ تَسْطَعُ كَالْبَسِمْ كَالْبَسِمْ يَخْوَضُونَ فِي جِبَالِ الْكَافُورِ يَنْظُرُ إِلَيْهِمُ الثَّقَلَانِ مَا يَطْرُقُونَ تَعْجَبًا حَتَّى يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا يَخَالُطُهُمْ أَحَدٌ إِلَّا الْمُوَدَّنُونَ الْمُحْتَسِبُونَ. (الصحيح: ৭.৬)

৫৬৫. আবু মুসা আল-আশ'আরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামাত দিবসে দিনসমূহকে তার নিজ নিজ অবস্থার উপর পুনরুত্থিত করবেন। জুম'আ আদায়কারীর মর্যাদায় জুম'আকে দ্বীপ্তি-উজ্জ্বল করে হাশর করা হবে। জুম'আ আদায়কারীগণ নব-বরের বেষ্টনীর ন্যায় জুম'আকে বেষ্টনী দেবে এবং তাকে তার প্রকোষ্ঠের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। তারা তার আলোতে চলবে, তাদের শরীরের রং সাদা বরফতুল্য

হবে এবং তাদের সুঘাণ মিশকের মতো হবে। তারা কপূরের পাহাড়ে বিচরণ করবে। তাদের দিকে জ্বিন-ইনসান (অপলক নেত্রে) তাকিয়ে থাকবে এবং তারা চোখের পলকের আগে জান্নাতে প্রবেশ করবে। একমাত্র সওয়াব প্রত্যাশী মুআযযিনগণ ব্যতীত অন্য কেউ তাদের সাথে মিশতে পারবে না। (সহীহাহ্ হা. ৭০৬)

হাদীসটি সহীহ।

ইবনু খুযাইমাহ তাঁর সহীহর (১/১৮২/১); হাকিম তাঁর মুসতাদরাকের (১/২৭৭) এবং ইবনু আদি তাঁর আল-কামিলের (৪/২০৫)-তে রিওয়াযাত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: هَذَا إِسْنَادٌ جَيِّدٌ এবং এর সকল রাবীই সিকাহ। ইমাম হাকিম বলেন: هَذَا حَدِيثٌ شَاذٌ صَحِيحٌ إِسْنَادُ

৫৬৬- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ خَيْرَ مَا رَكِبْتُ إِلَيْهِ الرَّوَّاحِلُ مَسْجِدِي هَذَا، وَابَيْتُ الْعَتِيقُ. (الصحيح: ১৬৬৮)

৫৬৬. জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, নিশ্চয়ই উষ্ট্রবাহনকে যে অভিমুখে আরোহণ করা হয় তার মাঝে সর্বোত্তম হলো, আমার মাসজিদ এবং মহান ঘর (বাইতুল আতীক)। (সহীহাহ্ হা. ১৬৬৮)

হাদীসটি সহীহ।

আহমাদ (৩/৩৫০); আবু ইয়ালা (২/৬০৫); বাগাতী আবুল জাহাম এর হাদীসে (২/২); তাবারানী তাঁর আওসাতে (১/১১৪/২); আল-ফাকিহী তাঁর ‘হাদীসে’ (১/১৫/১) এবং তাঁর থেকে ইবনু বিশরান ‘আল-আমানী-এর’ (৫৫/২); আবদ ইবনু হুমাইদ তাঁর আল-মুনতাখাবু মিনাল মুসনাদের (১১৪/২); লাইসের তরীকে জাবির (রা.) থেকে মারফুআন উল্লেখ করেছেন। ইমাম তাবারানী বলেন: لَمْ يَرَوْهُ عَنِ النَّبِيِّ إِلَّا الْعَلَاءُ

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটির ইসনাদ মুসলিমের শর্তে সহীহ। মুনযীরী তাঁর আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব (২/১৪৫) এবং তহাবী মুশকিলুল আসারের (১/২৪১)-তে উল্লেখ করেছেন।

৫৬৭- عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ رَأَى شَبَثَ بْنَ رِبْعِيٍّ يَبْزُقُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: يَا شَبَثُ لَا تَبْزُقُ بَيْنَ يَدَيْكَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَامَ يُصَلِّي أَقْبَلَ اللَّهُ إِلَيْهِ بِوَجْهِهِ حَتَّى يَنْقَلِبَ أَوْ يُحْدِثَ حَدَّثَ سَوْءٍ. (الصحيح: ১৫৭৬)

৫৬৭. হুযাইফা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি (একদিন) শাবস ইবনু রিবঈকে তার সম্মুখে থুথু ফেলতে দেখলেন। অতঃপর তিনি বললেন, শাবস! তুমি তোমার সম্মুখে থুথু ফেলো না। কেননা রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ থেকে নিষেধ করেছেন। আর বলেছেন, কোন ব্যক্তি যখন সলাতে দণ্ডায়মান হয় আল্লাহ তার চেহারা বরাবর হন যতক্ষণ না সে অন্য কোন কাজে কিংবা অপছন্দনীয় কোন কাজে লিপ্ত না হয়।

(সহীহাহ্ হা. ১৫৯৬)

হাদীসটি হাসান।

ইবনু মাজাহ তাঁর সুনানের (১/৩১৯-৩২০)-তে আবু বাকর ইবনু আইয়্যাসের তরীকে হুযাইফা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন। বুসিরী তাঁর কিতাবের (২/৬৫)-তে উল্লেখ করেছেন যে, এই সানাদটি সহীহ এবং এর রিজালদের সকলেই সিকাহ।

আমি (আলবানী) বলব: বরং হাদীসটির সানাদ হাসান হবে আবু বাকর ইবনু আইয়্যাস সম্পর্কে কালাম থাকার কারণে।

৫৬৮- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: إِنَّ الرَّجُلَ لِيُصَلِّيَ سِتِّينَ سَنَةً وَمَا تُقْبَلُ لَهُ صَلَاةٌ وَلَعَلَّهُ يُتِمَّ الرُّكُوعَ وَلَا يُتِمَّ السُّجُودَ وَيُتِمَّ السُّجُودَ وَلَا يُتِمَّ الرُّكُوعَ. (الصحيح: ২৫৩৫)

৫৬৮. আবু হুরাইরা থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত। একজন লোক ৬০ বছর সলাত আদায় করে কিন্তু তার কোন সলাত কবুল করা হয় না। সম্ভবত সে যথাযথভাবে রুকু আদায় করলেও সিজদা (যথাযথভাবে) করে না। অনুরূপ সিজদা যথাযথভাবে আদায় করলেও রুকু যথাযথভাবে আদায় করে না। (সহীহাহ্ হা. ২৫৩৫)

হাদীসটি হাসান।

আবু নু'আঈম আল-আসবাহানী আত-তারগীবের (২/২৩৬)-তে আবুশ শায়েখের তরীকে ইবনু আহমাদ থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

শাইখ আলবানী বলেন: হাদীসটি হাসান পর্যায়ের হাদীস এবং এর সকল রাবীই সিকাহ। ইবনু আদি তাঁর কামেলের (৭/২৫৬)-তে দুর্বল সানাদে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন এবং মুনিরী তাঁর আত্-তারগীব ওয়াত-তারহীবের (১/১৮২)-তে রিওয়ায়াত করেছেন।

৫৬৭- عَنْ نَافِعِ بْنِ سَرَجٍ: أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ صَاحِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَخَفَّ النَّاسِ صَلَاةً عَلَى النَّاسِ، وَأَدْوَمَهُ عَلَى نَفْسِهِ (وَفِي رِوَايَةٍ: وَأَطْوَلَ النَّاسِ صَلَاةً لِنَفْسِهِ). (الصحيح: ২০৫৬)

৫৬৯. নাবি ইবনু সারজিস (র.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি একদিন নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাহাবী আবু-ওয়াকিদ আল-লাইসীর নিকট তাঁর মৃত্যু রোগের সময় আসেন। তখন তিনি (আবু ওয়াকিদ) বললেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন, লোকদের উপর অধিকতর সলাত হালকাকারী ও নিজের উপর সলাতের ক্ষেত্রে সর্বাধিক অধ্যাবসায়। (সহীহাহ্ হা. ২০৫৬)

হাদীসটি সহীহ।

আহমাদ তাঁর মুসনাদের (৫/২১৯); আবু ইয়া'লা তাঁর মুসনাদের (১/৪০২)-তে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটির সানাদ ভালো এবং এর রিজাল সিকাহ ও মুসলিমের রিজাল। তবে সারজিস মুসলিমের রাবী নয়।

৫৭০- عَنِ الزُّهْرِيِّ (مُرْسَلًا) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ فَيُكَبِّرُ حَتَّى يَأْتِيَ الْمُصَلَّى، وَحَتَّى يَقْضَى الصَّلَاةُ، فَإِذَا قُضِيَ الصَّلَاةُ قَطَعَ التَّكْبِيرَ. (الصحيح: ১৭১)

৫৭০. যুহরী থেকে মুরসাল^২ সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈদুল ফিতরের দিন (সলাতের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে) বের হতেন এবং সলাতের স্থানে আসা পর্যন্ত এবং সলাত শেষ হওয়া পর্যন্ত তাকবীর বলতেন। সলাত শেষ হলে তাকবীর পড়া বন্ধ করতেন।

(সহীহাহ্ হা. ১৭১)

হাদীসটি সহীহ।

ইবনু আবী শাইবা তাঁর মুসান্নাফের (২/১/২) এবং তাঁর তরীকেই মাহামেলী তাঁর ‘কিতাবু সলাতিল ঈদাইন’ এর (২/১৪২/২)-তে উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটির সানাদ সহীহ এবং এর শাহেদ রয়েছে যা বাইহাকী তাঁর সুনােনের (৩/২৭৯) ইবনু উমারের তরীকে উল্লেখ করেছেন।

৫৭১- عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ قَالَ : قَدِمْتُ الرِّقَّةَ ، فَقَالَ لِي بَعْضُ أَصْحَابِي : هَلْ لَكَ فِي رَجُلٍ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : قُلْتُ : غُنْيِيهِ ، فَدَفَعَنِي إِلَى وَابِصَةَ ، قُلْتُ لِصَاحِبِي : نَبِّدْ أَفَنَنْظُرُ إِلَى دَلِهِ ، فَإِذَا عَلَيْهِ قَلَنْسُوَةٌ لِاطْطَةِ ، ذَاتُ أُذُنَيْنِ ، وَبُرْنُسٌ خَزَّ أُغْبِرُ ، وَإِذَا هُوَ مُعْتَمِدٌ عَلَى عَصَا فِي صَلَاتِهِ ، فَقُلْنَا (لَهُ) : بَعْدَ أَنْ سَلَّمْنَا قَالَ : حَدَّثْتَنِي أُمُّ قَيْسٍ بِنْتُ مُحْصِنٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَسَنَّ وَحَلَّ اللَّحْمَ اتَّخَذَ عُمُوذًا فِي مَصَلَاةٍ يُعْتَمِدُ عَلَيْهِ . (المصباحة: ٣١٩)

৫৭১. হেলাল ইবনু ইসাফ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদিন ‘রিক্কা’য় আসলাম। তখন আমার কতিপয় বন্ধু আমাকে বলল, আপনি কি নাবী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কোন সাহাবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে ইচ্ছুক? তিনি বলেন, আমি বললাম, এটাতো সৌভাগ্যের বিষয়। অতঃপর আমরা ওবিসার নিকট আসলাম। আমি আমার সঙ্গীকে বললাম, আমরা প্রথম তাঁর মন ভোলানো বেশ-ভুষার প্রতি লক্ষ্য করব। সুতরাং আমরা এসে তাঁর পরনে দু’ কানবিশিষ্ট মাথার সঙ্গে মিশানো টুপি

^২ শাইখ আলবানী (র) তাঁর সহীহাহ্-র (১/৩৩০)-এ বলেন, তবে হাদীসটির মাওসুল শাহেদ বিদ্যমান। যার কারণে হাদীসটি শক্তিশালী। -তাজরীদকারক।

এবং ধূলিময় রেশমী কোট দেখতে পেলাম। আর তখন তিনি একটি লাঠির উপর ভর দিয়ে সলাত আদায় করছিলেন। সালাম দেয়ার পর আমরা তাঁকে (লাঠিতে ভর দিয়ে সলাত আদায় করা সম্পর্কে) জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, উম্মু কাইস বিনতি মিহসান আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন বার্বাক্যে উপনীত হলেন এবং দুর্বল হয়ে পড়েন তখন তিনি সলাতের স্থানে একটি খুঁটি বানিয়ে নেন। যাতে তিনি ভর দিতেন। (সহীহাহ্ হা. ৩১৯)

হাদীসটি হাসান।

আবু দাউদ তাঁর সুনানে হা: ৯৪৮-তে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটির সানােদের সকল রিজালই সিকাহ -আবদুর রহমান ব্যতীত। তবে তার মুতাবিঈ রয়েছে আর সে হলো ইবরাহীম ইবনু ইসহাক। যা হাকিম তাঁর মুসতাদরাকে (১/২৬৪-২৬৫) এবং তাঁর থেকে বাইহাকী তাঁর সুনানে (২/২৮৮) উল্লেখ করেছেন। ইমাম হাকিম হাদীসটিকে صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ বলেছেন।

৫৭২- عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ، ذَهَبَ حَتَّى يَكُونَ مَكَانَ الرُّوحَاءِ.

(الصحيح: ৩৫০৬)

৫৭২. জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, শাইতান যখন সলাতের আযান শোনে তখন সে মাদীনা থেকে রওহা পর্যন্ত চলে যায়।

(সহীহাহ্ হা. ৩৫০৬)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি মুসলিম তাঁর সহীহর (১/১৬); আহমাদ তাঁর মুসনাদের (২/৪৮৩); বাইহাকী তাঁর সুনানের (১/৪৩২); হাকিম তাঁর মুসতাদরাকের (৪/১১৯, ১৩৭); জমউল জাওয়ামে হা: ৫৬২৯ ও ৫৬৪৪; আল মুত্তাকী আল-হিন্দী তাঁর কানযুল উম্মালের ২০৮৮৪ ২.৮৮৫ ও ২০৯৫১; খুযাইমাহ তাঁর সহীহর হা: ৩৯৩ এবং মিশকাত হা: ৬৭৪ তারগীব (১/১৭৭)।

৫৭৩- عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ ابْنِ قُتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قُتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانَ قَالَ: كَانَتْ لَيْلَةٌ شَدِيدَةُ الظُّلْمَةِ وَالْمَطَرِ، فَقُلْتُ: لَوْ أَتَى

اِغْتَنَبْتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ شُهُودَ الْعَتَمَةِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ !
فَفَعَلْتُ. فَلَمَّا أَنْصَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْصَرَنِي وَمَعَهُ
عُرْجُونٌ يَسْشَى عَلَيْهِ. فَقَالَ: مَا لَكَ يَا قَتَادَةُ! هَهْنَا هَذِهِ السَّاعَةُ؟
قُلْتُ: اِغْتَنَبْتُ شُهُودَ الصَّلَاةِ مَعَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَأَعْطَانِي
الْعُرْجُونُ، فَقَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ خَلَفَكَ فِي أَهْلِكَ؛ فَاذْهَبْ بِهَذَا
الْعُرْجُونِ؛ فَأُمْسِكْ بِهِ حَتَّى تَأْتِيَ بَيْتَكَ؛ فَخُذْهُ مِنْ وَرَاءِ الْبَيْتِ
فَأُضْرِبْهُ بِالْعُرْجُونِ. فَخَرَجْتُ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَأَضَاءَ الْعُرْجُونُ
مِثْلَ الشَّمْعَةِ نُورًا، فَاتَّضَاعَتْ بِهِ، فَاتَّيْتُ أَهْلِي فَوَجَدْتُهُمْ رُقُودًا،
فَنَظَرْتُ فِي الزَّوَايَةِ فَإِذَا فِيهَا قَنْفُذٌ، فَلَمْ أَزَلْ أُضْرِبْهُ
بِالْعُرْجُونِ حَتَّى خَرَجَ. (الصحيح: ٢٠٣٦)

৫৭৩. আসিম ইবনু উমার ইবনু কাতাদাহ তাঁর পিতা থেকে এবং তিনি তাঁর দাদা কাতাদাহ ইবনু নু'মান থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, (একদিন) রাত ছিল খুব অন্ধকার এবং বৃষ্টিময়। আমার মনে মনে ইচ্ছা জাগলো যে, আমি যদি এ রাতকে গনীমত মনে করে নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সঙ্গে গিয়ে ঈশার সলাতে শরীক হতাম তবে খুবই ভালো হত। সুতরাং আমি তাই করলাম। নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সলাত শেষ করার পর আমাকে দেখতে পেলেন। (তখন) তাঁর সঙ্গে ছিল একটি খেজুর কাঁদির মূল দণ্ড তিনি তাতে ভর দিয়ে চলছিলেন। আমাকে দেখে বললেন, কাতাদাহ কি খবর এখানে এ সময়ে? (উত্তরে) আমি বললাম- ইয়া রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনার সাথে সলাতে উপস্থিত হওয়াকে আমি গনীমত মনে করেছি! অতঃপর তিনি আমাকে (তাঁর হাতের সেই) খেজুরের কাঁদির মূল দণ্ডটি দিয়ে বললেন, তোমার অনুপস্থিতিতে শাইতান তোমার পরিবারের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। খেজুরের কাঁদির মূল দণ্ডটি নিয়ে যাও এবং তোমার ঘরে প্রবেশের পূর্ব পর্যন্ত একে শক্ত করে আঁকড়ে ধর। আর ঘরের পিছনে গিয়ে শাইতানকে এ খেজুরের কাঁদির (এ) মূল দণ্ড দিয়ে প্রহার কর। অতঃপর সহীহাহ্- ৯

আমি মাসজিদ থেকে বেড়িয়ে পরলাম। (আশ্চর্য) খেজুর কাঁদির মূল দণ্ডটি মোমবাতির ন্যায় আলো ছড়াতে লাগল। এর কারণে আমার চারপাশ আলোকিত হয়ে উঠল। অতঃপর আমি আমার পরিবারের নিকট এসে তাদেরকে ঘুমন্ত পেলাম। অতঃপর আমি ঘরের কোণায় তাকালাম, দেখলাম সেখানে একটি শজারু দাঁড়িয়ে আছে। অতঃপর আমি সেটাকে খেজুর কাঁদির মূল দণ্ড দিয়ে মারতে লাগলাম ফলে সে বের হয়ে গেল।

(সহীহাহ্ হা. ৩০৩৬)

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম তাবারানী হাদীসটি তাঁর আল-মুজামুল কাবীরের (৬/১৯)-তে আসিম ইবনু উমার ইবনু কাতাদার সানাদে উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটি সহীহ ও শাইখাইনের শর্ত মুতাবিক এবং সানাদের সকল রাবীর তরজমা তাহযীবে রয়েছে। তবে উমার ইবনু কতাদা-এর তরজমা ইমাম বুখারী ও ইবনু আবী হাতিম উভয়েই তাঁদের কিতাবে তাঁর ছেলে আসিমের সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। আর কোন ধরনের জরাহ উল্লেখ করেননি। আর এমনটিই উল্লেখ করেছেন, ইবনু হিব্বান তাঁর আস-সিকাত (৫/১৪৬)-এ। হাদীসটির মুতাবাআত রয়েছে, যা ইমাম আত-তবারানী তাঁর কিতাবে (১৯/১৩-১৪)-এ কতাদা ইবনু নুমান (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

৫৭৬- عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنْتُ غُلَامًا شَابًا عَزْبًا فِي عَهْدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فَكُنْتُ أُبَيْتُ فِي الْمَسْجِدِ، فَكَانَ مَنْ رَأَى مِنَّا رُؤْيَا؛ يَقْضُهَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ! إِنْ كَانَ لِي عِنْدَكَ خَيْرٌ؛ فَأَرِنِي رُؤْيَا يُعْبِرُهَا لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنِمْتُ فَرَأَيْتُ مَلَكَيْنِ أُتَيَانِي فَأَنْطَلَقَا بِي، فَلَقِيَهُمَا مَلَكٌ آخَرُ، فَقَالَ: لَمْ تُرْعَ، فَأَنْطَلَقَا بِي إِلَى النَّارِ؛ فَإِذَا هِيَ مَطْوِيَةٌ كَطَيِّ الثَّبَرِ، وَإِذَا فِيهَا نَاسٌ قَدْ عَرَفْتُ بَعْضَهُمْ، فَأَخَذُوا بِي ذَاتَ الْيَمِينِ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِحَفْصَةَ! فَرَعَمَتْ حَفْصَةَ أَنَّهَا قَصَّتْهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنْ عَبْدَ اللَّهِ رَجُلٌ صَالِحٌ؛ لَوْ كَانَ يُكْثِرُ الصَّلَاةَ مِنَ اللَّيْلِ، قَالَ: فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُكْثِرُ الصَّلَاةَ مِنَ اللَّيْلِ.

৫৭৪. সালিম (রা.) ইবনু উমার থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগে কুমার যুবক ছিলাম। আমি মাসজিদে ঘুমাতাম। আমাদের মাঝে যে স্বপ্ন দেখত সে তা নাবী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট বর্ণনা করত। আমি মনে মনে বলতাম, আল্লাহ! আপনার নিকট আমার জন্য যদি কোন কল্যাণ থাকত আর আমাকে তা স্বপ্নে দেখাতেন (এবং) রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ব্যাখ্যা বলে দিতেন (তবে খুবই ভালো হত)।

সুতরাং আমি এক রাতে ঘুমলাম। (ঘুমের মাঝে) দেখলাম আমার নিকট দু’জন ফেরেশতা আসল এবং আমাকে নিয়ে চলল। আর তাদের সঙ্গে অপর আরেকজন ফেরেশতা সাক্ষাৎ করল। বলল, তুমি পরিণতি চিন্তা করনি। অতঃপর ফেরেশতা দু’জন আমাকে নিয়ে জাহান্নামের দিকে চলল। জাহান্নাম দেখতে ছিল কূপের সঙ্কোচনের ন্যায় সঙ্কুচিত। আর সেখানে অনেক লোক ছিল। যাদের কতককে আমি চিনি। অতঃপর তারা আমাকে ডানদিকে (জান্নাতে) নিয়ে চলল।

ভোর হলে হাফসাকে আমি (ঘটনাটি) বললাম। আর মনে মনে ধারণা করলাম, হাফসা ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট বর্ণনা করেছেন। অতঃপর বললেন, আব্দুল্লাহ নেককার লোক, যদি সে রাতে বেশি বেশি সলাত আদায় করত। সালিম বলেন, এরপর থেকে আব্দুল্লাহ রাতে বেশি বেশি সলাত আদায় করতেন। (সহীহহু হা. ৩৫৩৩)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম বুখারী তাঁর সহীহর (৫/৩১, ৯/৪৭, ৫১); ইমাম তিরমিযী তাঁর সুনানের হা: ৩৮-২৫; ইবনু মাজাহ তাঁর সুনানের ৩৯১৯; ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদের (২/৫); হাইসামী তাঁর আল-মাজমাউয যাওয়ায়েদের (৯/৩৪৬); মিনহা হা: ১৭৯১ ও ২৫৫৬; ফাতহুল বারী (৭/৯০ ও ১২/৪১৯); মুসনাদে ইবনু উমার হা: ৩০; হিন্দী তাঁর কানযুল উম্মালের হা: ৩৩৫১৪ এবং ইবনু কাসীর তাঁর আল-বিদায়া ওয়ান নিহারয়া’র (৯/৫)-তে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটি সহীহ ও বুখারীর শর্ত অনুযায়ী।

৫৭৫- عَنْ أَبِي الْمُنِيبِ قَالَ: رَأَى ابْنُ عُمَرَ فَتَى قَدْ أَطَالَ الصَّلَاةَ وَ أَطْنَبَ، فَقَالَ: أَيُّكُمْ يَعْرِفُ هَذَا فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا أَعْرِفُهُ، فَقَالَ: أَمَّا أَنِّي لَوْ عَرَفْتُهُ لَأَمَرْتُهُ بِكَثْرَةِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا قَامَ لِلصَّلَاةِ أَتَى بِذُنُوبِهِ كُلِّهَا فَوَضَعَتْ عَلَى عَاتِقَيْهِ، فَكُلَّمَا رَكَعَ أَوْ سَجَدَ تَسَاقَطَتْ عَنْهُ. (الصحيح: ১৩৭৮)

৫৭৫. আবুল মুনীব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনু উমার (রা.) একজন যুবককে সলাত দীর্ঘ করতে দেখে বললেন, তোমাদের কে আছে একে চিনে? একজন ব্যক্তি বলল, আমি তাকে চিনি। অতঃপর তিনি (ইবনু উমার) বললেন, আমি তাকে চিনলে তাকে বেশি বেশি রুকু ও সিজদার নির্দেশ করতাম। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, বান্দা যখন সলাতে দাঁড়ায় তার সমস্ত গুনাহ এনে তার কাঁধের উপর রেখে দেয়। অতঃপর যখনই সে রুকু বা সিজদা করে তার থেকে (গুনাহসমূহ) ঝরে পড়ে। (সহীহাহ্ হা. ১৩৯৮)

হাদীসটি সহীহ।

মুহাম্মাদ আবু নসর তাঁর ‘আস-সালাত’ (২/৬৪)-তে; কিয়ামুল লাইলের ৫২ পৃষ্ঠায়; আবু নুআসিম তাঁর হিলয়াহ (৬/৯৯-১০০)-এর সাওর এর তরীকে রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটি সহীহ এবং এর সকল রাবী সিকাহ যুবাইর ইবনু নুফাইর তাঁর মুতাবাআত করেছেন যা ইবনু নসর তাঁর কিতাবের (১/৬৫)-তে আবু সালিহ এর তরীকে উল্লেখ করেছেন।

৫৭৬- عَنْ عَلِيٍّ: أَمَرَنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالسَّوَاكِ، وَقَالَ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا قَامَ يُصَلِّي أَتَاهُ الْمَلَكُ فَقَامَ خَلْفَهُ يَسْتَمِعُ الْقُرْآنَ وَيَذْنُو، فَلَا يَزَالُ يَسْتَمِعُ وَيَذْنُو حَتَّى يَضَعَ فَاهُ عَلَى فِيهِ فَلَا يَقْرَأُ آيَةً إِلَّا كَانَتْ فِي جَوْفِ الْمَلِكِ. (الصحيح: ১২১৩)

৫৭৬. আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। আমাদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিসওয়াকের নির্দেশ দিয়েছেন এবং বলেছেন, বান্দা যখন সলাত আদায় করতে দাঁড়ায় তখন ফেরেশতা তার পিছনে এসে কুরআন শুনতে থাকে এবং ধীরে ধীরে নিকটবর্তী হতে থাকে। এমনকি এক পর্যায়ে (ফেরেশতা) তার মুখ বান্দার মুখে রাখে। অতঃপর বান্দা যে আয়াতই পড়ে তা ফেরেশতার উদরে প্রবেশ করে থাকে। (সহীহাহ্ হা. ১২১৩)

হাদীসটি হাসান।

বাইহাকী তাঁর 'আস-সুনানুল কুবরার' (১/৩৮) দিয়া আল-মাকদিসী তাঁর 'আলমুখতারাহ' এর (১/২০১) এ খালিদ এর তরীকে আলী (রা.) থেকে মাওকুফান রিওয়ায়াত করেছেন এবং আবু নুআঈম তাঁর 'আত্ তারগীবের' (১/৯৮৭) এ। হাদীসটির মুতাবিঈ হলেন, ফুজাইল ইবনু সুলাইমান।

আমি (আলবানী) বলব: *إِسْنَادُهُ جَيِّدٌ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الْبُخَارِيِّ*

তাছাড়া বাজ্জার এমন ভালো সনদে উল্লেখ করেছেন যাতে কোন সমস্যা নেই।

৫৭৭- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ لِلصَّلَاةِ أَوَّلًا وَآخِرًا، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ صَلَاةِ الظُّهْرِ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ وَآخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَدْخُلُ وَقْتُ الْعَصْرِ، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ صَلَاةِ الْعَصْرِ حِينَ يَدْخُلُ وَقْتُهَا وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ تَصْفُرُ الشَّمْسُ، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْمَغْرِبِ حِينَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَغِيبُ الْأَفُقُ، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ حِينَ يَغِيبُ الْأَفُقُ وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَنْتَصِفُ اللَّيْلُ، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْفَجْرِ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ. (الصحيح: ১৭৭১)

৫৭৭. আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সলাতের শুরু ও শেষ ওয়াক্ত রয়েছে। যুহরের, সলাতের ওয়াক্ত শুরু হয় সূর্য ঢলে যাওয়ার থেকে এবং এর ওয়াক্ত শেষ হয় আসরের ওয়াক্ত হলে। আর আসরের ওয়াক্ত শুরু হয় আসরের ওয়াক্ত হওয়া থেকে। আর এর ওয়াক্ত শেষ হয় সূর্য যখন হলুদ বর্ণের হয়।

আর মাগরিবের ওয়াক্ত শুরু হয় সূর্যাস্ত থেকে এবং শেষ হয় যখন দিগন্ত অদৃশ্য হয়ে যায়। আর ঈশার প্রথম ওয়াক্ত হয় যখন দিগন্ত অদৃশ্য হয়ে যায়। আর এর সময় শেষ হয় মধ্য রাতে এবং ফজরের ওয়াক্ত শুরু হয় যখন ফজর উদিত হয় এবং শেষ হয় যখন সূর্যোদয় হয়।

(সহীহাহ হা. ১৬৯৬)

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম তিরমিযী তাঁর সুনানের (১/২৮৪); তহাবী শরহে মা'আনিল আসারের (১/৮৯); দারাকুতনী তাঁর সুনানের ৯৭ পৃষ্ঠায়; বাইহাকী তাঁর সুনানের (১/৩৭৫-৩৭৬) এবং আহমাদ তাঁর মুসনাদের (২/২৩২)-এ মুহাম্মদ ইবনু ফুযাইলের তরীকে উল্লেখ করেছেন। শাইখ আলবানী বলেন, হাদীসটির সানাদ সহীহ আলা শর্তে শাইখাইন।

৫৭৮- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
إِنَّ لِلْمَسَاجِدِ أَوْلَادًا، الْمَلَائِكَةُ جُلَسَاؤُهُمْ، إِنْ غَابُوا يَفْتَقِدُوهُمْ،
وَإِنْ مَرَضُوا عَادُوهُمْ، وَإِنْ كَانُوا فِي حَاجَةٍ أَعَانُوهُمْ. وَقَالَ:
جَلِيسُ الْمَسْجِدِ عَلَى ثَلَاثِ خَصَالٍ: أَخٍ مُسْتَفَادٍ، أَوْ كَلِمَةٍ حَكِيمَةٍ،
أَوْ رَحْمَةٍ مُنْتَظَرَةٍ. (الصحيح: ৩৬০১)

৫৭৮. আবু হুরাইরা (রা.) থেকে নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, যারা সর্বদা মাসজিদে গমনাগমন করে, তারা পেরেকস্বরূপ। ফেরেশতাকূল হলেন তাদের সভাসদ। যদি তারা অনুপস্থিত থাকে তাহলে তারাও চলে যায়, তারা রোগাক্রান্ত হলে সেবা করে, তারা কাজে নিয়োজিত হলে, তাদের কাজে সহযোগিতা করে। এরপর তিনি বলেন: মাসজিদে উপবেশনকারীর তিনটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে তা হলো: সে হবে হিতাকাজকী বন্ধু অথবা সেখানে (পাওয়া যাবে) বিজ্ঞানময় বাক্যালাপ, অথবা তা আল্লাহর রহমতের মধ্যে ডুবন্ত। (সহীহাহ হা. ৩৪০১)

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদে হা: ৯৪২৪ (১৫/২৪৮); আত্-তারগীব ওয়াত্-তারহীব (১/২২০); আদ-দুররুল মানসুর (২/২১৬); আব্দুর রাজ্জাক তাঁর আল-মুসান্নাফের হা: ২০৫৮৫ মা'মার থেকে বর্ণনা করেছেন। কানযুল উম্মাল হা: ২০৩৫১; তাবারানী কাবীর হা: ২০৫৮৫।

৫৭৭- عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْمُسْلِمَ يُصَلِّي وَخَطَايَاهُ مَرْفُوعَةٌ عَلَى رَأْسِهِ، كُلَّمَا سَجَدَ تَحَاتَّتْ عَنْهُ، فَيُفْرَغُ مِنْ صَلَاتِهِ؛ وَقَدْ تَحَاتَّتْ خَطَايَاهُ.

(الصحيح: ১৬০২)

৫৭৯. সালামান ফারসী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সালাত আদায়কারী মুসলিম ব্যক্তি যখন সিজদা করে তখন তার পাপরাশি মাথার উপর দিয়ে চলে যায়, এমনকি সে সালাত শেষ করার সাথে সাথেই তার পাপরাশি মাক্ষ করে দেওয়া হয়। (সহীহাহ্ হা. ৩৪০২)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি ইমাম সুয়ুতী তাঁর জময়ুল জাওয়ামের হা: ৫৮৯৪-তে; হিন্দী তাঁর কানযুল উম্মালের হা: ১৮৪৬৯-তে এবং ইমাম বাইহাকী তাঁর আল-মুজামুল সগীরের (২/১৩৬)-তে উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটি হাসান পর্যায়ের।

৫৮০- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَطْلَعَ مِنْ بَيْتِهِ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ يَجْهَرُونَ بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّ الْمُصَلِّيَّ يُنَاجِي رَبَّهُ فَلْيَنْظُرْ بِمَا يُنَاجِيهِ، وَلَا يَجْهَرُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالْقُرْآنِ. (الصحيح: ১৬০৩)

৫৮০. আবু হুরাইরা এবং আয়িশা (রা.) থেকে নাবী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূত্রে বর্ণিত। তিনি তাঁর ঘর থেকে বের হয়ে দেখেন লোকেরা উচ্চস্বরে তিলাওয়াত করে সলাত আদায় করছে। অতঃপর তিনি তাদেরকে বললেন, মুসল্লী তার সলাতে তার রবের সঙ্গে সংগোপনে কথা বলে। সুতরাং তার লক্ষ্য করা উচিত যে, তার সঙ্গে কোন জিনিসের সংলাপ করছে এবং তোমাদের কেউ যেন কারোর উপর উচ্চস্বরে কুরআন না পড়ে। (সহীহাহ্ হা. ১৬০৩)

হাদীসটি সহীহ।

তাবারানী তাঁর আল-আওসাতে হা: ৪৭৫৭; আবু দাউদ (১/২০৯)।

শাইখ আলবানী (র.) বলেন: হাদীসটি সহীহ আলা শর্তে শায়খাইন। হাদীসটির শাহেদও রয়েছে যা আল-বায়াদী থেকে বর্ণিত। মুসনাদে আহমাদ (১/২৩৫-২৩৬), (২/৪৪৯); ইমাম হাকিম বলেন, হাদীসটি মুসলিমের শর্তে সহীহ।

৫৮১- عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَقَالَ: إِنَّ هَذَا السَّفَرَ جُهْدٌ وَثَقْلٌ، فَإِذَا أُوتِرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْكَعْ رَكَعَتَيْنِ، فَإِنْ اسْتَيْقِظَ إِلَّا كَانَتْ آتَاةٌ. (الصحيح: ১৭৭৩)

৫৮১. সাওবান (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একদিন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সঙ্গে সফরে ছিলাম। অতঃপর তিনি বললেন, নিশ্চয়ই এ সফর কষ্টসাধ্য ও ভারী ব্যাপার। অতএব, তোমাদের কেউ যখন বিতির পড়বে তখন দুই রাকাত (নফল) পড়ে নিবে। অতঃপর যদি রাতে উঠতে পারে, তবে তো ভালো কথা। অন্যথায় এই দুই রাকাত তার (রাতের সলাতের) পক্ষে যথেষ্ট হবে।

(সহীহাহ্ হা. ১৯৯৩)

হাদীসটি সহীহ।

দারেমী তাঁর মুসনাদে (১/৩৭৪); ইবনু খুযাইমাহ তাঁর সহীহের হা: ১১০৩; ইবনু হিব্বান তাঁর সহীহের হা: ৬৮৩; ইবনু ওহাব এর তরীকে বর্ণনা করেছেন। দারাকুতনী তাঁর সুনানের ১৭৭ পৃষ্ঠায়; তাবারানী তাঁর মু'জামুল কাবীরে হা: ১৪১০-তে উল্লেখ করেছেন এবং হাদীসটির দ্বারা ইবনু খুযাইমাহ ইসতিদলাল করেছেন।

৫৮২- عَنْ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ بِالْمُخَمِّصِ، فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةُ عُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَضَيَعُوهَا، فَمَنْ حَافِظَ عَلَيْهَا؛ كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَهَا حَتَّى يَطْلُعَ الشَّاهِدُ وَالشَّاهِدُ: النَّجْمُ. (الصحيح: ৩৫৬৭)

৫৮২. আবু বাসরা গিফারী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের নিয়ে মুখাম্মাসে (একটি রাস্তার নাম) আসরের সলাত আদায় করেন। এরপর তিনি বলেন,

এই সলাত তোমাদের পূর্ববর্তীদের দেয়া হয়েছিল। তবে তারা তা ধ্বংস করে ফেলেছিল। কাজেই যে ব্যক্তি তা সংরক্ষণ করবে তার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ পুরস্কার। কিন্তু এরপর কোন সলাত নেই যতক্ষণ না শাহেদ উদিত হয়। আর শাহেদ হলো নক্ষত্র (অর্থাৎ, যাবৎ না রাত আসে।)

(সহীহা হা. ৩৫৪৯)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহর হা: ৫৬৮; ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদের (৬/৩৯৭); আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব (১/২৯১); আল-মুত্তাকী আল-হিন্দী তাঁর কানযুল উম্মালের হা: ১৯৩৯৫; আবু আওয়ানাহ তাঁর মুসনাদের (১/৩৫৯); বাইহাকী তাঁর সুনানের (২/৪৫২); শরহে মা'আনিল আসার (১/১৫৩)-তে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন এবং হাদীসটি মুসলিমের শর্তে সহীহ।

৫৮৩- عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ الْيَهُودَ لِيُخْسِدُوا نَكْمَكُمْ عَلَى السَّلَامِ وَالتَّائِمِينَ. (الصحيح: ১৭১২)

৫৮৩. আনাস (রা.) থেকে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সূত্রে বর্ণিত। নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ইহুদীরা তোমাদের অন্য কিছুতে এতোটা হিংসা করে না যতটা না হিংসা করে তোমাদের 'সালাম' ও 'আমীন' বলাতে। (সহীহা হা. ৬৯২)

হাদীসটি সহীহ।

আবু নুআঈম তাঁর আহাদীসু মাশায়েখে, আবুল কাসিম আল-আসম গ্রন্থের (১/৩৫); খাতীবে বাগদাদী তাঁর তারীখে বাগদাদের (১১/৪৩); দিয়া আল-মাকদিসী আল-মুখতারাহর ৪৫/১-তে ইবরাহীম ইবনু ইসহাক আল-হরবীর তারীকে বর্ণনা করেছেন।

৫৮৪- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ : أَنَّ رَجُلًا سَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، فَرَدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِشَارَةٍ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّا كُنَّا نُرَدُّ السَّلَامَ فِي صَلَاتِنَا، فَنُهِينَا عَنْ ذَلِكَ. (الصحيح: ২৭১৭)

৫৮৪. আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। একজন ব্যক্তি (একদিন) রাসূলকে সালাম দিল, তিনি তখন সলাত আদায় করছিলেন। অতঃপর ইশারার মাধ্যমে নাবী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সালামের উত্তর দিলেন। আর সালাম ফিরিয়ে নাবী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, আমরা পূর্বে সলাতে (রত অবস্থায়) সালামের উত্তর দিতাম অতঃপর তা থেকে আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে। (সহীহাহ্ হা. ২৯১৭)

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম আত-তহাবী তাঁর ‘শরহে মা‘আনিল আসারের (১/২৬৩); বাজ্জার তাঁর মুসনাদের (১/২৬৮/৫০৪ কাশফুল আসতার) তাবারানী আল-মু‘জামুল আওসাতের (২/২৪৬/১/৮৭৯৫)-তে আব্দুল্লাহ ইবনু সালিহ’র তরীকে আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। আর রওযুন নজীর হা: ৬৩৭।

৫৮৫. عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ، وَامْرَأَةٌ تُصَلِّي بِصَلَاتِهِ، فَلَمَّا أَحَسَّ، الْتَفَتَ إِلَيْهَا، فَقَالَ لَهَا: اضْطَجِعِي إِنِّي شَبِثْتُ، قَالَتْ: إِنِّي أَجِدُ نَشَاطًا، قَالَ: إِنَّكَ لَسِتِ مِثْلِي إِنَّمَا جُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ. (الصحيح: ১১০৭, ৩৩২৯)

৫৮৫. আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম (একদিন) কিয়ামুল লাইল করলেন। (তাঁর দেখাদেখি) তাঁর একজন স্ত্রীও তাঁর মতো সলাত আদায় করতে লাগলেন। তিনি (বিষয়টি) উপলব্ধি করে তার দিকে তাকালেন, অতঃপর বললেন, তুমি চাইলে ঘুমাতে পার। তাঁর একজন স্ত্রী বললেন, আমি প্রাণবন্ততা অনুভব করছি। তিনি বললেন, তুমি তো আমার মতো নও। আমার চোখের শীতলতা সলাতে।

(সহীহাহ্ হা. ১১০৭, ৩৩২৯)

হাদীসটি সহীহ।

ইবনু নসর তাঁর আস্-সালাত গ্রন্থের (২/৬৮)-তে আনাস (রা.) থেকে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। এই তরীকেই হাদীসটি ওকাইলী আল-হারবীর তরজমায় উল্লেখ করেছেন (২৬৫) এবং বলেছেন, তার কোন منابع নেই।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটির ইসনাদ সহীহ ও এর সকল রাবীই মুসলিমের রাবী এবং সিকাহ। তবে ইয়াহইয়া ইবনু উসমান সিকাহ নন। ইয়াহইয়া ইবনু উসমান-এর প্রকৃত নাম, আবু যাকারিয়াহ আল-হারবী আল-বাগদাদী। আবু যুরা‘আহ বলেন, সিকাতুন। ইবনু মাইন, কোন সমস্যা নেই। যা মিজানুল ই‘তিদাল এবং তাজীলুল মানফা‘আহ এবং তারীখুল ইসলামের (১৭/৪০৩)-তে উল্লেখ রয়েছে।

৫৮৬- عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ: أَنَّ أَبَا بَصْرَةَ جَبِيلَ بْنَ بَصْرَةَ لَقِيَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَهُوَ مُقْبِلٌ مِنَ (الْطَّوْرِ)، فَقَالَ: لَوْ لَقِيتُكَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَهُ لَمْ تَأْتِهِ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّمَا تُضْرَبُ أَكْبَادُ الْمَطَى إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِي هَذَا وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى. (الصحيح: ৯১৭)

৫৮৬. সাঈদ ইবনু আবী সাঈদ আল-মাকবুরী থেকে বর্ণিত। আবু বাসরা জামীল ইবনু বাসরা একদিন আবু হুরাইরা (রা.)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। আবু হুরাইরা (তখন) তাকে বলেন, ত্বর পর্বতে আমার পূর্বে যদি তোমার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হত তাহলে তুমি এখানে আসতে না। কারণ আমি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, বাহনের উপর চড়ে শুধু তিন মাসজিদের উদ্দেশ্যেই কেবল সফর করা যায়: মাসজিদুল হারাম, আমার এ মাসজিদ এবং মাসজিদুল আকুসা।

(সহীহাহ হা. ৯৯৭)

হাদীসটি সহীহ।

আবু ইয়ালা তাঁর মুসনাদের (১/৩০৬)-তে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

শাইখ আলবানী (র.) বলেন: হাদীসটির এ সানাদ সহীহ এবং এর সকল রাবীই সিঁকাহ।

তাবারানী হাদীসটিকে তাঁর মু'জামের (২/৩১০/২১৫৯)-তে অন্য তরীকে উল্লেখ করেছেন যা সহীহ। এরপর তাবারানী ও ইমাম আহমাদ আবু বাসরাহ থেকে ভিন্ন আরেকটি সহীহ তরীকে উল্লেখ করেছেন।

৫৮৭- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: إِنَّمَا مَثَلُ الْمُهْجَرِ إِلَى الصَّلَاةِ: كَمَثَلِ الذِّئِ يُهْدَى الْبَدَنَةَ، ثُمَّ الذِّئِ عَلَى إِثْرِهِ: كَالَّذِي يُهْدَى الْبَقْرَةَ، ثُمَّ الذِّئِ عَلَى إِثْرِهِ: كَالَّذِي يُهْدَى الْكَبِشَ، ثُمَّ الذِّئِ عَلَى إِثْرِهِ: كَالَّذِي يُهْدَى الدَّجَاجَةَ، ثُمَّ الذِّئِ عَلَى إِثْرِهِ: كَالَّذِي يُهْدَى الْبَيْضَةَ. (الصحيح: ৩০৭৬)

৫৮৭. আবু হুরাইরা (রা.) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত। যে ব্যক্তি খুব জলদি জলদি সলাতের উদ্দেশ্যে (মাসজিদে) আগমন করে তাঁর উপমা হলো ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে কুরবানীর জন্য উট পাঠায়। এরপর যে আসে তার উদাহরণ, যে একটি গরু পাঠায়। তারপর আগমনকারী একটি দুগ্ধা, এরপর আগমনকারী একটি মুরগী, এরপর আগমনকারী যেন একটি ডিম পাঠায়। (সহীহাহ্ হা. ৩৫৭৬)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম নাসায়ী তাঁর সুনানের হা: ৮৬৪ (১১৬/১) এ التَّهَجُّيرُ إِلَى الصَّلَاةِ নামক অধ্যায়ে আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু মুগীরার সানাদে আবু হুরাইরা থেকে মারফুআন রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটি সহীহ্ ও শাইখাইনের শর্ত মোতাবেক।

৫৮৮. عَنِ الْأَعْرَابِيِّ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي أَصْبَحْتُ وَلَمْ أُؤْتِرْ، فَقَالَ: إِنَّمَا الْوُتْرُ بِاللَّيْلِ. قَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي أَصْبَحْتُ وَلَمْ أُؤْتِرْ، قَالَ: فَأُوتِرْ.

(الصحيح: ১৭১২)

৫৮৮. আগার আল-মুযানী (রা.) থেকে বর্ণিত। একজন ব্যক্তি রাসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট এসে বলল, ইয়া নাবীয়াল্লাহ! আমি প্রভাত যাপন করেছি অথচ বিতির পড়িনি। নাবী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ‘বিতির শুধু রাতেই পড়তে হয়’। সে (উক্ত ব্যক্তি) বলল, ইয়া নাবীয়াল্লাহ! আমি প্রভাত যাপন করিছি অথচ বিতির পড়িনি। নাবী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি বিতির পড়ে নাও।

(সহীহাহ্ হা. ১৭১২)

হাদীসটি সহীহ।

তাবারানী তাঁর আল-মু‘জামুল কাবীরের হা: ৮৯১-তে খালিদ ইবনু আবী কারীমাহ থেকে বর্ণনা করেছেন।

শাইখ আলবানী (র.) বলেন: সানাদটি সহীহ্ যদিও এর শাওয়াহেদ কম। খালিদকে হাফিয ইবনু হাজার সদুক কিন্তু ভুল করে বলে উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া বাকি সকলেই সিকাহ।

৫৮৭- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنَّ فُلَانًا يُصَلِّي بِاللَّيْلِ، فَإِذَا أَصْبَحَ سَرَقَ ! قَالَ : إِنَّهُ سَيَنْهَاهُ مَا يَقُولُ. (الصحيح: ৩৬৮২)

৫৮৭. আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন ব্যক্তি নাবী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট এসে বলল, অমুক ব্যক্তি রাতে সলাত আদায় করে আর সকাল হলে চুরি করে? নাবী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সে যা বলে নিশ্চয়ই শীঘ্রই এটা তাকে তা থেকে বিরত রাখবে। (সহীহাহ হা. ৩৪৮২)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদের (২/৪৪৭); মিশকাতুল মাসাবীহ হা: ১২৩৭; আদ-দুররুল মানসুর (৫/১৪৬); ইবনু কাসীর তাঁর তাফসীরের (৬/২৯১)-তে উল্লেখ করেছেন।

শাইখ আলবানী (র.) বলেন: হাদীসটি সহীহ এবং এর সকল রাবী সিকাহ।

৫৯০- عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ رَجُلٍ مِّنَ الْأَنْصَارِ مِّنْ بَنِي بَيْيَاضَةَ : أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُجَاوِرٌ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمًا، فَوَعظَ النَّاسَ وَحَذَّرَهُمْ وَرَغَّبَهُمْ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ مُّصِلٍ إِلَّا وَهُوَ يُنَاجِي رَبَّهُ، فَلَا يَجْهَرُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالْقِرَاءَةِ. (الصحيح: ৩৬৮৩)

৫৯০. আতা ইবনু এসার বাণী বায়াযার একজন আনসারী সাহাবী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি একদিন মাসজিদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় রাসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছেন। তিনি তখন লোকদেরকে ওয়াজ করছিলেন এবং সতর্ক ও উৎসাহ করছিলেন। এরপর তিনি বললেন, প্রত্যেক সলাত আদায়কারীই (সলাতে) তার রবের সঙ্গে গোপনে কথোপকথন করে। সুতরাং তোমাদের কেউ যেন (সলাত আদায়কারী) কারো সম্মুখে উচ্চস্বরে কুরআন না পড়ে। (সহীহাহ হা. ৩৪০০)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদের হা: ১৯০২২ (৩৬৩/৩১); নাসায়ী তাঁর সুনাযুল কুবরার হা: ৩৩৬২; ইবনু আব্দুল বার তাঁর আত-তামহীদে (২৩/৩১৬);

মালিক তাঁর মুয়াত্তার (১/৮০); বাগাভী তাঁর শরহুস সুন্নাহর হা: ৬০৮; বাইহাকী তাঁর শুআবুল ইমানের হা: ২৬৫৬; আব্দুর রাজ্জাক তাঁর আল-মুসান্নাফের হা: ৪২১৭; আল-আহাদু ওয়াল মাসানী হা: ২০০৬ ও ২০০৭; খলকু আফআলিল ইবাদি ১০৭ পৃষ্ঠায় রিওয়াযাত করেছেন। হাদীসটির সকল রাবীই সিকাহ এবং হাদীসটি সহীহ।

৫৭১- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُمِيصَةٌ، فَأَعْطَاهَا أَبَا جَهْمٍ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذِهِ الْخُمِيصَةُ خَيْرٌ مِنَ الْأَنْبِجَامِيَّةِ. فَقَالَ: إِنَّهَا تُلْهِئُنِي عَنْ صَلَاتِي، أَوْ قَالَ: تَشْغَلُنِي.

(الصحيح: ২৭১৭)

৫৭১. আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর একটি বর্গাকার কালো কাপড় ছিল। আবু জাহম তাঁকে তা দিয়েছিল। অতঃপর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলা হলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এ খামীসা (বর্গাকার কাল কাপড়) ইনবাজামিয়্যাহ (এক প্রকার কাপড় বিশেষ) থেকেও অনেক উত্তম। তিনি বললেন, এ খামীসা (বর্গাকার কালো কাপড়) আমাকে সলাত থেকে অন্যমনস্ক করে দেয়। অথবা তিনি বলেন, আমাকে অন্য কাজে ব্যস্ত করে দেয়। (সহীহহু হা. ২৭১৭)

হাদীসটি সহীহ।

ইসহাক ইবনু রাহওয়াহ তাঁর মুসনাদের (৪/৬৪/২); আয়িশা (রা.)-এর মুসনাদ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটি শায়খাইনের শর্ত অনুযায়ী সহীহ বুখারী হাদীসটি তাঁর সহীহর (৪/৯৩/১-২) এবং মুসলিম (২/৭৮) এ হিশামের সূত্রে ভিন্ন তরুকে উল্লেখ করেছেন।

৫৭২- عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا صَلَاةً، فَأُطَالَ فِيهَا، فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَطَلْتَ الْيَوْمَ الصَّلَاةَ قَالَ: إِنِّي صَلَّيْتُ صَلَاةَ رَغَبَةٍ وَرَهْبَةٍ، سَأَلْتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَأُمَتِّي ثَلَاثًا، فَأَعْطَانِي اثْنَتَيْنِ وَرَدَّ عَلَيَّ وَاحِدَةً، سَأَلْتُهُ أَنْ لَا

يُسَلِّطُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ ، فَأَعْطَانِيهَا ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَهْلِكَهُمْ غَرَقًا ، فَأَعْطَانِيهَا ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَجْعَلَ بِأَسْهُمَ بَيْنَهُمْ ، فَرَدَّهَا عَلَيَّ .

(الصحيح: ১৭২৬)

৫৯২. মুআয ইবনু জাবাল (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন দীর্ঘ সলাত আদায় করলেন, সলাত শেষ হলে আমরা বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আজকে এত দীর্ঘ সলাত আদায় করলেন? তিনি বললেন, আমি উৎসাহ ও ভীতির সলাত আদায় করেছি এবং আমার উম্মাতের জন্য তিনটি জিনিসের প্রার্থনা করেছি। অতঃপর (আল্লাহ) আমাকে দু’টি জিনিস দিয়েছেন এবং একটিকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। আমি প্রার্থনা করেছিলাম, তাদের সকলের উপর যেন বিজাতীয় কোন শত্রুকে ক্ষমতা প্রদান করা না হয় (যে তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করবে)। অতঃপর আমাকে তা প্রদান করা হয়েছে। আমি তার নিকট প্রার্থনা করেছিলাম যে, তাদের সকলকে যেন একসঙ্গে ডুবিয়ে মারা না হয়। সুতরাং আমাকে তাও প্রদান করা হয়েছে। (তৃতীয়ত) আমি প্রার্থনা করেছিলাম যে, তাদের পরস্পরের মাঝে যেন কলহ বিবাদ না হয়। অতঃপর তা কবূল করা হয় নি। (সহীহা হা. ১৭২৪)

হাদীসটি সহীহ।

ইবনু মাজাহ তাঁর সুনানের হা: ৩৯৫১; ইবনু খুযাইমাহ তাঁর সহীহর হা: ১২১৮; ইমাম আহমাদ মুসনাদের (৫/২৪০)-তে রাজা আল-আনসারীর তরীকে উল্লেখ করেছেন। আল-বুসিরী তাঁর যাওয়াদে ইবনু মাজাহর (১/২৬৪) এই সানাটিকে সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: রজা ছাড়া সকলেই শাইখাইনের রাবী এবং সিকাহ। মুসলিম (৮/১৭১); তিরমিযী (২/২৭); হাকিম তাঁর মুস্তাদরাকে (১/৩১৪); আবু নুআঈম তাঁর হিলয়ার (৮/৩২৬); আহমাদ তাঁর মুসনাদ-এর (১/১৭৫/১৮২)-তে এবং আল-জানাদী ফাযায়েলে মাদীনার ৫৯ নং উল্লেখ করেছেন।

٥٩٣- عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ نِيَّ قَدْ بَدَنْتَ، فَإِذَا رَكَعْتَ فَارْكُعُوا وَإِذَا رَفَعْتَ فَارْفَعُوا وَإِذَا سَجَدْتَ فَاسْجُدُوا وَلَا أَلْفَيْنَ رَجُلًا يُسَبِّقُنِي إِلَى الرُّكُوعِ وَلَا إِلَى السُّجُودِ .

(الصحيح: ১৭২৫)

৫৯৩. আবু মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমার অনেক বয়স হয়েছে সুতরাং আমি রুকু করলে তোমরা রুকু করবে এবং আমি (রুকু থেকে) উঠলে তোমরা উঠবে। আর আমি সিজদা করলে তোমরা সিজদা করবে। আমি যেন কাউকে এমন না পাই যে, সে আমার পূর্বে রুকু-সিজদা করেছে।

(সহীহাহ্ হা. ১৭২৫)

হাদীসটি সহীহ।

ইবনু মাজাহ তাঁর সুনানের হা: ৯৬২; ইমাম দারেমী আন সাঈদ আন আবী বুরদাহ আন আবী মূসা থেকে মারফুআন রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটির সকলেই সিকাহ দারেম ব্যতীত। সহীহ আবু দাউদ হা: ৬৩০; মুসলিম ইত্যাদিতেও হাদীসটি উল্লেখ রয়েছে।

৫৯৪. عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ.

وَأَوْتَرَ بِسَبْعٍ. (الصحيح: ১৭১১)

৫৯৪. আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাঁচ রাকাত এবং সাত রাকাত বিতির পড়তেন। (সহীহাহ্ হা. ২৯৬১)

হাদীসটি সহীহ।

ইবনু নসর আল-মারওয়াযী কিয়ামুল লাইলের ১২১ পৃষ্ঠায় আয়িশাহ (রা.) থেকে মারফু সূত্রে যিকির করেছেন। আর এমনটিই ইবনু হিব্বান তাঁর 'সহীহ'র (৪/৭১/২৪২৯)-এ তাঁর শাইখ আল-আযদীর তরীকে উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: এই ভিত্তিতে হাদীসটি সহীহ হবে শায়খাইনের শর্ত অনুযায়ী।

৫৯৫. عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا: أَوَّلُ مَا تَفْقِدُونَ مِنْ دِينِكُمُ الْأَمَانَةُ، وَ

آخِرَةُ الصَّلَاةِ. (الصحيح: ১৭৩৭)

৫৯৫. আনাস (রা.) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত। তোমরা তোমাদের ধর্মের সর্বপ্রথম হারাবে আমানত এবং সর্বশেষ সলাত। (সহীহাহ্ হা. ১৭৩৯)

হাদীসটি সহীহ।

আল-খারায়েতী তাঁর 'মাকারিমুল আখলাক' এর ২৮ নং পৃষ্ঠায় তাম্মাম আর রাযী তাঁর আল-ফাওয়ায়েদের (২/৩১); দিয়া আল-মাকদিসী তাঁর আল-মুখতারাহর

(১/৪৯৫); সাওয়ার বিন হাজিল আল-হাদ্দাদীর তরীকে আনাস (রা.) থেকে মারফুআন উল্লেখ করেছেন।

শাইখ আলবানী (র.) বলেন: হাদীসের সানাদটি হাসান পর্যায়ের শাওয়াহেদের ক্ষেত্রে এবং সাওয়ার ছাড়া সকলেই সিকাহ।

৫৭৬- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَوَّلُ مَا فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، فَلَمَّا قَدِمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ صَلَّى إِلَى كُلِّ صَلَاةٍ مِثْلَهَا غَيْرَ الْمَغْرِبِ، فَإِنَّهَا وَثُرَ النَّهَارُ، وَ صَلَاةُ الصُّبْحِ لَطُولَ قِرَاعَتِهَا، وَ كَانَ إِذَا سَافَرَ عَادَ إِلَى صَلَاتِهِ الْأُولَى. (الصحيح: ২৮১৬)

৫৯৬. আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সর্বপ্রথম দুই দুই রাকাত করে সলাত ফরজ করা হয়। এরপর রাসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মাদীনায় আগমন করেন তখন মাগরিব ব্যতীত (প্রতি দুই দুই রাকাতের সঙ্গে) অনুরূপ আরো (দুই দুই) রাকাতাত যোগ করেন। কেননা মাগরিব হলো দিনের বিতির এবং ফজরের সলাত ব্যতীত কেননা তাতে লম্বা কিরাত পড়তে হয়। আর (তাঁর অভ্যাস ছিল তিনি) সফর করলে তিনি তাঁর পূর্বের সলাতে ফিরে যেতেন (অর্থাৎ দুই দুই রাকাত পড়তেন)। (সহীহাহ্ হা. ২৮১৪)

হাদীসটি সহীহ।

তহাবী তাঁর শরহ্ মা‘আনিল আসারের (১/২৪১)-তে ইবনু রাজা এর তরীকে উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটির সানাদ হাসান পর্যায়ের এবং এর সকল রাবী সিকাহ। তার ইবনু রাজা সিকাহ নহলেও তাঁর মুতাবিঈ রয়েছে আর তিনি হলেন, মাহবুব বিন হাসান তার তরীকে আস-সিরাজ তাঁর মুসনাদে (২/১২০)-এ এবং ইবনু হিব্বান তাঁর সহীহর হা: ৩০৪-তে উল্লেখ করেছেন। উভয়ের আবার মুতাবিঈ হলেন আবু মু‘য়াবিয়া আদ-দরী। হাদীসটির শাহেদ ইবনু হাজার তাঁর ‘আল-মাতালিবুল আলিয়া’য় (২৫/২) উল্লেখ করেছেন।

৫৭৭- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ الصَّلَاةُ، وَ أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فِي الدِّمَاءِ. (الصحيح: ১৭৬৮)

৫৯৭. আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের দিন মানুষের থেকে সর্বপ্রথম সালাতের হিসাব নেয়া হবে এবং সর্বপ্রথম লোকদের মাঝে রক্তের ব্যাপারে ফয়সালা করা হবে। (সহীহাহ হা. ১৭৪৮)

হাদীসটি সহীহ।

নাসায়ী তাঁর সুনানে (২/১৬৩); ইবনু নসর তাঁর ‘আস-সালাত’ গ্রন্থের (১/৩১); ইবনু আবী আসিম তাঁর ‘আল-আওয়ায়েলের’ (৪/২); তাবারানী তাঁর ‘আল-মু‘জামুল কাবীরে’র হা: ১০৪২৫; আল-কুযায়ী তাঁর মুসনাদুশ শিহাবের (১১/২/১); বাইহাকী তাঁর শুআবুল ইমানে (২/১১৩/২); আহমাদ তাঁর মুসনাদে ৩৬৭৪, ৪২০০, ৪২১৩, ৪২১৪ এবং ইবনু আবীদ দুনইয়া আল-আহওলে (২/৯১)-তে উল্লেখ করেছেন।

৫৯৮. عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا: أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ. فَإِنْ صَلَحَتْ صَلَحَ لَهُ سَائِرُ عَمَلِهِ وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ.

(الصحيح: ১৩৫৮)

৫৯৮. আনাস (রা.) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত। কিয়ামাতের দিন সর্বপ্রথম বান্দার সালাতের হিসাব নেয়া হবে। যদি তা যথাযথভাবে আদায় করা হয়, তাহলে তার সমস্ত আমল যথার্থ বিবেচিত হবে। আর যদি সালাত বিনষ্ট হয়ে যায়, তাহলে সমস্ত আমল নিষ্ফল হবে। (সহীহাহ হা. ১৩৫৮)

হাদীসটি হাসান।

তাবারানী তাঁর আল-আওয়ায়েলের (২/১৩)-তে আনাস (রা.) থেকে মারফুআন রিওয়ায়াত করেছেন। ইবনু শাজান তাঁর হাদীথে এর (১/১৬)-এ উসমান ইবনু সাম্মাক থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। ইবনু নসর ‘আস-সালাত’ গ্রন্থের (১/৩১)-তে; ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদের (২/২৯০)-তে; বাগাভী তাঁর শরহুস সুন্নাহর (২/২৪/১)-এ হাদীসটি উল্লেখ করে হাদীস বলেছেন।

৫৯৯. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

إِيَّايَ وَالْفَرَجَ. يُعْنَى فِي الصَّلَاةِ. (الصحيح: ১৭৫৭)

৫৯৯. ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা সালাতের কাতারের মাঝে ফাঁকা রাখা থেকে বিরত থাক। (সহীহাহ হা. ১৭৫৭)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম তাবারানী তাঁর আল-মু'জামুল কাবীরের (৩/১২২/২)-তে হাবস ইবনু গিয়াসের তরীকে এবং ইবনু আবী হাতিম তাঁর 'ইলালের' (১/১৪১)-এ মুহাম্মাদ ইবনু খালিদ আল-ওহাবী-এর তরীকে ইবনু আব্বাস থেকে মারফু'আন রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটি মারফু' ও মাওকুফ উভয় ক্ষেত্রেই সহীহ। তবে মারফু' হওয়াটা অধিক উত্তম। কারণ দু'জন সিকার ঐক্য বিদ্যমান।

৬.. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بُخُورًا؛ فَلَا تَشْهَدُ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ. (الصحيح: ৩৭০৫)

৬০০. আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে নারী সুগন্ধি ব্যবহার করবে সে যেন আমাদের সাথে ঈশার জামাতে শরীক না হয়। (সহীহাহ্ হা. ৩৬০৫)

হাদীসটি সহীহ।

মুসনাদে আহমাদ হা: ৮০৩৫ (১৩/৪০৫); মুসলিম হা: ৪৪৪, ১৪৩; আবু দাউদ হা: ৪১৭৫; নাসায়ী (৮/১৫৪) এবং (৮/১৯০) আবু আওয়ানা (২/১৭); বাইহাকী তাঁর সুনানে (৩/৩৩৩)-এর মা'রিফাতুস সুনানি ওয়াল আসারের হা: ৫৯৯৫; ইমাম বাগাভী তাঁর মাসাবীহে হা: ৮৬১; ইয়াহইয়া ইবনু ইয়ায এর তরীকে বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি মুসলিমের শর্তে সহীহ এবং এর সকল রাবীই সিকাহ।

৬০১. عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: كَانَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ يُقَدِّمُ فُتْيَانَ قَوْمِهِ يُصَلُّونَ بِهِمْ، فَقِيلَ لَهُ: تَفْعَلُ وَلَكَ مِنَ الْقَدِيمِ مَا لَكَ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْإِمَامُ ضَامِنٌ فَإِنْ أَحْسَنَ فَلَهُ وَلَهُمْ وَإِنْ أَسَاءَ يَغْنَىٰ عَنْهُ وَعَلَيْهِ وَلَهُمْ. (الصحيح: ১৭১৭)

৬০১. আবু হাযিম (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহল ইবনু সা'দ আস্-সায়িদী (রা.) তাঁর গোত্রের যুবকদেরকে তাদের সলাত আদায় করতে সামনে বাড়িয়ে দিতেন। তাকে বলা হলো, আপনি এমনটি কেন করেন, অথচ আপনিই পূর্ব থেকে সম্মুখে আছেন? (উত্তরে) তিনি বললেন, আমি রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একথা বলতে শুনেছি যে, ইমাম হলো যামিনদার; যদি সে তা পূর্ণরূপে আদায় করে, তবে তাকে

এবং তাদেরকে (তথা মুসল্লীদেরকে) সাওয়াব দেয়া হবে। আর যদি সে ভুল করে, তবে এর দায়-দায়িত্ব তার উপর বর্তাবে তাদের উপর নয়।

(সহীহাহ্ হা. ১৭৬৭)

হাদীসটি সহীহ।

ইবনু মাজাহ তাঁর সুনানে হা: ৯৮১; আব্দুল হামিদ ইবনু সুলাইমানের তরীকে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: আব্দুল হামিদ বিন সুলাইমান ব্যতীত সানাদের বাকি সকলেই সিকাহ; আর হাদীসটি সহীহ। সহীহ আবু দাউদ ৫৩০-৫৩১; আহমাদ (৫/২৬০)-তে হাসান সানাদে বর্ণিত হয়েছে। ইবনু হিব্বান হা: ৩৭৫ ও ৩৭৪।

৬.২ - عَنْ سَلْمَانَ الْفَارَسِيِّ مَرْفُوعًا: الْبَرَكَةُ فِي ثَلَاثٍ: الْجَمَاعَاتِ

وَالثَّرِيدِ وَالسَّحُورِ. (المصيبة: ১০৫৫)

৬০২. সালমান ফারসী (রা.) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত। তিন জিনিসে বরকত রয়েছে: (ক) জামাতে সলাত আদায়ে; (খ) রুটি ও গোশতের মণ্ড বিশেষে এবং (গ) সাহরীতে। (সহীহাহ্ হা. ১০৪৫)

হাদীসটি হাসান।

আবু তাহির আল-আনবারী তাঁর ‘আল-মাসীখাহর’ (১৫৬/১-২০)-তে; বাইহাকী তাঁর শু‘আবুল ইমানের (২/৪২৬/২)-তে ইবনু আব্দুর রহমান আল-আত্তারের তরীকে সালমান ফারসী (রা.) থেকে মারফুআন রিওয়ায়াত করেছেন। দাইলামী তাঁর মুসনাদে আবু হুরাইরা (রা.) থেকে হাদীসটির শাহেদ উল্লেখ করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) হাদীসটিকে মুতবায়াত ও শাওয়াহেদের কারণে হাসান বলেছেন।

৬.৩ - عَنْ رَجُلٍ مِّنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَطَوُّعُ

الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ يَزِيدُ عَلَى تَطَوُّعِهِ عِنْدَ النَّاسِ، كَفَضْلِ صَلَاةِ الرَّجُلِ

فِي جَمَاعَةٍ عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَةً. (المصيبة: ৩১৫৭)

৬০৩. মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর একজন সাহাবী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মানুষের সাথে নফল সলাত আদায়ের চেয়ে ঘরে (একাকী) নফল আদায় অধিক পূণ্যের কাজ। যেমনিভাবে একাকী সলাত আদায়ের চেয়ে জামাতে সলাত আদায় অনেক পূণ্যের কাজ।

(সহীহাহ্ হা. ৩১৪৯)

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম আলী আল-মুত্তাকী আল-হিন্দী হাদীসটি তাঁর কানযুল উম্মালের হা: ২১৩৩৬। ইমাম তাবারানী তাঁর আল-মু'জামুল আওসাতের হা: ৪৮৩৫; ইমাম যাবীদী তাঁর ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকীনের (৩/৪১৯)-তে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

৬০৪. عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُعَادُ الصَّلَاةُ مِنْ مَمَرِ الْحَبَارِ، وَالْمَرْأَةِ، وَالْكَلْبِ الْأَسْوَدِ. قُلْتُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّامِتِ: مَا بَالُ الْأَسْوَدِ مِنَ الْكَلْبِ الْأَصْفَرِ مِنَ الْكَلْبِ الْأَحْمَرِ! فَقَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا سَأَلْتَنِي فَقَالَ: الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ. (الصحيح: ৩২২২)

৬০৪. আবু যার (রা.) নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, সলাতের সম্মুখ দিয়ে গাধা, মহিলা এবং কালো কুকুর অতিক্রম করলে সলাত দোহরাতে হবে। আব্দুল্লাহ ইবনুস সামিত (রা.) বলেন, লাল ও ফ্যাকাশে বর্ণের কুকুর থেকে কালো কুকুরের কথা বিশেষ করে উল্লেখ করার কারণ কি? আবু যার বললেন, তোমার মতো আমিও রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। (উত্তরে) তিনি বলেছিলেন, কালো কুকুর হলো শাইতুন।

(সহীহাহ হা. ৩৩২৩)

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম ইবনু খুযাইমা তাঁর সহীহর হা: ৮৩১-তে এবং ইবনু হিব্বান তাঁর সহীহর ... ذَكَرَ الْبَيْهَانُ بِأَنَّ الصَّلَاةَ تَقْطَعُ مِنْ مَرْوَةِ الْكَلْبِ وَالْحَبَارِ... ওলীদ আল-বুখারীর সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন হা: ২৩৮৩ (১/২৩৯১)।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটি সহীহ এবং এর সকল রাবীই মুসলিমের রাবী। তবে হিশাম নামক রাবীর প্রকৃত নাম, হিশাম ইবনু হাসান। যেমনটি ইবনু হিব্বানের রিওয়ায়াতে উল্লেখ রয়েছে। হাদীসটি ইমাম মুসলিম ও অপরাপরগণ একাধিক তরুকে ... يَقْطَعُ الصَّلَاةُ... শব্দে হামীদ থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

৬০৫. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَفْضُلُ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ وَحَدَّةٌ بِخَمْسٍ وَعِشْرَيْنَ جُزْءًا، وَتَجْتَمِعُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ. (الصحيح: ৩৬১৮)

৬০৫. আবু হুরাইরা (রা.) নাবী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, জামাতের সহিত সলাত আদায় একা সলাত আদায় অপেক্ষা পঁচিশ গুণ অধিক মর্যাদা রাখে এবং ফজরের সলাতে দিবস ও রজনীর ফেরেশতাকুল একত্রিত হন। (সহীহাহ্ হা. ৩৬১৮)

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম বাগাভী তাঁর মাসাবীহ (৪/১৭৩)-তে; ফাতহুল বারী (২/১৩৭) হাদীসটি উল্লেখ করা হয়েছে। হাদীসটির অনেক শাওয়াহেদ রয়েছে যা মুসলিম ৪৫০; তিরমিযী হা: ২১৫; নসবুর রা'য়াহ (২/২৩); বাইহাকী তাঁর সুনানে (১/৩৫৯ ও ৩/৬০); আহমাদ (২/৩২৮); কানযুল উম্মাল হা: ২০২৬৯ ও ২০২৭০; ইলালে ইবনু আবী হাতিম ৩৩৫ ও ৪৪০-তে উল্লেখ করেছেন।

৬০৬. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: تِلْكَ سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. يَغْنِي إِتِمَامَ الْمُسَافِرِ إِذَا اقْتَدَى بِالْبَقِيمِ، وَإِلَّا فَالْقَصْرُ.

(الصحيح: ২১৭১)

৬০৬. ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ওটা রাসুলের সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুনাত। অর্থাৎ মুসাফির মুকীমের ইকতিদা করলে পূর্ণ সলাত আদায় করা অন্যথায় কসর করা। (সহীহাহ্ হা. ২৬৭৬)

হাদীসটি সহীহ।

আহমাদ তাঁর মুসনাদের (১/২১৬); আস-সিরাজ তাঁর মুসনাদে (১/১২০); তাবারানী তাঁর আল-মু'জামুল আওসাতে (১/২৭৮/১); আবু আওয়ানা তাঁর মুসনাদে (২/৩৪০)-তে মুহাম্মদ ইবনু আব্দুর রহমানের তরীকে। তাবারানী (২/৯২/২)-এ হারিস ইবনু উমাইরের তরীকে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

মুসলিম (২/১৪৩-১৪৪); নাসায়ী (১/২১২); ইবনু খুযাইমাহ তাঁর সহীহ্ হা: ৯৫১; বাইহাকী তাঁর সুনানে (৩/১৫৩); ইবনু হিব্বান তাঁর সহীহর ২৭৪৪; আহমাদ (১/২৯০ ও ৩৩৭); তহাবী (১/২৪৫); শাফেয়ী তাঁর 'আলউম' গ্রন্থের (১/১৫৯); ফাতহুল বারী (২/৪৬৫); ইমাম মালিক তাঁর মুয়াত্তার (১/১৬৪) এবং আব্দুর রাজ্জাক তার মুসান্নাফে হা: ৪২৮৩-তে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

৬০৭. عَنْ رَجُلٍ مِّنَ الْأَنْصَارِ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرُفُوعًا: ثَلَاثُ حُقَى عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ: الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ،

وَالسَّوَاكُ، وَيَسُكُّ مِّنْ طَيِّبٍ إِنْ وَجَدَ. (الصحيح: ১৭৭১)

৬০৭. নাবী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর একজন আনসারী সাহাবী থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত। প্রত্যেক মুসলমানের উপর তিন জিনিস কর্তব্য: (ক) জুমু‘আর দিন গোসল করা; (খ) মিসওয়াক করা এবং (গ) সুগন্ধি থাকলে ব্যবহার করা। (সহীহাহ্ হা. ১৭৯৬)

হাদীসটি সহীহ।

আহমাদ তাঁর মুসনাদের (৪/৩৪); ইবনু আবী শাইবা তাঁর আল-মুসান্নাফের (১/২০১/১); শু‘বার তরীকে মাওকুফান রিওয়ায়াত করেছেন। তার মুতাবায়াত করেছেন, অশী ও সুফিয়ান।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটির সানাদ সহীহ। কেননা এর সকল রাবী সিকাহ ও শায়খাইনের রাবী। বাজ্জার তাঁর মুসনাদে হা: ৬২৪; ইবনু আবী হাতিম তাঁর ‘আল-ইলাল’ (১/২০৬-২০৭)-এ; হাইসামী ২/১৭-তে আবু সাঈদ (রা.) থেকে মারফু আন রিওয়ায়াত করেছেন।

৬০৮. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ كُلُّهُنَّ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ: عِيَادَةُ الْبَرِيِّضِ، وَشُهُودُ الْجَنَازَةِ، وَتَشْمِيطُ الْعَاطِسِ إِذَا حَمَدَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ. (الصحيح: ১৮০০)

৬০৮. আবু হুরাইরা (রা.) নাবী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, প্রত্যেক মুসলমানের তিনটি জিনিস কর্তব্য: (ক) রোগী পরিদর্শন করা; (খ) জানাযায় শরীক হওয়া এবং (গ) হাঁচিদাতা “আলহামদুলিল্লাহ” বললে তার উত্তর দেয়া। (সহীহাহ্ হা. ১৮০০)

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম বুখারী তাঁর আল-আদাবুল মুফরাদের হা: ৫১৯-তে উমার ইবনু আবী সালামার তরীকে আবু হুরাইরা (রা.) থেকে উল্লেখ করেছেন।

আলবানী বলেন: হাদীসটি হাসান হওয়ার যোগ্যতা রাখে। উমার ছাড়া এ সানাদের সকলেই সিকাহ এবং শাইখাইনের রাবী।

৬০৯. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثَةٌ فِي ضَمَانِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: رَجُلٌ خَرَجَ إِلَى مَسْجِدٍ مِّنْ مَّسَاجِدِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَرَجُلٌ خَرَجَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَرَجُلٌ خَرَجَ حَاجًّا.

(الصحيح: ৫৭৮)

৬০৯. আবু হুরাইরা (রা.) রাসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তিন প্রকার ব্যক্তি আল্লাহর যিম্মায় থাকে: (ক) যে ব্যক্তি আল্লাহর মাসজিদসমূহের মধ্য থেকে কোন এক মাসজিদের উদ্দেশ্যে বের হয়েছে। (খ) যে ব্যক্তি জিহাদের উদ্দেশ্যে আল্লাহর রাহে বের হয়েছে এবং (গ) যে ব্যক্তি হাজের উদ্দেশ্যে (ঘর থেকে) বের হয়েছে। (সহীহাহ হা. ৫৯৮)

হাদীসটি সহীহ।

হুমাইদী তাঁর মুসনাদের হা: ১১৯০; সুফিয়ান আন আবু যিনাদ আন আল-আ'রাজ আবু হুরাইরা (রা.) থেকে মারফু'আন উল্লেখ করেছেন। আবু নুআঈম হুমাইদীর তরীকে হিলয়াহ (৯/২৫১) এবং (৩/১৩-১৪)-তে; আবু সালামা থেকে ভিন্ন তরীকে রিওয়ায়াত এনেছেন।

৬১০. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ مَرْفُوعًا: ثَلَاثَةٌ لَا يَقْبَلُ مِنْهُمْ صَلَاةٌ وَلَا تَصْعَدُ إِلَى السَّمَاءِ وَلَا تُجَاوِزُ رُءُوسَهُمْ: رَجُلٌ أَمَرَ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، وَرَجُلٌ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ وَلَمْ يُؤْمَرْ، وَامْرَأَةٌ دَعَاها زَوْجُهَا مِنَ اللَّيْلِ فَأَبَتْ عَلَيْهِ. (الصحيح: ৬১০)

৬১০. আনাস ইবনু মালিক (রা.) থেকে মারফু' সূত্রে বর্ণিত। আল্লাহ তা'আলা তিন দল লোকের সলাত কবুল করেন না, তাদের সলাত আসমানের দিকে উঠে না এবং তাদের সলাত তাদের মাথার উপর উঠে না। তারা হলো:

ক. ঐ ব্যক্তি যে কোন কওমের ইমামতি করে, অথচ তাঁর কওম তার প্রতি অসন্তুষ্ট।

খ. ঐ ব্যক্তি যে বিনানুমতিতে জানাযার সালাতের ইমামতি করে এবং

গ. ঐ মহিলা, যাকে তার স্বামী রাতে ডাকে, আর সে তার ডাকে সাড়া দেয় না। (সহীহাহ হা. ৬৫০)

হাদীসটি সহীহ।

ইবনু খুযাইমা তাঁর সহীহর (১/১৬১); আ'তা ইবনু দীনার আল-হুজদালীর তরীকে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। অন্য তরীকে আমর বিন ওলীদ আন আনাস (রা.) মারফু'আন রিওয়ায়াত করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) প্রথমটিকে মু'দাল এবং দ্বিতীয়টিকে মাওসুল বলেছেন।

৬১১- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: قِيلَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: هَلْ أَذْرَكْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: جَاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسْجِدِنَا ب (قُبَاءَ)، فَجِئْتُ وَ أَنَا غُلَامٌ [حَدَّث] حَتَّى جَلَسْتُ عَنْ يَمِينِهِ، [وَأَجَلَسَ أَبُو بَكْرٍ عَنْ يَسَارِهِ] ثُمَّ دَعَا بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ، ثُمَّ أَعْطَانِيهِ، وَأَنَا عَنْ يَمِينِهِ، فَشَرِبْتُ مِنْهُ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي، فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ. (الصحيح: ২৭৬১)

৬১১. মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনু আবী হাবীবাহকে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি কি রাসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন? (উত্তরে) তিনি বলেন, একদিন আমাদের মাসজিদ কূবাতে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগমন করলেন। (তখন) আমিও আসলাম। আমি তখন ছোট শিশু ছিলাম। আমি (এসে) তার ডানপার্শ্বে বসলাম আর আবু বাকার (রা.) তাঁর বামপার্শ্বে এসে বসলেন। অতঃপর তিনি শরবত আনতে বললেন এবং তা থেকে সামান্য পান করে আমাকে দিলেন – আমি তখন তাঁর ডানপার্শ্বেই ছিলাম। আমি পান করলাম। অতঃপর তিনি সলাতে দণ্ডায়মান হলেন। আমি দেখলাম তিনি জুতা পড়ে সলাত আদায় করছেন। (সহীহাহ্ হা. ২৯৪১)

হাদীসটি হাসান।

আহমাদ তাঁর মুসনাদে (৪/২২১); ইবনু আবী আসিম তাঁর ‘আল-উহদান’ (৪/১৬৭/২১৪৭)-তে মাজ‘মা ইবনু ইয়াকুবের তরীকে উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: ইনশাআল্লাহ হাদীসটির সানাদ হাসান পর্যায়ে। তাবারানী’র আল-মু‘জামুল কাবীরে (১৯১/৪৪৯)-তে হাদীসটির শাহেদ রয়েছে।

৬১২- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ مَرْفُوعًا: جُعِلَ قُرْءُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ. (الصحيح: ১৮০৭)

৬১২. আনাস ইবনু মালিক (রা.) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত। আমার চোখের শীতলতা হলো সলাতে। (সহীহাহ্ হা. ১৮০৯)

হাদীসটি সহীহ।

ওকাইলী তাঁর আদ-দুয়াফা (৪৬৫)-তে মুহাম্মাদ ইবনু যাকারিয়ায়র তরীকে আনাস ইবনু মালিক (রা.) থেকে মারফু'আন রিওয়ায়াত করেছেন। মিশকাত হা: ৫২৬১ এবং আর-রওযুন নাযীর ৫৩; আবু মুহাম্মাদ আল-মাখলাদী হাদীসটির মুতাবা'আত করেছেন যা আল-ফাওয়ায়েদ এর (১/২৯০)-তে উল্লেখ করা হয়েছে।

৬১৩- عَنِ الْبُخَيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ. (الصعيحة: ৩২৭১)

৬১৩. মুগীরা ইবনু শু'বা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমার চোখের শীতলতা হলো সলাতে। (সহীহাহ্ হা. ৩২৯১)

হাদীসটি ইসনাদুন জাইয়্যিদ।

হাদীসটির সানাদে আবু হুজাইফার প্রকৃত নাম মুসা ইবনু মাসউদ। হাফীয ইবনু হাজার বলেন, তিনি صَدُوْقُ سَيِّءِ الْحِفْظِ তবে তিনি তাসহীফ করতেন। তাঁর হাদীসগুলোকে ইমাম বুখারী মুতাবা'আতে উল্লেখ করে থাকেন। ইমাম আযযাহাবী বলেন, صَدُوْقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. يَهُمُّ তাঁর ব্যাপারে আহমাদ কালাম করেছেন এবং ইমাম তিরমিযী তাঁকে যঈফ বলেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: তবে হাদীসটির একটি শক্তিশালী শাহেদ বিদ্যমান। যা ইয়াহইয়া ইবনু উসমান আল-হারবী সূত্রে আনাস ইবনু মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। যেটি ইমাম উকাইলি (৪/৪২০); ইমাম তবারানী তাঁর আল-মু'জামুল আওসাত হা. ৫৭৭২; আল-মু'জামুস সগীর ১৫৩ পৃষ্ঠায় রিওয়ায়াত করেছেন। আর তাঁর তরীকে খাতীবে বাগদাদী তারীখে বাগদাদের (১২/৩৭১ ও ১৪/১৯০)-এ উল্লেখ করেছেন। আর এর সানাদ সহীহ ও এর সকল রাবী সিকাহ।

৬১৪- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَةٌ مَا بَيْنَهُمَا؛ مَا لَمْ تُغْشِ الْكِبَائِرُ.

(الصعيحة: ৩৭২৩)

৬১৪. আবু হুরাইরা (রা.) নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, এক জুমু'আ থেকে অন্য জুমু'আ পর্যন্ত আদায়কৃত সালাত কাফকারাস্বরূপ, যে পর্যন্ত কোন কবীরা গুনাহ না করা হয়। (সহীহাহ্ হা. ৩৬২৩)

হাদীসটি সহীহ।

মুসনাদে আহমাদ হা: ১০৫৭৬ (১৬/৩৩৮); বুখারী তাঁর 'তারীখে' ইয়াযীদ ইবনু হারুনোর তরীকে মুআল্লাকান রিওয়ায়াত করেছেন এবং হাকিম তাঁর মুসতাদরাকে আবুল আব্বাস থেকে (১/১১৯-১২০)-তে সহীহ সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

৬১৫- عَنْ فَضَالَةَ اللَّيْثِيِّ، قَالَ: عَلِمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ فِيهَا عَلَمَنِي أَنْ قَالَ لِي: حَافِظٌ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ. فَقُلْتُ: إِنَّ هَذِهِ سَاعَاتٌ لِي فِيهَا أَشْغَالٌ، فَمَرَّنِي بِأَمْرِ جَامِعٍ إِذَا أَنَا فَعَلْتُهُ أَجْزَأَ عَنِّي، قَالَ: حَافِظٌ عَلَى الْعَصْرَيْنِ: صَلَاةٌ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَ صَلَاةٌ قَبْلَ غُرُوبِهَا. (الصحيح: ১৮১২)

৬১৫. ফাযালা আল-লাইসী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি যা আমাকে শিখিয়েছেন তার মাঝে এটাও ছিল যে, তিনি আমাকে বলেছেন, পাঁচ ওয়াক্ত সলাত যথাযথভাবে সংরক্ষণ কর। আমি বললাম, এসব সময়ে আমার অনেক ব্যস্ততা থাকে। সুতরাং আপনি আমাকে একটি ব্যাপক বিষয়ের নির্দেশ দিন যার উপর আমল করাই আমার জন্য যথেষ্ট হবে। তিনি বললেন, দুই আসরের সলাতের প্রতি যত্নবান হও সূর্যোদয়ের পূর্বের সলাতের প্রতি এবং সূর্যাস্তের পূর্বের সলাতের প্রতি। (সহীহ হা. ১৮১৩)

হাদীসটি সহীহ।

সহীহ আবু দাউদ হা: ৪৫৩; ইমাম তহাবী তাঁর শরহ মুশকিলিল আসার (১/৪৪০); ইবনু হিব্বান তাঁর সহীহর 'হা: ২৮২; হাকিম তাঁর মুসতাদরাকের (১/২০,৩/৬২৮); বাইহাকী এবং ইবনু হাজার তাঁর 'আল মাতালিবুল আলিয়াহ'-এর হা: ৩১-তে আব্দুল্লাহ ইবনু ফাযালাহ আল-লাইসী থেকে আর তিনি তাঁর পিতা ফাযালাহ থেকে মারফুআন রিওয়ায়াত করেছেন।

৬১৬- عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلَ مِنْ خَيْبَرَ وَمَعَهُ غُلَامَانِ، فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخِذْ مِنَّا، فَقَالَ: خُذْ أَيُّهَمَا شِئْتَ، فَقَالَ: خَرَلْنِي. قَالَ: خُذْ هَذَا وَلَا تَضْرِبْهُ، فَإِنِّي

قَدْ رَأَيْتُهُ يُصَلِّي مُقْبِلَنَا مِنْ خَيْبَرَ وَإِنِّي قَدْ نَهَيْتُ عَنْ ضَرْبِ أَهْلِ الصَّلَاةِ. وَأَعْطَى أَبَا ذَرٍّ الْغُلَامَ الْآخَرَ، فَقَالَ اسْتَوْصِي بِهِ خَيْرًا، ثُمَّ قَالَ: يَا أَبَا ذَرٍّ مَا فَعَلَ الْغُلَامَ الَّذِي أُعْطَيْتَكَ؟ قَالَ: أَمَرْتَنِي أَنْ اسْتَوْصِي بِهِ خَيْرًا فَأَعْتَقْتُهُ. (الصحيح: ١٤٢٨)

৬১৬. আবু উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার খাইবার থেকে ফিরছিলেন। (তখন) তাঁর সাথে দু’জন ক্রীতদাস ছিল। আলী (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাদেরকে একজন খাদেম দিন। তিনি বললেন, তাদের দু’জনের যাকে ইচ্ছা তুমি নিয়ে নাও। আলী (রা.) বললেন, আপনি আমাকে নির্বাচন করে দিন। নাবী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ‘একে নাও এবং তাকে প্রহার কর না’ কেননা খাইবার থেকে আমরা ফিরার পথে তাকে সলাত আদায় করতে দেখেছি। আর আমাকে সলাত আদায়কারীকে প্রহার করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং আবু যারকে অপর দাসটি প্রদান করলেন এবং বললেন, তার ব্যাপারে মঙ্গল কামনা করবে। এরপর বললেন, আবু যার! তোমাকে আমি যে ক্রীতদাস দিয়েছিলাম তার কি অবস্থা? আবু যার বললেন, আপনি আমাকে তার ব্যাপারে মঙ্গলের নির্দেশ করেছিলেন। সুতরাং আমি তাকে মুক্ত করে দিয়েছি। (সহীহহু হা. ১৪২৮)

হাদীসটি হাসান।

আহমাদ তাঁর মুসনাদে (৫/২৫০-২৫৮)-তে হাম্মাদ ইবনু সালামার তরীকে আবু উমামাহ (রা.) থেকে মারফু‘আন রিওয়ায়াত করেছেন। হাদীসটি সুযুতী ‘আয-যিয়াদাত আ‘লাল জামি’ এর (২৪/২) এবং বাইহাকী তাঁর শু‘আবে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

٦١٧- عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قُبَاءٍ يُصَلِّي فِيهِ. فَجَاءَتْهُ الْأَنْصَارُ فَسَلَّمُوا عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي. قَالَ: فَقُلْتُ لِبِلَالٍ: كَيْفَ رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ حِينَ كَانُوا يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي؟ قَالَ: يَقُولُ هَكَذَا، وَ بَسَطَ كَفَّهُ وَ بَسَطَ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ كَفَّهُ، وَ جَعَلَ بَطْنُهُ أَسْفَلَ، وَ جَعَلَ ظَهْرُهُ إِلَى فَوْقَ. (الصحيح: ١٨٥)

৬১৭. ইবনু উমার (রা.) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাসজিদে কুবায় সলাতের উদ্দেশ্যে রওনা করলেন। আনসাররা তাঁকে এসে সালাম করল। তিনি তখন সলাত আদায় করছিলেন। ইবনু উমার (রা) বলেন, আমি বেলালকে বললাম, তাঁর সলাতরত অবস্থায় তারা যখন তাঁকে সালাম দিয়েছিল তখন তিনি কিভাবে তাদের (সালামের) উত্তর দিয়েছিলেন? বেলাল বললেন, তিনি এভাবে বলেছিলেন এবং (এ বলে) তার হাতের তালু প্রসারিত করলেন এবং জা’ফর ইবনু আউন তাঁর হাতের তালু প্রসারিত করলেন এবং তালুর পেটকে নিচে এবং পিঠকে উপরের দিকে রাখলেন। (সহীহাহ্ হা. ১৮৫)

হাদীসটি সহীহ।

আবু দাউদ তাঁর সুনানে ৯২৭-তে ভালো সানাদে উল্লেখ করেছেন। তিরমিযী (৩/২০৪)-এ হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন এবং হাদীসটির অনেক তুরূক রয়েছে যা আল-মুসনাদে উল্লেখ করা হয়েছে এবং এর সানাদ শাইখাইনের শর্তে সহীহ।

৬১৮. عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا: خِصَالُ سِتٍّ؛ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ؛ إِلَّا كَانَتْ ضَامِنًا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ:

১. رَجُلٌ خَرَجَ مُجَاهِدًا، فَإِنْ مَاتَ فِي وَجْهِهِ؛ كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللَّهِ.
২. وَرَجُلٌ تَبَعَ جَنَازَةً، فَإِنْ مَاتَ فِي وَجْهِهِ؛ كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللَّهِ.
৩. وَرَجُلٌ عَادَ مَرِيضًا، فَإِنْ مَاتَ فِي وَجْهِهِ؛ كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللَّهِ.
৪. وَرَجُلٌ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لِصَلَاتِهِ، فَإِنْ مَاتَ فِي وَجْهِهِ؛ كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللَّهِ.
৫. وَرَجُلٌ أَتَى إِمَامًا، لَا يَأْتِيهِ إِلَّا لِيُعْزِّرَهُ وَيُوقِّرَهُ، فَإِنْ مَاتَ فِي وَجْهِهِ ذَلِكَ؛ كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللَّهِ.
৬. وَرَجُلٌ فِي بَيْتِهِ، لَا يَغْتَابُ مُسْلِمًا، وَلَا يَجُرُّ إِلَيْهِمْ سَخَطًا وَلَا نِقْمَةً، فَإِنْ مَاتَ؛ كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللَّهِ. (الصحيح: ৩৩৮৫)

৬১৮. আয়িশা (রা.) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত। ছয়টি গুণ এমন; যে কোন মুসলিম এর একটির উপর মারা যাবে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো আল্লাহর যিম্মায় ওয়াজিব।

ক. যে ব্যক্তি জিহাদের উদ্দেশ্যে (ঘর থেকে) বের হয় এ অবস্থায় সে যদি মারা যায় তাহলে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো আল্লাহর যিম্মায় ওয়াজিব।

খ. যে ব্যক্তি (মৃত্যুর) জানাযার সঙ্গে যায়, সে যদি এমতাবস্থায় মারা যায় তাহলে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো আল্লাহর যিম্মায় ওয়াজিব।

গ. যে ব্যক্তি রোগীর সেবায় নিয়োজিত, সে যদি এমতাবস্থায় মারা যায় তাহলে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো আল্লাহর যিম্মায় ওয়াজিব।

ঘ. যে ব্যক্তি উত্তমরূপে অযু করে সলাতের উদ্দেশ্যে মাসজিদে গমন করে। সে যদি এমতাবস্থায় মারা যায় তাহলে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো আল্লাহর উপর ওয়াজিব।

ঙ. যে ব্যক্তি কোন ইমামের নিকট আসে তাকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং সম্মান দেখানোর উদ্দেশ্যে, সে যদি এমতাবস্থায় মারা যায়। তাহলে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো আল্লাহর উপর ওয়াজিব।

চ. এবং যে ব্যক্তি (নীরবতা অর্জনের জন্য) তার ঘরে বসে থাকে। কোন মুসলমানের গীবত করে না, তার সঙ্গে রাগ করে না বা তার থেকে প্রতিশোধ নেয় না। সে যদি (এমতাবস্থায়) মারা যায় তাহলে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো আল্লাহর উপর ওয়াজিব।^৩ (সহীহাহ্ হা. ৩৩৮৪)

হাদীসটি সহীহ।

³ আমাদের শায়েখ (আলবানী) (র) অত্র হাদীসের (১৭/১১৫১) তাখরীজের শেষে উল্লেখ করেছেন যে, এ তাখরীজ ও তাহকীক্‌র আলোকে সুস্পষ্ট হয় যে, হাদীসটি তার তরীক ও শাহেদের কারণে সহীহ। সুতরাং যঈফুল জামে থেকে একে সহীহুল জামেতে উল্লেখ করা জরুরী। পাঠকের কিতাবটি ব্যক্তিগত হলে একে সংশোধন করে নেয়া আবশ্যিক। উচিত ছিল, অনেক পূর্বেই এ ব্যাপারে এ ধরনের তালীক তাহকীক্‌ হওয়া কিন্তু সবকিছু আল্লাহরই হাতে। (وَمَا تَشَاءُونَ) (رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا وَأَوْحِطْنَا) -তাজরীদকারক

হাদীসটি ইমাম তাবারানী তাঁর আল-মু'জামুল আওসাতের (৪/৪৯১/৩৮৩৪)-এ হাকাম ইবনুল বাশীর ইবনু সালমানের সূত্রে আয়িশা (রা) সূত্রে মারফু'আন রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাকাম সত্যবাদী। তাঁর হাদীসে মুতাবাআত রয়েছে, যা ইবনু খুযাইমাহ তাঁর সহীহ'র হা. ১৪৯৫-এ এবং তাঁর তরীকে ইবনু হিব্বান হা. ১৫৯৫; বাইহাকী (৯/১৬৬-১৬৭); তাবারানী (২০/৩৭/৫৪)-তে রিওয়ায়াত করেছেন।

তাছাড়া হাদীসটি নুরুদ্দীন আল-হাইসামী (র) তাঁর মাজমাউয যাওয়ায়েদের হা: ৬/২৭৭; ইমাম মুনযীরী (র) তাঁর আত্-তারগীব ওয়াত্-তারহীবের (৩/৪৪১); ইমাম আলী মুস্তাকী আল-হিন্দী তাঁর কানযুল উম্মালে হা: ৪৩৫৩৬।

৬১৭- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرِ دُفْنٍ حَدِيثًا فَقَالَ: رَكَعَتَانِ خَفِيفَتَانِ مِمَّا تَحْقِرُونَ وَ تَنْفِلُونَ يُزِيدُهُمَا هَذَا يُشِيرُ إِلَى قَبْرِ فِي عَمَلِهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ بَقِيَّةِ دُنْيَاكُمْ. (الصحيح: ১২৮৮)

৬১৯. আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন সদ্য সমাহিত কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন। এরপর বললেন, সামান্য দু'রাকাত সলাত যাকে তোমরা হালকা এবং নফল মনে কর একে ব্যক্তির আমলে বৃদ্ধি করা তোমাদের দুনিয়ার অবশিষ্ট সবকিছু থেকে তার নিকট সর্বাধিক প্রিয়। (সহীহাহ হা. ১৩৮৮)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইবনু সায়েদ তাঁর যাওয়ায়েদে 'যুহদ' (১/১৫৯)-তে আল-কাওয়াকিব (৫৭৫ নং ৩১ হি:) থেকে উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটির সকল রাবীই সিকাহ এবং মুসলিমের রাবী তবে আররিফায়ী এ হুকুমের অন্তর্ভুক্ত নয়। তাছাড়া আবু নুআঈম তাঁর আখবারে আসবাহান (২/২২৫)-তে এমনিভাবে তাবারানী তাঁর আল-আওসাতে হা: ৯০৭-তে ভিন্ন দুই তরীকায় হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

৬২০- أَنَّ أَبَا بَكْرَةَ جَاءَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاكِعٌ، فَرَكَعَ دُونَ الصَّفِّ، ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّفِّ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتُهُ، قَالَ: أَيُّكُمْ الَّذِي رَكَعَ دُونَ الصَّفِّ ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّفِّ فَقَالَ أَبُو بَكْرَةَ: أَنَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا، وَلَا تَعُدْ. (الصحيحه: ২৩০)

৬২০. আবু বাকরা (রা.) (মাসজিদে এসে) রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রুকুবস্থায় পেলেন। সুতরাং (তাড়াতাড়ি করে) কাতারের বাইরেই তিনি রুকু করে (ধীরে ধীরে) কাতারের সম্মুখে গেলেন। নাবী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সলাত শেষ করে বললেন, কাতারের বাইরে তোমাদের কে রুকু করেছে এবং (ধীরে ধীরে) কাতারে প্রবেশ করেছে? আবু বাকরা বললেন, আমি। অতঃপর নাবী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আল্লাহ তোমার আগ্রহ আরো বৃদ্ধি করুন এবং ভবিষ্যতে আর কখনো এমনটি করবে না। (সহীহাহ্ হা. ২৩০)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি আবু দাউদ তহাবী বাইহাকী এবং ইবনু হাজম আবু বাকরার হাদীস হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটি মুসলিমের শর্তে সহীহ এবং এর আসল বুখারীতে রয়েছে যা আমি আমার সহীহ আবু দাউদে উল্লেখ করেছি। যার নাম্বার ৬৮৪ এবং ৬৮৫।

৬২১- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

سَجَدَتَا السَّهْوِ تُجْزَىٰ فِي الصَّلَاةِ مِنْ كُلِّ زِيَادَةٍ وَنُقْصَانٍ. (الصحيحه: ১৮৮৯)

৬২১. ‘আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সিজদায়ে সাহ (ভুলের কারণে দেয়া দুই সিজদা) সলাতের (সকল) ঘাটতি এবং বৃদ্ধিকে বৈধ করে দেয়।

(সহীহাহ্ হা. ১৮৮৯)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি আবু ই‘য়ালা তাঁর মুসনাদের (১/২১৮); আবু মা‘মার এর সানাদে আয়িশা থেকে মারফু‘আন রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটি সহীহ ও এর সকল রাবী শাইখাইনের রাবী। মুসনাদুল বায্যার হা: ৫৭৪-এ মুহাম্মাদ ইবনু বাক্কার এর তরীকে রিওয়ায়াত করা হয়েছে। হাইহামী (২/১৫১); ইবনু আদী (২/৬৯); তাবারানী তাঁর আল-মু‘জামুল

আওসাতের হা: ৭২৯৬; মুহাম্মাদ ইবনু মাখলাদ তাঁর 'আল মুনতাকা মিন হাদীসিহি' এর (১/২/২); খাতীবে বাগদাদী তাঁর তারীখের (১০/৮০); ইবনু আবী শুরাইহ আল-আনসারী তাঁর جزء بیبی এর (২/১৬৯) এ মানজুরী থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। সহীহ আবু দাউদ হা: ৫৯৪।

৬২২- عَنْ أَبِي مُعَاذٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: شَرَفَ الْمُؤْمِنُ صَلَاتَهُ بِاللَّيْلِ، وَعِزَّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ. (الصحيح: ১৭৩)

৬২২. আবু হুরাইরা (রা.) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত। মুমিনের শ্রেষ্ঠত্ব রাতের সলাত এবং তার সম্মান মানুষের নিকট যা আছে তা থেকে অমুখাপেক্ষী হওয়া। (সহীহাহ হা. ১৯০৩)

হাদীসটি হাসান।

উকাইলী তাঁর 'আয-যুআফা' এর ১২৭ পৃষ্ঠায় হযাহয়া ইবনু উসমানের সানাদে আবু হুরাইরা থেকে মারফুআন রিওয়ায়াত করেছেন। ইবনু তাম্মাম তাঁর 'আল-ফাওয়ায়েদ এর (১৭২/১-২); ইবনু আসাকির তাঁর তারীখে দিমাশকের (৪/৯৯/১, ৮/৩৭/১); এমনিভাবে আবু বকর আশ্-শাফেয়ী তাঁর 'আল-গাইলানিয়াত'-এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। আল-লা'আলী আল-মাসনুআহ (২/২৯)।

আমি (আলবানী) বলব: তবে হাদীসটির অনেক মারফু শাওয়াহেদ বিদ্যমান যার ফলে হাদীসটি হাসান।

৬২৩- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: صَلَّى بِنَا بِالْمَدِينَةِ ثَمَانِيًا وَسَبْعًا: الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ. (الصحيح: ২৭৭০)

৬২৩. ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাদীনায় আমাদের সাথে আট রাকাত এবং সাত রাকাত সলাত আদায় করেছেন (আট রাকাত তথা) যুহর ও আসর। (সাত রাকাত তথা) মাগরিব ও ইশা। (সহীহাহ হা. ২৭৯৫)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি শাইখাইন এবং আবু আওয়ানা তাঁদের সহীহুতে উল্লেখ করেছেন। অন্যান্যরা বিভিন্ন তরুকে হাম্মাদ ইবনু যায়িদ থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। ইরওয়াউল গলীল (৩/৩৬); সহীহ সুনানে আবু দাউদ হা: ১০৯৯; নাসাঈ হাদীসটির সহীহ সানাদে তাঁর সুনানের (১/৯৮)-এ উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া ইবনু আবী শাইবা তাঁর আল-মুসান্নাফের (২/৪৫৬) এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটি সহীহ তবে মা'মুল বিহি নয়। মিনহাজ্জুল মুসলিম ২৪৮ পৃষ্ঠা।

৬২৪- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً مِّنَ الصَّلَوَاتِ (وَفِي رِوَايَةٍ: صَلَاةَ الظُّهْرِ) فَقَامَ مِنْ اثْنَتَيْنِ [وَلَمْ يَجْلِسْ] فَسَبَّحَ بِهِ [فَلَمَّا اعْتَدَلَ مَضَى وَلَمْ يَرْجِعْ] [فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ]، فَمَضَى حَتَّى [إِذَا] فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا السَّلَامُ [وَأَنْتَظَرُ النَّاسُ تَسْلِيْمَهُ] سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ [يُكَبِّرُ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ، وَهُوَ جَالِسٌ] قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ [ثُمَّ سَلَّمَ] [وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ، مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنَ الْجُلُوسِ]. (الصحيح: ২৪৫৭)

৬২৪. আব্দুল্লাহ ইবনু বুহাইনা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে (কোন) এক ওয়াক্ত সলাত আদায় করালেন (অপর বর্ণনায় যুহরের সলাত) এবং দ্বিতীয় রাকাতে (না বসে) দাঁড়িয়ে গেলেন, অতঃপর সুবহানাল্লাহ পড়ে (তাকে) এ সম্পর্কে সতর্ক করা হলো। (যখন সম্পূর্ণ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন তখন এভাবেই সলাত আদায় করতে লাগলেন এবং বৈঠকের উদ্দেশ্য আর ফিরলেন না।) (লোকেরাও তাঁর সঙ্গে দাঁড়িয়ে গেল) এবং অবশিষ্ট সলাত পূর্ণ করল। আর যখন সলাত (এর কার্যাদি) শেষ হবার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছলেন এবং শুধু সালাম বাকি ছিল (এবং লোকেরা তাঁর সালামের অপেক্ষায় ছিল তখন তিনি অতিরিক্ত) দুটি সিজদা করলেন (এবং বসাবস্থায় প্রতি সিজদায় তাকবীর বললেন) সালাম ফিরানোর পূর্বে। (অতঃপর সালাম ফিরান) এবং বসতে ভুলে যাওয়ার কারণে লোকেরাও তাঁর সাথে সিজদা করল।

(সহীহাহ্ হা. ২৪৫৭)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি আব্দুল্লাহ ইবনু বুহাইনা থেকে বর্ণিত তাঁর থেকে আব্দুর রহমান আল-আ'রাজ তিন তরুকে রিওয়ায়াত করেছেন। প্রথমটি: যুহরীর সানাদে যা বুখারী তাঁর সহীহর ৮২৯, ৮৩০ ১২২৪, ১২২৫, ১২৩০, ৬৬৭০-তে; মুসলিম তাঁর সহীহর (১/৮৩-৮৪)-তে; ইবনু হিব্বান তাঁর সহীহর হা: ২৬৬৬ ও ২৬৬৮-তে ও অন্যান্যরা অন্য তরুকে তাঁর থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। ইরওয়াউল গলীল হা. ৩৩৮ (২/৪৫); সহীহ আবু দাউদ হা: ৯৪৬। দ্বিতীয়টি: দহহাক এর সানাদে বর্ণিত যা ইবনু খুযাইমা তাঁর সহীহর (২/১১৫/১০৩০)-তে; হাকিম তাঁর মুসতাদরাকের (১/৩২২)-তে উল্লেখ করেছেন এইটিও সহীহ শাইখাইনের শর্তে।

৬২৫- عَنْ ابْنِ عُمَرَ يَقُولُ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! حَدَّثَنِي حَدِيثًا وَاجْعَلْهُ مُوْجِزًا، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلِّ صَلَاةَ مُودِعٍ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ كُنْتَ لَا تَرَاهُ، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وَأَيْسَ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ تَعِشْ غَنِيًّا وَإِيَّاكَ وَمَا يُعْتَذَرُ مِنْهُ. (الصحيح: ১১১৬)

৬২৫. ইবনু উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট একদিন একজন ব্যক্তি এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাকে একটি হাদীস বলুন এবং সংক্ষেপ করুন। অতঃপর নাবী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, ‘তুমি বিদায়ী শুভেচ্ছা জ্ঞাপনকারীর ন্যায় সলাত আদায় কর। যেন তুমি তাঁকে (আল্লাহকে) দেখছ এবং তুমি যদি তাঁকে না দেখ তবে (মনে কর) তিনি তোমাকে (অবশ্যই) দেখছেন এবং লোকদের নিকট যা আছে তার (আশা) থেকে নিরাশ হয়ে যাও, তাহলে অমুখাপেক্ষী হয়ে জীবন-যাপন করতে পারবে এবং সে জিনিসের ব্যাপারে ক্ষমা চাইতে হয় তা থেকে বিরত থাক। (সহীহাঃ হা. ১১১৪)

হাদীসটি সহীহ।

তারীখে বুখারী (৩/২/২১৬); মুখাল্লিস তাঁর ‘আল-ফাওয়াইদুল মুনতাকা’ (৬/৭৪/২); তাবারানী তাঁর আল-মু‘জামুল আওসাতের হা: ৪৫৮৮; আল কুযায়ী তাঁর ‘মুসনাদুশ শীহাবের (২/৮০); বাইহাকী তার ‘আয-যুহদ’ (১-২/৬২); আল-কাযী আশ-শরীফ আবু আলী তাঁর মশীখতাহ-এর (১/১৭৩/২); ইবনুন নাজ্জার তাঁর যাইলে তারীখে বাগদাদের (১০/৬/১); দিয়া আল-মাকদেসী তাঁর ‘আল-মুখতারাহ’-তে আবু আলী আল-হাসান ইবনু রাশীদ এর সানাদে ইবনু উমার থেকে রিওয়াযাত করেছেন। তাছাড়া হাইসামী তাঁর আল-মাজমাউয-যাওয়ায়েদ এর (১০/২২৯) রিওয়াযাতে করেছেন।

৬২৬- عَنْ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ رَأَى قَوْمًا يَصَلُّونَ فِي الضُّحَى، فَقَالَ: أَمَا لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ الصَّلَاةَ فِي غَيْرِ هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلُ، إِنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَلَاةُ الْإِبْرَةِ بَيْنَ حَيْثُ تَرْمَضُ الْفَصَالُ. (الصحيح: ১১১৬)

৬২৬. কাসিম আশ্-শাইবানী থেকে বর্ণিত। যারিদ ইবনু আরকাম (রা.) কতক লোককে যুহর সলাত আদায় করতে দেখে বললেন, এরা কি জানে না যে, এই সময়ের অন্য সময়েই এই সলাত আদায় উত্তম। কেননা রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘সালাতুল আওয়াবীন’ তখনই (আদায় করবে) যখন উটের বাচ্চা রোদে পুড়তে আরম্ভ করে।

(সহীহাহ্ হা. ১১৬৪)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি মুসলিম তাঁর সহীহর (২/১৭১); আহমাদ তাঁর মুসনাদের (৪/৩৬৬, ৩৬৭, ৩৭০-৩৭৫); ইবনু খুযাইমা তাঁর সহীহর হা: ১১২৭-তে কাসিম আশ্-শায়বানী থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। ইবনু আওয়ানা তাঁর মুসনাদের (২/২৭০ ও ২৭১)-তে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) হাদীসটির সানাদে অনেক মাজাহীল রয়েছে যা আমি ‘সহীহ আবু দাউদ’ এর হা: ১২৮৬-তে উল্লেখ করেছি।

৬২৭- عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ مَرْفُوعًا، قَالَ: صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، وَ جَوْفُ اللَّيْلِ الْآخِرِ أَجْوَبُ دَعْوَةً قَالَ: قُلْتُ: أَوْجِبُهُ؟ قَالَ: لَا، بَلْ أَجْوَبُهُ. يُعْنَى بِذَلِكَ الْإِجَابَةُ. (الصحيح: ১৭১৭)

৬২৭. আমার ইবনু আবাসা (রা.) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত যে, রাতের সলাত দুই দুই রাকাত এবং শেষরাতে দু’আ সবচেয়ে বেশি কবুল করা হয়। বর্ণনাকারী বলেন, আমি বললাম, সর্বাধিক জরুরী? তিনি বললেন, না। বরং সবচেয়ে বেশি কবুল করা হয়। অর্থাৎ এর দ্বারা কবুল হওয়া উদ্দেশ্য। (সহীহাহ্ হা. ১৯১৯)

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদের (৪/৩৭৪)-এ আবুল ইয়ামান এর তরীকে আমার ইবনু আবাসা থেকে মারফুআন রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটি দুর্বল, সানাদে ইবনু আবী মারইয়ামের ইখতেলাতে কারণে। আর এই কারণেই ইমাম হাইসামী হাদীসটি দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে একীন করেছেন। যা হোক সানাদের বিবেচনায় ইসনাদটি দুর্বল। তবে এর প্রথমাংশ নিঃসন্দেহে সহীহ। কারণ এটি সহীহাইনে রয়েছে। আর দ্বিতীয় অংশটি ভিন্ন দুই তরীকে ইবনু আবাসা তাঁর মুসনাদে (৪/১১২ ও ৩৮৫)-এ রিওয়ায়াত করেছেন।

আর এর তৃতীয় আরো একটি তরীক রয়েছে, যা ইমাম তিরমিযী ও অপরাপরগণ উল্লেখ করেছেন। ইবনু খুযাইমা (১/১২৫/১) আর আমি (আলবানী), বলব: পূর্ণ হাদীসটিই সহীহ।

৬২৮- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ خُمْسًا وَعَشْرَيْنَ دَرَجَةً، وَإِنْ صَلَّاهَا بِأَرْضٍ فَلَاةٍ، فَأَتَمَّ وَضُوءَهَا وَرُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا؛ بَلَغَتْ صَلَاتُهُ خَمْسِينَ دَرَجَةً. (الصحيح: ৩৫৭০)

৬২৮. আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কোনো ব্যক্তির জামাতের সলাত আদায় করা তার একাকী সলাতের তুলনায় পঁচিশ গুণ বেশি (সাওয়াব) বৃদ্ধি পায়। কেউ যদি পরিপূর্ণ রুকু-সিজদাহসহ বিজন এলাকায় সলাত আদায় করে, তার জন্য রয়েছে ৫০ গুণ সওয়াব।

(সহীহাহ হা. ৩৪৭৫)

হাদীসটি সহীহ।

সহীহুল বুখারী হা: ৪৫৭; সহীহ মুসলিম হা: ১৫৩৮; হাদীসের শব্দাবলী তাঁর আবু দাউদ হা: ৫৫৯-তে; সহীহ মুসনাদে আহমাদ হা: ৭৪৩০; তাহকীক শুআইব আল-আরনাউত সানাদ বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ। সহীহ ইবনু খুযাইমা হা: ১৪৯০; তাহকীক ডক্টর মুস্তফা আযমী: সানাদ সহীহ। সহীহ ইবনু হিব্বান হা: ২০৭৯, ১৫০৪; মুসনাদে আবু আওয়ানাহ হা: ৯৭৮।

৬২৭- عَنْ قُبَاثِ بْنِ أَشِيْمٍ اللَّيْثِيِّ مَرْفُوعًا: صَلَاةُ رَجُلَيْنِ يَوْمٌ أَحَدُهُمَا صَاحِبُهُ أَزْكَى عِنْدَ اللَّهِ مِنْ صَلَاةِ ثَمَانِيَةٍ تَتَرَى، وَصَلَاةُ أَرْبَعَةٍ يَوْمُهُمْ أَحَدُهُمْ أَزْكَى عِنْدَ اللَّهِ مِنْ صَلَاةِ مِائَةٍ تَتَرَى. (الصحيح: ১৭১২)

৬২৯. কুবাস ইবনু আশয়াম আল-লাইসী (রা.) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত। দু’জন ব্যক্তির সলাত যাদের একজন অপরের সলাতের ইমামতি করে এটা আল্লাহর নিকট আট জনের ধারাবাহিক সলাত অপেক্ষা পবিত্রতর। আর চার জনের সলাত যাদের একজন তাদের সলাতের ইমামতি করে এটা আল্লাহর নিকট একশত জনের ধারাবাহিক সলাত অপেক্ষা পবিত্রতর। (সহীহাহ হা. ১৯১২)

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম বুখারী তাঁর তারীখের (৪/১/১৩২-১৯৩); বাযযার তাঁর মুসনাদের হা: ৪৬১; ইবনু সা'দ তাঁর আত্-ত্বাক্বাত এর (৭/৪১১); দাইলামী তাঁর মুসনাদের (২/২৪৩-২৪৪)-তে আবু খালিদ সাওর ইবনু ইয়াযীদ এর সানাদে মারফু'আন হাদীসটি রিওয়াযাত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটি দুর্বল সানাদে আব্দুর রহমান ইবনু যিয়াদ নামক মাজহুল রাবী থাকার কারণে। ইবনু আবি শাইবা তাঁর আল-মুসান্নাফের (১/১৩১/১); সহীহ আবু দাউদ হা: ৫৬৩।

৬৩- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا: صَلَاةُ الْقَائِمِ عَلَى التَّصْفِ مِنْ

صَلَاةِ الْقَائِمِ. (الصحيح: ৩.৩৩)

৬৩০. আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা.) থেকে মারফু' সূত্রে বর্ণিত। বসে সালাত আদায়কারীর সাওয়াব দাঁড়িয়ে সালাত আদায়কারীর সাওয়াবের অর্ধেক।^৪ (সহীহাহ্ হা. ৩০৩৩)

হাদীসটি সহীহ লিগাইরিহী।

ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদের হা: ১৫৫০১, (২/১৯৩) ৬/৬১, ৭১; বাইহাকী তাঁর আসসুনানুল কুবরার হা: ১৩৬৭; ইমাম ইবনু খুযাইমা তাঁর সহীহর হা: ১২৩৬; ইমাম হাইসামী তাঁর مَجْمَعُ الزَّوَائِد এর (২/১৪৯); ইমাম নাসায়ী তাঁর اللِّئْلِيل এর ২১ অধ্যায়ে; ইমাম তহাবী তাঁর শরহুশুশকিলিল আসারের হা: ৫২৩৩; ইবনু শাইবা তাঁর মুসান্নাফের ২/৫২ এবং ইমাম তাবারানী তাঁর আল-মু'জামের ১৮/২৩৬-তে হাদীসটি রিওয়াযাত করেছেন।

৬৩১- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ الْأَرْقَمِ [عَنْ جَدِّهِ الْأَرْقَمِ] أَنَّهُ

قَالَ: جِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لِي: أَيَّنَ تُرِيدُ؟ فَقُلْتُ: إِلَى بَيْتِ الْمُقَدَّسِ، فَقَالَ: إِلَى تَجَارَةٍ؟ فَقُلْتُ: لَا، وَلَكِنْ أُرِدْتُ أَنْ أَصَلِّيَ فِيهِ. فَقَالَ: صَلَاةُ هَاهُنَا يُرِيدُ الْبَيْتِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ هَاهُنَا يُرِيدُ إِيْلِيَاءَ. (الصحيح: ২৭০২)

^১ হাদীসের টীকাতে শাইখ বলেন, হাদীসটি সহীহাইন সুন্নান ও অন্যান্য হাদীসের কিতাবে একদল সাহাবী থেকে সহীহ সূত্রে রিওয়াযাত করেছেন।-তাজরীদকারক

৬৩১. আব্দুল্লাহ ইবনু উসমান ইবনুল আরকাম (রা.) তাঁর দাদা আরকাম (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট আসলাম। তিনি আমাকে বললেন, কোথায় যাবে? আমি বললাম, বাইতুল মাকদিসের দিকে। তিনি বললেন, ব্যাবসার উদ্দেশ্যে? আমি বললাম, না। তবে আমি সেখানে সলাত আদায়ের ইচ্ছা করেছি। তিনি বললেন, এখানে (মাদীনার দিকে ইশারা করলেন) এক ওয়াক্ত সলাত আদায় সেখানের (বলে ইলীয়া উদ্দেশ্য নিলেন) এক হাজার ওয়াক্ত সলাত অপেক্ষা উত্তম। (সহীহাঃ হা. ২৯০২)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম তহাবী তাঁর শরহ মুশকিলিল আসারে (১/২৪৭); হাকিম তাঁর আল-মুসতাদরাকের (৩/৫০৪); তাবারানী তাঁর আল-মু‘জামুল কাবীরের (১/২৮৫/৯০৭) এবং তাঁর তরীকে আবু নুআঈম তাঁর আল-মারিফার (২/৩৮১/১০০৬)-তে আন্তাফ ইবনু খালিদের তরীকে রিওয়ায়াত করেছেন। হাইসামী তাঁর আল-মাজমাযুয-যাওয়ায়েদ এর (৪/৫)-তে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) হাদীসটি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা পর্যালোচনার পর এটিকে সহীহ বলেছেন। ইবনু হিব্বান হা: ১৬২১; মুসনাদে আবু ইয়াল্লা (২/৩৯৩/১১৬৫); মুসনাদে বাযযার (১/২১৫/৪২৯)।

৬৩২. عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرْفُوعًا صَلُّوا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ مَعَ سُقُوطِ الشَّمْسِ، بَادِرُوا بِهَا طُلُوعَ النُّجُومِ.
(الصحيح: ১৭১৫)

৬৩২. আবী আইযুব (রা.) নাবী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে মারফু সূত্রে বর্ণনা করেন যে, সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে তোমরা মাগরিবের সলাত আদায় কর। নক্ষত্র উদয়ের পূর্বেই তা দ্রুত সম্পন্ন করে ফেল।

(সহীহাঃ হা. ১৯১৫)

হাদীসটি সহীহ।

তাবারানী তাঁর মু‘জামের হা: ৪০৫৮, ৪০৫৯-তে দু’ তরীকে ইয়াযীদ ইবনু আবু হাবীব থেকে মারফুআন রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটি সহীহ ও এর সকল রাবী সিকাহ্। হাদীসটি ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদের (৫/৪১৫); দারাকুতনী তাঁর সুনানের (১/২৬০ মিশর)-এ ইবনু লাহিয়্যার তরীকে ইয়াযীদ ইবনু আবু হাবীব থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। হাইসামী তাঁর আল-মাজমাউয-যাওয়ায়েদের (২/৩১০)-তে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। সহীহ আবু দাউদ হা: ৪৪৪।

৬৩৩- عَنْ أَنَسٍ وَ جَابِرٍ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ وَلَا تَتَرَكُوا النَّوَافِلَ فِيهَا. (الصحيح: ১১১০)

৬৩৩. আনাস ও জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তারা বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা তোমাদের ঘরে (নফল) সলাত আদায় কর এবং ঘরে নফল সলাত আদায়কে পরিহার করনা। (সহীহাহ্ হা. ১১১০)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি দারাকুতনী তাঁর আল-আফরাদে তাখরীজ করেছেন এবং তাঁর থেকে দায়লামী তাঁর মুসনাদুল ফিরদাউস এ মুআল্লাকান (২/১৪১); সাঈদ ইবনু বাযিহ এর তরীকে মারফু'আন রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটির সানাদ সহীহ এবং এর সকল রাবী সিকাহ্ তবে ইবনু ইসহাক মুদাল্লিস। হাদীসটির শাহেদ বিদ্যমান যা মুসলিম তাঁর সহীহর (২/১৮৭); আহমাদ তাঁর মুসনাদের (২/৬, ১২৩); ইবনু উমার থেকে মারফু'আন বর্ণনা করেছেন। সহীহ আবু দাউদ হা: ৯৫৮।

৬৩৪- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: صَلُّوا فِي مَرَاكِحِ الْغَنَمِ وَامْسُحُوا رِغَامَهَا، فَإِنَّهَا مِنْ دَوَابِّ الْجَنَّةِ. (الصحيح: ১১২৮)

৬৩৪. আবু হুরাইরা (রা.) থেকে মারফু' সূত্রে বর্ণিত। তোমরা ছাগলের গোয়ালঘরে সলাত আদায় কর এবং ছাগলের (গায়ের) ধূলো মুছে দাও কেননা ছাগল জান্নাতী পশু। (সহীহাহ্ হা. ১১২৮)

হাদীসটি হাসান।

ইবনু আদি তাঁর কামিলের (১/২৭৬) এবং তাঁর থেকে বাইহাকী তাঁর সুনানের (২/৪৪৯) ও কাসীর ইবনু যারিদ থেকে মারফু'আন রিওয়ায়াত করেছেন। বাযযার তাঁর মুসনাদের হা: ৪৯। খাতীবে বাগদাদী তাঁর তারীখে বাগদাদের (৭/৪৩২)-তে হাদীসটির কয়েকটি মুতাবাআত উল্লেখ করেছেন।

৬৩৫- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْمُرْسِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكَعَتَيْنِ. ثُمَّ قَالَ فِي الثَّلَاثَةِ: لِمَنْ شَاءَ، خَافَ أَنْ يَحْسِبَهَا النَّاسُ سُنَّةً. (الصحيح: ১১৩৩)

৬৩৫. আব্দুল্লাহ আল-মুযানী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমার (সূর্যাস্তের পর) মাগরিবের (সলাতের) পূর্বে দুই রাকাত সলাত আদায় কর। এরপর তৃতীয়বার বললেন, ‘যে চায়’ (পড়ুক)। লোকেরা একে সুন্নাত মনে করবে বলে তিনি আশঙ্কা করলেন। (সহীহাহ্ হা. ২৩৩)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি আবু নসর তাঁর কিয়ামুল লাইল কিতাবের হা: ২৮-এ আব্দুল হারিস ইবনু আব্দুস সামাদ থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। আল্লামা আল-মুকরীযী আহমাদ আলী বলেছেন: হাদীসটি মুসলিমের শর্তে সহীহ।

আমি (আলবানী) বলব, হ্যাঁ, হাদীসটি সহীহ। তাছাড়া হাদীসটি ইবনু হিব্বানের হা: ৬১৭-এ উল্লেখ রয়েছে।

৬৩৬- قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: قَالَ: جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْأُولَى وَالْعَصْرِ، وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، فَقِيلَ لَهُ: فَقَالَ: صَنَعْتُ هَذَا لِكَيْ لَا تَخْرُجُ أُمَّتِي. (الصَّغِيحَةُ: ٢٨٣٧)

৬৩৬. আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা.) বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফজর ও আসর এর মাঝে এবং মাগরিব এবং ঈশার মাঝে ‘জমা’ করেছেন (একত্রে পড়েছেন)। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে, তিনি বলেন, আমি এমনটি করেছি যাতে আমার উম্মতের জন্য কষ্ট না হয়।

(সহীহাহ্ হা. ২৮৩৭)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি তাবারানী তাঁর আল-মু‘জামুল কাবীরের (১০/২৬৯/১০৫২৫); এ ইদরীস ইবনু আব্দুল কারীমের সানাদে রিওয়ায়াত করেছেন। আর আল-আওসাতের (১/৪৬/১)-এ এই হাদীসটিই ভিন্ন তরীকে ইবনু আব্দুল কুদ্দুস থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: এই সানাদটি হাসান এবং আব্দুল কুদ্দুস ব্যতীত এর সকল বর্ণনাকারীই সিকাহ। ইবনু হিব্বান তাঁকে সিকাহ হিসেবে তাঁর ‘আস-সিকাত’ এর (৭/৪৮)-তে উল্লেখ করেছেন। ইরওউল গালীল হা: (৩/৩৪/৫৭৯/২)।

৬৩৭- عَنْ الْأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو وَهُوَ يَعْجُنُ فِي الصَّلَاةِ، يَعْتَمِدُ عَلَى يَدَيْهِ إِذَا قَامَ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْجُنُ فِي الصَّلَاةِ. (الصحيحه: ২৬৭৬)

৬৩৭. আযরাক ইবনু কাইস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনু উমারকে সলাতে দু' হাতে মাটিতে ভর দিতে দেখেছি। দাঁড়ানোর সময় তিনি তার দু'হাতের উপর ভর দিতেন। আমি তাকে বললাম, আবু আব্দুর রহমান! এটা কি করলেন? (উত্তরে) তিনি বললেন, আমি রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সলাতে দু'হাতে মাটিতে ভর দিতে দেখেছি। (সহীহাহ্ হা. ২৬৭৪)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি তাবারানী তাঁর আল-মু'জামুল আওসাতের (১/২৩৯/১)-এ আলী ইবনু সাঈদ আর-রাযীর সানাদে উল্লেখ করেছেন। আযরাক থেকে শুধুমাত্র হাদীসটি হাইসামী রিওয়ায়াত করেছেন এবং ইউনুস ইবনু বুকাইর এক্ষেত্রে মুতাকাররিদ।

আমি (আলবানী) বলব: তবে তিনি সদূকুল হাদীস। তাঁর ক্ষেত্রে সামান্য কালাম রয়েছে যা হাসানুল হাদীস হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক নয়। তবে হাইসামীকে আমি চিনি না।

৬৩৮- عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ: أَخِرُ كَلَامٍ كَتَبَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ اسْتَعْمَلَنِي عَلَى الطَّائِفِ، قَالَ: خُفِّ الصَّلَاةُ عَلَى النَّاسِ، حَتَّى وَقَّتْ (سَبَّحَ اسْمُ رَبِّكَ الْأَعْلَى) وَ(اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ)، وَأَشْبَاهَهَا مِنَ الْقُرْآنِ. (الصحيحه: ২৭১৭)

৬৩৮. উসমান ইবনু আবুল আস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তায়েফে গভরগর বানানোর সময় রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বশেষ আমাকে যে কথা বলেছিলেন, (তা হলো) তিনি বললেন, লোকদের জন্য সলাত সংক্ষেপ করবে এমনকি 'সাববি হিসমা রাব্বিকাল আ'লা', 'ইক্বরা বিসমি রব্বিকাল লাযি খালাকা' এবং এ জাতীয় কুরআনের অন্যান্য সূরা নির্ধারণ করে দিলেন। (সহীহাহ্ হা. ২৯১৯)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদের (৪/২১৮); তাবারানী তাঁর 'আল-মু'জামুল কাবীরের (৯/৩৮-৩৯); ইবনু খয়সামা এর তরীকে রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটি সহীহ এবং এর সকল রাবী সিকাহ। আমি শুধু উল্লিখিত সূরাটির তাওকীতের লক্ষ্যেই হাদীসটিকে এখানে উল্লেখ করেছি। অন্যথায় হাদীসটি মুসলিমে রয়েছে। হাদীসটি সহীহ আবু দাউদের হা: ৫৪১-তেও উল্লেখ করা হয়েছে।

৬৩৯- عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: عَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ مَرِيضًا، وَأَنَا مَعَهُ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ، وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى عَوْذٍ، فَوَضَعَ جَبْهَتَهُ عَلَى الْعُودِ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ فَطَرَحَ الْعُودَ، وَأَخَذَ وَسَادَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعَهَا عَنْكَ. يَغْنَى الْوَسَادَةُ. إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَسْجُدَ عَلَى الْأَرْضِ وَإِلَّا فَأَوْمِرْ بِإِيَاءٍ وَاجْعَلْ سَجُودَكَ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِكَ. (الصحيح: ৩২২)

৬৩৯. ইবনু উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবীদের একজন অসুস্থ ব্যক্তির পরিদর্শনে যান। আমি তাঁর সঙ্গে ছিলাম। রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সল্লাম তার নিকট গেলেন। সে তখন কাঠের উপর সলাত আদায় করছিল এবং কাঠের উপর সে তার ললাট রাখল। তিনি তার দিকে ইশারা করলেন ফলে সে কাঠটি ফেলে দিল এবং (সিজদার উদ্দেশ্যে) বালিশ নিল। রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, মাটিতে সিজদা করতে সক্ষম হলে একে বর্জন কর। অন্যথায় ইশারা করে সলাত আদায় কর। আর তোমার রুকু অপেক্ষায় সিজদা নিচু হয়ে কর। (সহীহাঃ হা. ৩২৩)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম তাবারানী তাঁর আল-মু'জামুল কাবীরের (৩/১৮৯/২)-এ আব্দুল্লাহ ইবনু আহমাদ ইবনু হাশল এর সানাদে ইবনু উমার থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটি সহীহ এবং এর সকল রাবী সিকাহ। আল-মু'জামুল আওসাত (২/১৪৪/১/৭২৩১); মুসনাদে আবু আওয়ানাহ (২/৩৩৮); মুসনাদে বায্যার ৬৬ পৃষ্ঠা।

٦٤- لَا ، وَلَكِنْ تَصَافَحُوا . يَعْنِي لَا يَنْحَنِي لِصَدِيقِهِ ... وَلَا يَلْتَزِمُهُ ، وَلَا يُقَبِّلُهُ حِينَ يَلْقَاهُ . عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَدُنَا يَلْقَى صَدِيقَهُ أَيَنْحَنِي لَهُ قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا ، قَالَ : فَيَلْتَزِمُهُ^٥ وَيُقَبِّلُهُ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَيُصَافِحُهُ قَالَ : نَعَمْ إِنْ شَاءَ . وَالسِّيَاقُ لِأَحَدٍ وَكَذَا التِّرْمِذِيُّ ، لَكِنْ لَيْسَ عِنْدَهُ : إِنْ شَاءَ . (الصحيحه: ١٦٠)

৬৪০. না, বরং তোমরা পরস্পরে মুসাফাহা করবে। অর্থাৎ বন্ধুর জন্য ঝুঁকবে না (প্রণাম করবে না) এবং সাক্ষাতের সময় তাকে চুম্বনও করবে না। আনাস ইবনু মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাদের কেউ তার বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে তার জন্য সে কি ঝুঁকতে (প্রণাম করতে) পারবে? রাসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ‘না’। সে বলল, অতঃপর সে বন্ধুর সঙ্গ দিতে এবং তাকে (তার হাতে) চুম্বন করতে পারবে? রাসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, না। সে বলল, সে কি তার সঙ্গে মুসাফাহা করতে পারবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, যদি চায়। হাদীসের এ বর্ণনাটি ইমাম আহমাদের। তিরমিযীও এমনটি বর্ণনা করেছেন তবে তার নিকট (তার কিতাবে) إِنْ شَاءَ বাক্যটি নেই। (সহীহাহ্ হা. ১৬০)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি ইমাম তিরমিযী তাঁর সুনানের (২/১২১); সুনানে ইবনু মাযাহ হা: ৩৭০২; সুনানে বাইহাকী (৭/১০০) ও মুসনাদে আহমাদের (৩/১৯৮)-তে একাধিক ভরূকে হানযালা ইবনু আব্দুল্লাহ আস-সাদুসীর সানাদে আনাস ইবনু মালিক থেকে

^৫ শাইখ আলবানী (র) সহীহা’র (১/৩০০)-এ বলেন, পূর্ববর্তী হাদীসের টীকাতে বলেন, হ্যাঁ, ইতোপূর্বে উল্লিখিত হাদীসসমূহের আমরা যতগুলো সাওয়াহেদ উল্লেখ করেছি সেগুলোর দিকে তাকালে হাদীসটি শক্তিশালী হয় এবং لَا يَلْتَزِمُهُ শব্দটি নিস্প্রয়োজন বলে মনে হয়। এ কারণে এই মুদ্রণে আমরা শব্দটি ফেলে দেয়াকে শ্রেয় মনে করেছি। আর এদিকে (...) এই চিহ্নের মাধ্যমে ইঙ্গিত করেছি। -তাজরীদকারক

রিওয়াযাত করা হয়েছে। তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন, তাছাড়া আল-মুনতাকার ২/২৮; আল-ফাওয়ায়েদ এর (১/৯৭)-তেও হাদীসটি হানযালার সূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

৬৪১- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا: خِيَارُكُمْ أَلْيُنُكُمْ مَنَاكِبَ فِي الصَّلَاةِ، وَمَا مِنْ خُطْوَةٍ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ خُطْوَةِ مَشَاهِرِ رَجُلٍ إِلَى فُرْجَةٍ فِي الصَّيْفِ فَسَدَّهَا. (الصحيح: ২৫২৩)

৬৪১. আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা.) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত। তোমাদের মধ্যকার উৎকৃষ্ট হচ্ছে ঐসব লোক যারা সলাতের মধ্যে নিজেদের কাঁধ বেশি নরম করে দেয়। যে পা সারির মধ্যকার ফাঁকা জায়গা বন্ধ করার উদ্দেশ্যে বাড়ান হয়, তার চেয়ে অধিক পুরস্কারের পা বাড়ান আর নেই। (সহীহাহ্ হা. ২৫৩৩)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি তাবারানী তাঁর আল-মু'জামুল আওসাতের (১/৩২২); লাইস ইবনু হাম্মাদের সূত্রে আব্দুল্লাহ ইবনু উমার থেকে মারফু আন রিওয়াযাত করেছেন। দাইলামী তাঁর মুসনাদের (৪/২৪)-তে হাদীসটির দ্বিতীয় অংশটি উল্লেখ হয়েছে আর প্রথমটি বায্বারের (যাওয়ায়েদ-৫৮)।

৬৪২- عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ مَرْفُوعًا: خَيْرُ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ بَيُوتُهُنَّ.

(الصحيح: ১৩৭৬)

৬৪২. উম্মু সালামা (রা.) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত। মহিলাদের উত্তম মসজিদ হলো তাদের ঘর (এর নির্জন প্রকোষ্ঠ)। (সহীহাহ্ হা. ১৩৯৬)

হাদীসটি যঈফ।

হাদীসটি ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদে (৬/৩০১)-এ আব্দুর রহমান ইবনু নসর আদ-দিমাশকী তাঁর 'আল-ফাওয়ায়েদ'-এর (১/২২১); ইবনু খুযাইমাহ তাঁর 'সহীহর' হা. ১৬৮৪; ইমাম হাকিম আন-নাইসাবুরী তাঁর 'মুসতাদরাকে' (১/২০৯) এবং ইমাম কুযায়ী (১/১০২) মারফু সূত্রে রিওয়াযাত করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন, সানাদটি যঈফ। কারণ, হাদীসে আবুস সামাহ নামক ব্যক্তির উপস্থিতি রয়েছে। কেননা, একাধিক মুনকার রিওয়াযাত করার কারণে, তিনি যঈফ বা দুর্বল। তবে হাদীসটির একাধিক শাহেদ রয়েছে। যেমন: ইবনু উমার (রা)-এর হাদীস:

لَا تَنْعَوْنَ نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ، وَيُؤْتُهُنَّ خَيْرُ لِهِنَّ

যা সহীহ আবু দাউদ হা. ৫৭৬-তে বর্ণিত হয়েছে।

৬৪৩- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الصَّلَاةُ ثَلَاثَةٌ أَثْلَاثٌ: الطُّهُورُ ثُلُثٌ وَالرُّكُوعُ ثُلُثٌ وَالسُّجُودُ ثُلُثٌ، فَمَنْ أَدَّاهَا بِحَقِّهَا قَبِلَتْ مِنْهُ وَقِيلَ مِنْهُ سَائِرُ عَمَلِهِ وَمَنْ رَدَّتْ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ رَدَّ عَلَيْهِ سَائِرُ عَمَلِهِ. (الصحيح: ২০৩৭)

৬৪৩. আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সলাতের তিনটি এক-তৃতীয়াংশ রয়েছে। পবিত্রতা এক-তৃতীয়াংশ, রুকু এক-তৃতীয়াংশ এবং সিজদা এক-তৃতীয়াংশ। সুতরাং যে সলাতের হক আদায় করে তা পড়ে। তার সলাত কবুল করা হয়। আর যার সলাত কবুল করা হয় তার (অন্যান্য) সকল আমল কবুল করা হয়। আর যার সলাত প্রত্যাখ্যান করা হয় তার (অন্যান্য) সকল আমল প্রত্যাখ্যান করা হয়। (সহীহাহ হা. ২৫৩৭)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি বাযযার তাঁর মুসনাদের (১/১৭৭/৩৪৯) যাকারিয়াহ ইবনু ইয়াহয়া এর সূত্রে আবু হুরাইরা থেকে রিওয়াযাত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: যাকারিয়া ব্যতীত সকলেই সিকাহ ও শায়খাইনের রাবী।

৬৪৪- عَنْ رَجُلٍ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ: أَفْضَلُ الْعَمَلِ الصَّلَاةُ لَوْ قُتِلَتْهَا وَبَرَّ الْوَالِدَيْنِ وَالْجِهَادُ. (الصحيح: ১৫৮৯)

৬৪৪. নাবী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর একজন সাহাবী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো, সর্বোত্তম আমল কি? অতঃপর তিনি বললেন, ‘ওয়াস্তমতো সলাত আদায়, মাতা-পিতার সাথে সদাচারণ করা এবং জিহাদ করা।

(সহীহাহ হা. ১৪৮৯)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদের (৫/৩৬৮)-তে শু'বার সানাদে রিওয়ায়াত করেছেন। হাদীসটির মুতাবাআত বিদ্যমান যা মুসলিম তাঁর সহীহর (১/৬৩)-এ হাসান ইবনু আব্দুল্লাহর তরীকে রিওয়ায়াত করেছেন। স্বয়ং এই হাদীসটিই বুখারী তাঁর সহীহর (২/৯/৫২৭)-এ শু'বার তরীকে রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটি শাইখানের শর্তে সহীহ। খতীব তাঁর তারীখের (১০/২৮৬)-তে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

৬৬৫- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ كَفَّارَاتٌ لِمَا يَبْنَحُنَّ مَا اجْتَنَبْتَ الْكِبَائِرَ وَالْجُمُعَةُ إِلَى
الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ. (الصحيح: ১৭২০)

৬৪৫. আনাস ইবনু মালিক (রা.) রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, পাঁচ ওয়াক্ত সলাত এর মধ্যকার সময়ে যে গুনাহ করা হয়, তা তার কাফফারাস্বরূপ, যে পর্যন্ত কোন কবীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা হয় এবং এক জুমু'আ থেকে অন্য জুমু'আ পর্যন্ত (আদায়কৃত সলাত) কাফফারাস্বরূপ যে পর্যন্ত কোন কবীরা গুনাহ না করা হয়। (সহীহবুখা. ১৯২০)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি আবু নু'আঈম তাঁর 'আল-হিলয়ার' (৯/২৪৯-২৫০)-এ আব্দুল হাকিম এর সূত্রে আনাস থেকে মারফু'আন রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটি দুর্বল। আব্দুল হাকিম যিনি আলকাসমালী নামে প্রসিদ্ধ ইনি যঈফ। তবে যিয়াদ আল-মুনীরী তাঁর মুতাবাআত করেছেন এবং বায্বার তাঁর মুসনাদের হা: ৩৪৭-তে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। সহীহ আবু দাউদ হা. ৯৬৪।

ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহতে হাদীসটি অতিরিক্ত শব্দ সংযোগ করে এভাবে উল্লেখ করেছেন:

مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَبْعَ وَأَنْصَتَ غُفْرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ
الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَمَنْ مَسَّ الْحَصَا فَقَدْ لَغَا.

এবং এই সূত্রে হাদীসটি সহীহ।

৬৪৬. আবু হুরাইরা (রা.) রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলতেন, পাঁচ ওয়াক্ত সলাত, এক জুমু'আ থেকে অপর জুমু'আ পর্যন্ত এবং এক রমযান থেকে অপর রমযান মধ্যকার সময়ে যে গুনাহ করা হয় তার কাফফারাস্বরূপ; যে পর্যন্ত কোন কবীরা গুনাহ না করা হয়। (সহীহাহ্ হা. ৩৩২২)

সহীহ মুসলিম হা: ৫৭৪; হাদীসের শব্দাবলী তাঁর মুসনাদে আহমাদ হা: ৮৭১৫, ৯১৯৭; তাহকীক শুআইব আল-আরনাউত হাদীস সহীহ। সুনানে তিরমিযী হা: ২১৪; ইমাম আবু দৌস আত-তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ।

٦٤٧- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى رَجُلًا يَسْجُدُ عَلَى وَجْهِهِ، وَلَا يَضَعُ أَنْفَهُ، قَالَ: ضَعْ أَنْفَكَ يَسْجُدُ مَعَكَ.

৬৪৭. ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজন ব্যক্তির নিকট আসলেন; যে (শুধু) ললাটের উপর সিজদা করত। নাকের উপর সিজদা করত না। তিনি (তাকে) বললেন, (মাটিতে) তোমার নাক রাখবে, তোমার সাথে সেও সিজদা করবে।

হাদীসটি সहीহ।

হাদীসটি আবু নুআঈম তাঁর 'আখবারে আসবাহানের' (১/১৯২-১৯৩)-তে হামিদ ইবন মাসআদাহ থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসের সানাদ খুবই দুর্বল। সানাদে হরব ইবনু মায়মুন নামক মাতরুক রাবী রয়েছে। ইমাম বাইহাকী হাদীসটি তাঁর সুনানের (২/১০৪)-এ মু'আল্লাকান রিওয়ায়াত করেছেন। তাছাড়া তাবারানী তাঁর আল-মু'জামুল কাবীরের হা: ১১৯১৭-তে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে ইকরিমা নাবী করীম সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে যেই হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন তা মুরসাল ও সহীহুল ইসনাদ।

৬৪৮- عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَأَصْحَابِي الَّذِينَ قَدِمُوا مَعِيَ فِي السَّفِينَةِ نَزُولًا فِي بَقِيعٍ (بُطْحَانَ)، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ، فَكَانَ يَتَنَاوَبُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ كُلَّ لَيْلَةٍ نَفَرٌ مِنْهُمْ، فَوَافَقَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَأَصْحَابِي؛ وَلَهُ بَعْضُ الشُّغْلِ فِي بَعْضِ أَمْرِهِ، فَأَعْتَمَ بِالصَّلَاةِ حَتَّى إِبْهَارَ اللَّيْلِ، ثُمَّ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِهِمْ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ لِمَنْ حَضَرَهُ: عَلَى رِسَالِكُمْ! أَبْشِرُوا، إِنَّ مِنْ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ: أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ يُصَلِّي هَذِهِ السَّاعَةَ غَيْرَكُمْ. أَوْ قَالَ: مَا صَلَّي هَذِهِ الصَّلَاةَ أَحَدٌ غَيْرَكُمْ، لَا يَذَرُنِي أَيُّ الْكَلِمَتَيْنِ قَالَ! قَالَ أَبُو مُوسَى: فَارْجَعْنَا فَرَجَيْنَ بِمَا سَبَعْنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَوْلُهُ: «إِبْهَارَ»؛ أَيُّ: ائْتَصَفَ. وَبَهْرَةٌ كُلُّ شَيْءٍ: وَسَطُهُ. وَقِيلَ: «إِبْهَارَ اللَّيْلِ»؛ إِذَا طَلَعَتْ نَجُومُهُ وَاسْتَنَارَتْ، وَالْأَوَّلُ أَكْثَرُ. (الصحيح: ۳۹۶۹)

৬৪৮. আবু মুসা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং আমার সঙ্গীগণ যারা বাকী (বুতহান এলাকায়) অবতরণের উদ্দেশ্যে আমার সঙ্গে জাহাজে ছিল। নাবী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন মদীনায ছিলেন। তাদের একটি ছোট দল পালাক্রমে প্রতি রাতে ঈশার সলাতের সময় নাবী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট আসতেন (পালাক্রমে) আমি এবং আমার সঙ্গীও তাঁর নিকট আসলাম। তিনি তখন তাঁর কোন এক কাজে ব্যস্ত ছিলেন অতঃপর মধ্য রাত পর্যন্ত সলাতের জন্য বিলম্ব করলেন এরপর নাবী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম (সলাতের উদ্দেশ্যে) বের হয়ে গেলেন এবং তাদের সঙ্গে সলাত আদায় করলেন, সলাত শেষে উপস্থিত লোকদের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা ধীরে সুস্থে সুসংবাদ গ্রহণ কর, তোমাদের প্রতি আল্লাহর এ অনুগ্রহ যে, এ সময়ে তোমাদের ছাড়া আর কোন ব্যক্তি সলাত আদায় করেনি। (আর তোমার এ সলাত আদায় অনেক পুণ্যের অধিকারী হয়েছে)। কিংবা তিনি বললেন, এ

সলাত তোমাদের ছাড়া আর কেউ এখন পড়েনি। বর্ণনাকারী বলেন, আমার জানা নেই যে, উপরিউক্ত কথা দুটির কোনটি (তিনি) বলেছেন। আবু মুসা বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কথা শুনে আমরা প্রফুল্ল মনে (বাড়ি) ফিরলাম। ‘ইবহাররা’ অর্থ মাঝখানে পৌছা। আর প্রত্যেক জিনিসের ‘বাহরাহ’ অর্থ প্রত্যেক জিনিসের মাঝখান। কারো কারো মতে, **إِبْهَارُ اللَّيْلِ** অর্থ নক্ষত্র উদয় হওয়া এবং আলো চারপাশে ছড়িয়ে পড়া। প্রথম অর্থটিই অধিক প্রসিদ্ধ। (সহীহাহ্ হা. ৩৯৬৯)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহর বাবুল মাসাজিদ এর হা: ২২৪; ইমাম আবু আওয়ানা তাঁর মুসনাদের (১/৩৫৪); ইবনু সা‘দ তাঁর আত্-তাবাকাতুল কুবরার হা: ৭৯ (১/৪); ইমাম নববী তাঁর আল-আযকার কিতাবে হা: ৩২৩-তে রিওয়ায়াত করেছেন। তাছাড়া ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদের (৩/২৯২/৩৫৮); ইমাম দারেমী তাঁর সুনানের (১/১৪); ইবনু খুযাইমা তাঁর সহীহর হা: ১০৭; ইমাম আলী মুত্তাকী আল-হিন্দী তাঁর কানযুল উম্মালের হা: ৩৭৮৩৪ এবং আল্লামা যাবীদী তাঁর ইতহাফের (২/৩০৮), (৭/১৭২) এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

৬৬৭- عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ تَشْهَدُ وَتُسَلِّمُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَ عَلَى مَنْ تَبِعَهُمْ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ. (الصحيح: ২৮৭৬)

৬৪৯. উম্মু সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত। নাবী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, প্রতি দুই রাকাতে তাশাহুদ এবং রাসূলগণ ও তাদের অনুসারী আল্লাহর নেক বান্দাদের প্রতি সালাম করতে হয়।^৬

(সহীহাহ্ হা. ২৮৭৬)

হাদীসটি হাসান।

ইমাম তাবারানী হাদীসটি তাঁর আল-মু‘জামুল কাবীরের (৩৩/৩৬৭/৮৬৯)-এ আবু হাম্মাম আল-খারেকীর তরীকে উম্মু সালামাহ থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

^৬ আলী (রা) থেকে হাদীসটির একটি শাহেদ রয়েছে যার তাখরীজ ২৩৭ নং হাদীসে অতিবাহিত হয়েছে। শাইখ আলবানী (র) বলেন, হাদীসটি অত্র কিতাবের ৬৬৪ নং এ অতিবাহিত হয়েছে। -তাজরীদকারক।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটি হাসান। এর সকল বর্ণনাকারী সিকাহ তবে আলী ইবনু যয়িদ কিছুটা দুর্বল। হাইসামী তাঁর আল-মাজমাউয্-যাওয়ায়েদের (২/১৩৯)-তে বলেন, তাকে দিয়ে এহতেজাজ হবে কিনা এ বিষয়ে মতানৈক্য রয়েছে এবং তাকে তাওসীক করা হয়েছে। তিনি (আলবানী আরো) বলেন, আর এ ধরনের ব্যক্তির হাদীস শাহেদ হিসেবে উল্লেখ করা যায়।

৬৫০- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
الْفَجْرُ فَجْرَانِ فَجْرٌ يَحْرُمُ فِيهِ الطَّعَامُ وَتَحِلُّ فِيهِ الصَّلَاةُ وَفَجْرٌ تَحْرُمُ
فِيهِ الصَّلَاةُ وَيَحِلُّ فِيهِ الطَّعَامُ . (الصحيح: ১৭৩)

৬৫০. ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু
‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন, উষা দু’প্রকার:

ক. এমন উষা যাতে খাবার (সাহরী) খাওয়া হারাম এবং সলাত
আদায় বৈধ।

খ. এমন উষা যাতে সলাত আদায় হারাম তবে খাবার খাওয়া
হালাল। (সহীহাহ হা. ৬৯৩)

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম হাকিম তাঁর আল-মুসতাদরাক আলাস সহীহাইনের (১/১৯১)-তে হাদীসটি
রিওয়াযাত করে সহীহ বলেছেন এবং এক্ষেত্রে ইমাম যাহাবী তাঁর আত-তালখীস আল-
মুস্তাদরাকে হাকিমে একে সমর্থন করেছেন। হাদীসটির মুতাবাআত বিদ্যমান যা ইমাম
বাইহাকী তাঁর সুনানের (২/৪৫৭), (২/৩৭৭) ও (৪/২১৬); ইবনু খুযাইমা তাঁর সহীহর
হা: ৩৫৬ এবং ইবনু হাজার তাঁর ফাতহুল বারীর (৪/১৩৬)-তে রিওয়াযাত করেছেন।

৬৫১- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: الْفَجْرُ فَجْرَانِ ، فَجْرٌ يُقَالُ لَهُ : ذَنْبُ السَّرْحَانِ ، وَهُوَ الْكَذِبُ
يَذْهَبُ طَوَّالًا وَلَا يَذْهَبُ عَرْضًا ، وَالْفَجْرُ الْآخِرُ يَذْهَبُ عَرْضًا وَلَا يَذْهَبُ
طَوَّالًا . (الصحيح: ২০২)

৬৫১. জাবির, ইবনু আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,
রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ফজর (প্রভাত) দুই প্রকার:

ক. ফজর, যাকে সুবহে সাদিকের পূর্বক্ষণ (ভোর রাত) বলে।
এটা হলো ফজরে কাযিব। যা লম্বালম্বিভাবে চলে যায় প্রস্থে
নয়।

খ. সর্বশেষ ফজর যা বিস্তৃত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে লম্বালম্বিভাবে নয়।
(সহীহাহ্ হা. ২০০২)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি হাকিম তাঁর ‘মুসতাদরাকের’ (১/১৯১)-তে উল্লেখ করেছেন এবং তাঁর
থেকে বাইহাকী তাঁর সুনানের (১/৩৭৭); দাইলামী তাঁর মুসনাদের (২/৩৪৪)-তে
আব্দুল্লাহ ইবনু রাওহ আল-মাদায়েনী থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। হাকিম হাদীসটিকে
সহীহ বলেছেন। যাহাবীও এক্ষেত্রে তাঁর অনুসরণ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটির সানাদ ভালো এবং এর সকল রাবীর জীবনী
তাহযীবে রয়েছে। ইবনু জারীর তাঁর তাফসীরে (৩/২২৯৫); দারাকুতনী ২৩১ পৃষ্ঠা;
বাইহাকী (১/৩৭৭) ও (৪/২১৫) এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

৬৫২- عَنْ أَبِي قَتَادَةَ بْنِ رَبِيعٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: افْتَرَضْتُ عَلَى أُمَّتِكَ خَسَ صَلَوَاتٍ،
وَعَهْدْتُ عِنْدِي عَهْدًا: أَنَّهُ مَنْ حَافِظَ عَلَيْهِنَّ لَوْ قَتِهِنَّ؛ أَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ،
وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهِنَّ؛ فَلَا عَهْدَ لَهُ عِنْدِي. (الصحيح: ৬০৩৩)

৬৫২. আবু কাতাদা ইবনু রিবয়ী (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ
সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ বলেন, তোমার উম্মতের
উপর আমি পাঁচ ওয়াক্ত সলাত ফরয করেছি এবং প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, যে
ব্যক্তি সময় মতো এগুলোর প্রতি যত্নবান হবে আমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ
করাব। আর যে এগুলোর প্রতি যত্নবান হবে না তার ব্যাপারে আমার কোন
প্রতিশ্রুতি নেই। (সহীহাহ্ হা. ৪০৩৩)

হাদীসটি হাসান।

এর একাধিক সমর্থক হাদীস বিদ্যমান। শাইখ আলবানী হাদীসটির সূত্র সম্পর্কে
মন্তব্য করে বলেন, হাদীসটি সহীহ এবং এর সকল বর্ণনাকারী সিকাহ এবং বিশ্বস্ত।
হাদীসের বিশুদ্ধ গ্রন্থাদীতে এর সমর্থক অসংখ্য হাদীস বিদ্যমান।

৬৫৩- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ كَشْحِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ سَاجِدٌ. (الصحيح: ৩১৭৫)

৬৫৩. আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কেমন যেন রাসূলের সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কটিদেশের শুভ্রতার প্রতি দেখছি (এবং) তিনি তখন সিজদারত ছিলেন। (সহীহাঃ হা. ৩১৭৫)

হাদীসটি সহীহ।

আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা.) মাওকুফ সূত্রে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। এর সকল রাবী সিকাহ এবং গ্রহণযোগ্য। শাইখ আলবানী হাদীসটির সানাৎ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর বলেন, হাদীসটি সহীহর মানদণ্ডে উত্তীর্ণ।

৬৫৪- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ كَبَّرَ ثُمَّ يَسْجُدُ وَإِذَا قَامَ مِنَ الْقُعْدَةِ كَبَّرَ ثُمَّ قَامَ. (الصحيح: ৩১৭৬)

৬৫৪. আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। নাবী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সিজদা করতে চাইলে তাকবীর বলে সিজদা করতেন। আর বৈঠক থেকে উঠার সময় তাকবীর বলে উঠতেন। (সহীহাঃ হা. ৬০৪)

হাদীসটি সহীহ।

আবু হুরাইরা (রা.) মাওকুফ সূত্রে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। হাদীসটির একাধিক মুতাবাআত ও শাওয়াহেদ বিদ্যমান। এর সানাৎদের প্রায় সকলেই সিকাহ। হাদীসটির সানাৎ নিয়ে আলোচনা পর্যালোচনার পর শাইখ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

৬৫৫- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ. (الصحيح: ২৭৭৬)

৬৫৫. আনাস ইবনু মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। নাবী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সলাত শুরু করতেন (তখন) বলতেন—
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ

“সুবহা-নাকা আল্লাহুমা ওয়াবিহামদিকা ওয়া-তাবা রাকাসমুকা ওয়া-তা‘আলা জাদুকা ওয়া-লা ইলাহা গাইরুকা।”

“হে আল্লাহ, তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি, তোমার প্রশংসার সঙ্গে তোমার নাম বরকতময়, উচ্চ তোমার মহিমা এবং তুমি ব্যতীত কোন প্রভু নেই।” (সহীহাহ্ হা. ২৯৯৬)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম তাবারানী তাঁর ‘আদ-দু‘আ’ কিতাবের (২/১০৩৪/৫০৬)-তে মাহমুদ ইবনু মুহাম্মাদ আল-ওসেতী থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটির সানাদ সহীহ। এর সকল রাবীই সিকাহ্ ও পরিচিত। তবে মাহমুদ ইবনু মুহাম্মাদ আল-ওসেতী যাহাবী তাঁকে ‘হাফিজ আল-মুফিদ ও আলিম বলে তাঁর সিয়ারে উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া ফযল ইবনু মুসা তাঁর মুতাবাআত করেছেন। সুনানে দারাকুতনী (১/৩০০/১২) এবং ইবনু আবি হাতিম তাঁর ইলালের (১/১৩৫/৩৭৪)-তে মুআল্লাকান মুহাম্মাদ ইবনু সলতের তরীকে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

৬৫৬- عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِيهِ (طَارِقِ بْنِ أَشِيمٍ) قَالَ كَانَ إِذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ، كَانَ أَوَّلَ مَا يَعْلَمُنَا الصَّلَاةَ، أَوْ قَالَ:

عَلَيْهِ الصَّلَاةُ. (الصحيح: ৩০৩)

৬৫৬. আবু মালিক আল-আশজাজি (রা.) তার পিতা তারেক ইবনু আশয্যাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, কেউ ইসলাম গ্রহণ করলে নাবী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে সর্বপ্রথম সলাত শিক্ষা দিতেন। অথবা বললেন, তাকে সলাত শিক্ষা দিয়েছেন। (সহীহাহ্ হা. ৩০৩০)

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম সুয়ুতী হাদীসটি তাঁর তাফসীর গ্রন্থ আদ-দুররুল মানসুর কিতাবে রিওয়ায়াত করেছেন। হাদীসটির একাধিক মুতাবাআত ও শাওয়াহিদ রয়েছে। আল্লামা নুরুদ্দীন আল-হাইসামী এই অর্থের হাদীস উল্লেখ করত হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। এর শব্দ হলো- كَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَسْلَمَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ

৬৫৭- عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا: كَانَ إِذَا أُعْجِبَهُ نَحْوُ الرَّجُلِ أَمْرُهُ

بِالصَّلَاةِ. (الصحيح: ২৯৫৩)

৬৫৭. আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। কারো কথা পছন্দ হলে তিনি তাকে সলাতের আদেশ করতেন। (সহীহাহ্ হা. ২৯৫৩)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম বুখারী তাঁর তারীখের (১/১/১৮০); বাযযার তাঁর মুসনাদের (১/৩৪৫/৭১৬); আবু নুআঈম তাঁর 'হিলয়াতুল আউলিয়ার' (১/৩৪৩); খতীবে বাগদাদী তাঁর তারীখের (৪/৩৬০)-এ ইয়াহয়া ইবনু আব্বাদ এর তরীকে আনাস (রা.) থেকে মারফুআন রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটি সহীহ এবং এর সকল রাবী সিকাহ। তবে মুহাম্মদ ইবনু উসমানের ক্ষেত্রে কালাম রয়েছে। হাইসামী তাঁর 'আল-মাজমাউয যাওয়ায়েদের (২/২৫১-২৫২)-তে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

৬৫৮- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ يَقُولُ: هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ اللَّيْلَةَ رُؤْيَا وَ يَقُولُ: لَيْسَ يَبْقَى بَعْدِي مِنَ النَّبُوءَةِ إِلَّا الرَّؤْيَا الصَّالِحَةُ. (الصحيحة: ৫৭৩)

৬৫৮. আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফজরের সলাত শেষ করে বলতেন, তোমাদের কেউ কি আজ রাতে কোন স্বপ্ন দেখেছে? এবং বলতেন, আমার পরে ভালো স্বপ্ন ব্যতীত নবুওয়াতের আর কোন চিহ্ন অবশিষ্ট থাকবে না।

(সহীহাহু হা. ৪৭৩)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম মালিক তাঁর মুয়াত্তার (৩/৯৫৬/২)-তে উল্লেখ করেছেন এবং তাঁর থেকে হাকিম তাঁর আল-মুসতাদরাকের (৪/৩৯০-৩৯১)-তে ইসহাক ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু আবু তালহার তরীকে আবু হুরাইরা থেকে মারফুআন রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম হাকিম বলেন: হাদীসটি সহীহুল ইসনাদ এবং যাহাবী এক্ষেত্রে তাঁর মুয়াত্তাকাত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: ইমাম হাকিম যা বলেছেন এটাই ঠিক। হাদীসটির অনেক শাহেদ রয়েছে যা আমি ইরওয়াউল গলীলের হা: ২৫৩৯-তে উল্লেখ করেছি।

৬৫৯- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ: كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الثَّلاثَيْنِ أَوْ فِي الْأَرْبَعِ يَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ أَشَارَ بِأَصْبَعِهِ. (الصحيحة: ২৫৪৮)

৬৫৯. আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রা.) থেকে বর্ণিত। নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'জন কিংবা চারজনের মাঝে বসলে হাতকে তার হাঁটুদ্বয়ের উপর রাখতেন এরপর তাঁর আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতেন।

(সহীহাহু হা. ২২৪৮)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি নাসায়ী তাঁর সুনানের (১/১৭৩); বাইহাকী তাঁর সুনানের (২/১৩২)-তে দুইটি তরীকে ইবনুল মুবারক থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটি মুসলিমের শর্তে সহীহ্। মুসলিম তাঁর সহীহ্ এ ইবনু আজলানের তরীকে রিওয়ায়াত করেছেন। সহীহ্ আবু দাউদ হা: ৯০৮ ও ৯০৯।

৬৬০- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ فِي آخِرِ رَكْعَةٍ قَنَتَ. (الصحيح: ২: ৭১)

৬৬০. আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফজরের সলাতের দ্বিতীয় রাকাতে রুকু থেকে মাথা উঠালে কনুত পড়তেন। (সহীহাহ্ হা. ২০৭১)

হাদীসটি সহীহ্।

হাদীসটি ইবনু নসর তাঁর ‘কিয়ামুল লাইল’ কিতাবের ১৩২ পৃষ্ঠায় মুহাম্মদ ইবনু উবাইদ থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটি মুসলিম-এর শর্তে সহীহ্। হাদীসটি মুসলিম দুইটি তরীকে ইবনু উয়াইনা থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। তাছাড়া মুসলিম, বুখারী (৩/২১৭-২১৮) ও ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদের (২/২৩৫)-তে ভিন্ন তরুকে যুহরী থেকে রিওয়ায়াত করেছেন ইরওয়াউল গলীল (২/১৬০-১৬৪)।

৬৬১- عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: كَانَ إِذَا رَكَعَ؛ لَوَضَبَ عَلَى ظَهْرِهِ مَاءً

(لَا سَقَرًا). (الصحيح: ৩: ৩৩১)

৬৬১. বারী ইবনু আযিব (রা.) থেকে বর্ণিত। নাবী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন রুকু করতেন তখন তাঁর পিঠে পানি ঢালা হলে তা স্থির থাকত। (সহীহাহ্ হা. ৩৩৩১)

হাদীসটি সহীহ্।

ইমাম নুরুদ্দীন আল-হািসামী হাদীসটি তাঁর মাজমাউয্ যাওয়ায়িদ ওয়া মানবাউল ফাওয়ায়িদ এর (২/১২৩)-তে উল্লেখ করেছেন। হাদীসটির সানাদের সকল রাবী সিকাহ্ এবং গ্রহণযোগ্য। আলবানী পর্যালোচনার পর হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন।

২২৬- عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ إِذَا سَلَّمَ لَمْ يَقْعُدْ إِلَّا مَقْدَارَ مَا يَقُولُ: اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَ

الْإِكْرَامِ. (الصحيح: ২: ৭৬)

৬৬২. আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। নাবী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাম ফিরাবার পর এই দু’আ পড়া পরিমাণ সময়ের অধিক বসতেন না “হে আল্লাহ! তুমি শান্তিময় এবং তোমা হতেই শান্তি। তুমি বরকতময়, হে প্রতাপ ও সম্মানের অধিকারী। (সহীহাঃ হা. ২০৭৪)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহর (২/৯৫)-তে; আবু ইয়া‘লা তাঁর মুসনাদের (২২৪/২); ইবনু মানদা তাঁর আত্-তাওহীদের (১/৬১)-তে দুই তরীকে আব্দুল্লাহ ইবনু হারিস থেকে রিওয়ায়াত করেছেন এবং হাদীসের শব্দগুলো মুসলিমের।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটির সানাদ সহীহ মুসলিমের শর্তে। আব্দুল্লাহ ইবনু উমার থেকে হাদীসটির শাহেদ বিদ্যমান যা তিনি মারফু‘আন রিওয়ায়াত করেছেন এবং আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ থেকেও শাহেদ পাওয়া যায় যা ইবনু হিব্বান তাঁর সহীহর হা: ২৩৪৮-তে উল্লেখ করেছেন।

৬৬৩. عَنْ أَبِي رَافِعٍ مَرْفُوعًا: كَانَ إِذَا سَبَّحَ الْمُؤَذِّنُ قَالَ مِثْلَ مَا يَقُولُ، حَتَّى إِذَا بَلَغَ (حَتَّى عَلَى الصَّلَاةِ، حَتَّى عَلَى الْفَلَاحِ) قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. (الصَّحِيحَةُ: ২০৭৫)

৬৬৩. আবু রাফি‘ (রা.) থেকে বর্ণিত। নাবী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মুআযযিনের আযান শুনতেন তখন তাই বলতেন সে (মুআযযিন) যা বলত এমনকি সে যখন “হাইয়া আলাস সলাহ, হাইয়া আলাল ফালাহ” এ পৌছত তখন ‘লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ’ বলতেন। (সহীহাঃ হা. ২০৭৫)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদের (৬/৯)-তে বাগাভী তাঁর ‘আলজা‘ দিয়াতের’ (১০২/২); ইবনুস সুন্নী তাঁর আমালুল যাওমি ওয়াল লায়লার হা: ৮৯-তে শারীক থেকে মারফু‘আন রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটির সানাদ যঈফ, সানাদে আসিম ও শারীক থাকার কারণে আর তারা উভয়েই দুর্বল। তবে মুয়াবিয়াহ ইবনু আবু সুফিয়ান থেকে হাদীসটির শাহেদ পাওয়া যাওয়ার কারণে হাদীসটি সহীহ। দারেমী তাঁর সুনানে (১/২৭৩); ইবনু খুযাইমা তার সহীহর হা: ৪১৬; আহমাদ তাঁর মুসনাদের (৪/৯৮)-তে মুহাম্মাদ ইবনু আমর এর তরীকে রিওয়ায়াত করেছেন।

৬৬৮- عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضُمَرَةَ قَالَ: سَأَلْنَا عَلِيًّا عَنْ تَطَوُّعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّهَارِ، فَقَالَ: إِنَّكُمْ لَا تُطِيقُونَهُ، قَالَ: قُلْنَا: أَخْبِرْنَا بِهِ نَأْخُذَ مِنْهُ مَا أَطَقْنَا، قَالَ: كَانَ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ أَمْهَلَ، حَتَّى إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هُنَا يَعْنِي مِنْ قَبْلِ الْمَشْرِقِ مَقْدَارَهَا مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ هُنَا مِنْ قَبْلِ الْمَغْرِبِ قَامَ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ يُبْهَلُ، حَتَّى إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هُنَا يَعْنِي مِنْ قَبْلِ الْمَشْرِقِ، مَقْدَارَهَا مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ مِنْ هُنَا يَعْنِي مِنْ قَبْلِ الْمَغْرِبِ قَامَ فَصَلَّى أَرْبَعًا، وَأَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَأَرْبَعًا قَبْلَ الْعَصْرِ، يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكَعَتَيْنِ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ، وَالنَّبِيِّينَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، يَجْعَلُ التَّسْلِيمَ فِيْ أُخْرَى. (الصحيح: ২৩৭)

৬৬৮. আসিম ইবনু যামরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আলী (রা.)-কে নাবী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দিনের নফল সলাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, তোমাদের পক্ষে তা আমল করা সম্ভব হবে না। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা বললাম, আপনি বলুন, যা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে কমপক্ষে তা আঁকড়ে ধরব এবং আমল করব। তিনি বললেন, নাবী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফজর সলাত আদায় করে অপেক্ষা করতেন এমনকি সূর্য যখন এখানে অর্থাৎ পূর্বদিকে এসে পড়ে এর (সময়ের) পরিমাণ হলো, আসর থেকে মাগরিব সলাতের পূর্ব পর্যন্ত— এরপর দাঁড়িয়ে দু’রাকা’আত সলাত আদায় করতেন, এরপর (আবার) অপেক্ষা করতেন এমনকি সূর্য যখন এখানে অর্থাৎ পূর্বদিকে এসে পড়ে যার (সময়ের পরিমাণ হলো যুহর থেকে মাগরিব পর্যন্ত তখন দাঁড়িয়ে চার রাকা’আত সলাত আদায় করতেন আর সূর্য ঢলে যাওয়ার পর যুহরের ফরযের পূর্বে চার রাকা’আত, যুহরের ফরযের পরে দু’রাকা’আত এবং আসরের ফরযের পূর্বে চার রাকা’আত সলাত আদায়

করতেন। প্রত্যেক দুই রাকা'আতের মাঝে নৈকট্য লাভকারী ফেরেশতা, নাবীগণ এবং মুসলিমদের মধ্যে যারা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছে তাদের উপর সালাম দেয়ার মাধ্যমে পৃথক করতেন। সর্বশেষ সালাম ফিরাতে। (সহীহাহ্ হা. ২৩৭)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদের হা: ৬৫০ ও ১৩৭৫-তে উল্লেখ করেছেন এবং তাঁর ছেলে যাওয়ায়েদের হা: ১২০২; তিরমিযী তাঁর সুনানের (২/২৯৪/১/১১৩-১১৪); তাঁর থেকে বাইহাকী (২/২৭৩); তিরমিযী তাঁর শামায়েলের (২/১০৩-১০৪)-তে শু'বার ও অন্যান্যদের তরীকে আবু ইসহাক থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। সহীহ আবু দাউদ (১/২০০); আল-মুখতারাহ (১/১৮৭)-তে শু'বার তরীকে উল্লেখ রয়েছে।

৬৬৫- عَنْ جَابِرِ بْنِ سُرَّةَ قَالَ: كَانَ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ تَرَبَّعَ فِي مَجْلِسِهِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ. (الصحيح: ২৭৫৬)

৬৬৫. জাবির ইবনু সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত। নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফজরের সলাত আদায়ের পর নিজ স্থানে সূর্যোদয় পর্যন্ত আসন করে বসে থাকতেন। (সহীহাহ্ হা. ২৯৫৪)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম আবু দাউদ তাঁর সুনানের হা: ৪৮৫০-তে আবু দাউদ আল-হাজরীর তরীকে জাবির ইবনু সামুরাহ থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটি মুসলিমের শর্তে সহীহ। আর আবু দাউদ আল-হাজরীর নাম হলো উমর ইবনু সা'দ। আবু সুফিয়ান থেকে আবু নু'আঈম তাঁর মুতাবা'আত করেছেন। হাদীসটি বুখারী তাঁর 'আল-আদাবুল মুফরাদের হা: ১১৭৯; উল্লেখ করেছেন এবং তাঁর তরীকে মিশযী তাঁর তাহযীবুল কামালের (৭/৪৩৫); তাবারানী তাঁর কাবীরের (৪/১৫/৩৪৯৮)-তে উল্লেখ করেছেন।

৬৬৬- عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ: كَانَ إِذَا صَلَّى هَمَسَ ، فَقَالَ : أَفْطَنْتُمْ لِذَلِكَ؟ إِنِّي ذَكَّرْتُ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ أُعْطِيَ جُودًا مِنْ قَوْمِهِ ، فَقَالَ: مَنْ يَكْفِي هَؤُلَاءِ؟ أَوْ مَنْ يُقَاتِلُ هَؤُلَاءِ أَوْ كَلِمَةً شَبَّهَهَا. فَأَوْحَى اللَّهُ

إِلَيْهِ أَنْ اخْتَرْتُ لِقَوْمِكَ إِحْدَى ثَلَاثٍ: أَنْ أَسْلَطَ عَلَيْهِمْ عَدُوَّهُمْ أَوْ الْجُوعُ أَوْ
 الْمَوْتُ، فَاسْتَشَارَ قَوْمَهُ فِي ذَلِكَ؟ فَقَالُوا: نَكِلُ ذَلِكَ إِلَيْكَ أَنْتَ نَبِيُّ
 اللَّهِ، فَقَامَ فَصَلَّى وَكَانُوا إِذَا فِزَعُوا، فِزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ، فَقَالَ: يَا رَبِّ
 أَمَّا الْجُوعُ أَوْ الْعَدُوُّ، فَلَا وَلَكِنَّ الْمَوْتَ، فَسَلَّطَ عَلَيْهِمُ الْمَوْتَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ،
 فَمَاتَ مِنْهُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا، فَهَمْسَى الَّذِي تَرَوْنَ أَنِّي أَقُولُ: اللَّهُمَّ بِكَ
 أَقَاتِلْ وَبِكَ أَصَاحِلُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ. (الصحيحه: ۱۰۶۱)

৬৬৬. সুহাইব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু
 ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সলাত আদায় করতেন (তখন) ফিসফিস করে
 কি যেন বলতেন। সলাত শেষে তিনি (আমাদেরকে লক্ষ্য করে) বললেন,
 তোমরা কি বুঝতে পেরেছ (আমি কি বলেছি)? আমি এক নাবীর কথা
 স্মরণ করেছি যাকে তার সম্প্রদায়ের লোকদের থেকে (একদল)
 সৈন্যবাহিনী প্রদান করা হয়েছিল। অতঃপর তিনি (এ নাবী) বললেন, কে
 আছে যে, এদের সমতুল্য হতে পারে? বা কে আছে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ
 করবে (এবং বিজয়ী হবে)? অথবা এ জাতীয় (কোন) শব্দ তিনি বললেন।
 অতঃপর আল্লাহ সে নাবীর নিকট ওহী প্রেরণ করলেন যে, তুমি তিনটি
 জিনিসের যে কোন একটিকে নিজের সম্প্রদায়ের জন্য নির্বাচন কর। আমি
 তাদের উপর তাদের শত্রুদের ক্ষমতা প্রদান করব। অথবা ক্ষুধা কিংবা
 মৃত্যু তাদেরকে দিব। সে নাবী এ ব্যাপারে তার সম্প্রদায়ের সঙ্গে পরামর্শ
 করল। তারা (সম্প্রদায়) বলল, বিষয়টির ভার আমরা আপনার নিকটেই
 অর্পণ করছি। আর আপনি আল্লাহর নাবী। অতঃপর সে নাবী সলাতে
 দাঁড়িয়ে গেলেন। আর তারা শঙ্কিত হলে সলাতের প্রতি ধাবিত হত।
 অতঃপর (সে) নাবী বললেন, হে আমাদের প্রভু, ক্ষুধা (এর আযাব) কিংবা
 শত্রু (এর শাস্তি) আমাদেরকে দিবেন না। তবে মৃত্যু ব্যতীত (এর শাস্তি
 ইচ্ছে করলে দিতে পারেন)। অবশেষে আল্লাহ তা‘আলা তিন দিন পর্যন্ত
 মৃত্যু (এর আযাব)কে চাপিয়ে দিলেন। ফলে তাদের ৭০ হাজার মানুষ
 মৃত্যুবরণ করে। (অতঃপর নাবী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,)
 আর আমার ফিসফিস আওয়াজ যা শুনেছ তা হলো আমি এ দু‘আ পড়েছি—

اَللّٰهُمَّ بِكَ اُقَاتِلْ وَبِكَ اُصَلِّ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِكَ.

“হে আল্লাহ! আপনার উপর ভরসা করেই আমরা যুদ্ধ করি এবং আপনার সাহায্যের উপর ভরসা করেই আমরা আক্রমণ করি আপনি ব্যতীত কারও কোন সামর্থ্য নেই, কোন শক্তি নেই।” (সহীহাহ্ হা. ১০৬১)

হাদীসটি^৭ সহীহ।

হাদীসটি ইবনু নসর তাঁর ‘আস-সলাত’ কিতাবের (২/৩৫)-তে ইসহাক ইবনু ইবরাহীম থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটি শাইখানের শর্তে সহীহ। হাদীসটি ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদের (৪/৩৩৩), (৬/৬)-তে আরো ভিন্ন দু’টি তরীকে উল্লেখ করেছেন একটি সুলাইমান ইবনু মুগীরাহ অপরাট হাম্মাদ ইবনু সালামার তরীকে এবং তাঁর থেকে দারেমী তাঁর মুসনাদের (২/২১৭)-তে উল্লেখ করেছেন। আর উভয়টির সানাদই মুসলিমের শর্তে সহীহ।

٦٦٧- عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَاِئِلٍ عَنْ أَبِيهِ . أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ قَبِضَ عَلَى شِمَالِهِ بِبِئْمَنِهِ. (الصعيقة: ٢٢٤٧)

৬৬৭. আলক্বামা ইবনু ওয়ায়িল তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, নাবী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সলাতে দাঁড়াতেন (তখন) ডান হাত দ্বারা বাম হাতের উপর কবযা করতেন। (সহীহাহ্ হা. ২২৪৭)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইয়াকুব আল-ফাসাভী তাঁর আল-মা’রিফার (৩/১২১)-তে উল্লেখ করেছেন এবং তাঁর তরীকে বাইহাকী তাঁর আস্-সুনানুল কুবরার (২/২৮); তাবারানী তাঁর আল-মু’জামুল কাবীরের (১/৯/২২)-তে ভিন্ন তরীকে আবু নু’আঈম থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। নাসায়ী তাঁর সুনানের (১/১৪১); মুসনাদে আহমাদ (৪/৩১৬); ইবনু আবী শাইবা তাঁর আল-মুসান্নাফের (১/৩৯০); বাগাভী তাঁর শরহু-সুন্নাহর (৩/৩০)-তে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

^৭ এমনটি পূর্বোল্লিখিত ২৪৫৯ নং হাদীসে অতিবাহিত হয়েছে এবং অতিসত্তর চারটি হাদীসের পরে পুনরায় উল্লিখিত হবে। -তাজরীদকারক।

৬৬৮. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَتَهَجَّدُ، صَلَّى

رَكَعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ. (الصحيح: ৩১৭৭)

৬৬৮. আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। নাবী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতে তাহাজ্জুদ পড়ে দাঁড়ালে সংক্ষিপ্ত দু’রাকাত সলাত আদায় করতেন। (সহীহাহ্ হা. ৩১৯৯)

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহ-এ صَلَاةُ السَّافِرِينَ-এর ২৬ নং অধ্যায়ের হা: ২০০; ইমাম তিরমিযী তাঁর সুনানের হা: ৩৪২০-এ; ইমাম নাসাই তাঁর সুনানের কিয়ামুল লাইল অধ্যায়ের ১২; ইমাম তহাবী তাঁর শরহু মাআনিল আসারের ১/২৮০; ইমাম যাবিদী তাঁর ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন-এর (৫/১৬৬); ইমাম ইবনু কাসীর তাঁর তাফসীরের (৭/৯৪); ইমাম কুরতুবী তাঁর তাফসীরের ১৫/২৬৫ এবং ইমাম সুয়ূতী তাঁর আদ-দুররুল মানসুরের (৫/৩৩০)-তে রিওয়ায়াত করেছেন।

৬৬৯. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ: كَانَ إِذَا كَانَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا،

قَالَ: سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ. (الصحيح: ২০৮৪)

৬৬৯. আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। নাবী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম রুকু কিংবা সিজদা করলে এ দু’আ পড়তেন, (হে প্রভু!) আমি তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করছি তোমার প্রশংসার সাথে। (তোমার নিকট) ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তোমার নিকট তওবা করছি।

(সহীহাহ্ হা. ২০৮৪)

হাদীসটি হাসান।

তাবারানী তাঁর আল-মু‘জামুল কাবীরের (১/৭২)-তে যাইদ ইবনু আবী উনাইসার থেকে মারফুআন রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটির সানাদ হাসান পর্যায়ে এর সকল বর্ণনাকারীই মুসলিমের শর্তে সিকাহ। হাদীসটির অন্য একটি তরীক রয়েছে যা ইসরাঈল আবু ইসহাক থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। আর এই তরীকটি আহমাদ তাঁর মুসনাদের হা: ৩৬৮৩ ও ৩৭৪৫-তে উল্লেখ করেছেন। আমি (আলবানী) বলব, হাদীসটির রাবী শাইখানের শর্তে সিকাহ।

৬৭০- عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ الْهَنْأِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ قَصْرِ الصَّلَاةِ، وَكُنْتُ أَخْرُجُ إِلَى الْكُوفَةِ فَأُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ حَتَّى أَرْجِعَ؟ فَقَالَ أَنَسٌ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةً ثَلَاثَةَ أَمْيَالٍ، أَوْ ثَلَاثَةَ فَرَاسِخَ (شَكَّ شُعْبَةَ) قَصَرَ الصَّلَاةَ. (وَفِي رِوَايَةٍ): صَلَّى رَكَعَتَيْنِ. (الصحيح: ১৭৩)

৬৭০. ইহইয়া ইবনু ইয়াযীদ আল-হানায়ী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনু মালিককে সলাতের কসর প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করলাম। আর আমার অভ্যাস ছিল কুফায় গেলে (বাড়িতে) ফিরে আসা পর্যন্ত সলাত দুই রাকাত আদায় করতাম। অতঃপর আনাস (রা.) বললেন, রাসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিন মাইল কিংবা তিন ফারসাখ (দূরত্ব মাপের একক বিশেষ) পথ সফরের উদ্দেশ্যে বের হলে (শু‘বার সন্দেহ হয়েছে যে, তিনি কি শব্দ বলেছেন) সলাত কসর করতেন। অপর বর্ণনায় দুই রাকাত আদায় করতেন। (সহীহাঃ হা. ১৬৩)

হাদীসটি সহীহ।

মুসনাদে আহমাদ (৩/১২৯) ও ইবনু আবী শাইবা তাঁর আল-মুসান্নাফের (২/৪৪৩); বাইহাকী তাঁর সুনাের (৩/১৪৬); মুহাম্মাদ ইবনু জা‘ফর থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। মুসলিম তাঁর সহীহর (২/১৪৫); সুনানে আবু দাউদ হা: ১২০১; মুসনাদে আবু ইয়াল্লা (২/৯৯); মুসনাদে আবু আওয়ানা (২/৩৪৬)।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটির সানাদ ভালো এবং এর সকল বর্ণনাকারী সিকাহ ও শাইখানের রাবী আল-হানায়ী ব্যতীত। কারণ আল-হানায়ী মুসলিমের রাবী।

৬৭১- عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى هَمَسَ شَيْئًا لَا أَفْهَمُهُ وَلَا يُخْبِرُنَا بِهِ، قَالَ: أَفْطَنْتُمْنِي قُلْنَا: نَعَمْ. قَالَ: إِنِّي ذَكَرْتُ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ أُعْطِيَ جُنُودًا مِّنْ قَوْمِهِ، (وَفِي رِوَايَةٍ: أَعْجَبَ بِأُمَّتِهِ)، فَقَالَ: مَن يَكْفِي هَؤُلَاءِ؟ أَوْ مَن يَقُومُ لَهُؤُلَاءِ أَوْ غَيْرَهَا مِنَ الْكَلَامِ، (وَفِي الرِّوَايَةِ الْآخَرَى: مَن يَقُومُ لَهُؤُلَاءِ؟ وَلَمْ

يُشَكُّ)، فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِ أَنْ اخْتَرِ لِقَوْمِكَ إِحْدَى ثَلَاثٍ، إِمَّا أَنْ نُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ
 عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ أَوْ الْجُوعَ أَوْ الْمَوْتَ، فَاسْتَشَارَ قَوْمَهُ فِي ذَلِكَ، فَقَالُوا:
 أَنْتَ نَبِيُّ اللَّهِ، فَكُلُّ ذَلِكَ إِلَيْكَ، خَرْنَا. فَقَامَ إِلَى الصَّلَاةِ وَكَانُوا إِذَا
 فَزَعُوا فَزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ فَصَلَّى مَا شَاءَ اللَّهُ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ: أَيُّ رَبِّ! إِمَّا
 عَدُوٌّ مِنْ غَيْرِهِمْ، فَلَا، أَوْ الْجُوعُ، فَلَا، وَلَكِنَّ الْمَوْتَ، فَسَلَّطَ عَلَيْهِمْ
 الْمَوْتَ، فَمَاتَ مِنْهُمْ [فِي يَوْمٍ] سَبْعُونَ أَلْفًا، فَهَمَسَ الَّذِي تَرَوْنَ أَنِّي
 أَقُولُ: اللَّهُمَّ بِكَ أَحُولُ وَلَكَ أَصُولُ وَبِكَ أَقَاتِلُ. (الصحيح: ٢٤٥٩)

৬৭১. সুহাইব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু
 ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সলাত আদায় করতেন তখন ফিসফিস করে
 কি যেন পড়তেন। আমি তা বুঝতাম না। তিনি এ সম্পর্কে আমাদের
 অবহিতও করতেন না (একদিন) তিনি বললেন, তোমরা কি আমার
 বিষয়টি উপলব্ধি করেছ? আমরা বললাম হ্যাঁ, তিনি বললেন, আমি একজন
 নাবীর কথা স্মরণ করেছি যাঁকে তার সম্প্রদায়ের লোকদের থেকে যুদ্ধের
 জন্য একদল সৈন্যবাহিনী প্রদান করা হয়েছিল।

অপর বর্ণনায়: তিনি (সে নবী) তাঁর উম্মতের ক্ষমতা এবং আধিক্যতা
 দেখে বিস্মিত হয়ে পড়েন এবং (এক পর্যায়ে) বলে ফেলেন, কার ক্ষমতা
 আছে এদের মোকাবেলা করার কিংবা কে আছে এদের সাথে পারবে? এবং
 তিনি এতে কোন সন্দেহ করলেন না। অতঃপর আল্লাহ তাঁর নিকট ওহী
 প্রেরণ করলেন এ মর্মে যে, তুমি তোমার উম্মতের জন্য তিনটি জিনিসের
 যে কোন একটিকে বেছে নাও। হয়ত তাদের উপর আমি অন্য কোন
 শত্রুদলকে কর্তৃত্ব দিব, কিংবা ক্ষুধা বা মৃত্যুকে চাপিয়ে দিব। অতঃপর
 তিনি তার সম্প্রদায়ের সঙ্গে এ বিষয়ে পরামর্শ করলে তারা বলে, আপনি
 আল্লাহর নাবী। সুতরাং সবকিছু আপনার হাওলাহ। আপনি আমাদের জন্য
 যা ভালো মনে করেন নির্বাচন করুন। অতঃপর তিনি সলাতে দণ্ডায়মান
 হলেন। আর তাদের অভ্যাস ছিল তারা শঙ্কিত হলে সলাতের প্রতি আশ্রয়
 নিতেন এবং মাশাআল্লাহ সলাত আদায় করলেন। অতঃপর (সলাত শেষে)

বললেন, হে আমার রব! অন্য কোন শত্রুকে আমাদের উপর কর্তৃত্ব প্রদান করবেন না এবং ক্ষুধা (এর কষ্ট)-কেও চাপিয়ে দি়েন না। তবে মৃত্যু ব্যতীত। (ইচ্ছে করলে তা চাপিয়ে দিতে পারেন) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর মৃত্যুকে কর্তৃত্ব প্রদান করলেন ফলে এক দিনেই তাদের সত্তর হাজার লোক মারা যায়। অতঃপর নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আর তোমরা আমার যে ফিসফিস আওয়াজ করতে দেখেছ তা হলো আমি এ দু'আ পড়েছি- 'হে আল্লাহ! আপনার উপর ভরসা করেই আমরা কৌশল অবলম্বন করি, আক্রমণ করি এবং যুদ্ধ করি'। (সহীহাহু হা. ২৪৫৯)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদে (৬/১৬)-তে আব্দুর রহমান ইবনু মাহ্দির সনাদে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটি শাইখাইনের শর্তে সহীহ। মা'মার সাবিত আলবুনানী থেকে হাদীসটির মুতাবাআত করেছেন। তিরমিযী তাঁর সুনানের (২/২৩৬-২৩৭); মুসলিম তাঁর সহীহর (৮/২২৯-২৩৯)-তে হাদীসটিকে ইমাম তিরমিযী হাসান গারীব বলেছেন।

৬৭২- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ أَمْرِ الْقُرْآنِ رَفَعَ صَوْتَهُ، وَقَالَ: (أَمِينَ). (الصَّحِيحَةُ: ٤٦٤)

৬৭২. আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূরা ফাতিহা যখন শেষ করতেন তখন উচ্চস্বরে আমীন বলতেন। (সহীহাহু হা. ৪৬৪)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি ইবনু হিব্বান তাঁর সহীহর হা: ৪৬২; দারাকুতনী তাঁর সুনানের হা: ১২৭; হাকিম তাঁর আল-মুসতাদারাকের (১/২২৩); বাইহাকী তাঁর সুনানের (২/৫৮)-তে ইসহাক ইবনু ইবরাহীম আয-যাবিদীর তরীকে আবু হুরাইরা থেকে মারফু'আন রিওয়ায়াত করেছেন।

^৪ এমনটি পূর্বোল্লিখিত ১০৫৭ নং হাদীসে অতিবাহিত হয়েছে এবং পূর্বোক্ত চারটি হাদীসের পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। -তাজরীদকারক।

ইমাম দারাকুতনী বলেন: হাদীসটির সানাদ হাসান এবং বাইহাকী তাঁর সমর্থন করেছেন।

ইমাম হাকিম বলেন: হাদীসটি সহীহ্ ও শাইখানের শর্তে এবং এক্ষেত্রে যাহাবীও হাকিমের মুয়াফাকাত করেছেন।

শাইখ আলবানী বলেন: হাকিম ও যাহাবী (র)-এর মতো ব্যক্তিদের থেকে এ ধরনের উক্তি প্রকাশ নিতান্তই দুঃখজনক। বরং হাদীসটির সানাদ দুর্বল।

৬৭৩- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَسْرِ بِالْقَدْرِ فَيَأْخُذُ الْعَرَقَ فَيُصِيبُ مِنْهُ، ثُمَّ يُصَلِّي وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَلَمْ يَمْسَ مَاءً. وَفِي رِوَايَةٍ: فَمَا تَوَضَّأَ وَلَا تَمَضَضَ. (الصحيح: ২: ২৪৮)

৬৭৩. আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি পাতিলের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি সেখান থেকে একটি হাড় নিয়ে তা থেকে খেতে লাগলেন। অতঃপর তিনি সালাত আদায় করলেন। কিন্তু অযু করলেন না (খানার জন্যও না সলাতের জন্যও না) এর কোন পানিও স্পর্শ করলেন না। অপর বর্ণনায় অযু করলেন না এবং কুলকুচিও করলেন না। (সহীহাহ্ হা. ৩০২৮)

হাদীসটি সহীহ্।

হাদীসটির সানাদ সহীহ্ এবং এর সকল রাবী শাইখাইনের রাবী এবং সকলেই সিকাহ্ -তবে ইকরিমা ব্যতীত। ইমাম মুসলিম মাকরুনান রিওয়ায়াত করেছেন। হাদীসটি ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদের হা: ২৫২৮২ এবং ২৬২৯৭-তে রিওয়ায়াত করেছেন। তাছাড়া ইবনু আবী শাইবা তাঁর মুসান্নাফের (১/৫০) এবং তাঁর তারীকে আবু ইয়ালা তাঁর মুসনাদের হা: ৪৪৪৯-তে হুসাইনের সূত্রে এ সানাদেই রিওয়ায়াত করেছেন। আর ইমাম বাযযার তাঁর মুসনাদের হা: ২৯৮ এবং বাইহাকী তাঁর সুনানের (১/১৫৪)-তে হাদীসটি ইয়াহয়ার সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

৬৭৪- عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ: كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ تَبُوكَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ زَيْغِ الشَّمْسِ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى أَنْ يَجْمَعَهَا إِلَى الْعَصْرِ فَيُصَلِّيْهَا جَمِيعًا، وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ زَيْغِ الشَّمْسِ عَجَّلَ الْعَصَرَ إِلَى الظُّهْرِ، وَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصَرَ جَمِيعًا، ثُمَّ سَارَ وَكَانَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْعِشَاءِ، وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ عَجَّلَ الْعِشَاءَ فَصَلَّاهَا مَعَ الْمَغْرِبِ. (الصحيح: ১: ১৬৬)

৬৭৪. মুআয ইবনু জাবাল (রা.) থেকে বর্ণিত। গাযওয়ায়ে তাবুকে নাবী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূর্য ঢলার পূর্বে যাত্রা করলে যুহরকে আসর পর্যন্ত বিলম্বিত করতেন এবং যুহর ও আসরের সলাত একত্রে আদায় করতেন। আর সূর্য ঢলার পর যাত্রা করলে আসরের সলাত তুরান্বিত করতেন এবং যুহর ও আসর একসঙ্গে আদায় করতেন এবং এরপর রওনা করতেন। এছাড়াও মাগরিবের পূর্বে যাত্রা করলে মাগরিবকে ঈশা পর্যন্ত বিলম্বিত করতেন। আর মাগরিবের পরে যাত্রা করলে ঈশাকে তুরান্বিত করতেন এবং মাগরিবের সঙ্গে ঈশার সলাত আদায় করতেন।

(সহীহাহু হা. ১৬৪)

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম আবু দাউদ তাঁর সুনানের হা: ১২২০; তিরমিযী তাঁর সুনানের (২/৪৩৮); ইমাম দারাকুতনী তাঁর সুনানের হা: ১৫১; বাইহাকী তাঁর সুনানের (৩/১৬৩) এবং ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদের (৫/২৪১-২৪২)-তে উল্লেখ করেছেন। আর সকলেই কুতাইবা ইবনু সাঈদের তরীকে মুয়ায ইবনু জাবাল থেকে মারফু‘আন রিওয়াযাত করেছেন। তাছাড়া ইমাম মালিক (র.) এর তরীকে মুসলিম ৭/৬০; আবু দাউদ হা: ১২০৬; নাসায়ী (১/৯৮); দারেমী (১/৩৫৬); তহাবী ১/৯৫-তে উল্লেখ রয়েছে।

৬৭৫. عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرِهِ الَّذِي نَامُوا فِيهِ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ ، فَقَالَ : إِنَّكُمْ كُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَرَدَّ اللَّهُ إِلَيْكُمْ أَرْوَاحَكُمْ ، فَمَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ فَلْيُصَلِّهَا إِذَا اسْتَيْقَظَ ، وَمَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا. (المصيبة: ৩৭৭)

৬৭৫. আউন ইবনু আবী জুহাইফা তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, নাবী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সে সফরে তাদের সঙ্গে ছিলেন যে সফরে তারা (সাহাবীগণ এবং নাবী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামও) ঘুমিয়ে ছিলেন, এমনকি সূর্যোদয় হয়ে গিয়েছিল। অতঃপর তিনি বললেন, তোমরা মৃত ছিলে আল্লাহ পুনরায় তোমাদের নিকট তোমাদের রুহসমূহ ফিরিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি সলাত আদায় না করে ঘুমিয়ে যায় জাগ্রত হলে সে যেন এ সলাত আদায় করে। আর যে সলাতের কথা ভুলে যায় স্মরণ হওয়ার পর সে যেন তা আদায় করে। (সহীহাহু হা. ৩৯৬)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি আবু ইয়লা তাঁর মুসনাদের (১/৫৮); তাবারানী তাঁর আল-মু'জামুল কাবীরের (২২/১০৭)-তে আব্দুল জাব্বার ইবনু আব্বাস আল-হামদানী থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: এ হাদীসটির সানাদ ভালো এবং এর সকল রাবী সিকাহ ও শাইখাইনের রাবী। তবে আব্দুল জাব্বার সদূক ও শীয়া। হাইসামী তাঁর আল-মাজমাউয যাওয়ায়েদের (১/৩২২)-তে বলেন, এর সকল রাবী সিকাহ। আমি (আলবানী) বলব, রাবী শীয়া হওয়ায়কে মুহাদ্দেসীনগণ দোষণীয় মনে করেন না।

৬৭৬- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُولُ: كَانَ الْمُؤَذِّنُ يُؤَذِّنُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَصَلَّةِ الْمَغْرِبِ، فَيَتَدَرُّ لُبَابُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّوَارِي، يُصَلُّونَ الرَّكَعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ حَتَّى يَخْرُجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ يُصَلُّونَ، (فَيَجِيءُ الْغَرِيبُ فَيَحْسِبُ أَنَّ الصَّلَاةَ قَدْ صَلَّيَتْ مِنْ كَثْرَةِ مَنْ يُصَلِّيْهَا) وَ(كَانَ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ يَسِيرٌ). (الصحيح: ২৭৬)

৬৭৬. আনাস ইবনু মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগে মুয়াজ্জিন মাগরিবের আযান দিলে, রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বড় বড় সাহাবা (মাসজিদের) খুঁটিসমূহের নিকট ছুটে যেতেন এবং মাগরিবের সলাতের পূর্বে দু'রাকাত সলাত আদায় করতেন। রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আগমনের পূর্ব পর্যন্ত তারা সলাত আদায় করতে থাকতেন। আগন্তুক আসলে এ দু'রাকাত সলাতের মুসল্লীর আধিক্য দেখে মনে করত (মাগরিবের) সলাত শেষ হয়ে গেছে। আর আযান ও ইকামাতের মাঝে সময় ছিল (খুব) অল্প। (সহীহাহ্ হা. ২৩৪)

হাদীসটি গরীব হাসান।

হাদীসটি ইমাম তিরমিযী তাঁর সুনানের (২/৩৭)-তে ইসহাক ইবনু জা'ফর ইবনু মুহাম্মাদ থেকে রিওয়ায়াত করেছেন এবং হাদীসটিকে হাসান গরীব বলেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটির সানাদ ভালো এবং এর সকল রাবী সিকাহ। হাদীসটির আরো তুরূক রয়েছে যা আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত যা ইবনু মাজাহ তাঁর সুনানের (১/৫০৯)-তে উল্লেখ করেছেন। এ সানাদে মুহাম্মাদ ইবনু উমার ছাড়া বাকি সকলেই সিকাহ। সুনানে দারাকুতনী হা: ৩৫৭-৩৫৮।

৬৭৭- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ نَبِيُّكُمْ إِذَا كَانَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا قَالَ: سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ. (الصحيح: ৩.৩২)

৬৭৭. আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন রুকু সিজদা করতেন তখন—

سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.

“সুবহানাকা ওয়া বিহামদিকা আসতাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইকা পড়তেন।”^৯ (সহীহাহ হা. ৩০৩২)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা.) রাসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে মাওকুফান রিওয়ায়াত করেছেন।

শাইখ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। এছাড়াও তিনি বলেন—

هَذَا؛ وَقَدْ تَنَبَّهْنَا بَعْدَ تَخْرِيجِ الْحَدِيثِ أَنَّهُ كَانَ مُخْرَجًا وَمَطْبُوعًا فِي (الْمَجْلَدِ الْخَامِسِ) مِنْ هَذِهِ (السَّلْسِلَةِ) بِرَقْمِ (٥٠)

হাদীসটি ইমাম তাবারানী তাঁর আল-মু’জাম এর (১০/১৯৩) এবং আলী মুত্তাকী আল-হিন্দী তাঁর কানযুল উম্মাল এর হা: ১৭৯২৬-তে রিওয়ায়াত করেছেন।

৬৭৮- إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ الْمُنتَشِرِ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ رَكَعَتَيْنِ، فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ: لَوْلَمْ أَصْلُهَا إِلَّا أَنِّي رَأَيْتُ مَسْرُوقًا يُصَلِّيْهَا ؛ لَكَانَ ثِقَةً، وَلِكِنِّي سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقَالَتْ: كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْعُ رَكَعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ، وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ. (الصحيح: ৩.১৭৪, ২৭২)

^৯ আমাদের শাইখ অত্র হাদীসের (৭/৭১) তাখরীজের শেষে বলেন, হাদীসটি তাখরীজের পরে আমরা অবহিত হতে পেরেছি যে, হাদীসটি সিলসিলার ২০৮৪ নং হাদীসে এবং অত্র কিতাবের ৬৬৯ নং হাদীসে অতিবাহিত হয়েছে।

৬৭৮. ইবরাহীম ইবনু মুহাম্মাদ ইবনুল মুনতশির তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি আসরের সলাতের পর দু'রাকাত সলাত আদায় করতেন। তাকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, মাসরুককে এ দুই রাকাত সলাত আদায় করতে দেখাটাই আমার এ সলাত এর বৈধতার প্রমাণের জন্য যথেষ্ট ছিল। কিন্তু (না) আমি আয়িশা (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলাম তিনি বললেন, নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফজরের পূর্বে দু'রাকাত এবং আসরের পরে দু'রাকাত (সলাত) কখনো ছাড়তেন না।

(সহীহাহ্ হা. ২৯২০, ৩১৭৪)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইবনু আবী শাইবা তাঁর আল-মুসান্নাফের (২/৩৫২)-তে আফফানের সনাদে রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটি শাইখাইনের শর্তে সহীহ। ইসহাক ইবনু ইউসুফ হাদীসটির মুতাবাআত করেছেন। তাবারানী তাঁর মু'জামে (৫/২৬০) এবং আহমাদ তাঁর মুসনাদের (৪/১৫৫)-তে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। আমি (আলবানী) বলব, হাদীসটির একাধিক রিওয়ায়াত রয়েছে।

৬৭৭- عَنْ عَائِشَةَ: كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّي فِي حُفْنًا.

(الصحيح: ৩৩২১)

৬৭৯. 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের লেপে কখনো সলাত আদায় করতেন না। (সহীহাহ্ হা. ৩৩২১)

হাদীসটি সহীহ।

'আয়িশা (রা.) রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে মাওকুফান রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম আবু দাউদ হাদীসটি তাঁর সুনানের কিতাবুত-তাহারাত এর ১৩৩ অধ্যায়ে এবং সলাত অধ্যায়ের ৮৭-এ নাসায়ী তাঁর সুনান এর ৮/২১৭; ইমাম বাইহাকী তাঁর আস-সুনানুল কুবরা এর ২/৪১০; আবু দাউদ তাঁর সুনানের হা: ৩৬৮-তে حُفْنًا শব্দে রিওয়ায়াত করেছেন।

৬৮০- عَنْ أَنَسٍ: كَانَ لَا يَقْنُتُ إِلَّا إِذَا دَعَا لِقَوْمٍ، أَوْ دَعَا عَلَى قَوْمٍ.

(الصحيح: ৬৩৭৭)

৬৮০. আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন সম্প্রদায়ের জন্য দু'আ কিংবা বদ-দু'আ করা ব্যতীত কখনো কুনুত (এ নাযেলা) পড়তেন না। (সহীহাহ্ হা. ৬৩৯)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি আনাস (রা.) মাওকুফ সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন।

শাইখ আলবানী (র.) হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন এবং হাদীসটি তাঁর সহীহাতে দু'ভাবে ভিন্ন শব্দে বর্ণিত হয়েছে, **أَوْدَعَا عَلِيَّ قَوْمٍ** এবং **كَانَ لَا يَقْنُتُ إِلَّا إِذَا دَعَا لِقَوْمٍ**।
এবং **كَانَ لَا يَقْنُتُ إِلَّا أَنْ يَدْعُوَ لِأَحَدٍ**, **أَوْ يَدْعُوَ عَلَى أَحَدٍ** শব্দে।

৬৮১- عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نَصْنَعَ الْمَسَاجِدَ فِي دُورِنَا وَأَنْ نُصَلِّحَ صُنْعَتَهَا وَنُطَهِّرَهَا. (الصحيح: ২৭২৬)

৬৮১. উরওয়া ইবনুয যুবাইর তাঁর নিকট বর্ণনাকারী রাসূলের সাহাবী থেকে তিনি বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে আমাদের বসবাসের স্থানে মাসজিদ নির্মাণ এর নির্মাণকে সুন্দরকরণের এবং মাসজিদকে পবিত্র রাখার আদেশ করতেন।

(সহীহাহু হা. ২৭২৪)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদের (৫/৩৭১)-তে ইবনু ইসহাকের সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: সানাট হাশান এবং ইবনু ইসহাক ব্যতীত বাকি সকলেই সিকাহ ও শাইখাইনের রাবী। ইবনু ইসহাক হলেন হাসানুল হাদীস।

৬৮২- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ. (الصحيح: ৩০৬০)

৬৮২. আবু সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত। নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সফরে দুই ওয়াক্তের সলাত একত্রে এক সঙ্গে আদায় করতেন।

(সহীহাহু হা. ৩০৪০)

হাদীসটি সহীহ।

ড° আইব আল-আরনাউত মুসনাদে আহমাদের তাহকীকে লিখেছেন যে, হাদীসটি সহীহ এবং এর সানাট শাইখাইনের শর্তে সহীহ -তবে যায়িদ নামক রাবী ব্যতীত। হাদীসটি ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদের হা: ১৮৭৪ এবং আব্দুর রাযযাক তাঁর **المصنف**-এর হা: ৪৪০৪-তে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। হাদীসটির মুত্তাফাকু আলাইহি।

এর শাহেদ রয়েছে যা ইবনু হিব্বান তাঁর সহীহর হা: ১৫৯২ এবং মুসলিম ভিন্ন সানাতে মুআয (রা.) থেকে হা: ৭০৬-তে রিওয়ায়াত করেছেন।

৬৮৩- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ: كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ أَنْ يَلْبِسَهُ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ لِيَحْفَظُوا عَنْهُ. (الصحيحه: ১৬০৭)

৬৮৩. আনাস ইবনু মালিক আল-আশআরী (রা.) থেকে বর্ণিত। নাবী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর পাশে মুহাজির এবং আনসারদের থাকাকে পছন্দ করতেন। যাতে করে তারা তাঁর থেকে (শোনা বিষয়কে) মুখস্ত করতে পারে। (সহীহাহ্ হা. ১৪০৯)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইবনু মাজাহ তাঁর সুনানের হা: ৯৭৭; ইবনু হিব্বান তাঁর সহীহর হা: ৮৭; হাকিম তাঁর আল-মুসতাদরাকের (১/২১৮)। আহমাদ তাঁর মুসনাদে একাধিক তরুকে হুমাইদ আত্‌তাভীল থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

ইমাম হাকিম বলেন: হাদীসটি শাইখানের শর্তে সহীহ এবং এক্ষেত্রে যাহাবী হাকিমের মুআফাকাত করেছেন।

৬৮৪- عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُنَا عَامَّةً لَيْلِهِ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ؛ لَا يَقُومُ إِلَّا لِعُظْمِ صَلَاةٍ.

(الصحيحه: ৩০২৫)

৬৮৪. ইমরান ইবনু হুসাইন (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম অধিকাংশ রাতে আমাদেরকে বানী ইসরাঈলের গল্প শুনাতেন। সলাতের মহত্ত্বের কারণে উঠতেন না (বরং গল্প শুনাতেন এবং সলাতের অপেক্ষা করতেন)। (সহীহাহ্ হা. ৩০২৫)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম আহমাদ (র) তাঁর মুসনাদ এবং তাবারানী তাঁর কাবীরে; ইমাম বায্‌যার তাঁর মুসনাদে; তহাবী তাঁর শারহে মুশকিলিল আসারে; ইবনু আদী তাঁর কামেলে আবু হিলাল আল-রাফেঈ থেকে রিওয়ায়াত করেছে।

মুহাক্কীক শু‘আইব আল-আরনাউত এ হাদীসটিকে মুসনাদে আহমাদের টীকায় সহীহ বলেছেন। মুসনাদে আহমাদ হা: ১৯৯২১, ১৯৯৯০ (৩৩/১৪৯, ১৯৬); মুসনাদে বায্‌যার ৩৫৯৬; তহাবী ১৩৭; তাবারানী (১৮/৫১০); কামেল (৬/২২২১)।

৬৮৫- عَنْ سَالِمِ أَبِي النَّضْرِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْرُجُ بَعْدَ الْبَدَاءِ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَإِذَا رَأَى أَهْلَ الْمَسْجِدِ قَلِيلًا؛ جَلَسَ حَتَّى يَرَى مِنْهُمْ جَمَاعَةً ثُمَّ يُصَلِّي، وَكَانَ إِذَا خَرَجَ فَرَأَى جَمَاعَةً، أَقَامَ الصَّلَاةَ. (الصحيح: ৩২১৭)

৬৮৫. সালিম আবুন-নাযর থেকে বর্ণিত। আযান শুনার পর নাবী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাসজিদের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যেতেন। মাসজিদে (যাওয়ার পর) মুসল্লী কম দেখলে বসে একদল মুসল্লীর অপেক্ষা করতেন এরপর সলাত আদায় করতেন। আর সলাতের উদ্দেশ্যে বের হয়ে (মাসজিদে এসে) একদল মুসল্লী পেলে সলাত আদায় করাতেন।

(সহীহাহ্ হা. ৩২১৯)

হাদীসটি হাসান।

হাফিয় ইবনু হাজার আল-আসকালানী (র) (বুখারী শরীফের) তাঁর ব্যাখ্যা গ্রন্থ ফাতহুল বারীতে এই হাদীসটি উল্লেখ করেছেন ২য় খণ্ডের ১১০ পৃষ্ঠায় (দারুল ফিকর)।

৬৮৬- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ فَيَبْدَأُ بِالصَّلَاةِ، فَإِذَا صَلَّى صَلَاتَهُ وَسَلَّمَ قَامَ [قَائِمًا] [عَلَى رِجْلَيْهِ]، فَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ [بَوَجْهِهِ] وَهُمْ جُلُوسٌ فِي مُصَلَّاهُمْ، فَإِنْ كَانَ لَهُ حَاجَةٌ بِبَعْثِ ذِكْرِهِ لِلنَّاسِ، أَوْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِغَيْرِ ذَلِكَ أَمْرَهُمْ بِهَا، وَكَانَ يَقُولُ: تَصَدَّقُوا تَصَدَّقُوا تَصَدَّقُوا. وَكَانَ أَكْثَرُ مَنْ يَتَصَدَّقُ النِّسَاءَ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ. (الصحيح: ২৭৬৮)

৬৮৬. আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। নাবী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরবানীর ঈদের দিন এবং রোযার ঈদের দিন বের হতেন এবং প্রথমে সলাত শুরু করতেন। যখন সলাত সম্পন্ন করতেন উঠে দাঁড়াতেন এবং জনতার দিকে (চেহারা) ফিরাতে। আর লোকেরা তখন নিজ নিজ সলাতের স্থানে বসে থাকত। তখন তাঁর কোথাও সৈন্য প্রেরণের প্রয়োজন থাকলে লোকদের তা বলতেন, আর এছাড়া অন্য কোন প্রয়োজন

থাকলেও তাদেরকে তার নির্দেশ দিতেন। তিনি এটাও বলতেন যে, ‘দান কর! দান কর! দান কর!!!’ আর দানকারীদের অধিকাংশই হত মহিলা। অতঃপর তিনি বাড়ি ফিরতেন। (সহীহাহ্ হা. ২৯৬৮)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি মুসলিম তাঁর সহীহর (৩/২০)-তে নাসায়ী তাঁর আস-সুগরা ও কুবরার (১/৫৪৯/১৭৮৫); ইবনু মাজাহ তাঁর সুনানের হা: ১২৮৮; ইবনু খুযাইমাহ তাঁর সহীহর হা: ১৪৪৯; ইবনু হিব্বান তাঁর সহীহর ৩৩১১; বাইহাকী তাঁর সুনানের (৩/২৯৭); আব্দুর রাজ্জাক তাঁর আল-মুসান্নাফের (৩/২৮০/৫৬৩৪) এবং তাঁর থেকে আহমাদ তাঁর মুসনাদের (৩/৫৪); ইবনু আবী শাইবা তাঁর মুসান্নাফে একাধিক তরুকে দাউদ ইবনু কাইস থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

৬৮৭- عَنْ عَامِرِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْطُبُ بِمُخَصَّرَةٍ فِي يَدِهِ ۖ (الصحيح: ৩.৩৭)

৬৮৭. আমির ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবাইর তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নাবী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর হাতে যষ্টি নিয়ে খুতবা দিতেন। (সহীহাহ্ হা. ৩০৩৭)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি ইবনু সা‘দ তাঁর আত্-তাবাকাত এর (১/২/৯৮)-তে ইমাম বাগাভী তাঁর মাসাবীহুস সুনান এর (৪/২৪৩)-তে ইমাম নুরুদ্দীন আল-হাইসামী তার মাজমাউয-যাওয়ায়েদ ওয়া মানবাউল ফাওয়ায়েদ এর (২/১৮৭)-তে। এয়াড়াও মুসনাদে ইমাম বাযযার (১/৩০৬-৩০৭); আবুশ শাইখ তাঁর আখলাকুন নাবী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর ১২৮ পৃষ্ঠায় ইবনু লাহী‘আহ’র তরুকে বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া এই শব্দেই হাফীয ইবনু হাজার যাওয়ায়েদে মুসনাদে বাযযারের (১/২৯৪/৪৪৮)-এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

৬৮৮- عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ عَلَى أَيْتِي الْكَفِّ. (الصحيح: ২.৭৭৬)

৬৮৮. বারা ইবনু আযিব (রা.) থেকে বর্ণিত। নাবী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাতের তালুর লেজদ্বয়ের উপর সিজদা করতেন। (সহীহাহ্ হা. ২৯৬৬)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইবনু খুযাইমা তাঁর সহীহর (১/৩২৩/৬৩৯)-তে উল্লেখ করেছেন এবং তাঁর ভরীকে ইবনু হিব্বান তাঁর সহীহর হা: ৪৯০; হাকিম তাঁর 'আল-মুসতাদরাকের (১/২২৭) এবং তাঁর থেকে বাইহাকী তাঁর সুনানের (২/১০৭); আহমাদ তাঁর মুসনাদের (৪/৩৯৫)-তে একাধিক তরুকে হুসাইন ইবনু ওয়াকিদ থেকে মারফু'আন উল্লেখ করেছেন। ইমাম হাকিম বলেন: হাদীসটি শাইখাইনের শর্তে সহীহ এবং এক্ষেত্রে যাহাবী তাঁর মুআফাকাত করেছেন।

৬৮৭. عَنْ أَنَسٍ: كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً. (الصحيح: ৩১৬)

৬৮৯. আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিকে সালাম ফিরাতেন। (সহীহাহ হা. ৩১৬)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি তাবারানী তাঁর আলমু'জামুল আওসাতের (১/৪২/২)-তে মুয়াজ থেকে মারফু'আন রিওয়ায়াত করেছেন। হাদীসটি হামীদ থেকে শুধু আব্দুল ওহাবই মারফু'আন রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: তিনি সিকাহ তাছাড়া হাদীসটি বাইহাকী তাঁর সুনানের (২/১৭৯)-তে আবু বাকর ইবনু ইসহাকের সানাদে রিওয়ায়াত করেছেন। নসবুর রায়াহ (১/৪৩৩-৪৩৪); দিরায়াহ ৯০ পৃষ্ঠা; মাজমাউয্-যাওয়ায়েদ (২/১৩৪-১৪৬)।

৬৯০. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي أَنْزَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَ يُشِيرُ بِأَصْبَعِهِ السَّبَّاحَةِ فِي الصَّلَاةِ. (الصحيح: ৩১৮)

৬৯০. আব্দুর রহমান ইবনু আবযা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর তর্জনী আঙ্গুলী দ্বারা সলাতে ইশারা করতেন। (সহীহাহ হা. ৩১৮)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি সহীহ তবে সানাদটি দুর্বল। আবু সাঈদ আল-খুযাই, নামক রাবী এর তরজমায় ইমাম বুখারী তাঁর ভরীখে কাবীরের (৩/২৯৬) এবং ইবনু আবী হাতিম তাঁর আলজারহ ওয়াত-তা'দীল এর (৯/৩৭৮)-তে উল্লেখ করেছেন এবং তাঁর সম্পর্কে কোনো জরাহ তা'দীল উল্লেখ করেন নি। হাদীসটি ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদের হা: ১৫৩৬৮; ইমাম বুখারী তাঁর التَّارِيخُ الْكَبِيرُ এর (৩/২৯৬)-এ ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ এর সূত্রে এবং একই কিতাবের (৩/২৯৬)-তে শাইবান এর সূত্রে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

৬৯১- عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِمَكَّةَ رَكَعَتَيْنِ يَغْنَى الْفَرَائِضَ، فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ، وَفُرِضَتْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ أَرْبَعًا، وَثَلَاثًا، صَلَّى وَتَرَكَ الرَّكَعَتَيْنِ كَانَ يُصَلِّيهِمَا بِمَكَّةَ تَمَامًا لِلْمُسَافِرِ. (الصحيح: ২৮১৫)

৬৯১. আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কায় ফরয সলাত দুই রাকাত দুই রাকাত আদায় করতেন। অতঃপর যখন (হিজরত করে) মদীনায় এলেন এবং তার উপর ৪ রাকাত ও ৩ রাকাত ফরয করা হলো তখন ৪ রাকাত ও ৩ রাকাত আদায় করতেন এবং দুই রাকাত পড়া ছেড়ে দিলেন তবে মক্কায় মুসাফির হিসেবে দুই রাকাত আদায় করতেন। (সহীহাহ্ হা. ২৮১৫)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম আবু দাউদ আত্-তায়ালেসী তাঁর মুসনাদের হা: ১৫৩৫-তে, হাবিব ইবনু ইয়াযীদ আল-আনমাতের সানাদে উল্লেখ করেছেন।

শাইখ আলবানী বলেন: হাদীসটির সকল বর্ণনাকারীগণ সিকাহ ও মুসলিমের রাবী তবে আনমাতী এর ক্ষেত্রে কালাম রয়েছে। হাদীসটি ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদের (৬/২৭২)-তে ভালো সানাদে উল্লেখ করেছেন।

৬৯২- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ وَأَبِي بَشِيرٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي بِهِمْ ذَاتَ يَوْمٍ، فَمَرَّتْ امْرَأَةٌ بِالْبُطْحَاءِ، فَأَشَارَ إِلَيْهَا أَنْ تَأْخِرِي، فَرَجَعَتْ حَتَّى صَلَّى، ثُمَّ مَرَّتْ.

(الصحيح: ৩০৬২)

৬৯২. আব্দুল্লাহ ইবনু যায়িদ এবং আবু বাশীর আল-আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন সাহাবীদের নিয়ে সলাত আদায় করছিলেন। এমতাবস্থায় একজন মহিলা সমভূমি দিয়ে যাচ্ছিল। তিনি তাকে দেরি করতে ইশারা করলেন। সুতরাং সে (মহিলা) (না যেয়ে) ফিরে গেল এমনকি তিনি সলাত শেষ করলেন। অতঃপর সে (মহিলা) গেল। (সহীহাহ্ হা. ৩০৬২)

হাদীসটি সহীহ।

একাধিক সাহাবী হাদীসটি রিওয়াযাত করেছেন তন্মধ্যে আব্দুল্লাহ ইবনু যায়িদ এবং আবু বাশীর আল-আনসারী অন্যতম। একাধিক মুতাবাআত এবং শাওয়াহেদের কারণে হাদীসটি সহীহ।

৬৭৩- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عِنْدَ الْمَقَامِ، فَمَرَّ بِهِ أَبُو جَهْلٍ بْنُ هِشَامٍ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَلَمْ أَتُكَلِّمْكَ عَنْ هَذَا؟! وَتَوَعَّدَهُ، فَأَغْلَظَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانْتَهَرَهُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ يَا شَيْءٍ تَهْدِدُنِي؟! أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَكْثَرُ هَذَا الْوَادِي نَادِيًا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ (فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ. سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ). قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَوْ دَعَا نَادِيَهُ أَخَذَتْهُ زَبَانِيَةُ الْعَذَابِ مِنْ سَاعَتِهِ. (الصحيح: ২৭৫)

৬৯৩. ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাকামে ইবরাহীমের নিকট সলাত আদায় করতেন। একদিন আবু জাহল ইবনু হিশাম তার পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিল। (তাকে সলাত আদায় করতে দেখে) সে বলল, মুহাম্মাদ! আমি না তোমাকে এ (এখানে সলাত আদায়) থেকে নিষেধ করেছি? এবং তাকে সে ভয় দেখালো। অতঃপর রাসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সঙ্গে রূঢ়ভাবে কথা বললেন এবং তিরস্কার করলেন। অতঃপর আবু জাহল বলল, মুহাম্মাদ! তুমি আমাকে কিসের ভয় দেখাচ্ছে? আল্লাহর কসম এ উপত্যকার সবচেয়ে বেশি সভাসদ আমার। অতঃপর আল্লাহ অবতীর্ণ করেন, (অতএব সে তার সভাসদদেরকে আহ্বান করুক। আমিও আহ্বান করব জাহান্নামের প্রহরীদের।) ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন, সে যদি তার সভাসদদের আহ্বান করত তাহলে তখন আযাবের প্রহরীরা তাকে পাকড়াও করত। (সহীহা হা. ২৭৫)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম তিরমিযী তাঁর সুনানের (২/২৩৮)-তে এবং ইবনু জারীর তাঁর তাফসীরের (৩/১৬৪)-তে একাধিক তুরূকে দাউদ ইবনু আবু হিন্দ এর সানাদে ইবনু আব্বাস থেকে রিওয়াযাত করেছেন।

শাইখ আলবানী বলেন: হাদীসটি মুসলিমের শর্তে সহীহ। ইমাম তিরমিযী বলেন: হাদীসটি হাসান গরীব সহীহ। এছাড়াও হাদীসটি রিওয়াযাত করেছেন ইমাম বুখারী এবং তাবারানী তাঁর আল-মু'জামুল কাবীরের (৩/১৪১/১)-তে।

৬৭৬- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي، فَإِذَا سَجَدَ وَكَبَّ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَى ظَهْرِهِ، فَإِذَا أَرَادُوا أَنْ يَمْنَعُوهُمَا أَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنْ دَعَوْهُمَا، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ، وَضَعَهُمَا فِي حَجْرَةٍ، وَقَالَ: مَنْ أَحْبَبَنِي فَلْيَحِبِّ هَذَيْنِ. (الصحيح: ৩১২)

৬৯৪. আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সলাত আদায় করতে লাগলেন। তিনি যখন সিজদা করলেন তখন হাসান ও হুসাইন (দুই ভাই) তাঁর পিঠে লাফিয়ে পড়লেন। লোকেরা তাদেরকে নিষেধ করতে চাইলে তাদেরকে ছেড়ে দেয়ার জন্য লোকদের প্রতি তিনি ইশারা করলেন। অতঃপর তিনি সলাত শেষ করে তাদেরকে কোলে তুলে নিয়ে বললেন, যে ব্যক্তি আমাকে ভালোবাসে সে যেন তাদের উভয়কেও ভালোবাসে।^{১০}

(সহীহাহ্ হা. ৩১২)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি ইবনু খুযাইমাহ তাঁর সহীহর হা: ৮৮৭ এবং আবু ইয়ালা তাঁর মুসনাদের (২/৬০)-এ আলী ইবনু সালিহ থেকে রিওয়াযাত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটি হাসান এবং এর সকল রাবী সিকাহ। আর আসিম ইবনু আবিন নাজুদ এর ক্ষেত্রে কালাম রয়েছে এবং এতে কোনো সমস্যা নেই। আর আলী ইবনু সালিহ সিকাহ।

৬৭৫- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَائِمًا [تَطَوُّعًا، وَالْبَابُ فِي الْقِبْلَةِ] [مُغْلَقٌ عَلَيْهِ]، فَاسْتَفْتَحْتُ الْبَابَ، فَمَشَى عَلَى يَمِينِهِ أَوْ شِمَالِهِ، فَفَتَحَ الْبَابَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَكَانِهِ.

(الصحيح: ২৭১৬)

¹⁰ একরূপ হাদীসটি সহীহার ৪০০২ নং হাদীসে এবং অত্র কিতাবের ৭০০ নং হাদীসে সত্ত্বর আসছে। -তাজরীদকারক।

৬৯৫. আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন নফল সলাত দাঁড়িয়ে আদায় করছিলেন (ঘরের) দরজা (ছিল) ক্বিবলার দিকে এবং বন্ধ, আমি দরজা খুলতে চাইলাম। অতঃপর তিনি তাঁর ডান বা বাম পায়ে হেঁটে দরজা খুলে পুনরায় নিজ স্থানে ফিরে এলেন। (সহীহহু হা. ২৭১৬)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম নাসাঈ তাঁর সুনানের (১/১৭৮); ইবনু হিব্বান তাঁর সহীহর হা: ৫৩০; বাইহাকী তাঁর সুনানের (২/২৬৫); আহমাদ তাঁর মুসনাদের (৬/১৮৩ ও ২৩৪); আবু ইয়া‘লা তাঁর মুসনাদের (৩/১০৮৮) এবং ইসহাক ইবনু রাহভিয়া তাঁর মুসনাদের (৪/৬৪/২, ১২৮/১)-তে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটির সানাদ ভালো এবং এর সকল রাবী শাইখাইনের রাবী -বরদ ব্যতীত। তবে তার মাঝে সামান্য দুর্বলতা থাকলেও তিনি সিকাহু। তিনি (আলবানী) আরো বলেন, দাউদ ইবনু মানসুরের রিওয়ায়াতে আমি হাদীসটির অন্য আরেকটি তরীক পেয়েছি।

৬৭৬- قَابُوسٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَرْسَلَ أَبِي، امْرَأَةً إِلَى عَائِشَةَ يَسْأَلُهَا: أَيُّ الصَّلَاةِ كَانَتْ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُوَاطَّبَ عَلَيْهِ؟ قَالَتْ: كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا يُطِيلُ فِيهِنَّ الْقِيَامَ وَ يُحْسِنُ فِيهِنَّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، فَأَمَّا مَا لَمْ يَكُنْ يَدْعُ صَحِيحًا وَلَا مَرِيضًا وَلَا غَائِبًا وَلَا شَاهِدًا، فَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ. (الصحيح: ২৭০৫)

৬৯৬. কাবুস (রা.) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন: কোন্ (সুন্নাত) সালাত নিয়মিত আদায় করাকে রাসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম অধিক পছন্দ করেন, এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করার জন্য আমার পিতা একজন মহিলাকে আয়িশা (রা.)-এর নিকট প্রেরণ করেন। তিনি বলেন, তিনি যুহরের (ফরয সালাতের পূর্বে চার রাকাত সালাত দীর্ঘ কিয়াম করে আদায় করতেন এবং তাতে তিনি যথাযথভাবে রুকু ও সিজদা আদায় করতেন। তবে যে সালাত তিনি সুস্থতা, অসুস্থতা, সফর ও মুকীম কোন অবস্থাতেই ছাড়তেন না সেটা হলো ফজরের পূর্বে দু’রাকাত।

(সহীহহু হা. ২৭০৫)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদের (৬/৪৩); তাবারানী তাঁর আল-মু'জামুল আওসাতের হা: ৭৬১০; খতীবের বাগদাদী তাঁর তারীখে বাগদাদের (৬/২৮৪-২৮৫)-তে আবু কাবুসের তরীকে সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটির সকল রাবী সিকাহ। তবে কাবুস দুর্বল। কিন্তু হাদীসটি আয়িশা (রা.) থেকে একাধিক তরুকে সাবেত হওয়ার কারণে আমার কাছে সহীহ।

৬৭৭- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ بَعْدَ الزَّوَالِ أَرْبَعًا، وَيَقُولُ: إِنَّ أَبْوَابَ السَّمَاءِ تُفْتَحُ [فِيهَا]، فَأُحِبُّ أَنْ أَقْدِمَ فِيهَا عَمَلًا صَالِحًا. (الصحيح: ৩৬০৬)

৬৯৭. আব্দুল্লাহ ইবনুস সাইব (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ার পর যুহরের (ফযর সালাতের) পূর্বে চার রাকাতাত সালাত আদায় করতেন। তিনি (আরো) বলেছেন: এটি এমন সময়, যে সময় আসমানের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করা হয়। সুতরাং এ সময়ে আমি নেক আমল অথ্রে প্রেরণ করাকে ভালোবাসি।

(সহীহাহ্ হা. ৩৪০৪)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি শু'আইব আল-আরনাউত তাঁর তাহকীকে হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। সানাদের মুহাম্মাদ ইবনু মুসলিম রাবী বিতর্কিত হলেও সানাদের বাকি সকলেই শাইখাইনের রাবী। হাদীসটি ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদের হা: ১৫৩৯৬; তিরমিযী তাঁর সুনানের হা: ৪৭৮; শামায়েলের হা: ২৮৯; নাসায়ী তাঁর সুনানুল কুবরা'র হা: ৩৩১; আবু দাউদ আত-তয়ালেসীর তরীকে বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি হাসান গরীব এবং এর একাধিক شواهد বিদ্যমান।

৬৭৮- عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ. (الصحيح: ২১৩২)

৬৯৮. আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাগরিব ও ইশার মাঝে সালাত আদায় করতেন। (সহীহাহ্ হা. ২১৩২)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি ইবনু নসর তাঁর কিয়ামুল লাইল কিতাবের ৩২ পৃষ্ঠায়; ইমাম বাইহাকী তাঁর সুনানের (৩/২০)-এ মানসুর ইবনু সুকাইর থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: সানাদটি যঈফ। সানাদে উমারা ইবনু যাযান নামক রাবী রয়েছেন যিনি সদূক ও সাইয়িউল হিফয এবং মানসুর ইবনু সুকাইর যঈফ। তবে হাদীসটির একাধিক শাওয়াহেদ রয়েছে যার একটি উবাইদ মাওলান নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত। অপরটি হুযাইফা (রা) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত। প্রথমটি সুযুতী তাঁর 'আল-জামে'-তে এবং তাবারানী তাঁর আল-কাবীরে উল্লেখ করেছেন। আর ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদে (৫/৪৩১); বাইহাকী 'তাইমীর' সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। দ্বিতীয়টি ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদে ও অন্যান্যরা, তাঁদের হাদীস গ্রন্থে সহীহ সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন যে সম্পর্কে تَخْرِيجُ التَّرْغِيْبِ কিতাবের (১/২০৫-২০৬)-তে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

৬৯৯- عَنِ الْبِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيْفَ كَانَ يُصَلِّي؟ فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّي الْهَجِيرَ، ثُمَّ يُصَلِّي بَعْدَهَا رَكَعَتَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّي الْعَصْرَ، ثُمَّ يُصَلِّي بَعْدَهَا رَكَعَتَيْنِ. قُلْتُ: فَقَدْ كَانَ عَمْرٌ يَضْرِبُ عَلَيْهَا، وَيَنْهَى عَنْهَا؟! فَقَالَتْ: كَانَ عَمْرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُصَلِّيهِمَا، وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّيهِمَا، وَلَكِنْ قَوْمُكَ أَهْلُ الْيَمَنِ قَوْمٌ طَغَامٌ، يُصَلُّونَ الظُّهْرَ، ثُمَّ يُصَلُّونَ مَا بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَيُصَلُّونَ الْعَصْرَ، ثُمَّ يُصَلُّونَ مَا بَيْنَ الْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ، فَضَرَبَهُمْ عَمْرٌ، وَقَدْ أَحْسَنَ. (الصحيح: ৩৬৮৮)

৬৯৯. মিকদাম ইবনু শুরাইহ (রা.) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি আয়িশা (রা.)-কে রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সলাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন যে, তিনি কিভাবে সলাত আদায় করতেন? (উত্তরে) তিনি বলেন, তিনি যুহরের সলাত আদায় করতেন এবং এরপর দু'রাকাত সলাত আদায় করতেন। অতঃপর আসরের সলাত আদায় করতেন এবং আসরের পরে (আরো) দু'রাকাত সলাত আদায় করতেন।

আমি বললাম, উমার (রা.) তো এ দু'রাকাত সলাত আদায় করতে নিষেধ করতেন এবং সলাত আদায়কারীকে প্রহার করতেন? আয়িশা (রা.) বললেন, উমার নিজে এ সলাত আদায় করতেন এবং তিনি জানতেন যে, রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ সলাত আদায় করেছেন। কিন্তু তোমার সম্প্রদায় ইয়ামানবাসীরা হলো সাধারণ মানুষ। তারা যুহর আদায়ের পর আসর ও মাগরিবের মাঝে সলাত আদায় করে তাই উমার তাদেরকে প্রহার করেছেন এবং খুব ভালো করেছেন। (সহীহাহ্ হা. ৩৪৮৮)

হাদীসটি সহীহ।

সানাদের রাবী মুসআব ইবনু মিকদাম মুখতালাফী হলো হাসানুল হাদীস। তাঁর মুতাবাআত বিদ্যমান। আর অবশিষ্ট সকলেই সিকাহ। হাদীসটি ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদের হা: ২৬১৬৭; ইমাম তহাবী তাঁর শরহে মাআনিল আসারের (১/৩০১)-এ সংক্ষেপে এবং শরহে মুশকিলিল আসার হা: ৫২৮৩-তে উসমান ইবনু উমার আল-আবদীর তরীকে ইসরাঈল থেকে অত্র সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া তাবারানী তাঁর الْأَوْسَطُ এর হা: ২১৬২-তে বর্ণনা করেছেন।

৭..- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ يُصَلِّيُ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ يَلْعَبَانِ وَيَقْعَدَانِ عَلَى ظَهْرِهِ، فَأَخَذَ الْمُسْلِمُونَ يُبَيِّطُونَهُمَا؛ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: ذَرُوهُمَا بِأَبِي وَأُمِّي مِنْ أَحَبَّتِي؛ فَلْيُحِبَّ هَذَيْنِ. (الصحيح: ৬০২)

৭০০. আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সলাত আদায় করতেন আর হাসান হুসাইন (দুই ভাই) খেলা করত; এমনকি তাঁর পিঠের উপর এসে বসত। অতঃপর মুসলমানরা তাদেরকে সরিয়ে দিত। তিনি সলাত শেষ করে বলতেন, তাদেরকে ছেড়ে দাও। আমার মাতা-পিতার শপথ যে আমাকে ভালোবাসে সে যেন তাদেরকেও ভালোবাসে।” (সহীহাহ্ হা. ৪০০২)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি ইমাম আবু নুআঈম আল-আসবাহানী তাঁর আল-হিলয়াতুল আউলিয়া ফী তাবাতুল আসফিয়ার (২/৪১৫)-এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

¹¹ অনুরূপ হাদীস সহীহার ৩১২ নং হাদীসে এবং অত্র কিতাবের ৬৯৪ নং হাদীসে অতিবাহিত হয়েছে। -তাজরীদকারক

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটির মুতাবাআত রয়েছে। মুতাবাআত করেছেন, আবু বকর ইবনু আবী শাইবাহ তাঁর আল-মুসান্নাফের (১২/৯৫/১২২২৩); ইবনু খুযাইমাহ তাঁর সহীহ'র (৮৮৭); ইবনু হিব্বান তাঁর সহীহর (২২৩৩)-এ তৃতীয় তরীকে ইবনু আইয়্যাশ-এর সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি বলব, ইসনাদটি হাসান।

৭.১- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا يَقُولُ : «لَا تُبَادِرُوا الْإِمَامَ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ : إِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا ، وَإِذَا قَالَ : وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا : (أَمِينَ) ؛ فَإِنَّهُ إِذَا وَافَقَ كَلَامَهُ كَلَامَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ [مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ] ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا ، وَإِذَا قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا : (اللَّهُمَّ رَبَّنَا ! وَلَكَ الْحَمْدُ) ، وَلَا تَرْفَعُوا قَبْلَهُ ، [وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا] » . (الصحيحه: ৩৬৭১)

৭০১. আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে বলতেন, তোমরা ইমামের আগে রুকু সিজদা করবে না। ইমাম 'আল্লাহু আকবার' বললে তোমরা 'আল্লাহু আকবার' বলবে। ইমাম যখন 'ওলাদদাললীন' বলবেন তখন তোমরা (আমীন) বলবে। কারণ যার (আমীন বলার) কথা ফেরেশতাদের (আমীন বলার) কথার সঙ্গে হবে তার পূর্বের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। আর ইমাম রুকু করলে তোমরা রুকু করবে এবং ইমাম যখন 'সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলে, তখন তোমরা 'আল্লাহুম্মা রব্বানা ওয়া লাকাল হামদু' বল। তার (ইমামের) পূর্বে রুকু থেকে উঠবে না এবং সে সিজদা করলে তোমরা সিজদা করবে। (সহীহাহ্ হা. ৩৪৬)

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি তাঁর সহীহর ২০ নং অধ্যায়ের ৮৭ ও ৮৮ নং হাদীসে; ইমাম ইবনু খুযাইমাহ তাঁর সহীহ এর হা: ১৫৭৬; মিশকাত গ্রন্থের প্রণেতা তাঁর মেশকাতুল মাসাবীহ এর হা: ১১৩৮-তে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদের (২/৪৪০); ইমাম বাইহাকী তাঁর আস-সুনানুল কুবরার (২/৯২) এবং আলী আল-মুত্তাকী আল-হিন্দী তাঁর কানযুল উম্মালের হা: ২০৪৯৪-তে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

৭০২. عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَ يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ، [وَالرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ] (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) وَ (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ). (الصحيح: ৩৩২৪)

৭০২. ইবনু উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। নাবী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফজরের দুই রাকাতাতে (এবং মাগরিবে পরের দুই রাকাতে ‘কূল ইয়া আইয়্যুহাল কাফিরুন’ এবং ‘কূলহু ওয়াল্লাহু আহাদ’ পাঠ করতেন।
(সহীহাহ হা. ৩৩২৮)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম আবু বকর ইবনু আবী শাইবা তাঁর মুসান্নাফ গ্রন্থের হা. ২৪২ (দারুল ফিকর) রিওয়ায়াত করেছেন এবং ইমাম তহাবী (র) তাঁর শরহু মাআনিল আসারের ১ম খণ্ডের ২৯৮ পৃষ্ঠায় (বইরুত) রিওয়ায়াত করেছেন।

৭০৩. عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ (سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى) وَ (هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ). (الصحيح: ১১৬০)

৭০৩. আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। নাবী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুহর ও আসরের সলাতে ‘সাব্বিহিসমা রব্বিকাল ‘আলা’ এবং ‘হালআতাকা হাদীসুল গাশীয়াহ’ পাঠ করতেন। (সহীহাহ হা. ১১৬০)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম বাযযার তাঁর মুসনাদের হা: ৬১; মুহাম্মদ ইবনু মা‘মারের সূত্রে আনাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: সানাদটি শাইখাইনের শর্তে সহীহ। তবে হাম্মাদ ইবনু সালামা নামক রাবী মুসলিমের রাবী।

৭০৪. عَنْ وَرَادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: أَمَلَى عَلَيَّ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فِي كِتَابٍ إِلَى مُعَاوِيَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَ يَقُولُ فِي دُبْرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ (حِينَ يُسَلِّمُ): لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا

شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطَى لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

(الصحيحه: ১৭১)

৭০৪. মুগীরা ইবনু শু'বা (রা.) এর লেখক (ওলিদ) বলেন, মুগীরা ইবনু শু'বা মু'আরিয়া (রা.)-এর নিকট যে পত্র প্রেরণ করেছিলেন তিনি আমাকে তার শ্রুতলিপি লেখালেন যে, নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক ফরয সলাতের পর যখন (সালাম ফিরাতেন) এ দু'আ পড়তেন যে, “আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তিনি একক তাঁর কোন অংশীদার নেই, তাঁরই (এই মহাবিশ্বের) রাজত্ব, তাঁরই প্রশংসা এবং তিনি সর্বশক্তিমান। হে আল্লাহ! তুমি যা দিতে চাও তা কেউ রোধ করতে পারে না। আর তুমি যা রোধ করতে চাও তা কেউ দিতে পারে না এবং কোন সম্পদশালীর সম্পদই তোমা থেকে তাকে রক্ষা করতে পারে না।”

(সহীহাহ্ হা. ১৯৬)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম বুখারী তাঁর সহীহর (২/২৬৪-২৬৫); মুসলিম তাঁর সহীহর (২/৯৫); আবু দাউদ তাঁর সুনানের (১/২৩৬); নাসাই তাঁর সুনানের (১/১৯৭); ইবনু সুন্নি আমালুল ইয়াউমি ওয়াল-লাইলার হা: ১১২ এবং আহমাদ তাঁর মুসনাদের ৪/২৪৫, ২৪৭, ২৫০, ২৫১, ২৫৪, ২৫৫-তে ওয়ালিদ এর সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন।

৭০৫. عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: كَانَ يَقُومُ فَيُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ [عَلَى خَيْرَتِهِ]، (قَالَتْ مَيْمُونَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا) وَأَنَا نَائِمَةٌ إِلَى جَنْبِهِ، [مُفْتَرِشَةً بِحِذَاءِ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ]، فَإِذَا سَجَدَ أَصَابَنِي [طَرْفٌ] ثَوْبُهُ وَأَنَا حَائِضٌ.

(الصحيحه: ৩২৬৩)

৭০৫. নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর স্ত্রী মাইমুনা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম খেজুর পাতার ছোট চাটাইয়ের উপর দাঁড়িয়ে তাহাজ্জুদের সলাত আদায় করতেন (মাইমুনা (রা.) বলেন,) আর আমি তাঁর পাশেই রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সিজদার জায়গা বরাবর শুয়ে থাকতাম। তিনি সিজদা

করলে তাঁর কাপড়ের পার্শ্ব আমার শরীরে লাগত আর আমি তখন ছিলাম ঋতুবর্তী। (সহীহাহ্ হা. ৩৩৪৩)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম কুরতুবী তাঁর তাফসীর গ্রন্থের ১৪শ খণ্ডের ৩৩২ পৃষ্ঠায়; ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদ গ্রন্থের ৬ষ্ঠ খণ্ডের ৩৩১ পৃষ্ঠায়; ইমাম বুখারী তাঁর সহীহ গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ১৩৭ পৃষ্ঠায় এবং হাফিয় ইবনু হাজার আল-আসকালানী তাঁর সহীহ বুখারীর ব্যাখ্যা গ্রন্থ ফাতহুল বারীর ১ম খণ্ডের ৫৯০ পৃষ্ঠায় রিওয়াযাত করেছেন। মুহাক্কিক শু'আইব আল-আরনাউত মুসনাদে আহমাদের টীকায় হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

৭.৬- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَامُ وَهُوَ سَاجِدٌ، فَمَا يَعْرِفُ نَوْمَهُ إِلَّا بِنَفْخِهِ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُضِيئُ فِي صَلَاتِهِ.

(الصحيح: ২৭২৫)

৭০৬. আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সিজদারত অবস্থায় ঘুমাতেন। (নাকের) ফুঁ ফুঁ আওয়াজ ব্যতীত তাঁর ঘুম বুঝা যেত না। এরপর দাঁড়িয়ে আবার সলাত আদায় করতেন। (সহীহাহ্ হা. ২৯২৫)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি ইমাম বাগাভী (র) তাঁর শরহুস সুন্নাহর ১ম খণ্ডের ৩৩ পৃষ্ঠায় এবং হাফিয় আবু বকর ইবনু আবী শাইবা তাঁর মুসান্নাফ গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ১৩৩ পৃষ্ঠায় রিওয়াযাত করেছেন।

৭.৭- عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ، وَكَانَ يَتَكَلَّمُ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَالرَّكْعَةِ. (الصحيح: ২৭৭২)

৭০৭. আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক রাকা'আত বিতর আদায় করতেন এবং তিনি দু'রাকাত ও এক রাকা'আতের মাঝে কথা বলতেন। (সহীহাহ্ হা. ২৯৬২)

হাদীসটি সহীহ আযীয।

হাদীসটি ইমাম আবু বাকর ইবনু আবী শাইবা (র) তাঁর মুসান্নাফ গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ২৯১ পৃষ্ঠায় রিওয়াযাত করেছেন এবং ইমাম মুরতাযা আয-যাবিদী (র) তাঁর এহইয়াউ উলুমিদীন-এর ব্যাখ্যা গ্রন্থ ইতহাফু সাদাতিল মুত্তাকীনের (৩য় খণ্ডের ৩৫৬ পৃষ্ঠায়) উল্লেখ করেছেন।

৭০৮. عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُسَبِّحُ فِي السَّفَرِ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا. يَغْنَى الْفَرِيضَةُ. (الصحيح: ২৪১৬)

৭০৮. ইবনু উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সফরে ফরয সলাতের আগে-পরে কোন তাসবীহ পড়তেন না। (সহীহাহু হা. ২৮১৬)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি শাইখাইনের শর্তে সহীহ। ইবনু উমার মাওকুফ সূত্রে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। হাদীসটি একাধিক মুতাবাআত এবং শাওয়াহেদের কারণে সহীহ।

৭০৯. عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا: كَانَتْ تَحْتُ الْمِنْبَى مِنْ ثَوْبِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي. (الصحيح: ৩১৭২)

৭০৯. আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সলাত আদায় অবস্থায় আমি তাঁর জামা থেকে বীর্য খুটে উঠাতাম। (সহীহাহু হা. ৩১৭২)

হাদীসটি সহীহ লিয়াতিহী।

হাদীসটি আয়িশা (রা.) মাওকুফ সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। হাদীসটি ভিন্ন শব্দেও আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে।

৭১০. عَنْ رَاشِدِ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحِمْزِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَلَيْهِ قُرْءُ أَحْمَرُ فَقَالَ: كَانَتْ لِحْفَنًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَلْبِسُهَا وَنُصَلِّي فِيهَا. (الصحيح: ২৭৭১)

৭১০. রাশিদ, আবু মুহাম্মাদ আল-হিম্মানী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনু মালিকের (রা.) গায়ে একটি লালবর্ণের লোমযুক্ত পশুচর্ম দেখতে পেলাম। তিনি বললেন, রাসূলের যুগে আমরা আমাদের লেপ পরিধান করে তাতে সলাত আদায় করতাম। (সহীহাহু হা. ২৭৯১)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম তাবারানী তাঁর আল-মু‘জামুল আওসাতের (১/৩৩/৫/৫৬৩); আহমাদ ইবনু কাসিম এর সানাদে রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: সানাদে রাশিদ ব্যতীত বাকি সকলেই সিকাহ এবং হাদীসটি সহীহ। হাইসামী তাঁর আল-মাজমাউয যাওয়ায়েদের (৫/১৩০) এবং সহীহ সুনানে আবু দাউদ হা: ৩৯০-তে হাদীসটি উল্লেখ রয়েছে।

৭১১- عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّهُمْ: كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا رَكَعَ رَكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ لَمْ يَزَالُوا قِيَامًا حَتَّى يَرَوْهُ قَدْ وَضَعَ وَجْهَهُ (وَفِي لَفْظٍ: جَبْهَتَهُ) فِي الْأَرْضِ، ثُمَّ يَتَّبِعُونَهُ. (المصحيح: ২১১৬)

৭১১. বারা ইবনু আযিব (রা.) থেকে বর্ণিত। সাহাবীগণ রাসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সঙ্গে সলাত আদায় করতেন। তিনি রুকু করলে তারাও রুকু করতেন। আর তিনি যখন ‘সমিআল্লাহলিমান হামিদাহ’ বলতেন, তখন তারা দাঁড়িয়ে থাকতেন যতক্ষণ না তারা তাঁকে মাটিতে কপাল রাখতে দেখতেন। এরপর তারা তাঁর অনুসরণ করতেন।

(সহীহাহ্ হা. ২৬১৬)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম মুসলিম তার সহীহর (২/৪২) আবু দাউদ হা: ৬২২ এবং তার থাকে আবু আওয়ানা তার মুসনাদের (২/১৭৯) তাবারানী তাঁর আল-মু‘জামুল আওসাতের (২/২৯৫/১-২) এ একাধিক ভরুকু আবু ইসহাক আল ফাযারী থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। সহীহ আবু দাউদ হা: ৬৩১।

আলবানী বলেন, হাদীসটি সহীহ এবং সানাদের ইবরাহীম নামক ব্যক্তিটি সিকাহ ও শাইখানের রাবীদের একজন।

৭১২- عَنْ صُهَيْبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانُوا إِذَا فَزِعُوا فَرَزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ. يَعْنِي: الْأَنْبِيَاءَ. (المصحيح: ৩৫১৬)

৭১২. সুহাইব (রা.) নাবী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তাঁরা (আম্বিয়াগণ) শঙ্কিত হলে সলাতের আশ্রয় নিতেন। অর্থাৎ আম্বিয়াগণ।^{১২} (সহীহাহ্ হা. ৩৪৬৬)

হাদীসটি সহীহ।

¹² আমাদের শাইখ আলবানী বলেন, হাদীসটি দীর্ঘ হাদীসের অংশবিশেষ যা সহীহর ২৪৫৯ নং হাদীসে এবং অত্র কিতাবের ৬৬৬ নং ও ৬৭১ নং হাদীসে তাখরীজ করা হয়েছে। -তাজরীদকারক

হাদীসটি ইবনু নসর 'তার 'আস সালাত' কিতাবের (২/৩৫) এ ইসহাক ইবনু ইবরাহীম থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। আলবানী বলেন : হাদীসটি শাইখানের শর্তে সহীহ। হাদীসটি ইমাম আহমাদ তার মুসনাদের (৪/৩৩৩, ৬/৬) এ আরো ভিন্ন দুইটি তরীকে উল্লেখ করেছেন। একটি সলাইমান ইবনু মুগীরাহ অপরটি হাম্মাদ ইবনু সালামার তরীকে। এবং তার থেকে দারেমী তার মুসনাদের (২/২১৭) উল্লেখ করেছেন। এবং উভয়টার সানাদই মুসলিমের শর্তে সহীহ।

৭১৩- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كُنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَقُلْنَا: زَالَتِ الشَّمْسُ، أَوْ لَمْ تَزَلْ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ ارْتَحَلْ. (الصحيح: ২৭৮০)

৭১৩. আনাস ইবনু মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখন নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে সফরে থাকতাম। এবং বলতাম যে, সূর্য ঢলে পড়েছে না ঢলে পড়েনি। তখন তিনি সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুহরের সলাত আদায় করতেন অতঃপর যাত্রা করতেন। (সহীহাহ হা. ২৭৮০)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম আহমদ তার মুসনাদের (৩/১১৩) এ মিসহাজ আদদব্বি এর সানাদে আনাস থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটি সহীহ এবং সুলাসিয়াতে ইমাম আহমাদের তৃতীয় নাম্বার হাদীস। হাদীসটি আবু দাউদ মুসাদ্দাদ এর তরীকে রিওয়ায়াত করেছেন। সহীহ আবু দাউদ হা: ১০৭৮ ইবনু হিব্বান.মিসহাজ এর জীবনীতে তাকে যঈফ বলে উল্লেখ করেছেন।

৭১৪- عَنْ مَعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا نُنْهَى أَنْ نَصِفَ بَيْنَ السَّوَارِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنُطْرَدُ عَنْهَا طُرْدًا. (الصحيح: ৩৩৫)

৭১৪. মু'আবিয়া ইবনু কুররা তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগে স্তম্ভের মাঝে কাতার করতে এবং স্তম্ভ থেকে সরিয়ে দেওয়া থেকে আমাদেরকে নিষেধ করা হত। (সহীহাহ হা. ৩৩৫)

হাদীসটির সানাদ জাইয়িদ।

হাদীসটি ইবনু মাজাহ তার সুনানের হা: (১০০২) ইবনু খুযাইমাহ তার সহীহর হা: (১৫৬৭) ইবনু হিব্বান তার সহীহর হা: (৪০০) হাকিম তার আল মুসতাদরাকের (১/২১৮) বাইহাকী তার সুনানের (৩/১০৪) আবু দাউদ আত-তয়ালেসী তার মুসনাদের হা: (১০৭৩) হারুন ইবনু মুসলিমের তরীকে রিওয়াযাত করেছেন।

হাকিম হাদীসটিকে সহীছল ইসনাদ বলেছেন।

৭১৫. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فَقَالَ: كُنْتُ أَعْلِمُهَا (يَعْنِي لَيْلَةَ الْقَدْرِ) ثُمَّ أَفْلَيْتُ مَتَى، فَاطْلُبُوهَا فِي سَبْعِ بَقِيَّاتٍ أَوْ ثَلَاثِ بَقِيَّاتٍ. (الصحيح: ১১১২)

৭১৫. আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে লাইলাতুল কদর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো? তিনি বললেন, আমাকে এ সম্পর্কে জানানো হয়েছিল অতঃপর আমার (জ্ঞান) থেকে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। অতএব তোমরা ৭ রাত্র বাকি থাকতে কিংবা ৩ রাত্রি বাকি থাকতে শবেকদরকে তালাশ করবে।

(সহীহাহ্ হা. ১১১২)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি বাযযার তার মুসনাদের পৃ: ১০৯ ইউসুফ ইবনু মুসার সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

আলবানী বলেন: সানাদটি সহীহ এবং এর সকল রাবী সিকাহ ও তাহযীবের রাবী আব্দুল্লাহ ইবনু জাহম ব্যতীত। হাদীসটির একাধিক শাহেদ রয়েছে যা সহীহাইন ও অন্যান্য সুনানের কিতাবে এবং আবু দাউদের হা: (১২৪৭, ১২৪৮, ১২৫০, ১২৫১, ১২৫২) এ উল্লেখ হয়েছে।

৭১৬. عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا: لِأَنْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةُ فِي بَيْتِهَا خَيْرٌ لَهَا مِنْ أَنْ تُصَلِّيَ فِي حُجْرَتِهَا، وَلِأَنْ تُصَلِّيَ فِي حُجْرَتِهَا خَيْرٌ لَهَا مِنْ أَنْ تُصَلِّيَ فِي الدَّارِ وَلِأَنْ تُصَلِّيَ فِي الدَّارِ خَيْرٌ لَهَا مِنْ أَنْ تُصَلِّيَ فِي الْمَسْجِدِ. (الصحيح: ২১৬২)

৭১৬. আয়িশা (রা.) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত। মহিলাদের হুজরায় সালাত আদায় করার চেয়ে নিজ ঘরে সালাত আদায় করা উত্তম। আর

নিজ বাড়িতে সালাত আদায়ের চেয়ে নিজ হুজরায় সালাত আদায় করা উত্তম। আর (মহল্লায়) মাসজিদে সালাত আদায়ের চেয়ে, নিজ বাড়িতে সালাত আদায় করা উত্তম। (সহীহহু হা. ২১৪২)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি ইমাম তাবারানী তাঁর আল-মু'জামুল কাবীরের (১/৪০/১) এবং আবুশ শায়েখ ২৬৭ পৃষ্ঠায় আব্দুল্লাহ ইবনু আল-মুনীর থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটির সানাদ দুর্বল তবে হাদীসটির শাহেদ পাওয়া যায় যা আব্দুল্লাহ ইবনু হাসান আল-আনবারী থেকে বর্ণিত হয়েছে। হাদীসটি ইমাম বুখারী তাঁর আল-আদাবুল মুফরাদের হা: ১১৭৮-তে উল্লেখ করেছেন। হাদীসটি শাওয়াহেদের কারণে হাসান হবে।

৭১৭- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَأَنْ يُمِسَّكَ أَحَدُكُمْ يَدُهُ عَنِ الْحَصَى [فِي الصَّلَاةِ] خَيْرٌ لَهُ مِنْ مِئَةِ نَاقَةٍ؛ كُلُّهَا سُودُ الْحَدَقِ؛ فَإِنْ غَلَبَ أَحَدُكُمْ الشَّيْطَانُ فَلْيَمْسَحْ مَسْحَةً وَاحِدَةً. (الصحيح: ৩০৭২)

৭১৭. জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কারো সলাতে কাঁকর মুছা থেকে তার হাতকে বিরত রাখা তার জন্য একশত এমন উট অপেক্ষা উত্তম যেগুলোর সবগুলোরই চোখের মণি কৃষ্ণবর্ণ।

(সহীহহু হা. ৩০৬২)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি এ সানাদে দুর্বল। কারণে সানাদে গুরাহবীল ইবনু সা'দ নামক রাবী বিদ্যমান। ইমাম আহমাদে হাদীসটি তাঁর মুসনাদের হা: ১৪৫১৪, ১৪২০৪ এবং বিভিন্ন স্থানে রিওয়ায়াত করেছেন। তাছাড়া হাদীসটি ইমাম তহাবী তাঁর শরহ মুশকিলিল আসারের (৩/১৮৪) এবং আলী মুত্তাকী আল-হিন্দী তাঁর কানযুল উম্মালের ২০০৪০-তে বর্ণনা করেছেন। একাধিক শাওয়াহেদের কারণে হাদীসটি হাসান।

৭১৮- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَقَدْ رَأَيْتُنَا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْفَجْرِ فِي مَرُوطِنَا، وَنَنْصَرِفُ وَمَا يَعْرِفُ بَعْضُنَا وَجُوهَ بَعْضٍ. (الصحيح: ৩৩২)

৭১৮. 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমাদের (মহিলাদেরকে) রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে চাদর মুড়ি দিয়ে ফজর সলাত আদায় করতে দেখেছিলাম। আমরা (মহিলারা) ঘরে ফিরতাম এবং আমাদের কেউ কারো চেহারা চিনতে পারত না।

(সহীহাহ্ হা. ৩৩২)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি আবু ইয়ালা তাঁর মুসনাদের (১/২১৪)-এ ইবরাহীমের সানাদে আয়িশা (রা.) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

শাইখ আলবানী বলেন: হাদীসটির ইসনাদ সহীহ্ এবং ইবরাহীম ব্যতীত বাকি সকলেই সিকাহ ও মুসলিমের রাবী। তবে ইবরাহীম বলতে ইবরাহীম ইবনু হাজ্জাজ উদ্দেশ্য। তাছাড়া আরো একজন ইবরাহীম রয়েছেন যাঁর নাম ইবরাহীম ইবনু হাজ্জাজ আন-নাইলী এবং উভয়েই আবু ইয়ালা থেকে রিওয়ায়াত করেন।

৭১৭- عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا: لِيُصَلَّ الرَّجُلُ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي يَلِيهِ وَلَا يَتَّبِعِ الْمَسَاجِدَ. (المصحيح: ২২০)

৭১৯. ইবনু উমার (রা.) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত। ব্যক্তি তার পার্শ্ববর্তী মাসজিদেই সলাত আদায় করবে। একাধিক মাসজিদের পিছনে পড়বে না (পিছু নেবে না)। (সহীহাহ্ হা. ২২০০)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি তাম্মাম আর-রাযী (২/২১৭) এ বাক্বিয়া ইবনু ওলীদ থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: সানাদটি মাক'তু। হাদীসটি আবুল হাসান তাঁর جُزْءٌ مِنْ (১/৩৯)-তে উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া তাবারানী তাঁর মু'জামের (২/১৯৯/৩)-তে একই সানাদে উল্লেখ করেছেন।

৭২০- عَنْ الْحَكَمِ بْنِ مِينَاءَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَ أَبَا هُرَيْرَةَ أَنَّهُمَا سَبَعَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى أَعْوَادٍ مِنْبَرَةٍ: لِيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، أَوْ لِيَخْتَسِنَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لِيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ. (المصحيح: ২৭৭৭)

৭২০. হাকাম ইবনু মিনাআ থেকে বর্ণিত যে, আব্দুল্লাহ ইবনু উমার এবং আবু হুরাইরা (রা.) তাঁর নিকট বর্ণনা করেছেন যে, তারা রাসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন তিনি তাঁর মিস্বারের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে বলেছেন, লোকেরা অবশ্যই জুমু‘আর সালাত ত্যাগ করা থেকে বিরত হবে, নতুবা আল্লাহ তা‘আলা তাদের উপর মোহরাক্কিত করে দেবেন এরপর তারা গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। (সহীহাহ্ হা. ২৯৬৭)

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহর আল-জুমু‘আ-এর ১২ নং অধ্যায়ের হা: ৪০; ইবনু মাজাহ তাঁর সুনানের হা: ৭৯৪; নাসাই তাঁর সুনানের (৩/৮৮); বাইহাকী তাঁর আস-সুনানুল কুবরার (৩/১৭১); ইবনু হিব্বান তাঁর সহীহর হা: ৫৫০; ইবনু আবী শাইবা তাঁর আল-মুসান্নাফের (২/১৫৪); ইবনু হাজার তাঁর ফাতহুল বারীর (১০/২৩১); ইমাম মুনিরী তাঁর আত-তারগীব ওয়াত-তারহীবের (১/৫০৮); ইমাম বাগাভী তাঁর মাসাবীহ্‌স সুন্নার (৪/২১৫) এবং ইমাম আলী আল-মুত্তাকী আল-হিন্দী তাঁর কানযুল উম্মালের ২১১৩৪ ও ২১১৪১-তে বর্ণনা করেছেন।

৭২১- عَنْ جَابِرٍ مَوْقُوفًا: مَا أُحِبُّ أَنْ أُسَلِّمَ عَلَى الرَّجُلِ وَهُوَ يُصَلِّي، وَلَوْ سَلَّمَ عَلَيَّ لَرَدَدْتُ عَلَيْهِ. (الصحيح: ২১১২)

৭২১. জাবির (রা.) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত। সলাতরত ব্যক্তিকে সালাম করাকে আমি পছন্দ করি না, তবে সে আমাকে সালাম দিলে তার উত্তর দেই। (সহীহাহ্ হা. ২২১২)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি মাউকুফ, ইমাম তহাবী (র) তাঁর শরহ্ মা‘আনিল আসারের (১/২৬৪)-তে দুটি তরীকে আ‘মাশ থেকে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটির সানাদ মুসলিমের শর্তে ভালো। সানাদটি মাউকুফ। হাদীসটি সুযুতী তাঁর দুই ‘জামি’-তে উল্লেখ করেছেন এবং হাদীসটিকে মারফু বলে মনে করেছেন। আর মুনাভী (র) এ বিষয়টি লক্ষ্য করেন নি।

৭২২- عَنْ أَنَسٍ قَالَ: سَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَقْتِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ فَصَلَّى حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ، ثُمَّ أَصْفَرَ بَعْدُ، ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ وَقْتًا. (الصحيح: ১১১০)

(সহীহাহ্ হা. ১১১৫)

٧٢٣- عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ ، فَقَالَ : إِنَّكُمْ إِنْ لَا تُدْرِكُوا الْبَاءَ غَدًا تَعْطَشُوا وَاتَّظَلُّقَ سَرَاعَانِ النَّاسُ يُرِيدُونَ الْمَاءَ وَلَزِمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَمَالَتْ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاِحِلَتُهُ ، فَنَعَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ مَالٌ ، فَادْعَمْهُ ، فَادْعَمْهُ ، ثُمَّ مَالٌ حَتَّى كَادَ أَنْ يَنْجِفَلَ عَن رَاِحِلَتِهِ ، فَادْعَمْهُ ، فَانْتَبَهَ ، فَقَالَ : مَنِ الرَّجُلُ ؟ قُلْتُ : أَبُو قَتَادَةَ . قَالَ : مِنْذُ كَمْ كَانَ مَسِيرُكَ ؟ قُلْتُ : مِنْذُ اللَّيْلَةِ . قَالَ : حَفِظَكَ اللَّهُ كَمَا حَفِظْتَ رَسُولَهُ . ثُمَّ قَالَ : لَوْ عَرَّسْنَا ، فَمَالَ إِلَى شَجَرَةٍ فَنَزَلَ ، فَقَالَ : اُنْظُرْ هَلْ تَرَى أَحَدًا ؟ قُلْتُ : هَذَا رَاكِبٌ ، هَذَانِ رَاكِبَانِ ، حَتَّى بَلَغَ سَبْعَةً ، فَقُلْنَا : احْفَظُوا عَلَيْنَا صَلَاتَنَا ، فَنُهِنَا ، فَمَا أُيْقِظَنَا إِلَّا حُرُّ الشَّمْسِ ، فَانْتَبَهْنَا ، فَارْكَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَارَ وَسِرْنَاهُ نِيَّهُةً ، ثُمَّ نَزَلَ فَقَالَ : أُمِعَكُمْ مَا؟ قَالَ : قُلْتُ :

نَعَمْ . مَعْنَى مِيْضَاةٍ فِيْهَا شَيْءٌ مِنْ مَّاءٍ . قَالَ : اِثْبَتْ بِهَا . فَاتَّيَتْهُ بِهَا .
فَقَالَ : مَسَّوْا مِنْهَا ، مَسَّوْا مِنْهَا . فَنَوَضُّ الْقَوْمُ ، وَبَقِيَتْ جُرْعَةٌ ، فَقَالَ :
اِزْدَهْرُ بِهَا يَا اَبَا قَتَادَةَ ! فَاِنَّهُ سَيَكُوْنُ لَهَا نَبَأٌ ، ثُمَّ اَذَّنَ بِلَالٌ وَصَلُّوا
الرَّكَعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ ، ثُمَّ صَلُّوا الْفَجْرَ ، ثُمَّ رَكِبَ وَرَكِبْنَا ، فَقَالَ
بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ : فَرَطْنَا فِي صَلَاتِنَا ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ : مَا تَقْوُلُوْنَ ؟ اِنْ كَانَ اَمْرٌ دُنْيَاكُمْ فَشَأْنُكُمْ ، وَاِنْ كَانَ اَمْرٌ
دِيْنَكُمْ فَاِلَيَّ . قُلْنَا : يَا رَسُوْلَ اللهِ ! فَرَطْنَا فِي صَلَاتِنَا : فَقَالَ : لَا تَفْرِيطُ
فِي النَّوْمِ ، اِنَّهَا التَّفْرِيطُ فِي الْيَقَظَةِ ، فَاِذَا كَانَ ذٰلِكَ فَصَلُّوْهَا ، وَمِنْ
الْغَدِ وَقْتُهَا ، ثُمَّ قَالَ : ظَنُّوْا بِالْقَوْمِ ، قَالُوْا : اِنَّكَ قُلْتَ بِالْأَمْسِ : اِنْ لَا
تُذَرِّكُوْا الْمَاءَ غَدًا تَعْطَشُوْا ، قَالَتِ النَّاسُ بِالْمَاءِ . فَقَالَ : أَصْبَحَ النَّاسُ وَقَدْ
فَقَدُوْا نَبِيَّهُمْ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ : اِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ بِالْمَاءِ ، وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ، فَقَالَا : أَيُّهَا النَّاسُ ! اِنَّ
رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ لِيَسْبِقَكُمْ إِلَى الْمَاءِ وَ
يَخْلُفَكُمْ ، وَاِنْ يَطْعَ النَّاسُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرُ يَرْشُدُوْا . قَالَهَا ثَلَاثًا ، فَلَمَّا
اشْتَدَّتِ الظَّهِيْرَةُ ، رَفَعَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالُوْا : يَا
رَسُوْلَ اللهِ ! هَلَكْنَا عَطَشًا تَقْطَعُ الْأَعْنَاقُ . فَقَالَ : لَا هَلَكَ عَلَيْكُمْ ، ثُمَّ
قَالَ : يَا اَبَا قَتَادَةَ ! اِثْبَتْ بِالْمِيْضَاةِ ، فَاتَّيَتْهُ بِهَا . فَقَالَ : اِحْلُلْ لِيْ
غَمْرِيْ ، يَعْنِي : قَدَحَهُ ، فَحَلَلْتُهُ ، فَاتَّيَتْهُ بِهِ ، فَجَعَلَ يَصُبُّ فِيْهِ وَيَسْقِي
النَّاسَ ، فَازْدَحَمَ النَّاسُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
يَا أَيُّهَا النَّاسُ ! أَحْسِنُوْا الْمَلَأَ فَكُلُّكُمْ يَصْدُرُ عَنِّي ، فَشَرِبَ الْقَوْمُ

حَتَّى لَمْ يَبْقَ غَيْرِي وَغَيْرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَبَّ لِي
 فَقَالَ: اشْرَبْ يَا أَبَا قَتَادَةَ! قَالَ: قُلْتُ: اشْرَبْ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ:
 إِنَّ سَائِقِ الْقَوْمِ آخِرُهُمْ. فَشَرِبْتُ وَشَرَبَ بَعْدِي، وَبَقِيَ فِي الْبَيْضَةِ
 نَحْوُ مِمَّا كَانَ فِيهَا. وَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَلَاثُمِائَةٍ. (الصحيح: ২২২৫)

৭২৩. আবু কাতাদা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সঙ্গে এক সফরে ছিলাম। রাসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আগামীকাল তোমরা পানি না পেলে পিপাসার্ত থাকবে। একথা শুনো সবচেয়ে দ্রুতগামী ব্যক্তির পানির খোঁজে বের হয়ে গেল। আমি রাসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সঙ্গে থাকলাম। (এক সময়) রাসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে তাঁর বাহন কাত হয়ে গেল রাসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তন্দ্রাচ্ছন্ন। তিনি যেন হেলে না পড়েন তাই আমি আমার মাধ্যমে তাঁকে ঠেস দিলাম। আর তিনি হেলান দিলেন। আবার হেলে পড়লেন। আমি আমার মাধ্যমে তাঁকে ঠেস দিলাম। তিনি হেলান দিলেন, এরপর তিনি আবার হেলে পড়লেন এমনকি পড়ে যাওয়ার উপক্রম হলেন। (যার ফলে) পুনরায় আমি আমার মাধ্যমে তাঁকে ঠেকনা দিলাম। এবার তিনি জেগে গেলেন। এমনকি বললেন, কে তুমি? আমি বললাম, আবু কাতাদা। রাসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, কখন থেকে তুমি আমার সঙ্গে? আমি বললাম (এইতো) রাত থেকে। রাসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আল্লাহ তোমার হেফাজত করুন যেমনি তুমি তাঁর রাসূলকে হেফাজত করেছ। এরপর রাসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমরা যদি শেষ রাতে একটু বিশ্রাম করে নিতাম এ বলে গাছের কাছে গিয়ে হেলে নেমে পড়লেন এরপর বললেন, কাউকে কি তুমি দেখছ? আমি বললাম, এইতো এক আরোহী, আর এইতো দুই আরোহী। এভাবে সাত জনের কথা বললেন।

অতঃপর আমরা (আমি ও রাসূল) বললাম, তোমরা আমাদের সলাতের প্রতি খেয়াল রেখ, (এ বলে) আমরা ঘুমিয়ে পড়লাম। অবশেষে সূর্যের

উষ্ণতা আমাদের জাগিয়ে তুলল এবং আমরা জেগে উঠলাম। অতঃপর রাসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাহনে আরোহণ করে (পথ) চলা শুরু করলেন একটু পর আমরাও চলতে লাগলাম।

এরপর তিনি অবতরণ করে (আমাদেরকে লক্ষ্য করে) বললেন, তোমাদের সঙ্গে কোন পানি আছে কি? বর্ণনাকারী বলেন, আমি বললাম, হ্যাঁ, আমার নিকট অযূর পাত্রে কিছু পানি অবশিষ্ট আছে। তিনি বললেন, তা নিয়ে আস। আমি পাত্রটি নিয়ে আসলাম। তিনি বললেন, পাত্রটি হতে তোমরা পানি নাও, পানি নাও। এভাবে কওমের সকলে অযূ করল এবং এক চুমুক পানি অবশিষ্ট থেকে গেল। তিনি আমাকে বললেন, আবু কাতাদা! পানিটুকু হেফাজত করে রাখবে এটা এক সময় আমাদের উপকারে আসতে পারে। তারপর বেলাল আযান দিল এবং সকলেই ফজরের (ফরযের) পূর্বের দু‘রাকাত পরে ফজরের ফরজ সলাত আদায় করলেন। এরপর বাহনে আরোহণ করলেন। (তাঁর সাথে সাথে) আমরাও আরোহণ করলাম। কওমের কতিপয় ব্যক্তি কতিপয়কে বলতে লাগল, আমরা (আজ) আমাদের সলাতে অবহেলা করেছি। রাসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা কি বললে? তোমাদের দুনিয়াবী কোন বিষয় হলে তোমরা যা বলবে সেটা সঠিক, আর তোমাদের দ্বীনী বিষয় হলে সে বিষয়ে কথা বলার অধিকার শুধু আমার। আমরা বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমরা বলেছি যে, (আজ) সলাতের ব্যাপারে আমরা অবহেলা করেছি। রাসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ঘুমের ক্ষেত্রে কোন অবহেলা নেই— অবহেলা হলো জাগার ক্ষেত্রে। এমনটি হলে তোমরা সে সলাত আদায় করে নিবে। আর তার সময় হলো পরবর্তী দিবস। অতঃপর রাসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, লোকেরা (যারা আবু বকর ও উমার-সহ সাহাবাদের একদল (রা.) সম্মুখে আছেন বলে মনে করে সম্মুখে চলে গেছেন।) তোমাদের সম্পর্কে কি বলছে বলে তোমরা ধারণা কর? লোকেরা (যারা রাসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সঙ্গে ছিল তারা) বলল, আপনি গতকাল বলেছিলেন যে, তোমরা আগামীকাল পানি না পেলে পিপাসার্ত থাকবে, হয়ত তারা এখন পানি পেয়ে গেছে। অতঃপর রাসূল সল্লাল্লাহু

‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, লোকেরা তাদের নাবীকে হারিয়ে সকাল অতিবাহিত করেছে আর তাদের কতক কতককে বলছে, রাসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম পানি পেয়ে গেছেন, আর তাদের মাঝে আবু বাকর ও উমার রয়েছে তারা বলছে যে, হে লোক সকল! রাসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদের অগ্রে চলে যান নি বরং তোমাদের পিছনেই রয়েছেন আর লোকেরা (আর সম্মুখে অগ্রসর না হয়ে অপেক্ষা করত) আবু বাকর ও উমারকে অনুসরণ করলে পথ পেয়ে যাবে। কথাটি তিন বার বললেন।

অতঃপর যখন দুপুরের তাপ বৃদ্ধি পেলে তখন তারা রাসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখতে পেল। অতঃপর তারা বলতে লাগল ইয়া রাসূলান্নাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! পিপাসার্তের কারণে আমরা (প্রায়) হালাক হয়ে গেছি, গলা সঙ্কুচিত হয়ে আসছে। রাসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা হালাক হবে না; এরপর বললেন, আবু কাতাদা! তোমার পানির পাত্রটি নিয়ে এসো। আমি তা নিয়ে আসলাম। তিনি আমাকে বললেন, আমার ছোট পেয়ালাটি খুলে দাও। আমি পেয়ালাটি খুলে তাঁর নিকট নিয়ে আসলাম। অতঃপর তিনি তাতে পানি ঢালছিলেন আর লোকদেরকে (সেখান থেকে) পান করালেন। লোকেরা তাঁর নিকট এসে ভিড় জমালো। রাসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে (লক্ষ্য করে) বললেন, হে লোক সকল! ভালো করে পেয়ালা ভরে নাও শীঘ্রই তোমরা সকলে পরিতৃপ্ত হবে। অতঃপর লোকেরা (সকলেই তৃপ্তিসহকারে) পান করল এবং আমি ও রাসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যতীত আর কেউই বাকি রইল না। তিনি আমার জন্য পানি ঢেলে বললেন, আবু কাতাদা! (নাও) পান কর। আবু কাতাদা বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলান্নাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি (আগে) পান করেন। তিনি বললেন, কওমকে পান করায় যে, সে সবার শেষে পান করে। অতঃপর আমি পান করলাম এবং আমার পরে তিনি পান করলেন। কিন্তু অযূর পাত্রে পূর্বে যতটুকু পানি ছিল তা নিজ অবস্থায় বাকি রয়ে গেল। এদিন তাদের সংখ্যা ছিল তিনশত।

(সহীহাহ্ হা. ২২২৫)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদের (৫/২৯৮)-তে হাম্মাদ ইবনু সালামার সানাদে আবু কাভাদাহ থেকে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটির সানাদ মুসলিমের শর্তে সহীহ। মুসলিম হাদীসটি তাঁর সহীহতে ভিন্ন শব্দে উল্লেখ করেছেন।

৭২৬- أَنْ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [وَهُوَ يُصَلِّي مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ] فَصَلَّيْتُ خَلْفَهُ، فَأَخَذَ بِيَدِي فَجَرَّنِي فَجَعَلَنِي جَذَاءَهُ، فَلَمَّا أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَي صَلَاتِهِ خَنَسْتُ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لِي مَا شَأْنِي (وَفِي رَوَايَةٍ: مَا لَكَ) أَجْعَلُكَ جَذَائِي فَتَخُنْسُ؟! فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَوْ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّيَ جَذَاءَكَ، وَأَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ الَّذِي أُعْطَاكَ اللَّهُ، قَالَ: فَأَعْجَبْتُهُ، فَدَعَا اللَّهَ لِي أَنْ يُزِيدَنِي عِلْمًا وَفَهْمًا، زَادَ أَحَدٌ: قَالَ: ثُمَّ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَامَ حَتَّى سَبْعَتُهُ يَنْفُخُ، ثُمَّ أَتَاهُ بِلَالٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! الصَّلَاةُ فَقَامَ فَصَلَّى مَا أَعَادَ وَضُوءًا. (الصحيح: ٢٥٩٠، ٦٠٦)

৭২৪. ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদিন রাসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট আসলাম। তিনি তখন তাহাজ্জুদের সলাত আদায় করছিলেন। আমি তাঁর পিছনে সলাত আদায় করতে লাগলাম। তিনি আমার হাত ধরে টেনে তাঁর বরাবর দাঁড় করালেন। রাসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সলাত আদায় করতে শুরু করলে আমি পিছে চলে আসলাম। রাসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সলাত আদায় করলেন এবং সলাত শেষ করে আমাকে বললেন, আমার কি হলো, অপর বর্ণনায় তোমার কি হলো। আমি তোমাকে আমার বরাবর দাঁড় করলাম আর তুমি পিছনে চলে গেলে? আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! কারো জন্য কি সমীচীন যে সে আপনার

বরাবর দাঁড়িয়ে সলাত আদায় করবে? তাছাড়া আপনি তো আল্লাহ রাসূল যাকে আল্লাহ অসীম মর্যাদা দিয়েছেন। বর্ণনাকারী বলেন, কথাটি তাঁকে আশ্চর্যান্বিত করল। অতঃপর তিনি আমার ইলম এবং বুঝ শক্তি বৃদ্ধির জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ করলেন।

আহমাদ (র) আরো বৃদ্ধি করেছেন যে, ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন, আমি রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ঘুমন্ত দেখলাম এমনকি আমি তাঁর নাক ডাকার শব্দ শুনে পেলাম। অতঃপর বেলাল তাঁর নিকট এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! 'সলাত' সলাতের সময় হয়েছে। অতঃপর তিনি দাঁড়িয়ে সলাত আদায় করলেন এবং অযু করলেন না। (সহীহাহ্ হা. ৬০৬, ২৫৯০)

হাদীসটি সহীহ।

শাইখ আলবানী তাঁর সহীহার হা. ৬০৬-তেও হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। এছাড়া ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল তাঁর মুসনাদের ১ম খণ্ডের ৩৩০ পৃষ্ঠায়; আবু আব্দুল্লাহ হাকিম নাইসাবুরী তাঁর মুসতাদরাক আলাস সহীহাইনের ৩য় খণ্ডের ৫৩৪ পৃষ্ঠায় এবং হাফিয আবু নু'আঈম আস-আসপাহানী তাঁর হিলয়াতুল আউলিয়ার ৮ম খণ্ডের ৩৮৬ পৃষ্ঠায় রিওয়াযাত করেছেন।

৭২৫- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ مَرْفُوعًا: مَا مِنْ صَلَاةٍ مَقْرُوضَةٍ إِلَّا وَ

بَيْنَ يَدَيْهَا رَكَعَتَانِ. (المصيبة: ২২২)

৭২৫. আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রা.) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত। প্রত্যেক ফরয সলাতের পূর্বে দুই রাকাত (সুন্নাত) সলাত রয়েছে।

(সহীহাহ্ হা. ২৩২)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইবনু আব্বাস আত-তারাকুকী তাঁর حَدِيثُهُ-এর (১/৪১); ইবনু নসর তাঁর কিয়ামুল লাইলের ২৬ পৃষ্ঠায়; আর-রুয়ানী তাঁর মুসনাদের (১/২৩৮); ইবনু হিব্বান তার সহীহর হা: ৬১৫; তাবারানী তাঁর আল-মু'জামুল কাবীরের (২/২১০/৬৯); ইবনু আদী তাঁর কামিলের (২/৪৬)।

এয়াড়াও ইমাম দারাকুতনী তাঁর সুন্নাহের ৯৯ পৃষ্ঠায় দু' তরীকে সাবিতের সূত্রে আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়ের (রা.) থেকে মারফু'আন বর্ণনা করেছেন।

৭২৬- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ
 آمَنَ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَصَامَ رَمَضَانَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ
 أَنْ يَدْخُلَهُ الْجَنَّةَ، جَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ جَلَسَ فِي أَرْضِهِ الَّتِي
 وَلَدَ فِيهَا، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نُبَشِّرُ النَّاسَ؟ قَالَ: إِنْ فِي
 الْجَنَّةِ مِائَةٌ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا بَيْنَ
 الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ
 الْفِرْدَوْسَ، فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ أَرَأَيْتُمْ فَوْقَهُ عَرْشُ
 الرَّحْمَنِ، وَمِنْهَا تَفْجَرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ. (الصحيح: ৭২৬)

৭২৬. আবু হুরাইরা (রা.) নাবী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনে, সলাত কায়েম করে, রমযানের সিয়াম পালন করে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো আল্লাহর উপর ওয়াজিব। চাই সে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করুক কিংবা তার মাতৃভূমিতে বসে থাকুক। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমরা কি লোকদেরকে (এর) সুসংবাদ দেব না? তিনি বললেন, জান্নাতে এমন ১০০টি স্তর রয়েছে যা আল্লাহ তা‘আলা তাঁর পথে জিহাদকারীদের জন্য প্রস্তুত করেছেন। যার দুটি স্তরের মাঝে আসমান জমিনের দূরত্ব। সুতরাং তোমরা আল্লাহর নিকট যখন চাইবে তখন জান্নাতুল ফিরদাউস কামনা করবে। কেননা এটা জান্নাতের মাঝখান এবং সর্বোচ্চ জান্নাত। এর উপরে আল্লাহর আরশ এবং এর তলদেশ দিয়েই জান্নাতের নহরসমূহ প্রবাহিত।

(সহীহবুখা. ৯২১)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদের ২য় খণ্ডের ৩৩৫ ও ৩৩৯ পৃষ্ঠায় রিওয়াযাত করেছেন। হাদীসটির একাধিক মুতাবাআত ও একটি শাওয়াহিদ অন্যান্য হাদীসের কিতাবে রয়েছে। যেমন: বাইহাকীর সুনানুল কবরার ৯ম খণ্ডের ১৫৯ পৃষ্ঠায়; সহীহ বুখারীর ৪র্থ খণ্ডের ১৯ পৃষ্ঠায়; তাফসীরে কুরতবীর ১১শ খণ্ডের ৬৮ পৃষ্ঠায়।

৭২৭. عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا: مَنْ أَدَّنَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَكُتِبَ لَهُ بِتَأْذِينِهِ فِي كُلِّ مَرَّةٍ سِتُّونَ حَسَنَةً وَيَأْقَامَتِهِ ثَلَاثُونَ حَسَنَةً. (الصحيح: ৬২)

৭২৭. ইবনু উমার (রা.) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত। যে ব্যক্তি বার বছর আযান দিবে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব এবং তার প্রতি আযানের বিনিময়ে তার জন্য ৬০টি নেকী আর ইকামাতের কারণে ৩০টি নেকী লেখা হয়। (সহীহাহ্ হা. ৪২)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইবনু মাজাহ তাঁর সুনানের হা: ৭২৮; হাকিম তাঁর মুসাতাদরাকের (১/২০৫); বাইহাকী তাঁর সুনানের (১/৪৩৩); ইবনু আদী কামিলের (১/২২০); বাগাভী শরহুস সুনানির (১/৫৮/১-২) এবং দিয়া الْمُتَنَقَّى مِنْ مَسْئُوعَاتِهِ بِرَوِّهِ (১/৩২); সকলেই আব্দুল্লাহ ইবনু সালিহ এর সূত্রে ইবনু উমার থেকে মারফুআন রিওয়াযাত করেছেন। ইমাম হাকিম বলেন: হাদীসটি শাইখাইনের শর্তে সহীহ।

৭২৮. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: دَخَلَ عَلَيَّ أَبِي وَأَنَا أَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: غُسْلُكَ هَذَا مِنَ الْجَنَابَةِ أَوْ لِلْجُمُعَةِ؟ قُلْتُ: مِنْ جَنَابَةٍ. قَالَ: أَعَدَّ غُسْلًا آخَرَ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَانَ فِي طَهَارَةٍ إِلَى الْجُمُعَةِ الْآخَرِ. (الصحيح: ২২১)

৭২৮. আব্দুল্লাহ ইবনু আবী কাতাদাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদিন) আমার বাবা আমার নিকট আসলেন আমি তখন জুমু'আর (সলাতের জন্য) গোসল করছিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার এ গোসল কি নাপাকীর কারণে না জুমু'আর জন্য? আমি বললাম, নাপাকী থেকে পবিত্রতার জন্য। তিনি বললেন, আবার গোসল কর, কেননা আমি রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন গোসল করবে সে অপর জুমু'আ পর্যন্ত পবিত্র থাকবে।

(সহীহাহ্ হা. ২৩২১)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি ইমাম তাবারানী তাঁর আল-মু'জামুল কাবীরের (৩/১২৬/১)-তে মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহর সানাদে ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে মারফু'আন রিওয়ায়াত করেছেন।

ইমাম হাকিম আন-নাইসাবুরী তাঁর মুসতাদরাকে বলেন, “হাদীসটি শাইখাইনের শর্তে সহীহ।” আর সানাদের হারুন আল-ঈজলী সিকাহ।

আমি (আলবানী) বলব: হারুন আল-ঈজলী শাইখাইনের রাবী নন। সানাদের যারারা নামক রাবী ছাড়া বাকি সকলেই সিকাহ। যারারা মাতরুক রাবী যেমনটি ইমাম বুখারী ও নাসাই বলেছেন। তবে আবু হাতিম তাঁকে সদুক বলেছেন।

৭২৭- عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصَّنَابِجِيِّ: أَنَّ جُنَادَةَ بْنَ أَبِي أُمَيَّةَ أَمَّ قَوْمًا، فَلَمَّا قَامَ مِنَ الصَّلَاةِ اتَّفَقَ عَنْ يَمِينِهِ فَقَالَ: أَتَرْضَوْنَ؟ قَالُوا: نَعَمْ. ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ عَنْ يَسَارِهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، فَإِنَّ صَلَاتَهُ لَا تُجَاوِزُ تَرْقُوتَهُ. (الصحيح: ২৩২০)

৭২৯. আবু আব্দুল্লাহ আস-সুনাবিহী (রা.) থেকে বর্ণিত। একদিন জুনাদাহ ইবনু আবু উমাইয়্যাহ একদল লোকের (সলাতের) ইমামতী করলেন। সলাতে যখন দাঁড়ালেন তখন তাঁর ডান দিক মুখ ফিরিয়ে বললেন, তোমরা কি (আমার ইমামতীতে) সন্তুষ্ট? তারা বলল, হ্যাঁ বাম দিকে ফিরেও এমনটি করলেন। এরপর বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কোন কওমের সলাতের ইমামতী করে অথচ তার কওম তার প্রতি অসন্তুষ্ট, তার সলাত কণ্ঠাস্থির উপরে উঠিত হয় না। (সহীহা হা. ২৩২৫)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইবনু আসাকির তাঁর তারীখে দিমাশকের (৪/১৫/২)-তে আবু বাকর আল-হুযাইলীর সানাদে আবু আব্দুল্লাহ আস-সুনাবেহী (র) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

শাইখ আলবানী বলেন: হাদীসটির সানাদ অতি দুর্বল। যার মূল কারণ হলো, আবু বাকর আল-হুযাইলীর উপস্থিতি। তবে সকল রিওয়ায়াতের সমষ্টিতে সহীহ হতে পারে। ইমাম মুনিযিরী তাঁর ‘আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব’-এর (১/১৭১)-এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

৭৩. عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ أَوْ سَعٍ مِنْهُ. (الصحيح: ৩৫৫০)

৭৩০. আবু উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে মাসজিদ নির্মাণ করবে। আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে তার চাইতে একটি প্রশস্ত বালাখানা তৈরি করবেন। (সহীহাহ্ হা. ৩৪৪৫)

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম আহমাদ (র) তাঁর মুসনাদের ১ম খণ্ডের ২০ পৃষ্ঠায়; ইমাম হাইসামী তাঁর মাজমাউয-যাওয়াইদের ২য় খণ্ডের ৭-৯ পৃষ্ঠায়; ইমাম ইবনু খুযাইমা তাঁর সহীহর হা: ১২৯১; ইমাম যাবিদী তাঁর ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকীনের ৩য় খণ্ডের ৩১ পৃষ্ঠায়; তাবারানী তাঁর আল-মুজামুল কাবীরের ৮ম খণ্ডের ২৬৮ পৃষ্ঠায়; ইমাম ইবনু আসাকীর তাঁর তাহমীদু তারীখে দিমাশকের ৭ম খণ্ডের ২৭৩ পৃষ্ঠায় রিওয়াযাত করেছেন।

৭৩১. عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ بَنَى

مَسْجِدًا لَا يَرْيُودُ بِهِ رِيَاءٌ وَلَا سُعَةٌ؛ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ.

(الصحيح: ৩৩৯৯)

৭৩১. আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। নাবী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি অহঙ্কার প্রদর্শনেচ্ছা ব্যতীত খালেস নিয়াতে মাসজিদ তৈরি করবে, আল্লাহ তা‘আলা জান্নাতে তার জন্য একটি বালাখানা নির্মাণ করবেন। (সহীহাহ্ হা. ৩৩৯৯)

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম বুখারী (র) তাঁর সহীহ গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ১২২ পৃষ্ঠায়; ইমাম হাইসামী মাজমাউয-যাওয়াইদ ২য় খণ্ডের ৮ পৃষ্ঠায়; ইমাম মুনিযীরী তাঁর আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ১৯৫ পৃষ্ঠায়; ইমাম যাবিদী (র) ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকীনের ৩য় খণ্ডের ২৮ পৃষ্ঠায় এবং হাকিম্য সুয়ুতী আদদুররুল মানসুর-এর ৩য় খণ্ডের ২১৭ পৃষ্ঠায় রিওয়াযাত করেছেন।

৭৩২. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَنَّهُ قَالَ: مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ سُكْرًا مَرَّةً وَاحِدَةً؛ فَكَأَنَّا كَانَتْ لَهُ الدُّنْيَا

وَمَا عَلَيْهَا فُسْلِبُهَا. وَمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ سُكْرًا أُرْبَعَ مَرَّاتٍ؛ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ. قِيلَ: وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟! قَالَ: عَصَارَةُ أَهْلِ جَهَنَّمَ. (الصحيح: ৩৬১৭)

৭৩২. আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা.) রাসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি নেশার কারণে এক ওয়াক্ত সলাত ছেড়ে দিবে কেমন যেন দুনিয়া এবং দুনিয়ার সকল কল্যাণ তার ছিল অতঃপর তার থেকে সেটা ছিনিয়ে নেয়া হলো। আর যে ব্যক্তি নেশার কারণে চারবার সলাত ছেড়ে দিবে ‘তিনুল খাবাল’ থেকে তাকে পান করানো আল্লাহর জিম্মায় ওয়াজিব। জিডেস করা হলো, ইয়া রাসূলান্নাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! ‘তিনুল খাবাল’ কী? রাসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, জাহান্নামীদেরকে নিংড়ে যা (রক্ত পূজ) বের করা হয়। (সহীহা হা. ৩৪১৯)

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম আহমাদ মুসনাদের ২য় খণ্ডের ১৭৮ পৃষ্ঠায়; হাকিম মুসতাদরাকের ৪র্থ খণ্ডের ১৪৬ পৃষ্ঠায়; বাইহাকী আসসুনানুল কুবরায় ৮ম খণ্ডের ২৮৭ পৃষ্ঠায়; হাইসামী তাঁর মাজমাউয-যাওয়াইদের ৫ম খণ্ডের ৯৬ পৃষ্ঠায়; সুযুতী আব্দুররুফ মানসুরের ২য় খণ্ডের ৩২২ পৃষ্ঠায়; ইবনু কসীর তাঁর তাফসীর গ্রন্থের ৩য় খণ্ডের ১৭৮ পৃষ্ঠায় রিওয়াযাত করেছেন। হাদীসটির একাধিক মুতাবাআত এবং শাওয়াহিদ রয়েছে। বাইহাকী ১ম খণ্ড ৩৮৭ পৃষ্ঠা।

৭৩৩- عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ: أَتَيْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فِي مَرَضِهِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ، فَقَالَ لِي: يَا ابْنُ أَخِي! مَا أَعْمَدَكَ إِلَى هَذَا الْبَلَدِ، أَوْ مَا جَاءَ بِكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا، إِلَّا صَلَاةٌ مَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ وَالِدِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: بِئْسَ سَاعَةً الْكَذِبُ هَذِهِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ أَوْ أَرْبَعًا؛ شَكَ سَهْلٌ، يُحْسِنُ فِيهَا الذِّكْرَ وَالْخُشُوعَ، ثُمَّ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ؛ غُفِرَ لَهُ. (الصحيح: ৩৩৭৮)

৭৩৩. ইউসুফ ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু সালাম (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবুদ্-দারদা (রা.) যে রোগে ইন্তিকাল করেন, সে সময় আমি তাঁর নিকট এলাম। তিনি বললেন, হে ভাতিজা! তুমি এ নগরীর ইচ্ছা কেন করেছ অথবা তিনি বললেন, তুমি কী উদ্দেশ্যে এসেছ? রাবী বললেন, না, বরং আমি আপনার এবং আমার পিতা আব্দুল্লাহ ইবনু সালামের মধ্যকার সম্পর্কের কারণেই এসেছি। আবুদ্-দারদা বললেন, এটা কতই না নিকৃষ্ট মিথ্যার সময় কাল! আমি তো রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি অযু করবে এবং উত্তমরূপে অযু করবে, তারপর দাঁড়িয়ে দুই রাক'আত সালাত আদায় করবে এবং তাতে উত্তমরূপে যিকির করবে এবং ভীতি-বিহ্বলতা অবলম্বন করবে, তারপর আল্লাহর কাছে ইসতিগফার করবে তাকে ক্ষমা করা হবে। (সহীহাহ্ হা. ৩৩৯৮)

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম হাইসামী (র) মাসমাউয্-যাওয়াইদের ২য় খণ্ডের ২৭৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন। এর একাধিক মুতাবাআত ও শাওয়াহিদ রয়েছে। তাবারানী আল-মু'জামুল কাবীরের, ৮ম খণ্ডের ১৪৫ পৃষ্ঠায়; ইবনু আবী শাইবা মুসান্নাফের ২য় খণ্ডের ৩৭৩ পৃষ্ঠায়; ইবনু খুযাইমা তাঁর সহীহ'র ২য় খণ্ডে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। তাছাড়া আল্লামা ইবনু হাজার আল-মাতালিবুল আলিয়ায় হা: ১২৫৬ উল্লেখ রয়েছে।

৭৩৪. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ حَافِظٌ عَلَى هَؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوباتِ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ وَ مَنْ قَرَأَ فِي لَيْلَةٍ مِائَةَ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِينَ. (الصحيح: ১৫৭)

৭৩৪. আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি এসব সলাতের প্রতি যত্নবান হবে, সে গাফেলদের দলভুক্ত হবে না। আর যে ব্যক্তি রাতে ১০০ আয়াত পাঠ করবে সে ধর্মপরায়ণদের দলভুক্ত হবে। (সহীহাহ্ হা. ৬৫৭)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইবনু খুযাইমা তাঁর সহীহ গ্রন্থের হা: ১১৪২; ইমাম যাবীদী তাঁর ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাক্বীনের ৩য় খণ্ডের ১০ পৃষ্ঠায়; আলী মুত্তাকী আল-হিন্দী তাঁর কানযুল উম্মালে হা: ১৯৪৬ এবং ইমাম সুয়ূতী তাঁর আদুররুল মানসুরের ১ম খণ্ডের ২৯৬ পৃষ্ঠায় রিওয়ায়াত করেছেন। হাদীসটির একাধিক মুতাবায়াত এবং শাওয়াহিদ রয়েছে।

৭৩৫- عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ، وَمَنْ طَمَعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ، فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ، وَذَلِكَ أَفْضَلُ.

(الصحيح: ২১১০)

৭৩৫. জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি শেষ রাতে তাহাজ্জুদ পড়তে পারবে না বলে আশঙ্কা করে সে যেন রাতের শুরু ভাগে বিতর পড়ে নেয়। আর যে ব্যক্তির আশা থাকে যে, সে শেষ রাতে তাহাজ্জুদ পড়তে পারবে সে যেন শেষরাতে বিতর পড়ে। কেননা শেষ রাতের সলাতের সাক্ষ্য দেয়া হয়েছে এবং সেটা সর্বোত্তম। (সহীহাহু হা. ২৬১)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহর (২/১৭৪-১৭৫); আবু আওয়ানা তাঁর সহীহর (২/৩১২); ইমাম তিরমিযী তাঁর সুনানের হা: ৪৫৬; ইবনু মাযাহ তাঁর সুনানের (১/৩৬০); এমনিভাবে আব্দুর রাজ্জাক তাঁর আল-মুসান্নাফের হা: ৪৬২৩; ইবনু নসর তাঁর কিয়ামুল লাইল এর ১১৬ পৃষ্ঠায়; ইবনুল জারুদ তাঁর আল-মুনতাকা এর হা: ২৬৯; ইবনু খুযাইমা তার সহীহর হা: ১০৮৬; বাইহাকী তাঁর সুনানের (৩/৩৫) এবং আহমাদ তাঁর মুসনাদের (৩/৩৮৯)-তে আব্দুর রাজ্জাকের তরীকে রিওয়াযাত করেছেন।

৭৩৬- عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ: قَالَ أَبِي: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ خَرَجَ حَتَّى آتَى هَذَا الْمَسْجِدَ مَسْجِدَ قُبَاءَ فَصَلَّى فِيهِ؛ كَانَ لَهُ عِدْلُ عُمَرَةَ. (الصحيح: ২৬৬৬)

৭৩৬. আবু উমামা ইবনু সাহল ইবনু হনাইফ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি (ঘর থেকে) বের হলো এবং এ মাসজিদে (মাসজিদে কুবায়ে) এসে সলাত আদায় করল তাকে একটি ওমরার সমপরিমাণ সওয়াব দেয়া হবে। (সহীহাহু হা. ৩৪৪৬)

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম নাসায়ী মুজতাবা গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ৩৭ পৃষ্ঠায়; ইমাম আহমাদ মুসনাদের ৩য় খণ্ডের ৪৮৭ পৃষ্ঠায়; ইমাম বুখারী তাঁর আত-তারীখুল কাবীরের ১ম খণ্ডের ৯৬

পৃষ্ঠায়; তাবারানী আল-মুজামুল কাবীরের ৬ষ্ঠ খণ্ডের ৯০ পৃষ্ঠায়; হাকিম মুসতাদরাক আলাস সহীহাইনের ৩য় খণ্ডের ১২ পৃষ্ঠায় এবং আলী আল-মুত্তাকী আল-হিন্দী তাঁর কানযুল উম্মালে হা: ৩৪৯৭২-তে রিওয়ায়াত করেছেন।

৭৩৭- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ

سَدَّ فَرْجَهُ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَرَفَعَهُ بِهَا دَرَجَةً. (الصحيح: ১৮৭২)

৭৩৭. আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি কাতারের ফাঁকা জায়গা পূরণ করে দাঁড়াবে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি বালাখানা নির্মাণ করবেন এবং এর কারণে আল্লাহ তার একটি মর্যাদা বুলন্দ করবেন। (সহীহাহ্ হা. ১৮৯২)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি আল-মাহামেলী তাঁর আল-আমানীর (২/৩৬); হাসান ইবনু আব্দুল আযীযের সূত্রে আয়িশা থেকে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: সানাদটি সহীহ। হাসান ব্যতীত বাকি সকলেই সিকাহ ও শাইখাইনের রাবী। ইবনু মাজাহ (১/৩১৩) এবং মুসনাদে আহমাদ (৬/৮৯)-তে হাদীসটি রিওয়ায়াত করা হয়েছে।

৭৩৮- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ أَنْ تَبْدَأَ

بِرَجْلِكَ الْيُمْنَى، وَإِذَا خَرَجْتَ أَنْ تَبْدَأَ بِرَجْلِكَ الْيُسْرَى. (الصحيح: ২৬৭৮)

৭৩৮. আনাস ইবনু মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সুন্নাত হলো মাসজিদে প্রবেশ করলে ডান পা দিয়ে প্রবেশ করা এবং বের হলে বাম পা দিয়ে বের হওয়া। (সহীহাহ্ হা. ২৪৭৮)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম হাকিম তাঁর আল-মুসতাদরাকের (১/২১৮); তাঁর থেকে ইমাম বাইহাকী তাঁর সুনানের (২/৪৪২)-তে শাদ্দাদ আবু তলহা থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম হাকিম হাদীসটিকে মুসলিমের শর্তে সহীহ বলেছেন এবং এক্ষেত্রে ইমাম যাহাবী তাঁর সমর্থন দিয়েছেন। তবে বাইহাকী বলেন, সানাদের শাদ্দাদ নামক রাবী শক্তিশালী নয়। আলবানী বলেন, বাইহাকীর বক্তব্যই যথাযথ।

৭৩৯- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ فِي الصَّلَاةِ أَنْ

تَضَعَ أَيْتِيكَ عَلَى عَقْبَيْكَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ. (الصحيح: ৩৮৩)

৭৩৯. ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সলাতের সুনাত হলো দু'সিজদার মাঝে তুমি তোমার নিতম্বকে তোমার পিছনে রাখা। (সহীহা হা. ৩৮৩)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম তাবারানী তাঁর আল-মু'জামুল কাবীরের (৩/১০৬/১)-তে আহমাদ ইবনুন নযর আল-আসকারীর সানাদে ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটির সানাদ সহীহ যদি সানাদের উল্লিখিত আব্দুল কারীম ইবনু মালিক আল-জাযারী হয় তবে অন্যথায় নয়। তাছাড়া হাদীসটি ইবনু উয়াইনাহ ইবরাহীম ইবনু মাইসারাহ থেকে রিওয়ায়াত করা হয়েছে।

৭৪০. عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ مَرْفُوعًا: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، وَصَلَّى الصَّلَوَاتِ [الْخَمْسَ]، وَحَجَّ الْبَيْتَ لَا أُدْرَى أَذْكَرَ الزَّكَاةَ أَمْ لَا؛ إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ، إِنْ هَاجَرَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ مَكَثَ بِأَرْضِهِ الَّتِي وُلِدَ بِهَا. قَالَ مُعَاذٌ: أَلَا أُخْبِرُ بِهَذَا النَّاسِ! فَقَالَ: ذَرِ النَّاسَ [يَا مُعَاذُ] يَعْْمَلُونَ. (الصحيح: ২২২৭)

৭৪০. মুআয ইবনু জাবাল (রা.) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত। যে ব্যক্তি রমযানে সিয়াম পালন করল, পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আদায় করল, হাজ্ব করল— (বর্ণনাকারী বলেন,) তিনি যাকাতের কথা উল্লেখ করেছেন কিনা তা আমার জানা নেই। তাকে ক্ষমা করা আল্লাহর উপর ওয়াজিব। চাই সে আল্লাহর রাহে হিজরত করুক কিংবা নিজ মাতৃভূমিতে অবস্থান করুক। মু'আয বললেন, আমি কি লোকদেরকে এ ব্যাপারে সংবাদ দিব না? তিনি বললেন, মু'আয! লোকদেরকে ছেড়ে দাও তারা নিজ ইচ্ছামতো আমল করুক। (সহীহা হা. ৩২২৯)

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম তিরমিযী তাঁর সুনান গ্রন্থে হা: ২৫৩০; হাইসামী মাজমাউয যাওয়াইদের ১ম খণ্ডের ৪৬, ৪৭ পৃষ্ঠা, ২য় খণ্ডের ২৯৮ পৃষ্ঠায় এবং আলী আল-মুত্তাকী আল-হিন্দী কানযুল উন্মালের হা: ৪৩২৯৩-তে রিওয়ায়াত করেছেন।

৭৪১- عَنْ أَبِي مُوسَى يَرْفَعُهُ: مَنْ صَلَّى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَنَى

اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ. (الصحيح: ২২৪৭)

৭৪১. আবু মুসা (রা.) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত। যে ব্যক্তি দিনে ১২ রাকা'আত সলাত আদায় করবে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি বালাখানা নির্মাণ করবেন। (সহীহাঃ হা. ২৩৪৭)

হাদীসটি হাসানুল ইসনাদ।

হাদীসটি তাবারানী তাঁর আল মু'জামুল আওসাতের (১/৫৮/২)-তে হাইসাম ইবনু খলকের সানাদে আবু মুসা (রা.) থেকে মারফু'আন বর্ণনা করেছেন। এছাড়াও তাবারানীর তরীকে ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদের (৪/৪১৩)-তে উল্লেখ করেছেন। হাদীসটির শাহেদ রয়েছে যা আবু হুরাইরা (রা.) থেকে মারফু'আন বর্ণিত হয়েছে। হাদীসটি ইবনু আরী শাইবা তাঁর আল-মুসান্নাফের (২/২০৪) এবং তাঁর থেকে ইবনু মাজাহ তাঁর সুনােনের (১/৩৫০)-তে উল্লেখ করেছেন।

৭৪২- عَنْ جُنْدَبِ الْقَسْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ، فَلَا يَطْلُبُكُمْ اللَّهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ فَإِنَّهُ مَنْ يَطْلُبُهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ يُدْرِكُهُ، ثُمَّ يُكَبِّهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي نَارٍ جَهَنَّمَ. (الصحيح: ২৮৯০)

৭৪২. জুনদুব আল-কাসরী (রা.) বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি ফজরের সলাত আদায় কর সে আল্লাহর দায়িত্বে চলে গেল। সুতরাং (হে আল্লাহর বান্দাগণ!) আল্লাহ যেন আপন দায়িত্বের কোন বিষয় সম্পর্কে তোমাদের বিপক্ষে বাদী না হন। কেননা, তিনি যার বিপক্ষে আপন দায়িত্বের কোন বিষয় সম্পর্কে বাদী হবেন, তাকে উপুড় করে ধরে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করবেন। (সহীহাঃ হা. ২৮৯০)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহার (২/১২৫); আবু আওয়ানা হ তাঁর মুসনাদের (২/১১-১২); ইমাম বাইহাকী তাঁর সুনানুল কুবরার (১/৪৬৪); ইমাম তবারানী তাঁর 'আল-মু'জামুল কাবীর' (২/১৭৯) হা. ১৬৮৩ ও ১৬৮৪-তে। এমনিভাবে আর-রুইয়ানী তাঁর মুসনাদে (২/১৪৬) জুনদুব আল-কাসরী'র সূত্রে মারফু'আন রিওয়ায়াত করেছেন।

এছাড়াও ইমাম তিরমিযী হা. ২২২; সহীহ ইবনু হিব্বান (৩/১২০) হা. ১৭৪০); আহমাদ তাঁর মুসনাদে হা. (৪/৩১২-১৩) এবং আবু ইয়ালা তাঁর মুসনাদে (৩/৯৫) হা. ১৫২৬)-তে উল্লেখ করেছেন।

৭৪৩. عَنْ عَائِذِ بْنِ قُرْطٍ مَرْفُوعًا: مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يُتِمَّهَا، زَيْدٌ عَلَيْهَا مِنْ سُبْحَاتِهِ حَتَّى تَتِمَّ. (الصحيحة: ২৩৫০)

৭৪৩. আয়িয ইবনু কুরত (রা.) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত। যে ব্যক্তি অসম্পূর্ণ সলাত আদায় করে। সে ব্যক্তি সলাত পূর্ণ করা পর্যন্ত তার উপর নফল সলাত বৃদ্ধি করে দেয়া হয়। (সহীহাহ হা. ২৩৫০)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইবনু মানদা তাঁর আল-মা'রিফা গ্রন্থের (২/১০৯/১); দিয়া তাঁর 'আল-মুখতারাহ এর (৬০/১-২)-তে তাবারানীর তরীকে উল্লেখ করেছেন। এই হাদীসটি আল-মু'জামুল কাবীরের (১৮/২২/৩৭)-তে আব্দুল্লাহ ইবনু আহমাদ ইবনু হাম্বলের সানাদে উল্লেখ রয়েছে। যা তিনি আয়িয ইবনু কুরত থেকে মারফু'আন রিওয়ায়াত করেছেন।

৭৪৪. عَنْ عَائِذِ بْنِ قُرْطٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يُتِمَّهَا، زَيْدٌ عَلَيْهَا مِنْ سُبْحَاتِهِ حَتَّى تَتِمَّ.

(الصحيحة: ৩১৮৬)

৭৪৪. আয়িয ইবনু কুরত (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি অসম্পূর্ণ সলাত আদায় করে। সে ব্যক্তি সলাত পূর্ণ করা পর্যন্ত তার উপর নফল সলাত বৃদ্ধি করে দেয়া হয়। (সহীহাহ হা. ৩১৮৬)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি এই লফজে তাবারানী আল-মু'জামুল কাবীরের ১৮শ খণ্ডের ২৩ পৃষ্ঠায়; হাইসামী মাজমাউয্-যাওয়াইদের ১ম খণ্ডের ২৯১ পৃষ্ঠায়; ইমাম মুরতাযা আযযাবীদী ইতহাফুস সাদাতীল মুত্তাকীনের ৩য় খণ্ডের ১৭০ পৃষ্ঠায় এবং আলী আল-মুত্তাকী আল-হিন্দী তাঁর কানযুল উম্মালের হা: ৩৪৩ ও ২০০৩২ রিওয়ায়াত করেছেন।

৭৪৫- عَنْ أَبِي مُوسَى مَرْفُوعًا: مَنْ صَلَّى الضُّحَىٰ أَرْبَعًا وَقَبْلَ

الْأُولَىٰ أَرْبَعًا، بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ. (الصحيح: ২৩৬৭)

৭৪৫. আবু মুসা (রা.) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত। যে ব্যক্তি চার রাকাত চাশতের সলাত আদায় করবে এবং (দিনের) প্রথম ভাগের শুরুতে চার রাকাত সলাত আদায় করবে তার জন্য জান্নাতে একটি বালাখানা নির্মাণ করা হবে। (সহীহাহ্ হা. ২৩৪৯)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি ইমাম তাবারানী তাঁর আল-আওসাতের (১/৫৯)-তে সাহল ইবনু উসমানের সানাদে আবু মুসা (রা.) থেকে মারফুআন রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: সানাদের সাহল নামক বর্ণনাকারী সিকাহ ও মুসলিমের রাবী। সানাদটি হাসান।

৭৪৬- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ، ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى، رَكْعَتَيْنِ؛ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ، تَامَّةٍ تَامَةٍ

تَامَةٍ. (الصحيح: ৩৬০৩)

৭৪৬. আনাস ইবনু মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি জামাতের সাথে ফজরের সলাত আদায় করবে এরপর সূর্যোদয় পর্যন্ত স্বস্থানে বসে যিকিরে মাশগুল থাকবে এরপর দু'রাকাত সলাত আদায় করবে সে একটি পূর্ণ হাজ্জ ও পূর্ণ ওমরার সাওয়াব পাবে। পূর্ণ! পূর্ণ!! পূর্ণ!!! (সহীহাহ্ হা. ৩৪০৩)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি ইমাম তিরমিযী তাঁর সুনান গ্রন্থের হা: ৫৮৬; ইমাম বুখারী আত-তারীখুল কাবীরের ১ম খণ্ডের ৩৭৩ পৃষ্ঠায়; ইবনু আসাকীর তাহযীবু তারীখি দিমাশ্কের ২য় খণ্ডের ৩৩৬ পৃষ্ঠায়; হাইসামী তাঁর মাজমাউয যাওয়াইদের ১০ম খণ্ডের ১০৬ পৃষ্ঠায় রিওয়ায়াত করেছেন এবং ইমাম সুয়ূতী (র) আল-হাভী লিল ফাতাওয়ার ১ম খণ্ডের ৬৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন।

৭৪৭- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلَّى اللَّهُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَتَانِ: بَرَاءَةٌ مِّنَ النَّارِ وَبَرَاءَةٌ مِّنَ التَّفَاقُ رُويَ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَأَبِي كَاهِلٍ وَعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. (الصحيح: ১৭৭৭, ১৭৭৮)

৭৪৭. নাবী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি ইখলাসের সাথে জামাতে তাকবীরে উলার সঙ্গে চল্লিশ দিন সলাত আদায় করবে, তার জন্য দু’টি মুক্তির পরওয়ানা লেখা হবে: জাহান্নাম থেকে মুক্তির পরওয়ানা এবং নিফাক থেকে মুক্তির পরওয়ানা। হাদীসটি আনাস, আবু কাহিল এবং উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত।

(সহীহাহু হা. ১৯৭৯, ২৬৫২)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি আনাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যার একাধিক সূত্র রয়েছে। প্রথমটি সালাম ইবনু কুতাইবার সূত্রে যা ইমাম তিরমিযী তাঁর সুনানের (১/২০১)-তে এবং আল-ওসেতী তাঁর তারীখের ৪০ পৃষ্ঠায় রিওয়াযাত করেছেন। দ্বিতীয়টি মানসুর ইবনু মুহাজিরের সূত্রে। তৃতীয়টি আবুল আলা আল-খফফাফ এর সূত্রে।

৭৪৮- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ قَامَ بِعَشْرِ آيَاتٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ وَمَنْ قَامَ بِمِائَةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِينَ وَ مَنْ قَرَأَ بِأَلْفِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ. (الصحيح: ৬৪২)

৭৪৮. আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস (রা.) রাসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি সলাতে দশ আয়াত তিলাওয়াত করবে, তাকে গাফিলদের অন্তর্ভুক্ত করা হবে না। যে ব্যক্তি সলাতে একশ আয়াত তিলাওয়াত করবে, তাকে কানিতীন (আনুগত্যশীল) বলে লেখা হবে। আর যে ব্যক্তি সলাতে এক হাজার আয়াত তিলাওয়াত করবে, তাকে মুকানতারীনের অন্তর্ভুক্ত করা হবে। (সহীহাহু হা. ৬৪২)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি আবু দাউদ তাঁর সুনানের হা: ১৯৩৮; ইবনু খুযাইমা তাঁর সহীহার হা: ১১৪৪; হায়সামী মাওয়ারিদুজ জামআনে হা: ৬৬২; ইমাম মুনযীরী তাঁর আত-তারগীব ওয়াত-তারহীবের ১ম খণ্ডের ৪৩৯ পৃষ্ঠায় এবং মুরতাদা যাবীদী ইতহাফুস সাদাতীল মুত্তাকীনের ১ম খণ্ডের ১২০ পৃষ্ঠায় রিওয়ায়াত করেছেন।

৭৪৭- عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ لَمْ يَحُلْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ دُخُولِ الْجَنَّةِ إِلَّا السُّوءُ. (الصحيحة: ১৭২)

৭৪৯. আবু উমামা আল-বাহেলী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রতি সলাতের পর আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে তার মাঝে এবং জান্নাতের মাঝে প্রতিবন্ধক হবে শুধু মৃত্যু। (সহীহাহ হা. ৯৭২)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি অনুরূপ অর্থে সহীহার হা: ৯৭৫-তে পুনরুল্লেখ হয়েছে। অনুরূপভাবে হাদীসটি অন্য লফজে একই অর্থে অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। তাবারানী আল-মুজামুল কাবীরের ৮ম খণ্ডের ১৩৪ পৃষ্ঠায়; ইবনুস সুন্নী আমালুল ইয়াওমী ওয়াল লাইলাহ হা: ১২০ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

৭৫০- عَنْ تَيْمِيمِ الدَّارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَرَأَ بِهَاءِ آيَةٍ فِي لَيْلَةٍ كُتِبَ لَهُ قُنُوتُ لَيْلَةٍ. (الصحيحة: ১৭৫)

৭৫০. তামীম আদদারী (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি রাতে একশ আয়াত পাঠ করবে তাকে সারা রাতের আনুগত্যের সওয়াব দেয়া হবে। (সহীহাহ হা. ৬৪৪)

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম আহমাদ ইবনু হামল তাঁর মুসনাদ গ্রন্থের ৪র্থ খণ্ডের ১০৩ পৃষ্ঠায়; ইমাম দারেমী তাঁর সুনান গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ৪৬৪ পৃষ্ঠায়; ইবনু কাসীর তাঁর তাফসীর গ্রন্থের ৭ম খণ্ডের ৭৯ পৃষ্ঠায় এবং আলী আল-মুত্তাকী আল-হিন্দী তাঁর কানযুল উম্মালের হা: ২১৩৯২-তে রিওয়ায়াত করেছেন।

৭৫১- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَرَأَ فِي لَيْلَةِ مِائَةِ آيَةٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ، أَوْ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِينَ. (الصحيح: ৬৬৩)

৭৫১. আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি রাতে একশ আয়াত তিলাওয়াত করবে সে গাফিলদের দলভুক্ত হবে না এবং তাকে কানিতীন (আনুগত্যশীল) বলে লেখা হবে। (সহীহাহ্ হা. ৬৬৩)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি হাফিয সুযূতী তাঁর তাফসীর গ্রন্থ আদ-দুররুল মানসুরের ২য় খণ্ডের ১১ পৃষ্ঠায় এবং আলী আল-মুত্তাকী আল-হিন্দী তাঁর কানযুল উম্মালের হা: ২১৩৯৩, ২১৪৫৯-তে রিওয়ায়াত করেছেন।

৭৫২- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: مَنْ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَلْيُصَلِّهَا بَعْدَ مَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ. (الصحيح: ২৩৬১)

৭৫২. আবু হুরাইরা (রা.) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত। যে ব্যক্তি ফজরের দু’রাক্কা‘আত পড়েনি সূর্যোদয়ের পর সে যেন তা পড়ে নেয়। (সহীহাহ্ হা. ২৩৬১)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম তিরমিযী তাঁর সুনানের হা: ৪২৩; ইবনু খুযাইমা তাঁর সহীহর হা: ১১১৭; ইবনু হিব্বান তাঁর সহীহর হা: ৬১৩ হাকিম আল-মুসতাদরাকের (১/২৭৪ ও ৩০৭); বাইহাকী তাঁর সুনানের (২/৪৮৪)-এ আসিম ইবনু আমর এর সানাদে আবু হুরাইরা থেকে মারফু‘আন রিওয়ায়াত করেছেন। হাকিম হাদীসটিকে শাইখাইনের শর্তে সহীহ বলেছেন। আর তার বক্তব্যটি সঠিক। তবে ইমাম তিরমিযী হাদীসটির ইলালের দিকে ইশারা করেছেন।

৭৫৩- عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا: الْبَرُّ فِي صَلَاةٍ مَا أَنْتَظَرَهَا. (الصحيح: ২৩৬৮)

৭৫৩. জাবির (রা.) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত। ব্যক্তিকে সলাতে ধরা হয় যতক্ষণ সে সলাতের অপেক্ষায় থাকে। (সহীহাহ্ হা. ২৩৬৮)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি আব্দ ইবনু হুমাইদ তাঁর আল-মুনতাখাব মিনাল মুসনাদ কিতাবের (১/১৩৭); হাম্মাদ ইবনু শু'আইব আল-হিম্মানীর সানাদে জাবির (রা.) থেকে মারফু'আন রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটির সানাদ যঈফ। সানাদে আবুয-যুবাইর নামক রাবীও রয়েছেন যিনি মুদাল্লিস এবং হাদীসটি মুআন-আন রিওয়ায়াত করেছেন। তা ছাড়া সানাদের হাম্মাদ নামক রাবী যঈফ। ইয়াহয়া ইবনু মাজিন তাঁকে যঈফ বলেছেন। তবে আমি (আলবানী) বলবো, হাদীসটির মুতাবাআত রয়েছে, যার একটি ইমাম আহমাদ (৩/৩৬৭)-তে রিওয়ায়াত করেছেন। আর উক্ত সানাদের রিজালগুলো সিকাহ রিওয়ায়াতটি নিম্নরূপ:

حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوَابِ حَدَّثَنَا عَمَارُ بْنُ رَزِيْقٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سَفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: "جَهَّزَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشًا لَيْلَةً حَتَّى ذَهَبَ نَصْفُ اللَّيْلِ, أَوْ بَلَغَ ذَلِكَ, ثُمَّ خَرَجَ, فَقَالَ: قَدْ صَلَّى النَّاسُ وَرَقَدُوا وَأَنْتُمْ تَنْتَظِرُونَ هَذِهِ الصَّلَاةَ, أَمَا إِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مَا أَنْتَظَرْتُمُوهَا". قُلْتُ: وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ.

৭৫৪- عَنْ أَبِي عُمَانَ قَالَ: كَتَبَ سَلْمَانَ إِلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ: يَا أَخِي عَلَيْكَ بِالْمَسْجِدِ فَالْزَمَهُ, فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمَسْجِدُ بَيْتُ كُلِّ تَقِيٍّ. (المصيبة: ৭১৬)

৭৫৪. আবু উসমান (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সালমান (রা.) আব্দ-দারদা (রা.)-এর নিকট লিখে পাঠালেন যে, ভাই! মাসজিদের ব্যাপারে যত্নবান হও। কেননা আমি নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, মাসজিদ হলো প্রত্যেক মুস্তাকীর ঘর।

(সহীহাহু হা. ৭১৬)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম তাবারানী তাঁর আল-মু'জামুল কাবীরের ৬য় খণ্ডের ৩১৩ পৃষ্ঠায়; হাইসামী মাজমাউয্ যাওয়াইদের ২য় খণ্ডের ২২ পৃষ্ঠায়; মুনযীরী তাঁর আত্-তারগীব ওয়াত-তারহীবের ১ম খণ্ডের ২২০ পৃষ্ঠায়; আলী আল-মুস্তাকী আল-হিন্দী তাঁর কানযুল উম্মালের হা. ২০৩৪৯, ২২১০২৯ এবং ইমাম সুযুতী তাঁর দুররে মানসুরের ৩য় খণ্ডের ২১৬ পৃষ্ঠায় রিওয়ায়াত করেছেন।

৭৫৫- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ لَا يَدْعُهُمَا، قَالَتْ: وَكَانَ يَقُولُ نَعِمَتِ السُّورَتَانِ يُقْرَأُ بِهِمَا فِي رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) وَ (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ). (الصحيح: ৫৬৬)

৭৫৫. আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুহরের পূর্বে চার রাকাত (সুন্নাত) সলাত আদায় করতেন এবং ফজরের পূর্বের দুই রাকাত কখনোও ছাড়তেন না। আয়িশা (রা.) বলেন, আর তিনি বলতেন, কতইনা উত্তম এ দু’ সূরা বা ফজরের পূর্বের দু’ রাকাতে পড়া হয়: ‘কুলহুয়াল্লাহু আহাদ’ এবং ‘কুল ইয়া আয়্যুহা লেকাফরুন’। (সহীহাহ্ হা. ৬৪৬)

হাদীসটি সহীহ।

হাফিয ইবনু খুযাইমা তাঁর সহীহ গ্রন্থের হাদীস নং ১১১৪-তে রিওয়াযাত করেছেন।

৭৫৬- عَنْ مَكْحُولٍ مَرْفُوعًا: نَهَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبَالَ بِأَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ. (الصحيح: ২৭২৩)

৭৫৬. মাকহুল মারফু সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, নাবী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাসজিদসমূহের দরজায় প্রস্রাব করতে নিষেদ করেছেন। (সহীহাহ্ হা. ২৭২৩)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইবনু শাইবা তাঁর তারীখে মাদীনার (১/৩৬)-তে ইবনু জাবিরের তরীকে রিওয়াযাত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটি সহীহ এবং এর সকল রাবী সিকাহ ও মুসলিমের রাবী। তবে হাদীসটি মুরসাল। কেননা, মাকহুল রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনে নি। কারণ তিনি তাবেঈ। তবে আবু মিজলায এর মুরসাল এটির শাহেদ এবং এই উভয় হাদীসটি ইমাম আবু দাউদ তাঁর ‘আল মারাসীলের’ ৩ ও ১৪ নং হাদীসে উল্লেখ করেছেন।

৭৫৭- عَنْ مَخُولٍ قَالَ: سَبَعْتُ أَبَا سَعْدٍ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يَقُولُ: رَأَيْتُ أَبَا رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى الْحَسَنَ وَهُوَ يُصَلِّي وَكَدَّ عَقْصَ شَعْرَةٍ، فَأَطْلَقَهُ، أَوْ نَهَى عَنْهُ، وَقَالَ: نَهَى أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَهُوَ عَاقِصُ شَعْرَةٍ. (الصحيح: ২৩৮৬)

৭৫৭. মিখওয়াল (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাদীনার একজন ব্যক্তি আবু সাঈদ নামক ব্যক্তি থেকে আমি শুনেছি। তিনি বলতেন, আমি রাসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মুক্ত দাস আবু রাফি’কে দেখলাম তিনি হাসানকে (চুলে বেনী বেঁধে) সলাত আদায় করতে দেখলেন অতঃপর তিনি (গিয়ে) তা খুলে দিলেন, কিংবা (তাকে) এ কাজ থেকে নিষেধ করলেন। আর বললেন, নাবী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম চুলে খোঁপা বেঁধে সলাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন। (সহীহাহ্ হা. ২৩৮৬)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ তাঁর সুনাের (১/৩২৩); আহমাদ তাঁর মুসনাদের (৬/৮ ও ৩৯১)-তে; দারেমী তাঁর মুসনাদের (১/৩২০)-তে মিখওয়ালের সানাদে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটির সকল রাবী সিকাহ ও শাইখাইনের রাবী তবে আবু সা’দ আল-মাদানী এমনটি নয়। হাদীসটির শাহেদ রয়েছে যা উম্মু সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে।

৭৫৮- عَنْ أَنَسٍ: نَهَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْإِقْعَاءِ وَالتَّوْرِكِ فِي الصَّلَاةِ. (الصحيح: ১৭০)

৭৫৮. আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। নাবী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সলাতে দুই হাঁটু উঠিয়ে নিতম্বের উপর ভর করে বসা এবং দু’ হাঁটুর উপর হাত রাখাকে নিষেধ করেছেন। (সহীহাহ্ হা. ১৬৭০)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম আহমাদ তাঁর আল-মুসনাদের (৩/২৩৩); আস্-সিরাজ তাঁর মুসনাদের (৪/৭৩/১); ইয়াহয়া আস্-সালেহীনের সূত্রে আনাস থেকে মারফু’আন বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: তাঁরা উভয়েই সিকাহ এবং মুসলিমের রাবী সুতরাং হাদীসটি সহীহ।

৭৫৭- عَنْ عَلِيٍّ: نَهَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَّا وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ. (الصحيح: ২০০)

৭৫৯. আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। নাবী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসরের পর সলাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন তবে আকাশে সূর্য থাকলে আদায় করতে পারবে। (সহীহা হা. ২০০)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি আবু দাউদ তাঁর সুনানের (১/২০০); নাসাই তাঁর সুনানের (১/৯৭); ইবনু হাযম মুহাল্লার (৩/৩১); আবু ইয়ালা মুসনাদের (১/১১৯); ইবনু হিব্বান তাঁর সহীহর হা: ৬২১; ইবনু জারুদ আল-মুনতাকা এর হা: ২৮১; বাইহাকী (২/৪৫৮); তায়ালেসী (১/৭৫); আহমাদ (১/১২৯, ১৪১); মাহমেলী তাঁর আল-আমালীর (১/৯৫/৩) এবং দিয়া الأَحَادِيثُ الْمُخْتَارَةَ-এর (১/২৫৮-২৫৯)-তে আলী (রা.)-এর সূত্রে মারফু‘আন উল্লেখ করেছেন।

৭৬০- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شَيْلٍ: نَهَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نُقْرَةِ الْغُرَابِ وَافْتِرَاشِ السَّبْعِ وَأَنْ يُوطَّنَ الرَّجُلُ الْمَكَانَ فِي الْمَسْجِدِ كَمَا يُوطَّنُ الْبَعِيرُ. (الصحيح: ১১৬৮)

৭৬০. আব্দুর রহমান ইবনু শিবল (রা.) থেকে বর্ণিত। নাবী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাকের (ন্যায়) ঠোকর (দিয়ে সিজদা করা) থেকে হিংস্র পশুর ন্যায় বাহুকে মাটিতে বিছিয়ে দেয়া থেকে এবং উটের ন্যায় মাসজিদে বসতি করতে নিষেধ করেছেন। (সহীহা হা. ১১৬৮)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি আবু দাউদ তাঁর সুনানের (১/১৩৮); নাসায়ী তাঁর সুনানের (১/১৬৭); ইমাম দারেমী তাঁর মুসনাদের (১/৩০৩); ইবনু মাজাহ তাঁর সুনানের (১/৪৩৭); ইবনু খুযাইমা তাঁর সহীহর (১/১৪২/১); ইবনু হিব্বান তাঁর সহীহর হা: ৪৭৬; হাকিম তাঁর আল-মুসতাদরাকের (১/২২৯) এবং আহমাদ তাঁর মুসনাদের (৩/৪২৮-৪৪৪)-তে জাফর ইবনু আব্দুল্লাহর সূত্রে আব্দুর রহমান ইবনু শিবল থেকে মারফু‘আন রিওয়ায়াত করেছেন।

৭৬১- عَنْ أُخْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: وَجَبَ الْخُرُوجُ عَلَى كُلِّ ذَاتِ نَطَاقٍ. يَعْنِي فِي الْعِيدَيْنِ. (الصحيح: ২৬০৮)

৭৬১. আব্দুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা আল-আনসারীর বোন রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, 'দু' ঈদে প্রত্যেক কমরবন্ধনীর (নারীর ঈদগাহের উদ্দেশ্যে) ঘর থেকে বের হওয়া ওয়াজিব। (সহীহাহ্ হা. ২৪০৮)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি আবু দাউদ আত-তয়ালেসী তাঁর মুসনাদের (১/১৪৬); ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদের (৬/৩৫৮)-তে উল্লেখ করেছেন। আর তাঁর থেকে আবু নু'আঈম তাঁর 'আল-হিলয়া' এর (৭/১৬৩)-তে; বাইহাকী তাঁর সুনানের (৩/৩০৬) এবং খতীবে বাগদাদী তাঁর তারীখে বাগদাদের (৪/৬৩); তলহা ইবনু মুসাররিফ এর সানাদে উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটির সকল রাবী সিকাহ ও শাইখাইনের রাবী।

৭৬২- عَنْ نُعَيْمِ بْنِ النَّحَّارِ مِنْ بَنِي عَدِيٍّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: نُوَدِّي بِالصَّبْحِ فِي يَوْمٍ بَارِدٍ وَأَنَا فِي مُرْطِ امْرَأَتِي، فَقُلْتُ: لَيْتَ الْمُنَادِي يُنَادِي: وَمَنْ قَعَدَ فَلَا حَرَجَ، فَنَادَى مُنَادِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَمَنْ قَعَدَ فَلَا حَرَجَ. (الصحيح: ২৬০৫)

৭৬২. আদী ইবনু কা'ব গোত্রের নু'আঈম ইবনু নাহাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন (ভীষণ) শীতে (এর রাতে) ফজরের আযান দেয়া হলো। আমি তখন আমার স্ত্রীর চাদরে (শুয়ে) ছিলাম। তখন আমি (মনে মনে) বললাম, আহ্বানকারী যদি এ ঘোষণা দিত যে, (জামাতে না এসে) ঘরে সলাত আদায় করলে কোন ক্ষতি নেই (তবে খুবই ভালো হত)! অতঃপর নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মুয়াযযিন ঘোষণা করলেন যে, (আজকে জামাতে না এসে) ঘরে সলাত আদায় করলেও চলবে। (সহীহাহ্ হা. ২৬০৫)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইবনু আবী শাইবা তাঁর মুসনাদের (২/৫/২)-তে খালিদ ইবনু মাখলাদের সানাদে উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটি শাইখাইনের শর্তে সহীহ আযীয। ইমাম বাইহাকী তাঁর সুনানের (১/৩৯৮)-তে ইবনু আবী উয়াইস এর তরীকে উল্লেখ করেছেন এবং এক্ষেত্রে আওয়ামী তাঁর মুতাবাআত করেছেন। হাফিয ইবনু হাজর বলেছেন, হাদীসটি আব্দুর রাজ্জাক সহীহ সানাদে তাঁর আল-মুসান্নাফের হা: ১৯২৬-তে উল্লেখ করেছেন।

৭৬৩- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؛ وَقَدِمْتُ عَيْرٌ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَابْتَدَرَهَا أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى لَمْ يَبْقَ مَعَهُ إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَوِ تَتَابَعْتُمْ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْكُمْ أَحَدٌ؛ لَسَالَكُمْ الْوَادِي نَارًا. فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: (وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا أَنْفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا) [البقرة: ٢١٤]، وَقَالَ: فِي الْإِثْنَى عَشَرَ الَّذِينَ ثَبَتُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ. (الصحيح: ٣١٤٧)

৭৬৩. জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। নাবী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন আমাদের মাঝে জুমু‘আর খুতবা দিচ্ছিলেন এমতাবস্থায় মাদীনায় একটি অভিযাত্রী দল আগমন করল; তখন রাসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাহাবীগণ সেদিকে দৌড়ে গেলেন এমনকি ১২ জন লোক ব্যতীত আর কেউ অবশিষ্ট রইল না। তখন রাসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ঐ সত্ত্বার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ! তোমরা যদি পর্যায়ক্রমে চলে যেতে এবং তোমাদের কেউ এখানে না থাকত তবে এ উপত্যকা আগুনে ভেসে যেত। অতঃপর এ আয়াত অবতীর্ণ হয়, “তারা যখন কোন ব্যবসায়ের সুযোগ অথবা ক্রীড়া-কৌতুক দেখে তখন আপনাকে দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে তারা সেদিকে ছুটে যায়।” (সূরা: আল-জুমু‘আহ: ১১)। বর্ণনাকারী বলেন, যে ১২ জন রাসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি

ওয়া সাল্লাম-এর সঙ্গে ছিলেন তাঁদের মাধ্যে ছিলেন- আবু বাকার ও উমার (রা)। (সহীহাহ্ হা. ৩১৪৭)

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম আবু জাফর আত্-তাহাবী তাঁর শরহ মুশকিলিল আসারের ৪র্থ খণ্ডের ২০ পৃষ্ঠায়; হাফিয় আলী আল-মুত্তাকী আল-হিন্দী তাঁর কানযুল উম্মালের হা: ২৪০১৮; হাফিয় জালালুদ্দীন সুয়ুতী তাঁর তাফসীর গ্রন্থ আব্দুররুফ মানসুরের ১ম খণ্ডের ২০২ পৃষ্ঠায় রিওয়ায়াত করেছেন।

৭৬৮- عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: قَالَ حُذَيْفَةُ لِعَبْدِ اللَّهِ [يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ]: [قَوْمٌ] عُكُوفٌ بَيْنَ دَارِكَ وَدَارِ أَبِي مُوسَى لَا تُغَيِّرُ (وَفِي رِوَايَةٍ: لَا تَنْهَاهُمْ)؟! وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا اِعْتِكَافٌ إِلَّا فِي الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَعَلَّكَ نَسِيتَ وَحَفِظُوا، أَوْ أَخْطَأْتُ وَأَصَابُوا. (الصحيح: ২৭৮৬)

৭৬৮. আবু ওয়িল (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুযাইফা (রা.) আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা.)-কে বললেন, লোকেরা আপনার বাড়ি এবং আবু মূসার বাড়ির মাঝে ইতিকাফ করছে আপনি তাদেরকে নিষেধ করছেন না কেন?! অথচ আমি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিন মাসজিদেই কেবল ইতিকাফ করতে হবে! অতঃপর আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (তাকে) বললেন, সম্ভবত আপনি ভুলে গেছেন আর তারা মুখস্ত রেখেছে কিংবা আপনি ভুল করছেন আর তারা সঠিক করছে।

(সহীহাহ্ হা. ২৭৮৬)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইসমাইলী তাঁর আল-মু'জামের (২/১১২)-এ তাঁর শায়েখ আল আব্বাস ইবনু আহমাদ থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। আর বাইহাকী তাঁর সুনানের (৪/৩১)-তে মুহাম্মদ ইবনু আদমের তরীকে রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটি শাইখাইনের শর্তে সহীহ। শরহ মুশকিলিল আসার (৪/২০) এবং আব্দুর রাজ্জাক তাঁর আল-মুসান্নাফের (৪/৩৪৮, ৮০১৬)-তে উল্লেখ করেছেন।

৭৬৫- عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ مَرْفُوعًا: لَا تَتَّخِذُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا، صَلُّوا فِيهَا. (الصحيح: ২৬১৮)

৭৬৫. যায়িদ ইবনু খালিদ আল-জুহানী (রা) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত। তোমরা তোমাদের ঘরকে কবর বানিয়ে না (বরং) ঘরে (কিছু নফল) সলাত আদায় কর। (সহীহাহ্ হা. ২৪১৮)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম আহমাদ (র) তাঁর মুসনাদের (৪/১১৪, ৫/১৯২) ইবনু নসর কিয়ামুল লাইলের ৩০ পৃষ্ঠায় একাধিক সূত্রে আব্দুল মালিক ইবনু আবু সুলাইমানের থেকে যায়িদ ইবনু খালিদ থেকে মারফুআন বর্ণনা করেছেন। ইবনু হিব্বান হা: ৬৩৫। আমি (আলবানী) বলব, হাদীসটি মুসলিমের শর্তে সহীহ।

৭৬৬- عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ [عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ] لَا تَتَّخِذُوا الْمَسَاجِدَ طُرُقًا إِلَّا لَذِكْرِ أَوْ صَلَاةٍ. (الصحيح: ১০০১)

৭৬৬. সালিম (র) তাঁর পিতা আব্দুল্লাহ ইবনু উমার থেকে মারফু সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, যিক্র কিংবা সলাতের উদ্দেশ্য ছাড়া তোমরা মাসজিদকে যাতায়াতের পথ বানিয়ে না। (সহীহাহ্ হা. ১০০১)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি ইবনু আবী সাবিত তাঁর حديثে নামক কিতাবের (১/১২৬/১)-তে আহমাদ ইবনু বাকর আল-বালেসীর সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। তাবারানী তাঁর আল-কাবীরের (৩/১৯৪/২); আল-আওসাতের (২/২০)-তে ‘মাজমাউল বাহরাইন’ থেকে উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া ইবনু আসাকির তাঁর তারীখে দিমাশকের (২/৩৯/১২)-তে ভিন্ন সূত্রে উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব, সানাটটি হাসান এবং এর সকল রাবী সিকাহ।

৭৬৭- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: لَا تَخْتَصُوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي وَلَا تَخْصُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ. (الصحيح: ৭৮০)

৭৬৭. আবু হুরাইরা (রা.) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত। তোমরা অন্যান্য রাতের মাঝে শুধু জুমু'আর রাতকে সলাতের জন্য নির্ধারণ করো না এবং অন্যান্য দিনের মধ্যে শুধু জুমু'আর দিনকে সিয়াম পালনের জন্য নির্ধারণ করো না। তবে হ্যাঁ, যদি এমন হয় যে, পূর্বে থেকে সে এ দিনে সিয়াম পালন করত তাহলে কোন সমস্যা নেই। (সহীহাহ্ হা. ৯৮০)

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহ গ্রন্থের কিতাবুস সিয়ামের ২৪ নং অধ্যায়ের হা. ১৪৮; বাইহাকী তাঁর সুনান গ্রন্থের ৪র্থ খণ্ডের ৩০২ পৃষ্ঠায়; সাহেবে মিশকাত তাঁর মিশকাত শরীফের হা. ২০৫২; ইমাম মুহীউস সুন্নাহ বাগাতী মাসাবীহুস সুন্নাহের ৬ষ্ঠ খণ্ডের ৩৫৯ পৃষ্ঠায়; আলী আল-মুত্তাকী আল-হিন্দী তাঁর কানযুল উম্মালের হা. ২৩৯০৮, ২৩৯২৮ এবং ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদের ৫ম খণ্ডের ৪৪৪ পৃষ্ঠায় রিওয়াযাত করেছেন।

৭৬৮. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا: لَا تَصَلُّوا إِلَى قَبْرِ وَلَا تَصَلُّوا عَلَى قَبْرِ. (الصحيح: ১০১৬)

৭৬৮. ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত। তোমরা কোন কবরের দিকে মুখ করে কিংবা কবরের উপর সলাত আদায় করো না।

(সহীহাহ্ হা. ১০১৬)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম তাবারানী তাঁর আল-মু'জামুল কাবীরের (২/১৪৫/৩); আব্দুল্লাহ ইবনু বাইসানের সূত্রে ইবনু আব্বাস থেকে মারফু'আন রিওয়াযাত করেছেন। দিয়া তাঁর আল-আহাদীসুল মুখতারাহ এর (২/৬২/৬৫)-তে তাবারানীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া আবু সাঈদ আল-খুদরী ও আনাস (রা.) থেকে হাদীসটির দুটি শাহেদ পাওয়া যায়।

৭৬৯. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَصَلُّوا عِنْدَ ظُلُوعِ الشَّمْسِ، وَلَا عِنْدَ غُرُوبِهَا فَإِنَّهَا تَطْلُعُ وَتَغْرُبُ عَلَى قَرْنِ شَيْطَانٍ وَصَلُّوا بَيْنَ ذَلِكَ مَا شِئْتُمْ. (الصحيح: ৩১৬)

৭৬৯. আনাস ইবনু মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের

সময় (কোন) সলাত আদায় করবে না। কেননা, সূর্য শয়তানের শিং-এর উপর উদিত হয় ও অন্ত যায়। তবে এর মধ্যবর্তী সময়ে যত ইচ্ছা সলাত আদায় কর। (সহীহাহ্ হা. ৩১৪)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি আবু ইয়া'লা তাঁর মুসনাদের (২/২০০)-তে মুহাম্মদ ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু নুমানের সানাদে আনাস ইবনু মালিক থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম বায্‌যার হাদীসটি তাঁর মুসনাদের (১/২৯৩/১৬১৩)-তে উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটির সানাদ হাসান এবং এর সকল বর্ণনাকারী সিকাহ ও শাইখাইনের রাবী তবে উসামা ইবনু যায়িদের হিফজ নিয়ে কালাম রয়েছে।

৭৭. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا

غَرَارَ فِي صَلَاةٍ، وَلَا تَسْلِيمٍ. (الصحيح: ৩১৪)

৭৭০. আবু হুরাইরা (রা.) নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, সলাত এবং সালাম ফিরানোতে কোন ত্বরা নেই। (সহীহাহ্ হা. ৩১৮)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম আবু দাউদ তাঁর সুনানের হা: ৯২৮; হাকিম তাঁর আল-মুসতাদরাকের (১/২৬৪) এবং দু'জনেই হাদীসটি ইমাম আহমাদ থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। যা তিনি তাঁর মুসনাদের (২/৪৬১)-তে উল্লেখ করেছেন। তহাবী তাঁর শরহ মুশকিলিল আসারের (২/২২৯)-তে আব্দুর রহমান ইবনু মাহদীর তরীকে আবু হুরাইরা (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম হাকিম হাদীসটিকে মুসলিমের শর্তে সহীহ বলেছেন।

৭৭১. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي، فَيَرُدُّ عَلَيْهِ السَّلَامَ، ثُمَّ إِنَّهُ سَلَّمَ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي، فَلَمْ يَرُدِّ عَلَيْهِ، فَظَنَّ عَبْدُ اللَّهِ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ مُوجَدَّةٍ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كُنْتُ أَسَلِّمُ عَلَيْكَ وَأَنْتَ تُصَلِّي فَتَرُدُّ عَلَيَّ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْكَ، فَلَمْ تَرُدِّ عَلَيَّ، فَظَنَنْتُ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ مُوجَدَّةٍ عَلَيَّ فَقَالَ: لَا وَلَكِنَّا نَهَيْنَا عَنْ الْكَلَامِ فِي

الصَّلَاةِ إِلَّا بِالْقُرْآنِ وَالذِّكْرِ. (الصحيح: ২২৮০)

৭৭১. আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সলাত আদায়রত অবস্থায় তাঁকে সালাম করতেন, তিনি তার এ সালামের উত্তর দিতেন। অতঃপর ইবনু মাসউদ (একদিন) তাঁকে সালাম করলেন তিনি তখন সলাত আদায় করছিলেন। তিনি তার (সালামের) উত্তর দিলেন না। (ফলে) আব্দুল্লাহ মনে করলেন। তিনি হয়ত এমনটি রাগের কারণে করেছেন। অতঃপর তিনি সলাত শেষ করলে আব্দুল্লাহ বললেন, ইয়া রাসূলান্নাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! পূর্বে সলাতরত অবস্থায় আপনাকে সালাম করলে আপনি তার উত্তর দিতেন (কিন্তু আজ আপনি আমার সালামের উত্তর দেন নি) আমি ধারণা করেছি যে, আপনি রাগের কারণে এমনটি করেছেন। অতঃপর নাবী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ‘না (রাগের কারণে নয়) বরং কুরআন এবং যিকুর ব্যতীত সলাতে কথা বলতে আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে।’ (সহীহাহ্ হা. ২৩৮০)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম তাবারানী তাঁর আল-মু‘জামুল কাবীরের (১/৬৫/৩)-তে মুহাম্মদ ইবনু শু‘আইবের সানাদে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: সানাদের সকল রাবী সিকাহ এবং হাদীসটি সহীহ। হাদীসটির একটি শক্তিশালী শাহেদ রয়েছে যা মুসলিম আবু দাউদ হা: ৮৫৭ এবং অন্যান্য সুনানের কিতাবে উল্লেখ রয়েছে।

৭৭২- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَحَافِظُ عَلَى صَلَاةِ الضُّحَى إِلَّا أَوَّابٌ، وَهِيَ صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ.

(المصيبة: ৭.৩: ১৭৭৬)

৭৭২. আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন। ‘আওয়্যাব’ ব্যতীত চাশতের সালাতের সমকক্ষ নেই। তিনি বললেন, তা হল, সালাতুল আওয়্যাবীন।

(সহীহাহ্ হা. ৭০৩, ১৯৯৪)

হাদীসটি হাসান।

তাবারানী তাঁর আল-মু‘জামুল কাবীরের হা. ৭৫৮; আওসাতের হা. ৪০১১ এবং ইবনু খুযাইমাহ তাঁর সহীহের হা. ১২২৪ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। হাদীসের শব্দগুলো তাঁর। সহীহ আত্-তারগীব ওয়াত-তারহীব হা. ৬৭৩।

৭৭৩- عَنْ سَعِيدِ ابْنِ نَافِعٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا بَشِيرٍ الْأَنْصَارِيَّ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أُصَلِّي صَلَاةَ الضُّحَى حِينَ طَلَعَتِ الشَّمْسُ؛ فَعَابَ عَلَيَّ ذَلِكَ وَنَهَانِي، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَصَلُّوا حَتَّى تَرْتَفَعَ الشَّمْسُ؛ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قُرْنَيْ الشَّيْطَانِ. (الصحيح: ৩০৬১)

৭৭৩. সাঈদ ইবনু নাফি' (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাহাবী আবু বাশীর আনসারী (রা.) একদিন সূর্যোদয়ের সময় আমাকে চাশতের সলাত আদায় করতে দেখে তিরস্কার করলেন এবং (ভবিষ্যতে এমনটি করতে) আমাকে নিষেধ করলেন। এরপর বললেন, রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা সূর্যোদয়ের পূর্বে (কোন) সলাত আদায় করবে না। কেননা সূর্য শয়তানের দুই শিং-এর মাঝে উদ্ভিত হয়। (সহীহাহ হা. ৩০৪১)

হাদীসটি সহীহ।

আহমাদ তাঁর মুসনাদের ৫ম খণ্ডের ২৬০ পৃষ্ঠায়; তাবারানী তাঁর মুজামে কাবীরের ৮ম খণ্ডের ৩৪৬ পৃষ্ঠায়; হাইসামী মাজমাউয্-যাওয়াইদের ২য় খণ্ডের ২২৫ পৃষ্ঠায়; হাফিয ইবনু আব্দুল বার তাঁর তামহীদ গ্রন্থের ৪র্থ খণ্ডের ১০, ১৬ পৃষ্ঠায়; ইবনু হাজার আল-আসকালানী আল-মাতালিবুল আলিয়ায়ের ৩০৫, আলী আল-মুত্তাকী আল-হিন্দী তাঁর কানযুল উম্মালের হা. ১৯৬১৬, ১৯৬১৭ এবং তহাবী তাঁর শরহ মা'আনিল আসারের ১ম খণ্ডের ১৫২ পৃষ্ঠায় রিওয়াযাত করেছেন।

৭৭৪- عَنْ الْوَضِيِّ بْنِ عَطَاءٍ أَنَّ الْقَاسِمَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ قَالَ: حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَلَّى بِنَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عِيدٍ، فَكَبَّرَ أَرْبَعًا أَرْبَعًا، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ حِينَ أَنْصَرَفَ، قَالَ: لَا تَنْسُوا، كَتَكْبِيرِ الْجَنَائِزِ. وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ، وَقَبَضَ إِبْهَامَهُ. يَعْنِي فِي صَلَاةِ الْعِيدِ.

(الصحيح: ২৭৭৭)

৭৭৪. ওদীন ইবনু আতা থেকে বর্ণিত যে, কাসিম আবু আব্দুর রহমান তাঁর নিকট বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমার নিকট রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কতিপয় সাহাবী বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম (একদিন) আমাদেরকে ঈদের সলাত আদায় করালেন এবং সলাতে চারটি চারটি করে তাকবীর বললেন, অতঃপর সলাত শেষে আমাদের দিকে মুখ ফিরে তাকালেন এবং বললেন, তোমরা ভুলে যেওনা যে, (দুই ঈদের সলাতের তাকবীর) জানাযার তাকবীরের অনুরূপ এবং তাঁর আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করলেন এবং বৃদ্ধাঙ্গুলকে সঙ্কুচিত করে রাখলেন। (সহীহাহ্ হা. ২৯৯৭)

হাদীসটি সহীহ্।

হাদীসটি ইমাম তহাবী তাঁর শরহু মা'আনিল আসারের (৪/৩৪৫)-তে দুটি তরীকে আব্দুল্লাহ ইবনু ইউসুফের সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: সানাদটি হাসান এবং সানাাদের সকলেই ভালো বর্ণনায় প্রসিদ্ধ। হাদীসটির আরো তরুণ রয়েছে যা ইবনু আবী শাইবা তাঁর আল-মুসান্নাফের (২/১৭৪); বাইহাকী তাঁর সুনানের (৩/২৯১)-তে মা'বাদ ইবনু খালিদ এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

৭৭৫. عَنْ أَبِي ذَرٍّ: أَنَّهُ أَخَذَ بِحَلَقَةِ بَابِ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلَا بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ إِلَّا بِسَكَّةٍ، إِلَّا إِلَّا بِسَكَّةٍ. [الصحيح: ৩৬১২]

৭৭৫. আবু যার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি একদা কা'বার দরজার আংটা ধরে বললেন, আমি রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি যে, আসরের সলাতের পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত (আর) কোন সলাত নেই এবং ফজরের সলাতের পর (ও) সূর্যোদয় পর্যন্ত (আর) কোন সলাত নেই। তবে মক্কা ব্যতীত! তবে মক্কা ব্যতীত!! তবে মক্কা ব্যতীত!!!

(সহীহাহ্ হা. ৩৪১২)

হাদীসটি সহীহ্।

ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহর 'সালাতুল মুসাফির'-এর অধ্যায় নং ৫১ ও হাদীস নং ২৮৮-তে বর্ণনা করেছেন। এছাড়া নাসাঈ সুনানে (১/২৭৮); ইবনু মাজাহ হা. ২১৪৯; আহমাদ তাঁর মুসনাদে (১/২১, ২/১৭৮); ইমাম বাইহাকী তাঁর 'সুনানে কুবরার' (২/৪৬১, ৪৬২), (৮/৩০); হাইসামী মাজমাউয্ যাওয়াইদের (২/২২৬, ২২৮)-তে; যাইলাঈ নাসবুর রায়াহর (১/২৫৫) এবং আবু দাউদ সুনানের باب التطوع-এ রিওয়ায়াত করেছেন।

৭৭৬- عَنْ أَبِي قَتَيْلَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِي النَّاسِ فِي حَجَّةِ الْوُدَّاعِ فَقَالَ: لَا نَبِيَّ بَعْدِي، وَلَا أُمَّةَ بَعْدَكُمْ؛ فَأَعْبُدُوا رَبَّكُمْ، وَأَقِيمُوا خُصْمَكُمْ، وَأُعْطُوا زَكَاتَكُمْ، وَصُومُوا شَهْرَكُمْ، وَأَطِيعُوا أَوْلَاةَ أَمْرِكُمْ؛ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ. (المصيبة: ৩২২)

৭৭৬. আবু কুতাইলাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায় হজ্জের দিন লোকদেরকে মাঝে (খুবার উদ্দেশ্যে) দণ্ডায়মান হয়ে বললেন, (হে লোকসকল!) আমার পরে আর কোন নাবী আসবে না এবং তোমাদের পরে আর কোন উম্মত আসবে না। সুতরাং তোমরা তোমাদের রবের ইবাদত কর, পাঁচ ওয়াক্ত সলাত কায়েম কর, তোমাদের (সম্পদের যাকাত) দাও। (রমযান মাসের) তোমরা রোযা রাখ এবং তোমাদের শাসকদের (আদেশ নিষেধের) অনুসরণ কর তাহলে তোমরা তোমাদের রবের জান্নাতে প্রবেশ করবে। (সহীহাহ্ হা. ৩২৩৩)

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহর 'কিতাবুল ইমারত'-এর ৪৪ অধ্যায়ে; ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদে (১/১৮১, ১৮৩, ২১২, ২৯৭), (৩/৩২), (৫/২৭৮, ৩৯৬); হাফিয হাইসামী তাঁর 'মাজমাউয্ যাওয়াইদ' (১/১৬৯)-তে; তিরমিযী হা. ৩৭২৪; বাইহাকী তাঁর 'সুনানে' (৮/১৪৪); তাবারানী তাঁর আল-মু'জামে কারীর' (৮/১৬৩) এবং মুরতাদা যাবীদী ইতহাফুস্ সাদাতিল মুত্তাক্কীনের (২/২০২)-তে রিওয়ায়াত করেছেন।

৭৭৭- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ صَلَاةَ الظُّهْرِ، فَتَفَلَّ فِي الْقِبْلَةِ وَهُوَ يُصَلِّي لِلنَّاسِ، فَلَمَّا كَانَ صَلَاةَ الْعَصْرِ؛ أُرْسِلَ إِلَى آخَرٍ، فَأَشْفَقَ الرَّجُلُ الْأَوَّلُ،

فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْزَلَ فِي؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنَّكَ تَفَلَّتَ بَيْنَ يَدَيْكَ وَأَنْتَ تَوَمُّ النَّاسَ فَأَذَيْتَ اللَّهَ وَمَلَأْتَ كُتَّةً. (الصحيح: ১৩৭১)

৭৭৭. আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তিকে রাসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকদের যুহর সলাতের ইমামতী করার নির্দেশ দিলেন। লোকটি সলাতের ইমামতীকালে কিবলার দিকে থুথু ফেললেন। আসরের সলাতের সময় হলে তিনি (ইমামতীর) জন্য অন্য একজন লোককে পাঠালেন। ফলে প্রথম ব্যক্তি ভীত-বিহ্বল হয়ে পড়ল। সে নাবী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলান্নাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার ব্যাপারে কিছু নাযিল হয়েছে কি? তিনি বললেন, না, তবে তুমিতো লোকদের সলাতের ইমামতীকালে তোমার সামনে থুথু ফেলেছ। তুমি আল্লাহ এবং ফেরেশতাকূলকে কষ্ট দিয়েছ। (সহীহাহ্ হা. ২২৭৬)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি আল্লামা নুরুদ্দীন হাইসামী তাঁর মাজমাউয যাওয়াইদ ওয়া মানবাউল ফাওয়াইদের, ২য় খণ্ডের ২০ পৃষ্ঠায় রিওয়ায়াত করেছেন। তাছাড়া হাদীসটি সমর্থক অর্থে বিভিন্ন শব্দে বর্ণিত হয়েছে।

৭৭৮. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَسْمَعُ النَّدَاءَ أَحَدٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا، ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا لِحَاجَةٍ ثُمَّ لَا يَرْجِعُ إِلَّا مُنَافِقٌ. (الصحيح: ২০১৮)

৭৭৮. আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার মাসজিদে অবস্থানকালে আযান শুনবে এবং বিনা প্রয়োজনে মাসজিদ থেকে বেরিয়ে যাবে এবং ফিরে আসবে না সে অবশ্যই মুনাফিক। (সহীহাহ্ হা. ২৫১৮)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম তাবারানী তাঁর আল-মু‘জামুল আওসাতে (১/২৭১) উল্লেখ করেছেন এবং তাঁর তরীকে আবু নুআইম তাঁর ‘সিফাতুন নিফাক’ কিতাবের (১/২৯)-এ আলী ইবনু সাঈদ থেকে মারফু‘আন উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: সানাদটির সকলেই সিকাহ ও শাইখাইনের রাবী তবে রাজী মুতাকাল্লিম ফী রাবী। আবু দাউদ তাঁর মারাসীলের (২৫/৮৪); ইমাম দারেমী তাঁর সুনানের (১/১১৮); ইমাম বাইহাকী তাঁর সুনানের রিওয়াযাত করেছেন (৩/৫৩); তাছাড়া ইরওয়াউল গলীল (১/২৬৩/২৪৫); সহীহ আবু দাউদ হা: ৫৪৭-তে হাদীসটি উল্লেখ রয়েছে।

৭৭৭- عَنْ ابْنِ الدَّيْلَمِيِّ الَّذِي كَانَ يَسْكُنُ بَيْتَ الْمُقَدِّسِ أَنَّهُ مَكَثَ فِي طَلَبِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَبْنِ الْعَاصِ بِالْمَدِينَةِ، فَسَأَلَ عَنْهُ؟ قَالُوا: قَدْ سَافَرَ إِلَى مَكَّةَ، فَاتَّبَعَهُ فَوَجَدَهُ قَدْ سَارَ إِلَى الطَّائِفِ، فَاتَّبَعَهُ، فَوَجَدَهُ فِي مَزْرَعَةٍ يَهْشِي مُخَاصِرًا رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ، وَالْقُرَشِيُّ يَزُنُ بِالْخَمْرِ، فَلَمَّا لَقِيَتْهُ سَلَّطَتْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى، قَالَ: مَا غَدَا بِكَ الْيَوْمَ؟ وَمِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتَ؟ فَأَخْبَرْتُهُ، ثُمَّ سَأَلَتْهُ: هَلْ سَبَعْتَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو! رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ شَرَابَ الْخَمْرِ يَهْشِي؟ قَالَ: نَعَمْ، فَاَنْتَزَعَ الْقُرَشِيُّ يَدَهُ ثُمَّ ذَهَبَ، فَقَالَ: سَبَعْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يَشْرِبُ الْخَمْرُ رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِي فَتَقْبَلُ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا. (الصحيح: ٧٠٩)

৭৭৯. ইবনুদ দাইলামী (যিনি বাইতুল মাকদিসের অধিবাসী ছিলেন) থেকে বর্ণিত। তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস (রা.)-এর সাক্ষাতের অপেক্ষায় মাদীনায অবস্থান করছিলেন। তিনি তার (আব্দুল্লাহ) সম্পর্কে লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলেন? লোকেরা বলল, তিনি তো মক্কার উদ্দেশ্যে সফরে বের হয়েছেন। অতঃপর তিনি (তার খোঁজে) পিছনে পিছনে রওনা হলেন। তিনি আব্দুল্লাহকে তায়েফ অভিযুখে চলতে দেখে তার পিছনে চলতে চলতে তাঁকে গিয়ে এক শয্যাক্ষেতে পেলেন তিনি (আব্দুল্লাহ) তখন জনৈক কোরাইশী ব্যক্তির কোমর আঁকড়ে ধরে রেখেছিলেন। আর কোরাইশী ব্যক্তি মদ ওয়ন করছিল। আমি তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাকে সালাম দিলাম এবং তিনি আমার সালামের উত্তর নিলেন। (এবং) বললেন, দিন কিভাবে কাটল? এবং কোথা থেকে এসেছ? আমি তার (সকল কথার) উত্তর দিলাম। এরপর তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম আব্দুল্লাহ ইবনু আমর! আপনি কি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-

কে মদ পান সম্পর্কে কিছু বলতে শুনেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। (একথা বলার পর) জনৈক কোরাইশী ব্যক্তি তাঁর হাতকে (তার কোমড় থেকে) সরিয়ে ফেলল। অতঃপর আব্দুল্লাহ বললেন, আমি নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি যে, আমার উম্মতের যে ব্যক্তি (এক চুমুক) মদ পান করবে ৪০ দিন পর্যন্ত তার ফজরের সলাত কবুল করা হবে না।

(সহীহাহ্ হা. ৭০৯)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল তাঁর মুসনাদ গ্রন্থের (২/১৯৭) এবং হাফিজ ইমাম ইবনু খুযাইমা তাঁর সহীহ গ্রন্থে হা: ৭৯৩৯-তে রিওয়ায়াত করেছেন। হাদীসটি বিভিন্ন হাদীসের কিতাবে অনুরূপ অর্থে বিভিন্ন শব্দে বর্ণিত হয়েছে এবং এর শাওয়াহিদ ও মুতাবাআত রয়েছে।

৭৮০. عَنْ طَلْحِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَنْفِيُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى صَلَاةِ عَبْدٍ لَا يُقِيمُ فِيهَا صَلَاتَهُ بَيْنَ رُكُوعِهَا وَسُجُودِهَا. (الصحيح: ২৫৩৬)

৭৮০. তালক্ ইবনু আলী আল-হানাফী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ ঐ বান্দার সলাতের প্রতি দ্রুক্ষেপ করেন না; যে সলাতের রুকু ও সেজদার মাঝে মেরুদণ্ডকে সোজা করে না। (সহীহাহ্ হা. ২৫৩৬)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদের (৪/২২)-এ ওকী থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটি ভালো এবং এর সকল রাবী সিকাহ ও মুসলিমের রাবী। তবে আব্দুল্লাহ ইবনু যায়েদ তার মুতাবাআত করেছেন। হাদীসটি ইবনু খুযাইমা তাঁর সহীহর হা: ৫৯৩ ও ইবনু হিব্বান হা: ৫০০-এ উল্লেখ করেছেন এবং তাদের সানাদে মুসলিম নামক রাবী রয়েছেন যিনি সর্বসম্মতিক্রমে সিকাহ ও তাঁর রিওয়ায়াত ইকরিমার রিওয়ায়াত থেকে উত্তম।

৭৮১. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعاً: يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَنْقُرُ عِنْدَ عَجَانِهِ، فَلَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتاً؛ [أَوْ يَجِدَ رِيحاً].

(الصحيح: ২০২৬)

৭৮১. ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত। শয়তান তোমাদের নিতম্ব ও অণ্ডকোষের মধ্যবর্তী স্থানে এসে ঠোকর দেয়। সুতরাং

আওয়াজ শোনার পূর্বে বা বায়ু বের হওয়ার পূর্বে কেউ যেন সলাত না ভাঙ্গে। (সহীহাহ্ হা. ৩০২৬)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম আবু বাকর আহমদ ইবনু হুসাইন আল-বাইহাকী আন-নাইসাবুরী তার আসসুনানুল কুবরার ২য় খণ্ডের ২৫৪ পৃষ্ঠায়; হাফিয আলী আল-মুত্তাকী আল-হিন্দী তাঁর কানযুল উম্মাল গ্রন্থে হাদীস নং ১২৭০ এবং হাফিয ইবনু আবী হাতিম আররাযী তাঁর ইলালুল হাদীসে ১৯৬৯ রিওয়াযাত করেছেন।

৭৮২- عَنْ أَبِي فَاطِمَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَبَا فَاطِمَةَ! أَكْثَرُ مِنَ السُّجُودِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ مُسْلِمٍ يَسْجُدُ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِهَا دَرَجَةً (فِي الْجَنَّةِ وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ). (الصحيح: ১০১৭)

৭৮২. আবু ফাতেমা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, হে ফাতেমা! বেশি বেশি সিজদা কর। কেননা মুসলমান যখন সিজদা করে তখন আল্লাহ এর বিনিময়ে জান্নাতে তার মর্যাদা বুলন্দ করেন এবং তার একটি গুনাহ ক্ষমা করেন।

(সহীহাহ্ হা. ১৫১৯)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদের (৩/৪২৮) এবং ইবনু সা'দ তাঁর আত-তবাকাত এর (৭/৫০৮)-তে ইবনু লাহিয়্যার সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: কাসীর নামক রাবী ব্যতীত সানাদের সকলেই সিকাহ।

৭৮৩- عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي عَلَى خُمُرَةٍ، فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ! ارْفَعِي عَنَّا حَصِيرَكَ هَذَا، قَدْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ يَفْتِنُ النَّاسَ. (الصحيح: ৭৩)

৭৮৩. আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম (একদিন) চাটাইয়ের উপর সলাত আদায় করলেন। (সলাত শেষে) বললেন, আয়িশা! আমার নিকট থেকে তোমার এ চাটাইকে উঠিয়ে নাও কেননা এর কারণে লোকেরা ফেতনায় পড়বে বলে আমি আশঙ্কা করছি।

(সহীহাহ্ হা. ৯৩)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদের (৬/২৪৮)-তে উসমান ইবনু উমার-এর সূত্রে আয়িশা (রা.) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। তাছাড়া ইবনু খুযাইমা তার সহীহর (২/১০৫/১০১১) সিরাজ তার মুসনাদের (১/১০৩) এ অন্য সূত্রে উসমান ইবনু উমার থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: সানাদটি শাইখাইনের শর্তে সহীহ। হাইসামী বলেন: (২/৫৬) এর সকল রাবী সহীহাইনের রাবী।

৭৮৪- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ، فَأَتَى النِّسَاءَ فِي السَّجْدِ، فَوَقَفَ عَلَيْهِنَّ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ! تَصَدَّقْنَ، فَمَا رَأَيْتُ مِنْ نَوَاقِصِ عَقْلِ قَطُّ أَوْ دِينٍ أَذْهَبَ لِقُلُوبِ ذَوِي الْأَلْبَابِ مِنْكُمْ، وَإِنِّي رَأَيْتُكُمْ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَتَقَرَّبْنَ إِلَى اللَّهِ بِمَا اسْتَطَعْتْنَ. وَكَانَ فِي النِّسَاءِ امْرَأَةٌ ابْنُ مَسْعُودٍ... فَسَاقَ الْحَدِيثَ، فَقَالَتْ: فَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعُقُولِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَقَالَ: أَمَّا مَا ذَكَرْتُ مِنْ نُقْصَانٍ دِينِكُنَّ؛ فَالْحَيْضَةُ الَّتِي تُصِيبُكُنَّ؛ تَمْكُثُ أَحَدًا كُنَّ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَمْكُثَ لَا تُصَلِّي، وَأَمَّا مَا ذَكَرْتُ مِنْ نُقْصَانٍ عُقُولِكُنَّ؛ فَشَهَادَةُ الْمَرْأَةِ نِصْفُ شَهَادَةِ الرَّجُلِ. (الصُّحُبَةُ: ٣١٤٧)

৭৮৪. আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। নাবী সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফজরের সলাত শেষ করে মসজিদে মহিলাদের নিকট এসে তাদের নিকট অবস্থান করে তাদেরকে লক্ষ্য করে বলেন, হে নারী সমাজ! দান-সদকা কর, কারণ যারা বুদ্ধি ও দীনদারীতে অপূর্ণ, এমন কেউ যে বিচক্ষণ বুদ্ধিমান পুরুষের বুদ্ধি তোমাদের কোন একজন অপেক্ষা অধিক হরণ করতে পারে, তা আমি দেখিনি। আর আমাকে অবগত করানো হয়েছে যে, জাহান্নামের অধিকাংশ অধিবাসী তোমাদের নারী সমাজেরই হবে। তোমরা যথাসম্ভব আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করবে। নারী সমাজের মাঝে ইবনু মাসউদের স্ত্রীও ছিল। অতঃপর আবু হুরাইরা পূর্ণ হাদীস উল্লেখ করলেন। ইবনু মাসউদের স্ত্রী বলল, আমাদের দীন ও বুদ্ধির অপূর্ণতা কী ইয়া রাসূল! রাসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! রাসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি

ওয়া সালাম উত্তর দিলেন, তোমাদের দ্বীনী অপূর্ণতা হলো, তোমরা নারীরা ঋতুবর্তী হও এবং আল্লাহর ইচ্ছামতো অপেক্ষা করতে থাক এবং সলাত আদায় করতে পার না। আর তোমাদের নারী বুদ্ধির অপূর্ণতা হলো, তোমাদের নারীদের সাক্ষ্য পুরুষের সাক্ষ্যের অর্ধেক। (সহীহাহ হা. ৩১৪২)

হাদীসটি সহীহ।

হাফিয ইবনু আব্দুল বার তাঁর তামহীদ গ্রন্থে ৩য় খণ্ডের ৩২৬ পৃষ্ঠায়; তিরমিযী তাঁর সুনানে ৬৩৫; ইবনু খুযাইমা তাঁর সহীহ গ্রন্থে ২৪৬৩; খাতীবে তাবরীযী তাঁর মিশকাতুল মাসাবীহে হা: ১৮০৮; নুরুদ্দীন হাইসামী তাঁর মাজমাউয যাওয়াইদ ওয়া মানবাউল ফাওয়াইদ-এর ৩য় খণ্ডের ১১৬ পৃষ্ঠায় এবং হাফিয আলী আল-মুত্তাকী আল-হিন্দী তাঁর কানযুল উম্মালের ৪৫ ও ৭৭-এ রিওয়াযাত করেছেন।

৭৮৫- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَبْعَثُ مَنَادٌ عِنْدَ حَضْرَةِ كُلِّ صَلَاةٍ فَيَقُولُ: يَا بَنِي آدَمَ قُومُوا فَأَطِئُوا عَنْكُمْ مَا أَوْقَدْتُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ. فَيَقُومُونَ فَيَتَطَهَّرُونَ فَتَسْقُطُ خَطَايَاهُمْ مِنْ أَعْيُنِهِمْ، وَيُصَلُّونَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ مَا بَيْنَهُمَا، ثُمَّ تُوقَدُونَ فِيهَا بَيْنَ ذَلِكَ، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ صَلَاةِ الْأُولَى نَادَى: يَا بَنِي آدَمَ قُومُوا فَأَطِئُوا مَا أَوْقَدْتُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ، فَيَقُومُونَ فَيَتَطَهَّرُونَ وَيُصَلُّونَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ مَا بَيْنَهُمَا، فَإِذَا حَضَرَتِ الْعَصْرُ فَيُثَلُّ ذَلِكَ، فَإِذَا حَضَرَتِ الْمَغْرِبُ فَيُثَلُّ ذَلِكَ، فَإِذَا حَضَرَتِ الْعَتَمَةُ فَيُثَلُّ ذَلِكَ، فَيَنَامُونَ وَقَدْ غَفَرَ لَهُمْ، ثُمَّ قَالَ: فَمُدْلَجٌ فِي خَيْرٍ وَمُدْلَجٌ فِي شَرٍّ. (الصحيح: ٢٥٢٠)

৭৮৫. আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা.) রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, প্রত্যেক সলাতের সময় একজন আহ্বানকারী ডেকে বলে, হে বনী আদম! তোমাদের জন্য যে আগুন জ্বালানো হয়েছে তা তোমরা নিভিয়ে ফেল। তারপর তারা দাঁড়িয়ে যায় এবং পবিত্রতা অবলম্বন করে ফলে তাদের সকল (সগীরাহ গোনাহ) তাদের চোখসমূহ থেকে ঝরে পড়ে। এরপর তারা সলাত আদায় করে। অতঃপর এতদুভয়ের মধ্যবর্তী

তাদের পাপরাশী ক্ষমা করে দেয়া হয়। এরপর পুনরায় আগুন জ্বালানো হয়। আহ্বানকারী যদি ফজরের সলাতের সময় আহ্বান করে তাহলে সে (এ আহ্বানে) বলে, হে বনী আদম! তোমাদের জন্য যে আগুন জ্বালানো হয়েছে, তা তোমরা নিভিয়ে ফেল। তারপর তারা দাঁড়িয়ে যায় এবং পবিত্রতা অবলম্বন করে। এরপর তারা সলাত আদায় করে, এভাবে ফজর ও যুহরের মধ্যকার পাপরাশি ক্ষমা করে দেওয়া হয়। যখন সে আসরের সলাত আদায় করে তদ্রূপ হয়, এরপর যখন সে মাগরিবের সলাত আদায় করে তখন তদ্রূপ হয়। এরপর যখন সে ঈশার সলাত আদায় করে, তখন তদ্রূপ হয় তারপর সলাত আদায়কারীগণ কল্যাণের মধ্যে পরিবেষ্টিত থাকে, আর সলাত বর্জনকারীগণ অকল্যাণের মধ্যে পরিবেষ্টিত থাকে।

(সহীহাহ্ হা. ২৫২০)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম তাবারানী তাঁর আল-মু'জামুল কাবীরের (৩/৬৯/২)-এ উল্লেখ করেছেন এবং তাঁর থেকে আবু নুআঈম তাঁর আল-হিলয়ার (৪/১৮৯)-এ হাসান ইবনু আলী আল-মা'মরীর সানাদে উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: প্রথম সানাদটি হাসান। আইয়ুব ইবনু হাসসান ব্যতীত বাকি সকল রাবীই সিকাহ পরিচিত ও 'তাহযীবুত তাহযীব' এর রাবী। আবু হাতিম তাকে সালিহুল হাদীস বলেছেন। হাম্মাদ ইবনু সালামা থেকে হাদীসটির মুতাবাআত বিদ্যমান।

৭৮৬- عَنْ أَبِي ذَرٍّ مَرْفُوعًا: يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سَلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ. وَيُجْزَى مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكُعهُمَا مِنَ الضُّحَى. (الصحيح: ৫৭৭)

৭৮৬. আবু যার (রা.) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন ভোরে উঠে তখন তার প্রতিটি জোড়ার উপর একটি করে সদকা রয়েছে। কাজেই প্রত্যেকবার 'সুবহানাল্লাহ' বলা একটি সদকা, প্রত্যেকবার 'আলহামদুলিল্লাহ' বলা একটি সদকা। প্রত্যেকবার 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা একটি সদকা, প্রত্যেকবার 'আল্লাহু আকবার' বলা একটি সদকা, আমার বিল মা'রুফ (সৎকাজের আদেশ) একটি সদকা, নাহী অনিল মুনকার (অসৎকাজের নিষেধ) একটি সদকা। তবে চাঁশতের দুই রাকাত সলাত আদায় করা এসবের পক্ষ থেকে যথেষ্ট। (সহীহাহ্ হা. ৫৭৭)

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহর সালাতুল মুসাফিরে ৮৪; আবু দাউদ সুনানে ১২৮৯; বাইহাকী তাঁর সুনানে কুবরার ৩য় খণ্ডের ৪৭ পৃষ্ঠায়; মুহীউসসুনান বাগাবী মাসাবীহুসসুনান'র ৪র্থ খণ্ড ১৪২ পৃষ্ঠায়; সাহেবে মিশকাতুল মাসাবীহ ২৩১১; মুরতাদা যাবীদী ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন-এর ৩য় খণ্ডের ৩৬৭ পৃষ্ঠায়; ৫ম খণ্ড ১৬, ১৬৯ পৃষ্ঠায়; মুনযিরী তাঁর আত্-তারগীব ওয়াত্-তারহীব ১ম খণ্ড ৪৬১ পৃষ্ঠায় এবং ইমাম নববী তাঁর আল-আযকার ১৮-তে রিওয়ায়াত করেছেন।

৭৮৭- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يَعْجَبُ رَبُّكُمْ مِنْ رَاعِي غَنَمٍ فِي رَأْسِ شِطْيَةٍ بِجَبَلٍ يُؤَدِّنُ بِالصَّلَاةِ وَيُصَلِّيَ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: اُنْظُرُوا إِلَيَّ عَبْدِي هَذَا يُؤَدِّنُ وَ يُقِيمُ الصَّلَاةَ يَخَافُ مِنِّي، فَقَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ.

(الصحيح: ৫১)

৭৮৭. উক্বা ইবনু আমির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি: তোমার রকব খুশি হন সেই ছাগল চালকের উপর যে একা পর্বত শিখরে দাঁড়িয়ে আযান দেয় এবং সালাত আদায় করে। তখন মহান আল্লাহ ফেরেশতাদের বলেন, তোমরা আমার এ বান্দার প্রতি দেখো যে আযান দেয় এবং সালাত ক্বায়ম করে এবং আমাকে ভয় করে। আমি আমার বান্দাকে ক্ষমা করে দিলাম এবং জান্নাতে প্রবেশ করালাম। (সহীহাঃ হা. ৪১)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম আবু দাউদ তাঁর সালাতুস সফর এর হা: ১২০৩; নাসাঈ 'আযানের' (৯/১০৮) এবং ইবনু হিব্বান তাঁর সহীহর হা. ২৬০-তে ইবনু ওহাব এর সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: সানাটটি সহীহ এবং আবু 'আযিশা ব্যতীত সানাদের সকলেই সিকাহ।

৭৮৮- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ مَرْفُوعًا: يَكْتَبُ فِي كُلِّ إِشَارَةٍ يُشِيرُ الرَّجُلُ [بِيَدِهِ] فِي صَلَاتِهِ عَشْرَ حَسَنَاتٍ؛ كُلُّ أَصْبَعٍ حَسَنَةٌ.

(الصحيح: ৩২৮৬)

৭৮৮. ওকবা ইবনু আমির (রা.) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত। ব্যক্তি তার সলাতে যতবার তার হাত দ্বারা ইশারা করে, তার জন্য ১০টি নেকী লেখা হয়। প্রত্যেক আঙ্গুলিতে একটি নেকী। (সহীহাহ্ হা. ৩২৮৬)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি হাফিয় আলী আল-মুত্তাকী আল-হিন্দী তাঁর কানযুল উম্মাল নামক গ্রন্থে ১৯৮৮০-তে রিওয়ায়াত করেছেন।

৭৮৯. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَكُونُ خَلْفٌ مِنْ بَعْدِ سِتِّينَ سَنَةً (أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غِيًّا). ثُمَّ يَكُونُ خَلْفٌ يَفْقَرُونَ الْقُرْآنَ لَا يَعُدُّو تَرَاقِيَهُمْ. وَيَفْقَرُونَ الْقُرْآنَ ثَلَاثَةً: مُؤْمِنٌ، وَمُنَافِقٌ، وَفَاجِرٌ. (الصحيح: ৩৩৬)

৭৮৯. আবু সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, ৬০ বছর পর এমন এক প্রজন্ম জন্ম নেবে যারা (সলাত নষ্ট করবে, এ বলে এ আয়াত পাঠ করেন), “যারা সলাত বিনষ্ট করল এবং কুপ্রবৃত্তির অনুবর্তী হলো। সুতরাং তারা অচিরেই পথভ্রষ্টতা প্রত্যক্ষ করবে।” অতঃপর এমন এক প্রজন্ম জন্ম নেবে যারা কুরআন পাঠ করবে (কিন্তু) কুরআন তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। আর তিন শ্রেণির লোক কুরআন পাঠ করবে: মু‘মিন, মুনাফিক এবং পাপিষ্ঠ ব্যক্তি। (সহীহাহ্ হা. ৩০৩৪)

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল তাঁর মুসনাদের ৩য় খণ্ডের ৩৮ পৃষ্ঠায়; হাফিয় হাকিম তাঁর মুসতাদরাকের ২য় খণ্ডের ৩৭৪ পৃষ্ঠা ও ৪র্থ খণ্ডের ৫৪৭ পৃষ্ঠায়; হাফিয় জালালুদ্দীন সুয়ুতী আদুদুর্ল মানসুরের ৪র্থ খণ্ডের ২৭৩ ও ২৭৭ পৃষ্ঠায়; ইবনু কাসীর তাঁর ইতিহাস গ্রন্থ ‘আল-বিদায়া ওয়াননিহায়া’র ৬ষ্ঠ খণ্ডের ২৫৯ পৃষ্ঠায়; এবং তাফসীর গ্রন্থের ৫ম খণ্ডের ২৩৯ পৃষ্ঠায় এবং বাইহাকী তাঁর দালাইলুন নবুওয়াতের ৬ষ্ঠ খণ্ডের ৪৬৫ পৃষ্ঠায় রিওয়ায়াত করেছেন।

:- চতুর্থ অধ্যায় :-

الْأَضَاحِيُّ وَالذَّبَّاحُ وَالْأَطْعِمَةُ وَالْأَشْرِبَةُ وَالْعَقِيقَةُ
وَالرَّفْقُ بِالْحَيَوَانِ

কুরবানী-যবেহ, খাদ্য, পানীয়, আকীকা এবং
জীবের সঙ্গে দয়া করা প্রসঙ্গ

৭৯০- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: أَتَانِي جِبْرِيلُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَعَنَ الْخَمْرَ وَ عَاصِرَهَا وَ مُعْتَصِرَهَا وَ شَارِبَهَا وَ حَامِلَهَا وَ الْمَحْبُولَةَ إِلَيْهِ وَ بَائِعَهَا وَ مُبْتَاعَهَا وَ سَاقِيَهَا وَ مُسْتَقْبِهَا. (الصحيح: ৪৩৭)

৭৯০. ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, “একদিন আমার নিকট জিবরাঈল আগমন করে বলল, হে মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! নিশ্চয়ই আল্লাহ লানত করেছেন মদের উপর, এর প্রস্তুতকারীর উপর, মদ যে পান করে তার উপর, যে তা বহন করে তার উপর, যার নিকট পরিবেশন করা হয় তার উপর, এর বিক্রয়কারীর উপর, ক্রয়কারীর উপর, যে মদ পান করায় তার উপর এবং যে মদ চেয়ে নেয় তার উপর। (সহীহাহ হা. ৮৩৯)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি উপরোক্ত শব্দে রিওয়াযাত হওয়া ছাড়াও বিভিন্ন শব্দে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। বাইহাকী সুনানে কুবরাতে ৮ম খণ্ডের ২৮৭ পৃষ্ঠায়; তাবারানী আল-মুজামে কাবীরের ১২শ খণ্ডের ২৩৩, ২৩৪ পৃষ্ঠায়; আলী আল-মুনাক্কী কানযুল উম্মালের ১৩১৯০, ১৩১৯১, ১৩২৫৬; যাইলাঈ নসবুর রায়াহর ৪র্থ খণ্ডের ২৬৪ পৃষ্ঠায় এবং ইমাম তহাবী শরহ মুশকিলিল আসারে ৪র্থ খণ্ডের ৩০৬ পৃষ্ঠায় রিওয়াযাত করেছেন।

৭৭১- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اجْتَنِبُوا الْخَمْرَ، فَإِنَّهَا مُفْتَاَحُ كُلِّ شَرٍّ. (الصحيحه: ২৭৭৮)

৭৯১. ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা মদ থেকে দূরে থাক কেননা মদ সকল মন্দের চাবিকাঠি। (সহীহাহ্ হা. ২৭৯৮)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম হাকিম তার ‘আল-মুসতাদরাকে’র (৪/১৪৫)-তে উল্লেখ করেছেন। আর তার থেকে বাইহাকী তার শু’য়াবের (২/১৫০/২); নুআঈম ইবনু হাম্মাদের তরীকে ইবনু আব্বাস থেকে মারফু‘আন উল্লেখ করেছেন। হাকিম হাদীসটিকে সহীহুল ইসনাদ বলেছেন। আর যাহাবী এক্ষেত্রে তাঁকে সমর্থন করেছেন। এছাড়া হাদীসটি ইবনু হিব্বান তাঁর সহীহর হা: ৫৩২৪; আবু দাউদ তাঁর সুনানের হা: ৩৭০১; দারাকুতনী তাঁর সুনানের (৪/২৫৮)-তে উল্লেখ করেছেন।

৭৭২- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا عَقُّوا عَنِ الصَّبِيِّ

خَضَبُوا قُطْنَةً بِدَمِ الْعَقِيقَةِ، فَإِذَا حَلَقُوا رَأْسَ الصَّبِيِّ، وَضَعُوهَا عَلَى رَأْسِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اجْعَلُوا مَكَانَ الدَّمِ خُلُوقًا.

(الصحيحه: ৬৭৩)

৭৯২. আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাহিলিয়াতের যুগে তারা যখন শিশুর আকীকা করত তখন আকীকার পশুর রক্ত দিয়ে এক টুকরো কাপড় রঙিন করত এরপর শিশুর মাথা মুগুন করত। অবশেষে সে কাপড়ের টুকরোটি তার মাথায় রেখে দিত। (এ দেখে) নাবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা রক্তের স্থানে ‘খালুক’ (জাফরান মিশ্রিত সুগন্ধিবিশেষ) রাখো। (সহীহাহ্ হা. ৪৬৩)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইবনু হিব্বান তার সহীহর হা: (১০৫৭) মুহাম্মদ ইবনু মুনযির ইবনু সাঈদ এর সনদে আয়েশা (রা.) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটির সানাদ সহীহ এবং ইবনু হিব্বানের শাইখ মুহাম্মদ ইবনু মুনযির ইবনু সাঈদ ব্যতীত সানাদের সকল বর্ণনাকারী সিকাহ ও তাহযীবের রাবী। তাছাড়া হাদীসটি ইমাম বাইহাকী তাঁর ‘আস-সুনাযুল কুবরা’-এর (৯/৩০৩)-তে উল্লেখ করেছেন।

৭৭৩- عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا: أَجَلَتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَ دَمَانٍ، فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحَوْتُ وَالْجَرَادُ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطَّحَالُ (الصحيح: ১১১৮)

৭৯৩. ইবনু উমার (রা.) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত। আমাদের জন্য দুই প্রকার মৃত জন্তু এবং দুই প্রকার রক্ত হালাল করা হয়েছে। মৃত জন্তু দুটো হলো, মাছ ও পঙ্গপাল এবং রক্ত দুটো হলো, কলিজা এবং প্লীহা।

(সহীহাহু হা. ১১১৮)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম আহমাদ তাঁর আল-মুসনাদের (২/৯২); আবদু ইবনু হুমাইদ তার (২/৮৯)-এর (২/৮৯); ওকাইলী তাঁর আদ-দুয়াফার হা: ২৩১; ইবনু মাজাহ হা: ৩৩১৪; ইবনু আদী কামিলের (১/২২৯); হাকিম ও বাইহাকী (১/২৫৪); বাগাভী শরহুস্ সুল্লাহর (২/১৮৫/৩) এবং ইবনু ছারহাল-এর ১/২২৩-এ ইবনু ওমর (রা.) থেকে মারফুআন রিওয়ায়াত করেছেন। ওকাইলী বলেছেন সানাদের আব্দুর রহমান মুনকার রিওয়ায়াত করেন। যার কারণে হাদীসটি মুনকার।

আমি (আলবানী) বলব: তবে তার ভাই ইসামা ও আব্দুল্লাহ এর মুতাবাআত করেছেন। যেটি ইবনু আদী তাঁর কামিলে (১/২৭)-এ তাঁদের সকলে (তিনজন) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। এছাড়াও ইবনু আদী (২/২১৬)-এ ভিন্ন সূত্রে তাঁদের তিনজন থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। আর বলেছেন, هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ وَهُوَ فِي مَعْنَى الْمُسْنَدِ

৭৭৪- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: أَخْرَوْا الْأَحْمَالَ (عَلَى الْإِبِلِ) فَإِنَّ الْيَدَ مُعَلَّقَةٌ، وَالرَّجُلُ مُوثَقَةٌ (الصحيح: ১১৩০)

৭৯৪. আবু হুরাইরা (রা.) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত। তোমরা উটের পিছনে বোঝা রাখো। কেননা হাত হলো ঝুলন্ত, আর পা হলো বাঁধা।

(সহীহাহু হা. ১১৩০)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি ইমাম তিরমিযী তাঁর সুনানের (২/১৮৫); ইমাম আহমাদ তাঁর আল-মুসনাদের (১/১৬); মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাকের সূত্রে ইবনু আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ বলেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটি হাসান। ইবনু ইসহাক সরাসরি তাহদীস এর তাসরীহ করেছেন। বুখারী (১/৩৪৩-৩৪৪) ও (৩/২৫৩); নাসাঈ (১/২৭৯)।

৭৭৫- عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي سَلَمَةَ . أَنَّهُ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ طَعَامٌ ، قَالَ : أَدْنُ يَا بَنِيَّ وَسِمَ اللَّهُ وَكُلْ بَيْنَيْنِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ . (الصحيح: ১১৮৪)

৭৯৫. আমার ইবনু আবী সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি একদিন রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আগমন করলেন, তখন তাঁর সম্মুখে খাবার রাখা ছিল। তিনি বললেন, বৎস! কাছে এসো এবং 'বিসমিল্লাহ' বলে ডান হাতে খাও এবং নিজের সম্মুখ হতে খাও।

(সহীহাহ্ হা. ১১৮৪)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম তিরমিযী তাঁর সুনানের (১/৩৪০-৩৪১); আহমাদ তাঁর মুসনাদের (৪/২৬)-তে একাধিক সূত্রে হিশাম ইবনু উরওয়াহর সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটি আবু ওয়াদদাহ ও অন্যান্যদের সূত্রে মুত্তাসিলান বর্ণিত হয়েছে। যা আবু দাউদ তাঁর সুনানে (২/১৪১); আহমাদ মুসনাদের (৪/২৭) এবং ইবনু হিব্বান তার সহীহার হা: ১৩৩৯ উল্লেখ করেছেন।

৭৭৬- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا إِذَا أَصْلَحَ خَادِمٌ أَحَدَكُمْ لَهُ طَعَامُهُ فَكَفَاهُ حَرَةً وَبَرْدَةً ، فليجلسه معه ، فَإِنْ أَبَى فَلْيَنَاولْهُ أَكْلَةً فِي يَدِهِ .

(الصحيح: ৬১৫)

৭৯৬. আবু হুরাইরা (রা.) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত। তোমাদের কারো খাদেম যখন তার জন্য খাবার প্রস্তুত করে এবং (প্রস্তুত করতে গিয়ে) তার গরম-ঠাণ্ডা (এর কষ্ট) সহ্য করে তাহলে সে যেন খাদেমকে নিজের সঙ্গে (খেতে) বসায়। আর সে অস্বীকার করলে তার হাতে যেন খাবার তুলে দেয়। (সহীহাহ্ হা. ৪১৫)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদের (২/২৫৯)-এ আব্দুল আ'লার এর সনদে আবু হুরাইরা (রা.) থেকে মারফু'আন রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটির সানাদ সীহাহ্ সিত্তার শর্তে সহীহ। হাদীসটি কুতুবে সিত্তার বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন তরুকে বিভিন্ন শব্দে বর্ণিত হয়েছে যা আমি ইরওয়াউল গলীলের হা: (২১৭৭) এ উল্লেখ করেছি।

৭৭৭- إِبْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ الطَّعَامَ فَلَا يَمْسَحُ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يَلْعَقَهَا وَلَا يَرْفَعُ صَحْفَةً حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يَلْعَقَهَا، فَإِنَّ آخِرَ الطَّعَامِ فِيهِ بَرَكَةٌ. (الصحيحة: ৩৭১)

৭৯৭. ইবনু জুরাইজ বলেন, আবুয যুবাইর আমাকে সংবাদ দিয়েছেন। তিনি বলেন, আমি জাবির (রা.)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন খাবার খায় তখন সে যেন আগুল চেঁটে খায় বা অন্যের দ্বারা চেঁটে নেয়া পর্যন্ত হাত না মুছে ফেলে। আর চেঁটে খাওয়া বা চেঁটে খাওয়ানোর পূর্বে খাদ্যপাত্র না উঠায়। কেননা খাদ্যের শেষাংশে বরকত রয়েছে।^{১৪} (সহীহাহ হা. ৩৯১)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম নাসায়ী তাঁর আস-সুনানুল কুবরার (১/৬০)-তে ইউসুফ ইবনু সাঈদ এর সানাদে জাবির (রা.) থেকে মারফু'আন রিওয়ায়াত করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন: হাদীসটির সানাদ সহীহ এবং ইউসুফ ইবনু সাঈদ ছাড়া সানাদের সকল রাবী সিকাহ ও মুসলিমের রাবী। ইরওয়াউল গলীল হা: ২০৩০।

৭৭৮- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ فَلْيَجْلِسْهُ فَلْيَأْكُلْ مَعَهُ فَإِنَّ أَبِي فَلَيْنَا وَلَهُ مِنْهُ. (الصحيحة: ১২৭৭)

৭৯৮. আবু হুরাইরা (রা.) থেকে মারফু' সূত্রে বর্ণিত। তোমাদের কারো খাদেম যখন তার খাবার নিয়ে হাজির হবে তবে সে যেন তাকে তার সঙ্গে বসিয়ে খাওয়ায়। খেতে না চাইলে সে যেন (সে) খাবার থেকে (সামান্য তার হাতে) তুলে দেয়। (সহীহাহ হা. ১২৯৭)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম বুখারী তাঁর আল-আদাবুল মুফরাদের হা: ৩১; দারেমী তাঁর সুনানের (২/১০৭); ইবনু মাজাহ তাঁর সুনানের (২/৩০৮); আহমাদ তাঁর মুসনাদের

¹⁴ হাদীসটি শাইখ (আলবানী) (র) তাঁর সহীহার ১৪০৪ নং হাদীসে বৃদ্ধি করে উল্লেখ করেছেন যা সত্তর ১২টি হাদীসের পরে আসছে। -তাজরীদকারক

(২/৪৭৩); ইসমাঈল ইবনু আবু খালিদের সূত্রে আবু হুরাইরা থেকে মারফুআন রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটি সিন্তার শর্তে সহীহ।

৭৭৭- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا جَاءَ خَادِمٌ أَحَدَكُمْ بِطَعَامِهِ فَلْيُجْلِسْهُ مَعَهُ، فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ فَلْيَنَاولْهُ أَكْلَةً أَوْ أَكْلَتَيْنِ، فَإِنَّهُ وَلِيُّ عِلَاجِهِ وَحَرَّةٌ. (الصحيح: ১৩৭৭)

৭৯৯. আবু হুরাইরা (রা.) নাবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, তোমাদের কারো খাদেম যখন তার নিকট খাবার পরিবেশন করে। তবে সে যেন খাদেমকে তার সাথে বসিয়ে খাওয়ায়। খাদেম তার সাথে বসতে না চাইলে সে যেন তার হাতে এক বা দুই লোকমা খাবার তুলে দেয়। কারণ সে খাবার প্রস্তুত করার এবং (খাবার রান্নায়) গরমের (যে কষ্ট হয় তার) দায়িত্ব গ্রহণ করেছে।

(সহীহাহু হা. ১৩৯৯)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি একাধিক সূত্রে আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত হয়েছে। প্রথমটি বুখারী তাঁর সহীহর (৩/১৩১ ও ৭/৭১); আহমাদ তাঁর মুসনাদের (২/২৮৩, ৪০৯, ৪৩০) এবং দারেমী তাঁর সুনানের (২/১০৭)-এ উল্লেখ করেছেন। দ্বিতীয়টি মুসা ইবনু এসার থেকে মারফুআন বর্ণিত হয়েছে যা মুসলিম (৫/৯৪) ও আবু দাউদ তাঁর সুনানের (২/৩২৮-৩২৯)-তে উল্লেখ করেছেন।

৮০০- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا: إِذَا جَاءَ خَادِمٌ أَحَدَكُمْ بِطَعَامِهِ فَلْيَقْعِدْهُ مَعَهُ أَوْ لِيَنَاولْهُ مِنْهُ، فَإِنَّهُ هُوَ الَّذِي وَلَّى حَرَّةً وَدُخَانَهُ. (الصحيح: ১০৬২)

৮০০. আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা.) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত। তোমাদের কারো খাদেম যখন তার খাবার নিয়ে আসে। তবে সে যেন খাদেমকে নিজের সাথে বসায় কিংবা (সে) খাবার হতে তাকে কিছু দেয়। কারণ সে খাবার রান্নায় গরমের এবং তার ধূয়ার (যে কষ্ট হয় তার) দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। (সহীহাহু হা. ১০৪২)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি ইবনু মাজাহ তাঁর সুন্নাহর (২/৩০৮); আহমাদ তাঁর মুসনাদের (১/৩৮৮ ও ৪৪৬)-তে ইবরাহীম আল-হাজারী সূত্রে ইবনু মাসউদ থেকে মারফুআন রিওয়ায়াত করেছেন। আমি (আলবানী) বলব: সানাটো হাশান এবং ইবরাহীম আল-হাজারী ব্যতীত সকলেই সিকাহ ও মুসলিমের রাবী।

৮০১. إِبْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ سَعْدُ بْنُ جَابِرٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ لَطْعَامٍ فَلْيُجِبْ فَإِنْ شَاءَ طَعَمَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ. (الصحيح: ১৭৮৭)

৮০১. ইবনু জুরাইজ বলেন, আবু যুবাইর আমাকে অবহিত করেছেন যে, তিনি জাবির (রা.)-কে বলতে শুনেছেন যে, আমি নাবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি তোমাদের কেউ যখন তার ভাইকে খাবারের দাওয়াত দেয় তাহলে সে যেন তা কবুল করে। অতঃপর মন চাইলে খাবে আর মন না চাইলে খাবে না। (সহীহা হু. ৩৪৭)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম তহাবী তার শরহ মুশকিলিল আসারের (৪/১৪৭)-এ ইয়াযীদ এর সানাদে রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটি সহীহ ও بِإِسْنَادٍ يَسْتَحْدِثُ এবং এই কারণেই আমি হাদীসটি তাখরীজ করেছি অন্যথায় হাদীসটি মুসলিমে (৪/১৫৩) ইবনু নুমাইর এর সানাদে বর্ণিত হয়েছে।

তাছাড়া আবু দাউদ তাঁর সুন্নাহর হা: ৩৭৪০ ও আহমাদ তাঁর মুসনাদের (৩/৩৯২)-তে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

৮০২. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَأْكُلْ، وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيَصِلْ. (الصحيح: ১৭৮৩)

৮০২. আবু হুরাইরা নাবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, তোমাদের কাউকে যখন খাবারের দিকে ডাকা হয়। তখন সে যেন তার ডাকে সাড়া দেয়। অতঃপর রোযাদার না হলে যেন খায়। আর রোযাদার হলে সে যেন সলাত পড়ে।

(সহীহা হু. ১৩৪৩)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি আবু উবাইদ “গারীবুল হাদীসের” (১/২৯) ইবনু উলাইয়্যা ও ইয়াযীদ এর সূত্রে আবু হুরাইরা থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: সানাদটি শাইখানের শর্তে সহীহ। হাদীসটি মুসলিম ও আসহাবে সুনান ও অন্যান্যরা তাখরীজ করেছেন যা ইরওয়াউল গলীলের হা: ২০১৩ উল্লেখ করা হয়েছে।

৮০৩. عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِی عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا رَمَيْتَ الصَّيْدَ فَأَدْرَكْتَهُ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ وَسَهْمِكَ فِيهِ فَكُلْهُ مَا لَمْ يُنْتِنَ. (الصحيح: ১৩৫০)

৮০৩. আবু সা'লাবা আল-খুশানী (রা.) নাবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, তুমি যখন শিকারের প্রতি তীর ছুড়বে অতঃপর তিন দিন অতিবাহিত হওয়ার পর শিকারের গায়ে তোমার তীর (বিদ্ধাবস্থায়) পাবে তখন তা দুর্গন্ধময় না হওয়া পর্যন্ত খেতে পার। (সহীহাহ্ হা. ১৩৫০)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি আবু দাউদ তাঁর সুনানের হা: ২৮৬১; হাম্মাদ ইবনু খালিদের সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটির সানাদ মুসলিমের শর্তে সহীহ। ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহর (৬/৫৯)-তে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

৮০৪. عَنْ سَمُرَةَ بِنْتِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا رَوَيْتَ أَهْلَكَ مِنَ اللَّبَنِ غَبُوقًا، فَاجْتَنِبْ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ مِنْ مَيْتَةٍ. (الصحيح: ১৩৫৩)

৮০৪. সামুরা ইবনু জুনদুব (রা.) নাবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, তুমি যদি সন্ধ্যায় দোহনকৃত দুধ দ্বারা তোমার পরিবারের তৃষ্ণা নিবারণ কর তাহলে আল্লাহর নিষেধকৃত মৃতজন্তু (ভক্ষণ) থেকে বেঁচে থাক। (সহীহাহ্ হা. ১৩৫৩)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম হাকিম তাঁর আল-মুসতাদরাকের (৪/১২৫); বাইহাকী তাঁর সুনানের (৯/৩৫৭); ইয়াহয়া ইবনু ইয়াহয়া এর সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। হাকিম

কুন্নবানী-যবেহ, খাদ্য, পানীয়, আকীকা এবং জীবের সঙ্গে দয়া করা প্রসঙ্গ ২৭৫
হাদীসটিকে সহীছুল ইসনাদ বলেছেন। ইমাম যাহাবী এই ক্ষেত্রে তাঁকে সমর্থন
দিয়েছেন। এবং এটাই সঠিক।

৪০৫- عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا سِرْتُمْ
فِي أَرْضٍ خُصْبَةٍ، فَأَعْطُوا الدَّوَابَّ حَقَّهَا أَوْ حَظَّهَا، وَإِذَا سِرْتُمْ فِي أَرْضٍ
جَدْبَةٍ فَانْجُوا عَلَيْهَا، وَعَلَيْكُمْ بِالذَّلْجَةِ، فَإِنَّ الْأَرْضَ تُطْوَى بِاللَّيْلِ، وَ
إِذَا عَرَسْتُمْ، فَلَا تَعْرُسُوا عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيقِ فَإِنَّهَا مَأْوَى كُلِّ دَابَّةٍ.
(المصحيح: ১৩৫৭)

৮০৫. আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা উর্বর ভূমিতে সফর করলে
সাওয়ারীকে তার হক ও অংশ দিবে আর অনুর্বর ভূমিতে সফর করলে
রাত্রিকালে সফর করবে কারণ রাতে ভূমি সঙ্কুচিত হয়ে আসে। আর
বিশ্রামের জন্য শেষ রাতে যাত্রা বিরতি করলে মধ্যপথে যাত্রা বিরতি করবে
না। কেননা মধ্যপথ হলো সর্বপ্রকার জন্তুর আশ্রয়স্থল। (সহীহাহু হা. ১৩৫৭)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি বায্‌যার তাঁর মুসনাদের ১১৩ পৃষ্ঠায়; বাইহাকী তাঁর সুনানের (৫/২৫৬)-
তে সংক্ষেপে আবু জা'ফর এর সূত্রে আনাস (রা.) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: সানাদটি আবু জা'ফর এর কারণে দুর্বল তহাবী 'শরহ
মুশকিলিল আসারে'র (১/৩১)-তে হাদীসটি মাওসুলান রিওয়ায়াত করেছেন।

৪০৬- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا
شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَنْحِ الْإِنَاءَ
ثُمَّ لِيَعُدَّ إِنْ كَانَ يُرِيدُ. (المصحيح: ৩৮৬)

৮০৬. আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ পানি পান করলে সে যেন
পানির পাত্রে শ্বাস না ফেলে অতঃপর পুনরায় পান করতে চাইলে পাত্রটিকে
যেন সরিয়ে নেয় এবং বাইরে নিঃশ্বাস ফেলে। এরপর পুনরায় পান করতে
চাইলে যেন আবার পান করে। (সহীহাহু হা. ৩৮৬)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইবনু মাজাহ তাঁর সুনানের হা: (৩৪২৭) এ এবং হাকিম তাঁর আল মুসতাদরাকের (৪/১৩৯) এ হারেছ ইবনু আবু যুবাব এর তরীকে রিওয়ায়াত করেছেন।

হাদীসটির শব্দগুলো ইবনু মাজাহর। হাকিম হাদীসটিকে সহীহুল ইসনাদ বলেছেন এবং এক্ষেত্রে ইমাম যাহাবী তাঁর অনুসরণ করেছেন এবং ইবনু হাজার নিরবতা অবলম্বন করেছেন।

৮০৭. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا شَرِبْتُمُ اللَّبَنَ فَمَضْمُؤُوا، فَإِنَّ لَهُ دَسًّا. (الصحيح: ১৩৭১)

৮০৭. উম্মু সালামাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা দুধ পান করলে (পান করার পর) কুলি করবে। কেননা দুধে তৈলাক্ততা রয়েছে। (সহীহাহ্ হা. ১৩৬১)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদের (৬/৩৪৪); ইমাম বাইহাকী তাঁর শু'আবুল ইমানে (১/৩৭৯-৩৮০)-তে সাঈদ ইবনু সুলাইমানের সূত্রে উম্মুহানী থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: সানাদটি হাসান এবং এর সকল রাবী সিকাহ।

৮০৮. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا ضَحَى أَحَدُكُمْ، فَلْيَاكُلْ مِنْ أَضْحِيَّتِهِ. (الصحيح: ৩৫৭৩)

৮০৮. আবু হুরাইরা (রা.) নাবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নাবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ কুরবানী করলে সে যেন কুরবানীর গোশত খায়। (সহীহাহ্ হা. ৩৫৬৩)

হাদীসটি যঈফ।

শাইখ আলবানী (র) হাদীসটিকে যঈফ বলেছেন। কারণ সানাদের সকল রাবী-ই মুসলিমের রাবী ও সিকাহ। তবে ইবনু আবী লাইলা য়ার নাম “মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুর রহমান আলকুযী আল-ফাক্হীহ” যিনি যঈফ যাকে ইমাম যাহাবী (র) তাঁর রচিত ‘আয-যুয়াফা’ গ্রন্থে ‘সদুকুন সাইয়্যিউল হিফয’ বলেছেন। তাছাড়াও হাকিম ইবনু হাজার (র) তাঁর লিখিত কিতাব ‘তাকরীবুত তাহযীব’-এ ‘সদুকুন সাইয়্যিউল হিফয জিদ্দান’ বলেছেন।

এছাড়াও আল্লামা গুয়াঈব আল-আর নাউত হাদীসটিকে যঈফ বলেছেন। ইমাম আহমাদ হাদীসটি তাঁর মুসনাদের হা: ৯০৭৮-তে; ইবনু আদী তাঁর 'আল-কামিল' এর (২/৭২৭); খাতিবে বাগদাদী তাঁর তারীখে বাগদাদের ৭/৩৪-এ আসওয়াদ ইবনু আমির শাযান-এর সূত্রে হাদীসটি রিওয়াযাত করেছেন। তাছাড়া তাবারানী তাঁর 'আল-কাবীরের' হা: ১২৭১০ এবং এ সানাদে আব্দুল্লাহ ইবনু খিরাজ রয়েছে যিনি যঈফ।

আমি (আলবানী) বলব: সারকথা হলো, হাদীসটি অত্যন্ত দুর্বল। এর দ্বারা ইসতিশহাদ করা যাবে না। সুতরাং হাদীসটি দুর্বলই রয়ে গেল। -তবে এ বিষয়ে আল্লাহই অধিক অবগত। কিন্তু শারীখের সূত্রে আবু সাইদ খুদরী তাঁর পিতা এবং তাঁর পিতা কতাদা (রা) থেকে এর একটি সানাদ বিদ্যমান। যার কারণে উপরিউক্ত হাদীসটি শক্তিশালী হতে পারে। যা ইমাম আহমাদ মুসনাদে (৩/৪৮) অতঃপর (৩/৮৫)-তে। এমনিভাবে মুসলিম ও অপরাপরগণ আবু নযরা-এর সূত্রে আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। এই অর্থে অসংখ্য হাদীস বিদ্যমান। যার কিয়দাংশ আমি সহীহ আবু দাউদ এর হা. ২৫০; ইরওয়াউল গালীল-এর (৪/৩৬৯-৩৭০)-এ তাখরীজ করেছি এবং যার কিয়দাংশ সহীহার ২৯৬৯-এ অতিবাহিত হয়েছে।

১০৭- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا طَبَخْتُمُ اللَّحْمَ فَأَكْبَرُوا الْبَرْقَ أَوْ الْمَاءَ، فَإِنَّهُ أَوْسَعُ، أَوْ أَبْلَغُ لِلْجِيرَانِ. (الصحيح: ১৩১৮)

৮০৯. জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা গোশত রান্না করলে ঝোল কিংবা পানি বাড়িয়ে দাও। কেননা এটা প্রতিবেশীদের জন্য প্রশস্ততর ও পূর্ণাঙ্গতর। (সহীহাবু হা. ১৩৬৮)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদের (৩/৩৭৭); ইয়াহয়া ইবনু সাঈদের সূত্রে জাবির (রা.) থেকে রিওয়াযাত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটির সানাদের সকলেই সিকাহ। ও শাইখাইনের রাবী তবে হাদীসটি মুনকাতি। সুফিয়ান আস্‌সাওরী হাদীসটি আবু যার থেকে মারফুআন বর্ণনা করেছেন।

১১০- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا طَعِمَ أَحَدُكُمْ فَسَقَطَتْ لُقْمَتُهُ مِنْ يَدِهِ فَلْيُطِمْ مَا رَأَاهُ مِنْهَا وَلْيُطْعِمَهَا، وَلَا يَدْعُهَا لِلشَّيْطَانِ وَلَا يَمْسَحَ يَدَهُ بِالْإِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَ يَدَهُ، فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَذَرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ يُبَارِكُ اللَّهُ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَرْصُدُ النَّاسَ - أَوِ الْإِنْسَانَ - عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى عِنْدَ مَطْعِمِهِ أَوْ طَعَامِهِ وَلَا يَرْفَعُ الصَّحْفَةَ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعَقَهَا، فَإِنَّ فِي آخِرِ الطَّعَامِ الْبَرَكَةَ. (الصحيح: ١٤٠٤)

৮১০. জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি নাবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন যে, তোমাদের কেউ খাবার খেলে তার হাত থেকে লোকমা পড়ে গেলে লোকমার সঙ্গে যা লেগেছে সে যেন তা পরিষ্কার করে খেয়ে ফেলে এবং শয়তানের জন্য তা ছেড়ে না দেয়। আর হাত চাটার পূর্বে যেন রুমাল দিয়ে সে তার হাত না মুছে। কেননা ব্যক্তি জানেনা যে তার খাবারের কোন অংশে বরকত রয়েছে, কারণ শয়তান লোকদের বা মানুষের প্রত্যেক জিনিস এমনকি তার খাবারের ঘর কিংবা খাবারের প্রতি নজর রাখে। আর প্লেট চেটে খাও কিংবা অন্যের দ্বারা চাটিয়ে নাও। কেননা খাবারের শেষে বরকত রয়েছে।^{১৫} (সহীহাহ্ হা. ১৪০৪)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইবনু হিব্বান তাঁর সহীহর হা: ১৩৪৩; বাইহাকী তাঁর শু'আবুল ইমানের (২/১৮৭/২)-তে ইবনু জুরাইজের সূত্রে জাবির (রা.) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। হাদীসটি আহমাদ তাঁর মুসনাদের (৩/৩৯৪)-তে; এবং মুসলিম তাঁর সহীহর (৬/১৪৪)-তে উল্লেখ করেছেন।

¹⁵ শাইখ (আলবানী (র)) সহীহার ৩৯১ নং হাদীসে উল্লেখ করেছেন এবং ১২টি হাদীসের পূর্বে তা অতিবাহিত হয়েছে। -তাজরীদকারক

১১১- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا وَقَعَ الذَّبَابُ فِي شَرَابٍ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ (كُلَّهُ) ثُمَّ لِيَنْتِزِعْهُ، فَإِنَّ فِي أَحَدَى جَنَاحَيْهِ دَاءٌ وَفِي الْأُخْرَى شِفَاءٌ. (الصحيح: ২৮)

৮১১. আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কারো শরবতে মাছি পড়লে সে যেন পূর্ণ মাছিকে তাতে ডুবিয়ে দিয়ে (বাইরে) বের করে ফেল। কেননা মাছির এক ডানায় ব্যধি থাকে আর অপরটিতে থাকে নিরাময়। (সহীহাহ্ হা. ৩৮)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি আবু হুরাইরা আবু সাঈদ আল-খুদরী ও আনাস ইবনু মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে। আবু হুরাইরার হাদীসটি বুখারী (২/৩২৯, ৪/৭১-৭২); দারেমী (২/৯৯); ইবনু মাজাহ হা: ৩৫০৫ এবং আহমাদ (২/৩৭৯)-তে বর্ণিত হয়েছে।

আবু সাঈদ আল-খুদরীর হাদীস আবু দাউদ হা: ৩৮৪৪ ও ইবনু হিব্বান ৫২২৬, ১২৪৩-তে উল্লেখ হয়েছে। আর আনাস (রা.) এর হাদীস দারেমী এবং আহমাদ ২/২৬৯, ৩৫৫, ৩৮৮-তে সহীহ সূত্র বর্ণিত হয়েছে।

১১২- عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ بَيْتَ عَائِشَةَ فَرَأَى لَحْمًا، فَقَالَ: اشْوُوا لَنَا مِنْهُ. فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّهَا صَدَقَةٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اشْوُوا لَنَا مِنْهُ، فَقَدْ بَلَغَ مَحَلَّهُ.

(الصحيح: ২৫৬৬)

৮১২. আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। নাবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন আয়িশা (রা.) এর ঘরে প্রবেশ করে গোশত দেখতে পেয়ে বললেন, “এর থেকে আমাদের জন্য কিছু গোশত ভুনা কর।” উত্তরে তারা বললেন, ইয়া রাসূলান্নাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! এগুলো সদাকার গোশত। অতঃপর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “এর থেকে আমাদের জন্য কিছু গোশত ভুনা কর নিশ্চয়ই সে তার হালাল হওয়ার স্থানে পৌঁছে গেছে।” (সহীহাহ্ হা. ২৫৪৬)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি আবু ইয়া'লা তাঁর সহীহ'র (২/৭৯৬)-তে উল্লেখ করেছেন এবং তার তরীকে 'দিয়া' তাঁর আল-আহাদীসুল মুখতারাতে (২/১৯৪) মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াহইয়ার সানাদে উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটি সহীহ এবং এর সকল রাবী সিকাহ ও শায়খাইনের রাবী। তাছাড়া 'দিয়া' হাদীসটি (২/৮২৩)-তে আবু দাউদের তরীকে উল্লেখ করেছেন।

৪১৩- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُومُ، فَتَحَيَّيْتُ فِظَرَهُ بِنَبِيذٍ صَنَعْتُهُ فِي دُبَاءٍ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِهِ، فَإِذَا هُوَ يَنْشُ، فَقَالَ: اضْرِبْ بِهَذَا الْحَائِطِ، فَإِنَّ هَذَا شَرَابٌ مِّنْ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. (الصحيح: ৩০১০)

৮১৩. আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জানতে পারলাম যে, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযাদার। তাই কদুতে আমার প্রস্তুত করা নাবীয দ্বারা তাঁকে ইফতার করানোর অপেক্ষা করতে লাগলাম। অতঃপর তা নিয়ে আমি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসলাম তখন তাড়ি টগবগ করছিল (টগবগের আওয়াজ শুনে) রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, একে এ দেয়ালে নিক্ষেপ কর। কেননা এটা তাদের শরাব যারা আল্লাহ এবং পরকালের দিনে বিশ্বাস করে না। (সহীহাহ্ হা. ৩০১০)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি আবু দাউদ তাঁর সুনান গ্রন্থে হা: ৩৭১৬; ইমাম নাসায়ী তাঁর সুনানের বাব: ২-এ ইবনু মাজাহ সুনানে হা: ৩৪০৯; বাইহাকী আস-সুনানুল কুবরা'র ৮ম খণ্ডের ৩০৩ পৃষ্ঠায়; দারাকুতনী সুনানের ৪র্থ খণ্ডের ২৫২ পৃষ্ঠায়; খাতীবে বাগদাদী তাঁরীখে বাগদাদের ১০ম খণ্ডের ১০৯, ১১০ পৃষ্ঠায় এবং ইমাম বুখারী আত-তারীখুল কাবীরে'র ৩য় খণ্ডের ১৫৭ পৃষ্ঠায় রিওয়াযাত করেছেন।

৪১৪- عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ مَرْفُوعًا: أَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَارْطَبُوا الْكَلَامَ. (الصحيح: ১৪৬৫)

৮১৪. হাসান ইবনু আলী (রা.) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত। তোমরা (অন্যকে) খাবার খাওয়াও এবং ভালো কথা বল। (সহীহাহ্ হা. ১৪৬৫)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি তাবারানী তাঁর মু'জামের (২/২৭৫/১) কাসিম ইবনু মুহাম্মাদ আদদাল্লাল এর সূত্রে হাসান ইবনু আলী থেকে মারফু'আন রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: সানাদটি যঈফ। দাল্লালকে দারাকুতনী দুর্বল বলেছেন। হাইসামী তাঁর মাজমাউয্ যাওয়ায়েদের (৫/১৭)-তে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলবো, সানাদটি আরো একটি কারণে যঈফ আর সেটা হলো, সানাদে আমর ইবনু সাবিত-এর উপস্থিতি। কেননা ইমাম হাফিয ইবনু হাজার তাকে যঈফ বলার ক্ষেত্রে দৃঢ়তা পোষণ করেছেন। এছাড়া বাকী সকলেই সিকাহ ও মুসলিমের রাবী।

তবে হাদীসটি একাধিক শাওয়াহেদের কারণে শক্তিশালী। শাওয়াহেদসমূহের একটি নিম্নরূপ:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يُثْبِتُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ، أَطْعَامُ الطَّعَامِ، يَا بَنِي عَبْدِ الْمَطْلِبِ، أَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَأَطِيبُوا الْكَلَامَ"

হাদীসটি হাইসামী তাঁর মাজমাউয যাওয়ায়েদ-এর (৫/১৭)-তে উল্লেখ করেছেন।

৮১৫- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ يَتَرَبَّنَا فَيَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَأَفْشُوا السَّلَامَ، تَوَرَّثُوا الْجَنَانَ. (الصحيح: ১৬৭৬)

৮১৫. মুহাম্মাদ ইবনু যিয়াদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আব্দুল্লাহ ইবনুল হারিস আমাদের নিকট দিয়ে অতিক্রম করলেন। অতঃপর বললেন রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা লোকদেরকে খাবার খাওয়াও এবং সালামের প্রচার প্রসার কর। (এর বিনিময়ে) তোমরা জান্নাতের উত্তরাধিকারী হবে। (সহীহাহ্ হা. ১৪৬৬)

হাদীসটি সহীহ।

মাকদিসী হাদীসটি তাঁর আল-মুখতারাহ এর (১/১৩৫); তাবারানী থেকে মুহাম্মাদ আল-হালাবীর সূত্রে মারফু'আন রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: সানাদটির সকলেই সিকাহ ও মুসলিমের রাবী। হাদীসটির একটি শাহেদ পাওয়া যায় যা আবু হুরাইরা থেকে মারফু'আন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

১১৬- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَعْطَانِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا مِنْ تَبِيرٍ، فَجَعَلْتُهُ فِي مِكَتَلٍ لَنَا، فَعَلَقْنَاهُ فِي سَقْفِ الْبَيْتِ، فَلَمْ نَزَلْ نَأْكُلْ مِنْهُ؛ حَتَّى كَانَ أَخْرُهُ أَصَابَهُ أَهْلُ الشَّامِ حَيْثُ أَغَارُوا عَلَى الْمَدِينَةِ. (الصحيح: ৩১৬২)

৮১৬. আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা আমাকে একটি খেজুর দিলেন। আমি খেজুরটি খেজুর পাতার তৈরি টুকরিতে রেখে ঘরের ছাদে লটকিয়ে রাখলাম এবং আমরা তা থেকে সর্বদাই খেতাম। এমনকি সর্বশেষ শামবাসী এটি লাভ করল যখন তারা মদীনায় আক্রমণ করেছিল। (সহীহাহ্ হা. ৩১৬২)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি আবু দাউদ তাঁর সুনানের (১/২৩৬); তিরমিযী তাঁর সুনানের (২/২৪৩); ইবনু মাজাহ তাঁর সুনানের (১/৩৬৩-৩৬৪); আহমাদ তাঁর মুসনাদের (৩/১২); ইয়াহয়া ইবনু কাসীরের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী বলেন: হাদীসটি হাসান আর আমি (আলবানী) বলব: এটাই সঠিক।

১১৭- عَنْ جَابِرِ بْنِ سُرَّةَ: أَنَّ رَجُلًا كَانَتْ لَهُ نَاقَةٌ بِ (الْحَرَّةِ) فَدَفَعَهَا إِلَى رَجُلٍ، وَقَدْ كَانَتْ مَرَضَتْ، فَلَمَّا أَرَادَتْ أَنْ تَمُوتَ قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ: لَوْ نَحَرْتَهَا وَ أَكَلْنَا مِنْهَا. فَأَبَى، وَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ ذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: أَعِنْدَكُمْ مَا يُغْنِيكُمْ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَكُلُوْهَا (يُغْنِي النَّاقَةَ) وَ كَانَتْ قَدْ مَاتَتْ. قَالَ: فَأَكَلْنَا مِنْ وَدَكِهَا وَ لَحْمِهَا وَ شَحْبِهَا نَحْوًا مِنْ عَشْرَيْنَ يَوْمًا، ثُمَّ لَقِيَ صَاحِبَهَا، فَقَالَ لَهُ: أَلَا كُنْتَ نَحَرْتَهَا قَالَ: إِنِّي اسْتَحْيَيْتُ مِنْكَ. (الصحيح: ২৭০২)

৮১৭. জাবির ইবনু সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত। একজন ব্যক্তির হাররা নামক স্থানে একটি উটনী ছিল। সে উটনী অপর ব্যক্তিকে দিয়ে দিল। উটনীটি ছিল রোগাক্রান্ত। উটনীটি মারা যাওয়ার উপক্রম হলে লোকটির

স্ত্রী তাকে বলল, আমরা যদি উটনীটিকে নহর করে তার গোশত খেতাম তবে অনেক ভালো হত। লোকটি (স্ত্রীর কথা) অস্বীকার করল। এবং রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে বিষয়টি খুলে বলল। তিনি বললেন, তোমাদের নিকট কি এ পরিমাণ খাবার রয়েছে যা তোমাদেরকে অন্যের (নিকট হাত পাতা থেকে) বিমুখ করে দেয়? লোকটি বলল, না, (অতঃপর) রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে তোমরা উটনীটি খেতে পার অথচ উটনীটি তখন মৃত ছিল। লোকটি বলল, আমরা উটনীর চর্বি এবং গোশত প্রায় ২০ দিন পর্যন্ত খেয়েছি। অতঃপর উটনীটির মালিকের সঙ্গে তার সাক্ষাত হলে উটনীর মালিক তাকে বলল, উটনীটিকে তুমি নহর করলে না কেন? লোকটি বলল, তোমার থেকে সঙ্কোচ বোধ করেছি। (সহীহাহ্ হা. ২৭০২)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি আবু দাউদ আত-তয়ালিসী শারীক এর সানাদে তাঁর মুসনাদের হা: ১৬৫৩-তে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। এই তরীকেই ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদের (৫/৮৭/৮৮) -তে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটির সানাদ ভালো মুতাবাআতার কারণে। তাছাড়া আবু দাউদ তাঁর সুনানের হা: ৩৮১৬ এবং আহমাদ তাঁর মুসনাদের (৫/৯৬, ১০৪)-তে ভিন্ন তরীকে উল্লেখ করেছেন। আমি (আলবানী) বলব: আর এই সানাদটি মুসলিমের শর্তে সহীহ। হাকিম তাঁর মুসতাদরাকের (৪/১২৫)-তে উল্লেখ করেছেন।

১১৮- عَنْ جَابِرٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَيْهِ بِحَبَّارٍ قَدْ وَسَمَ فِي وَجْهِهِ، فَقَالَ: أَمَا بَلَّغْتُمْ أَنِّي قَدْ لَعَنْتُ مَنْ وَسَمَ الْبُهِيمَةَ فِي وَجْهِهَا، أَوْ ضَرَبَهَا فِي وَجْهِهَا! فَتَنَهَى عَنْ ذَلِكَ. (الصحيح: ١٥٤٩)

১১৮. জাবির (রা.) নাবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, একদিন নাবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট দিয়ে চেহারায় দাগ দেয়া একটি গাধা নিয়ে অতিক্রম করা হলে তিনি বললেন, তোমাদের নিকট কি এ সংবাদ পৌছেনি যে, চতুষ্পদ জন্তুর চেহারায় দাগ দেয়া বা চেহারায় প্রহার করতে আমি লানত করেছি? অতঃপর তা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। (সহীহাহ্ হা. ১৫৪৯)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি আবু দাউদ তাঁর সুনানের (১/৪০১/৪০২); মুহাম্মাদ ইবনু কাসীরের সূত্রে জাবির (রা.) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: সানাটির সকল রাবী সিকাহ ও মুসলিমের রাবী মুসলিম তাঁর সাহীহর (৬/১৬৫)-এ মা'কিল এর সূত্রে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

৪১৭- عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِحَدِّ الشِّفَارِ، وَأَنْ تَوَارَى عَنِ ابْهَاتِمِ، وَإِذَا ذَبَحَ أَحَدُكُمْ؛ فَلْيُجْهِزْ. (الصحيح: ৩১৩)

৮১৯. সালিম ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা.) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছুরি ধার করার এবং জন্তুর থেকে ছুরি লুকিয়ে রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং বলেছেন, তোমাদের কেউ যবেহ করলে সে যেন চূড়াভাঙাবে আঘাত করে।

(সহীহাহ্ হা. ৩১৩০)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ তাঁর সুনান গ্রন্থে হা: ৩১৭২; ইমাম আহমাদ (র.) তাঁর মুসনাদের ২য় খণ্ডের ১০৮ পৃষ্ঠা; বাইহাকী তাঁর আসসুনানুল কুবরার ৯ম খণ্ডের ২০০ পৃষ্ঠা এবং তাবারানী তাঁর আল-মুজামুল কাবীরের ১২শ খণ্ডের ২৮৯ পৃষ্ঠায় রিওয়ায়াত করেছেন।

৪২০- عَنْ أُمِّ عَبْدِ اللَّهِ أُخْتِ شَدَادِ بْنِ أَوْسٍ. أَنَّهَا بَعَثَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَدَحِ لَبَنٍ عِنْدَ فِطْرِهِ، وَذَلِكَ فِي طُولِ النَّهَارِ وَشِدَّةِ الْحَرِّ، فَرَدَّ إِلَيْهَا رَسُولُهَا: أَتَى لَكَ هَذَا اللَّبَنُ؟ فَقَالَتْ: لَبَنٌ مِنْ شَاةٍ لِي، فَرَدَّ إِلَيْهَا رَسُولُهَا: أَتَى لَكَ هَذِهِ الشَّاةُ قَالَتْ: اشْتَرَيْتُهَا مِنْ مَالِي. فَشَرِبَ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَتَتْ أُمُّ عَبْدِ اللَّهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعَثْتُ إِلَيْكَ بِذَلِكَ اللَّبَنِ مَرْتِيَةً لَكَ مِنْ طُولِ النَّهَارِ وَشِدَّةِ الْحَرِّ، فَرَدَدْتَ إِلَيَّ فِيهِ

الرَّسُولُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ الرَّسُولُ قَبْلِي أَلَّا تَأْكُلُوا إِلَّا طَيِّبًا وَلَا تَعْمَلُوا إِلَّا صَالِحًا. (الصحيح: ১১৩৬)

৮২০. শাদ্দাদ ইবনু আউস এর বোন উম্মু আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি নাবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট ইফতারের সময় একটি দুধের পেয়ালা পাঠালেন, ঘটনাটি লম্বা দিন ও গরম দিনের। তার দূত (যার মাধ্যমে উম্মে আব্দুল্লাহ রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট দুধ প্রেরণ করেছিলেন) তার দুধ তার নিকটেই ফিরিয়ে দিয়ে (বলল), আপনি এ দুধ কোথায় পেয়েছেন? (উত্তরে) তিনি (উম্মু আব্দুল্লাহ) বললেন, আমার বকরীর দুধ। এরপরও দূত তার দুধ তার নিকট ফিরিয়ে দিয়ে (বলল), এই বকরী আপনি কোথায় পেলেন? (উত্তরে) তিনি বললেন, আমার নিজের টাকা দিয়ে এটা ক্রয় করেছি। অতঃপর দূত তা পান করল। পরের দিন উম্মে আব্দুল্লাহ রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে বলল, ইয়া রাসূলান্নাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! দীর্ঘদিন এবং প্রচণ্ড গরমের কারণে আপনার (অবস্থার) জন্য দুঃখবোধ করে আমি সে দুধ পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু দূত আমার নিকট তা ফিরিয়ে দিয়েছে। অতঃপর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমার পূর্বের রাসূলগণকে পবিত্র জিনিস ব্যতীত অন্য কোন জিনিস না খাওয়ার এবং নেক আমল ব্যতীত অন্য কোন আমল না করার নির্দেশ করা হয়েছিল। (সহীহাহ হা. ১১৩৬)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম আহমদ তার 'আয্ যুহদ' এর ৩৯৮ পৃষ্ঠা এবং হাকিম তাঁর আল-মুসতাদরাকের (৪/১২৫-১২৬); আবু বাক্র ইবনু আব্দুল্লাহর সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। হাকিম সানাদটিকে সহীছল ইসনাদ বলেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটির একটি শাহেদ রয়েছে যা আবু হুরাইরা থেকে মারফুআন বর্ণিত হয়েছে। যা মুসলিম তাঁর সহীহর (৩/৮৫); তিরমিযী হা: ২৯৯২ এবং দারেমী (২/৩০০)-তে উল্লেখ রয়েছে।

۸۲۱- عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ فَأَتَانَا بِزُبْدٍ وَكَثْلَةٍ، فَاسْقَطَ ذُبَابٌ فِي الطَّعَامِ، فَجَعَلَ أَبُو سَلَمَةَ يُبْقِلُهُ

بِأَصْبَعِهِ فِيهِ، فَقُلْتُ: يَا خَالُ! مَا تَصْنَعُ؟ فَقَالَ: إِنَّ أَبَا سَعِيدٍ
الْخُدْرِيَّ حَدَّثَنِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ أَحَدَ
جَنَاحِي الذُّبَابِ سَمٌّ وَالْآخَرَ شِفَاءٌ، فَإِذَا وَقَعَ فِي الطَّعَامِ
فَأَمَقَلُوهُ، فَإِنَّهُ يُقَدِّمُ السَّمَ وَيُؤَخِّرُ الشِّفَاءَ. (الصحيح: ৳৯)

৮২১. সাঈদ ইবনু খালেদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি আবু সালামার নিকট আসলে তিনি আমাদের জন্য মাখন এবং খেজুর ও আটা ইত্যাদি দ্বারা তৈরি খাবার আনলেন। তখন খাবারে একটি মাছি পড়ল। আর আবু সালামা তার আঙ্গুল দ্বারা মাছিটিকে সে খাবারে ডুবিয়ে দিল। আমি বললাম, মামা! একি করছেন? উত্তরে তিনি বললেন, আবু সাঈদ খুদরী নাবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, মাছির এক ডানায় থাকে বিষ আর অপরটিতে থাকে নিরাময়। সুতরাং খাবারে মাছি পড়লে গোটা মাছিকে খাবারে ডুবিয়ে দিবে কেননা মাছি আগে বিষ প্রয়োগ করে এবং নিরাময় সরিয়ে রাখে। (সহীহাহ হা. ৩৯)

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম মুসলিম সহীহে ২য় খণ্ডের ৮৯ পৃষ্ঠায়; তিরমিযী সুনানে ১৮১৬; ইমাম আহমাদ মুসনাদের ৩য় খণ্ডের ১০০, ১১৭; ইবনু সুন্নী আমালুল ইয়াউমিওয়াল লাইলাতে ৪৮০; ইমাম মুনিযীরী তাঁর আত-তারগীব ওয়াত-তারহীবের ৩য় খণ্ডের ১৪৮ পৃষ্ঠায়। কুরতুবী তাঁর তাফসীর গ্রন্থ ১ম খণ্ডের ১৩১ পৃষ্ঠায় ইবনু কাসীর তাঁর তাফসীর গ্রন্থ ৫ম খণ্ডের ৫৩ পৃষ্ঠায় এবং ইবনু আবী শাইবা তাঁর মুসান্নাফের ৮ম খণ্ডের ১১৯ পৃষ্ঠায় রিওয়াযাত করেছেন।

٨٢٢- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: سَمِعْتُ عَمَّارَ
ابْنَ يَاسِرٍ بِ (صَفِيَّيْنِ) فِي الْيَوْمِ الَّذِي قُتِلَ فِيهِ، وَهُوَ يُنَادِي: أُرِلِفَتْ
الْجَنَّةُ، وَزُوجَتِ الْحُورُ الْعَيْنُ، الْيَوْمَ نَلْقَى حَبِيبَنَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (وَفِي رَوَايَةٍ: نَلْقَى الْأَحَبَّةَ، مُحَمَّدًا وَحِزْبَهُ)، عَهْدَ إِلَيَّ إِنَّ
أُخْرَزَ أَدَاكَ مِنَ الدُّنْيَا ضَيْحٌ مِنْ لَبَنٍ. (الصحيح: ৳১১৭)

৮২২. ইবরাহীম ইবনু সা'দ তার পিতা থেকে এবং তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, আমাদের ইবনু ইয়াসির (রা.)কে সিফফীনের যুদ্ধে যাতে তিনি নিহত হয়েছেন- ঘোষণা দিতে শুনেছি যে, জান্নাত নিকটবর্তী করা হয়েছে এবং আনতনয়না হরদেরকে যুগলবদ্ধ করা হয়েছে আজকে আমরা আমাদের বন্ধু মুহাম্মাদের সাথে সাক্ষাত করব। অপর বর্ণনায় বন্ধুদের সাথে সাক্ষাত করব: মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তার সঙ্গীদের সাথে। তিনি আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, দুনিয়া থেকে বিদায়ের ক্ষেত্রে তোমার সর্বশেষ পাথেয় হলো প্রচুর পানি মেশানো পাতলা দুধ। (সহীহাহ্ হা. ৩২১৭)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদে (৩/৬৭) ইয়াযীদেদে সূত্রে আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

তাহাড়া আবু ইয়ালা (২/৬৫); ইবনু হিব্বান তাঁর সিকাতে (২/১৩২) এবং নাসায়ী তাঁর সুনানের (২/১৯৩)-এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

৮২৩- أَنْ أَمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الَّذِي يَشْرِبُ فِي إِنْاءِ الْفِضَّةِ [وَالذَّهَبِ] إِنَّمَا يُجِرُّ جُرْفِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ؛ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ. (الصحيح: ৩৫১৭)

৮২৩. উম্মু সালামা (রা.) রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি স্বর্ণ-রূপার পাত্রে পান করবে তার পেটে জাহান্নামের আগুন গরগারা দেয়া হবে। (সহীহাহ্ হা. ৮২৩)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদের ৬ষ্ঠ খণ্ডের ৩০১, ৩০৬ পৃষ্ঠায়; বাইহাকী সুনানুল কুবরার ৪র্থ খণ্ডের ১৪৫ পৃষ্ঠায়; আব্দুর রাজ্জাক মুসান্নাফে হা: ১৯৯২৬; ইবনু মাজাহ তাঁর সুনানের হা: ৩৪১৩; ইমাম বুখারী তারীখে কাবীরের ৫ম খণ্ডের ১৩৬ পৃষ্ঠায়; সা'আতী মিনহাতুল মা'বুদে ১৮১৩ এবং সুযুতী জামউল তাঁর জাওয়ামিতে ৫৮১১ রিওয়ায়াত করেছেন।

৮২৪. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الْأَكْلَةَ فِيَحْدُهُ عَلَيْهَا، أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فِيَحْدُهُ عَلَيْهَا. (الصحيح: ১৬৫১)

৮২৪. আনাস ইবনু মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ ঐ বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট যে এক লোকমা খাবার খায় এবং এর উপর তাঁর প্রশংসা করে। কিংবা এক ঢোক পানি পান করে এবং এর উপর তাঁর প্রশংসা করে। (সহীহাহ্ হা. ১৬৫১)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি মুসলিম তাঁর সহীহার (৮/৮৭); তিরমিযী তাঁর সুনানের (১/৩৩৪-৩৩৫); আহমাদ তাঁর মুসনাদের (৩/১০০ ও ১১৭)-তে একাধিক সূত্রে যাকারিয়াহ ইবনু আবি যায়িদা থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

শাইখল আলবানী (র) বলেন: হাদীসটি হাসান এবং শুধু যাকারিয়াহ থেকেই প্রসিদ্ধ।

৮২৫. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا: إِنَّ الْبُرْكَهَ وَسَطَ الْقِصْعَةِ، فَكُلُوا مِنْ نَوَاحِيهَا، وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ رَأْسِهَا. (الصحيح: ১৫৮৭)

৮২৫. ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত। খাবারের বরকত পেয়ালার মাঝখানে। সুতরাং তোমরা পেয়ালার চারপাশ থেকে খাও -সম্মুখ থেকে খেয়ো না। (সহীহাহ্ হা. ১৫৮৭)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি সারী ইবনু ইয়াহইয়া তাঁর حَدِيثُ الثَّوْرِيِّ-এর (২/২১১)-তে রিওয়ায়াত করেছেন এবং তাঁর থেকে আতা ইবনুস-সায়িব ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে মারফু'আন রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: সানাদটি সহীহ এবং এর সকল রাবী সিকাহ।

৮২৬. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَهْدَتْ أُمُّ سُبَيْلَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَنًا، فَدَخَلَتْ عَلَى بِهِ، فَلَمْ تَجِدْهُ، فَقُلْتُ لَهَا: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَهَى أَنْ نَأْكُلَ طَعَامَ الْأَعْرَابِ، فَدَخَلَ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أُمَّ سُنْبُلَةَ! مَا هَذَا مَعَكَ؟ قَالَتْ: لَبَنٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَهْدَيْتُهُ لَكَ، قَالَ: أُسْكِبِي أُمَّ سُنْبُلَةَ، نَارُولِي أَبَا بَكْرٍ. ثُمَّ قَالَ: أُسْكِبِي أُمَّ سُنْبُلَةَ، نَارُولِي عَائِشَةَ. ثُمَّ قَالَ: أُسْكِبِي أُمَّ سُنْبُلَةَ. فَنَآوَلَتْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَرِبَ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا بَرَدَهَا عَلَى الْكَبِيدِ! يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَدْ كُنْتَ نَهَيْتَ عَنْ طَعَامِ الْأَعْرَابِ قَالَ: يَا عَائِشَةُ! إِنَّهُمْ لَيَسُوءُ بِأَعْرَابٍ، هُمْ أَهْلُ بَادِيَتِنَا، وَنَحْنُ أَهْلُ حَاضِرَتِهِمْ، وَإِذَا دَعَوْا أَجَابُوا، فَلَيْسُوا بِأَعْرَابٍ. (الصحيح: ٢٩٨٥)

৮২৬. আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন উম্মু সুনবুলাহ রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দুধ হাদীয়া দিলেন। আর সে দুধ নিয়ে তিনি আমার নিকট আসলেন এবং তাঁকে পেলেন না। আমি তাকে বললাম, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বেদুঈনদের খাবার খেতে নিষেধ করেছেন।

অতঃপর নাবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আবু বাকার (ঘরে) প্রবেশ করলেন, নাবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, উম্মু সুনবুলা! তোমার সাথে এটা কি? উম্মু সুনবুলা বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, দুধ। আপনাকে হাদিয়া দিতে নিয়ে এসেছি। নাবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, উম্মু সুনবুলা! (সেখান থেকে) দুধ ঢেলে আবু বাকারকে দাও। এরপর বললেন, উম্মু সুনবুলা দুধ ঢেলে আয়িশাকে দাও। অতঃপর বললেন, উম্মু সুনবুলাহ! ঢালো।

অতঃপর নাবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তা) নিয়ে পান করলেন। আয়িশা (রা.) বলেন, আমি বললাম, তার দুধপানে কলিজা শীতল হয়ে গেছে। ইয়া রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনি না বেদুঈনদের দুধ পান করতে নিষেধ করেছেন? নাবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আয়িশা! তারা বেদুঈন নয় তারা হলো

আমাদের মরুভূমির বাসীন্দা। আর আমরা হলাম তাদের নগরীর বাসীন্দা। তারা (কখনো) দাওয়াত দিলে তা কবুল করবে। তারা বেদুঈন নয়।

(সহীহাহ্ হা. ২৯৮৫)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম হাকিম তাঁর আল-মুসতাদরাকের (৪/১২৮); ইমাম আহমাদ তাঁর আল-মুসনাদের (৬/১৩৩); বাযযার তাঁর আল-মুসনাদের (২/৩৯৫)-তে একাধিক সূত্রে আব্দুর রহমান ইবনু হারমালা থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

আর ইমাম হাকিম হাদীসটিকে সহীহুল ইসনাদ বলেছেন। হাফিজ যাহাবী এক্ষেত্রে তার অনুকরণ করেছেন এবং তাঁদের বক্তব্য সঠিক।

৪২৭- عَنْ عَلِيٍّ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ وَعَنِ الْأَوْعِيَةِ وَأَنْ تُحْبَسَ لُحُومُ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ، ثُمَّ قَالَ: إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تَذَكِّرُكُمْ الْآخِرَةَ وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ الْأَوْعِيَةِ، فَاشْرَبُوا فِيهَا وَاجْتَنِبُوا كُلَّ مُسْكِرٍ وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ أَنْ تُحْبَسُوا بَعْدَ ثَلَاثٍ، فَاحْبِسُوا مَا بَدَأَ لَكُمْ. (الصحيح: ৪৪৬)

৮২৭. আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবর যিয়ারত করতে, শরাব তৈরির পাত্র (এর ব্যবহার) থেকে এবং কুরবানীর পশুর গোশত তিন দিনের বেশি জমা করে রাখতে নিষেধ করেছেন। অতঃপর বললেন, আমি কবর যিয়ারত থেকে তোমাদেরকে (এক সময়) নিষেধ করেছিলাম (এখন থেকে) তোমরা কবর যিয়ারত কর। কেননা কবর যিয়ারত পরকালের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। শরাব তৈরির পাত্র ব্যবহার করতে নিষেধ করেছিলাম। এখন তাতে পান করতে পার। তবে নেশা সৃষ্টিকারী প্ৰত্যেক জিনিস থেকে বেঁচে থাক। আর তিন দিনের পরে কুরবানীর পশুর গোশত জমা করে রাখতে নিষেধ করেছিলাম। (এখন আর সেই নিষেধাজ্ঞা নেই) সুতরাং তোমাদের ইচ্ছে মতো জমা করতে পার। (সহীহাহ্ হা. ৮৮৬)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি আবু বাকর ইবনু আবী শাইবা মুসান্নাফে ৩য় খণ্ড ৩৫৩ ও ৩৪২ পৃষ্ঠা; আবু নুআঈম তারীখে আসবাহানে ১ম খণ্ড ২৮৮ পৃষ্ঠা; ইমাম আহমাদ মুসনাদের ১ম খণ্ড ১৪৫ পৃষ্ঠা ও ৩য় খণ্ড ২৩৭ পৃষ্ঠা; ইমাম ইবনু আব্দুল বার তাঁর তামহীদ গ্রন্থে ৩য় খণ্ড ২২৮ পৃষ্ঠা; ইমাম হাইসামী মাজমাউয্ যাওয়াইদে ৩য় খণ্ড ৫৮ পৃষ্ঠা, ৪র্থ খণ্ড ২৫ পৃষ্ঠা ৫ম খণ্ড ৬৫ পৃষ্ঠায় এবং আব্দুর রাজ্জাক তাঁর মুসান্নাফের হা: ৬৭০৬।

২৮৮- عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مَرْفُوعًا إِنَّ طَعَامَ الْوَاحِدِ يَكْفِي الْأَثْنَيْنِ ، وَإِنَّ طَعَامَ الْأَثْنَيْنِ يَكْفِي الثَّلَاثَةِ وَالْأَرْبَعَةَ ، وَإِنَّ طَعَامَ الْأَرْبَعَةِ يَكْفِي الْخَمْسَةِ وَالسَّتَّةَ . (الصحيح: ১৬৭৬)

৮২৮. উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত। একজনের খাবার দুইজনের জন্য যথেষ্ট, দুইজনের খাবার তিনজন এবং চারজনের জন্য যথেষ্ট। আর চার জনের খাবার পাঁচ জন এবং ছয় জনের জন্য যথেষ্ট। (সহীহা হা. ১৬৭৬)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইবনু মাজাহ তাঁর সুনানের হা: ৩২৫৫ একাধিক তরুকে উমার ইবনুল খাত্তাব থেকে মারফুআন বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: সানাতি দুর্বল কারণ সানাদের আমর ইবনু দীনার নামক রাবী দুর্বল। তবে হাদীসটি একাধিক শাহেদ-এর কারণে সহীহ। ইমাম মালিক তাঁর মুয়াত্তার (২/৯২৮/২০); বুখারী (৩/৪৯৬); মুসলিম (৬/১৩২); তিরমিযী (১/৩৩৫) হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

২৮৯- عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ مِنَ الْعِنَبِ خَمْرًا وَإِنَّ مِنَ التَّمْرِ خَمْرًا وَإِنَّ مِنَ الْعَسَلِ خَمْرًا وَإِنَّ مِنَ الْبُرِّ خَمْرًا وَإِنَّ مِنَ الشَّعِيرِ خَمْرًا . (الصحيح: ১৫৭৩)

৮২৯. নু'মান ইবনু বাশীর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আঙ্গুর থেকে মদ তৈরি হয়, খেজুর থেকে মদ তৈরি হয়, মধু থেকে মদ তৈরি হয়, গম থেকে মদ তৈরি হয় এবং যব থেকে মদ তৈরি হয়। (সহীহা হা. ১৫৯৩)

হাদীসটি সহীহ।

আবু দাউদ তাঁর সুনানের (২/১২৯); আহমাদ তাঁর মুসনাদের (৪/২৬৭); বাইহাকী তাঁর সুনানের (৮/২৮৯)-তে ইবরাহীম ইবনু মুহাজিরের সূত্রে নুমান ইবনু বাশীর (রা.) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: ইবরাহীম ব্যতীত সানাদের সকলেই সিকাহ ও মুসলিমের রাবী। ইবনু হিব্বান তার সহীহর হা: ১৩৮৬-তে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

৪৩. عَنْ رَجُلٍ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أُنَاسًا مِّنْ أُمَّتِي يَشْرِبُونَ الْخَمْرَ يُسَبِّحُونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا. (الصحيح: ৬১৬)

৮৩০. নাবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একজন সাহাবী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয় আমার উম্মতের কিছু সংখ্যক লোক মদের নাম পরিবর্তন করে তা পান করবে। (সহীহাহ্ হা. ৪১৪)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদের (৪/২৩৭)-তে আব্দুর রহমান ইবনু মাহদীর সানাদে রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটি সহীহ এবং এর সকল বর্ণনাকারী সিকাহ এবং কুতুবুস্ সিত্তার রাবী। ইবনু মাজাহ হাদীসটি তাঁর সুনানের (২/৩৩১)-তে সাঈদ ইবনু আউফের তরীকে রিওয়ায়াত করেছেন। আমি (আলবানী) বলব: এই সানাদটিও সহীহ এবং এর সকল বর্ণনাকারী সিকাহ।

৪৩১. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ: نَا مَشِيخَةً لَّنَا مِّنْ جُهِينَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَيْهِمْ: أَلَا تَتَنَفَّعُوا مِنَ الْبَيْتَةِ بِشَيْءٍ. (الصحيح: ৩১৩২)

৮৩১. আব্দুল্লাহ ইবনু উকাইম (রা.) থেকে বর্ণিত। আমাদের জুহাইনা গোত্রের কতিপয় বয়স্ক (সাহাবী) থেকে বর্ণিত। নাবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের নিকট (একদা) লিখে পাঠিয়েছেন যে, মৃত জন্তুর দ্বারা তোমরা কোন উপকৃত হবে না। (সহীহাহ্ হা. ৩১৩৩)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম আহমাদ (র.) তাঁর মুসনাদের ৪র্থ খণ্ডের ৩১০ পৃষ্ঠায়; হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী তাঁর সহীহ বুখারীর ব্যাখ্যা গ্রন্থ ফাতহুল বারীতে ৯ম খণ্ড ৬৫৯ পৃষ্ঠায়; ইমাম আবু জাফর আত-তাহাবী তাঁর শরহু মাআনিল আসারে ১ম খণ্ড ৪৬৮ পৃষ্ঠায় এবং ইমাম আলাউদ্দীন আল-আলাঈ জামিউত-তাহসীলের, ২৬১ পৃষ্ঠায় রিওয়ায়াত করেছেন।

৪৩২- عَنْ نُبَيْشَةَ الْهَذَلِي قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّا كُنَّا نَهَيِّنَاكُمْ عَنْ لُحُومِهَا أَنْ تَأْكُلُوهَا فَوْقَ ثَلَاثِ لَيْلَى تَسَعَّكُمْ ، (فَقَدْ) جَاءَ اللَّهُ بِالسَّعَةِ فَكُلُوا وَادْخَرُوا وَاتَّجَرُوا ، أَلَا وَإِنَّ هَذِهِ الْأَيَّامَ أَيَّامٌ أَكِلَ وَشَرِبَ وَذَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ . (الصحيح: ١٧١٣)

৮৩২. নুবাইশা আল-হুযাইলী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি তোমাদেরকে তিন দিনের বেশি কুরবানীর গোশত খেতে নিষেধ করেছিলাম যাতে তোমাদের মাঝে স্বচ্ছলতা আসে আর আল্লাহ তোমাদেরকে (এখন) স্বচ্ছলতা দান করেছেন। সুতরাং খাও, জমা কর এবং ব্যবসা কর। সাবধান এ দিনগুলো হলো- খাওয়া, পানাহার করা এবং আল্লাহর যিকির করার দিন।

(সহীহায হা. ১৭১৩)

হাদীসটি সহীহ।

আবু দাউদ তাঁর সুনানের হা: ২৮১৩ এবং তাঁর সূত্রে বাইহাকী তাঁর সুনানের (৯/২৯২); আহমাদ তাঁর মুসনাদের (৫/৭৫); খালিদ আল-হাযযা এর সূত্রে নুবাইশাতাল হুযাইলী থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: সানাদটি শাইখানের শর্তে সহীহ।

৪৩৩- عَنْ فَيْرُوزٍ قَالَ : أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَدْ عَلِمْتَ مَنْ نَحْنُ ، وَمَنْ أَئِنَّ نَحْنُ قَالَ : إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ . فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَأْعْنَابُ مَا نَصْنَعُ بِهَا قَالَ : زَبَبُوهَا ، قُلْنَا : مَا نَصْنَعُ بِالزَّبِيبِ قَالَ : ائْبِدُوهُ (يَعْنِي الزَّبِيبَ) عَلَى غِذَائِكُمْ وَاشْرَبُوهُ عَلَى عَشَائِكُمْ وَ ائْبِدُوهُ عَلَى عَشَائِكُمْ وَ اشْرَبُوهُ عَلَى غِذَائِكُمْ وَ ائْبِدُوهُ فِي الشَّنَانِ ، وَلَا تَبْدُوهُ فِي الْقَلِيلِ ، فَإِنَّهُ إِذَا تَأَخَّرَ عَنْ عَصْرِهِ صَارَ خَلًّا . (الصحيح: ١٥٧٣)

৮৩৩. ফাইরুয (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদিন) আমরা রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনি জানেন আমরা কারা, কোথা থেকে এসেছি এবং কোথায় যাব? রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিকট। অতঃপর আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমাদের প্রচুর আঙ্গুর আছে, আমরা সেগুলো কি করব? তিনি বললেন, সেগুলোকে কিসমিস বানাও। আমরা বললাম, কিসমিস দিয়ে আমরা কি করব? তিনি বললেন, সকালে নাবীয বানিয়ে রাতে পান করবে। আর রাতে নাবীয বানিয়ে সকালে পান করবে। ছোট পুরাতন মশকে নাবীয বানাবে, মটকায় নাবীয বানাবে না কেননা তা নিংড়াতে বিলম্ব হলে সিরকা হয়ে যাবে।

(সহীহাহ্ হা. ১৫৭৩)

হাদীসটি সহীহ।

আবু দাউদ হা: ৩৬১০; নাসাঈ তাঁর সুনানের (২/৩৩৬) এবং আহমাদ তাঁর মুসনাদের (৪/২৩২)-তে একাধিক সূত্রে ইয়াহয়া ইবনু আবু আমর এর থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

শাইখল আলবানী (র) বলেন: সানাদটি সহীহ এবং এর সকল রাবী মুসলিমের রাবী।

৮৩৪. عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ: أَنَّهَا كَانَتْ إِذَا ثَرَدَتْ غَطَّتْهُ شَيْئًا حَتَّى يَذْهَبَ فَوْزُهُ وَدُخَانُهُ، ثُمَّ تَقُولُ: إِنِّي سَبَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهُ أَكْظَمُ لِلْبَرِّ كَرَّةً. (الصحيح: ১০৭, ১৭২)

৮৩৪. আসমা বিনতি আবু বাকর (রা.) থেকে বর্ণিত। যখনই তাঁর নিকট সারীদ আনা হত, তখন এর ধোঁয়ার গরম বাষ্প নিঃশেষ হওয়া পর্যন্ত তিনি তা ঢেকে রাখতেন এবং তিনি বলতেন, আমি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, এতে বিরাট বরকত রয়েছে।

(সহীহাহ্ হা. ৩৯২, ৬০৯)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম দারেমী তাঁর সুনানের (২/১০০); ইবনু হিব্বান তাঁর সহীহার হা: ১৩৪৪; হাকিম তাঁর মুসতাদরাকের (৪/১১৮); ইবনু আবিদ দুনিয়া তাঁর 'আল জু' এর (২/১৪) এবং বাইহাকী তাঁর সুনানের (৭/২৮০)-তে কুররা ইবনু আব্দুর রহমান থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম হাকিম হাদীসটিকে মুসলিমের শর্তে সহীহ বলেছেন।

৮৩৫- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهَا مُبَارَكَةٌ، إِنَّهَا طَعَامُ طُعْمٍ). جَاءَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ، وَابْنِ عَبَّاسٍ. وَهَذَا حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: خَرَجْنَا مِنْ قَوْمِنَا غَفَارًا وَكَأَنَّا يُجْلُونَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ، فَخَرَجْتُ أَنَا وَأَخِي أُنَيْسٌ وَأُمْنًا، فَزَلْنَا عَلَى خَالٍ لَنَا، فَأَكْرَمَنَا خَالُنَا، وَأَحْسَنَ إِلَيْنَا، فَحَسَدَنَا قَوْمُهُ، فَقَالُوا: إِنَّكَ إِذَا خَرَجْتَ عَنْ أَهْلِكَ خَالَفَ إِلَيْهِمْ أُنَيْسٌ، فَجَاءَ خَالُنَا، فَثَنَّا عَلَيْنَا الَّذِي قِيلَ لَهُ، فَقُلْتُ: أُمَّا مَا مَضَى مِنْ مَعْرُوفِكَ فَقَدْ كَدَّرْتَهُ، وَلَا جِمَاعَ لَكَ فِيهَا بَعْدُ، فَقَرَّبْنَا صِرْمَتَنَا فَاحْتَمَلْنَا عَلَيْهَا، وَتَغَطَّى خَالُنَا ثَوْبَهُ، فَجَعَلَ يَبْكِي، فَاَنْطَلَقْنَا حَتَّى نَزَلْنَا بِحَضْرَةِ مَكَّةَ، فَانْفَرَّ أُنَيْسٌ عَنْ صِرْمَتِنَا وَعَنْ مِثْلِهَا، فَاتَيَا الْكَاهِنَ، فَخَيَّرَ أُنَيْسًا، فَاتَانَا أُنَيْسٌ بِصِرْمَتِنَا وَمِثْلِهَا مَعَهَا، قَالَ: وَقَدْ صَلَّيْتُ يَا ابْنَ أَخِي! قَبْلَ أَنْ أَلْقَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثِ سَنِينَ، قُلْتُ: لِمَنْ؟ قَالَ: لِلَّهِ، قُلْتُ: فَأَيْنَ تُوَجَّهُ؟ قَالَ: أَتُوَجَّهُ حَيْثُ يُوَجَّهْنِي رَبِّي، أَصَلِّيَ عِشَاءً حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، أَلْقَيْتُ كَأَنِّي خِفَاءٌ حَتَّى تَعْلُوَنِي الشَّمْسُ، فَقَالَ أُنَيْسٌ: إِنَّ لِي حَاجَةً بِمَكَّةَ فَآكُفْنِي، فَاَنْطَلَقَ أُنَيْسٌ، حَتَّى أَتَى مَكَّةَ، فَرَأَتْ عَلَيَّ، ثُمَّ جَاءَ، فَقُلْتُ: مَا صَنَعْتَ قَالَ: لَقِيتُ رَجُلًا بِمَكَّةَ عَلَى دِينِكَ، يَزْعُمُ أَنَّ اللَّهَ أَرْسَلَهُ، قُلْتُ: فَمَا يَقُولُ النَّاسُ؟ قَالَ: يَقُولُونَ: شَاعِرٌ، كَاهِنٌ، سَاحِرٌ، وَكَانَ أُنَيْسٌ أَحَدَ الشُّعْرَاءِ، قَالَ أُنَيْسٌ: لَقَدْ سَبَعْتُ قَوْلَ الْكُهْنَةِ، فَمَا هُوَ بِقَوْلِهِمْ، وَلَقَدْ وَضَعْتُ قَوْلَهُ عَلَى أَقْرَاءِ الشُّعْرِ، فَمَا يَلْتَمُّ عَلَى لِسَانِ أَحَدٍ بَعْدِي أَنَّهُ شَعْرٌ، وَاللَّهِ! إِنَّهُ لَصَادِقٌ، وَإِنَّهُمْ

لَكَادِبُونَ، قَالَ: قُلْتُ: فَأَكْفِنِي حَتَّى أَذْهَبَ فَأَنْظُرَ، قَالَ: فَأَتَيْتُ مَكَّةَ، فَتَضَعَفْتُ رَجُلًا مِّنْهُمْ، فَقُلْتُ: أَيُّنَ هَذَا الَّذِي تَدْعُوهُ الصَّابِئُ؟ فَأَشَارَ إِلَيَّ، فَقَالَ: الصَّابِئُ؟! فَمَالَ عَلَيَّ أَهْلُ الْوَادِي بِكُلِّ مَدْرَةٍ وَعَظْمٍ حَتَّى خَرَرْتُ مَغْشِيًّا عَلَيَّ، قَالَ: فَأَرْتَفَعْتُ حِينَ ارْتَفَعْتُ كَأَنِّي نَصَبٌ أَحْمَرُ، قَالَ: فَأَتَيْتُ زَمْرَمَ، فَغَسَلْتُ عَنِّي الدَّمَاءَ، وَشَرِبْتُ مِنْ مَائِهَا، وَلَقَدْ لَبِثْتُ يَا ابْنَ أَخِي ثَلَاثِينَ بَيْنَ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ، مَا كَانَ لِي طَعَامٌ إِلَّا مَاءُ زَمْرَمَ، فَسَبَنْتُ حَتَّى تَكَسَّرَتْ عُنْكَ بَطْنِي، وَمَا وَجَدْتُ عَلَى كَبِدِي سُخْفَةً جَوْعٍ، قَالَ: فَبَيْنَا أَهْلُ مَكَّةَ فِي لَيْلَةٍ قَمَرَاءَ إِضْحِيَانٍ؛ إِذْ ضَرَبَ عَلَيَّ أَسْبَحَتِهِمْ، فَمَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ أَحَدٌ، وَأَمْرُ أَتَانٍ مِنْهُمْ تَدْعُوَانِ إِسَافًا وَنَائِلَةً، قَالَ: فَأَتَيْتُ عَلَيَّ فِي طَوَافِهَا، فَقُلْتُ: أَنْكِحَا أَحَدَهُمَا الْأُخْرَى، قَالَ: فَمَا تَنَاهَتَا عَنْ قَوْلِهِمَا، قَالَ: فَأَتَيْتُ عَلَيَّ، فَقُلْتُ هُنَّ مِثْلُ الْخَشْبَةِ، غَيْرُ أُنْثَى لَا أُكْنِي، فَأَنْطَلَقَتَا تَوَلَّوْا لَانَ وَتَقُولَانِ: لَوْ كَانَ هَاهُنَا أَحَدٌ مِنْ أَنْفَارِنَا! قَالَ: فَاسْتَقْبَلَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَهُمَا هَابِطَانِ، قَالَ: مَا لَكُمَا؟ قَالَتَا: الصَّابِئُ بَيْنَ الْكَعْبَةِ وَأَسْتَارِهَا، قَالَ: مَا قَالَ لَكُمَا؟ قَالَتَا: إِنَّهُ قَالَ لَنَا كَلِمَةً تَمْلَأُ الْفَمَ، وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى اسْتَلَمَ الْحَجَرَ، وَطَافَ بِالْبَيْتِ هُوَ وَصَاحِبُهُ، ثُمَّ صَلَّى، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ أَبُو ذَرٍّ: كُنْتُ أَنَا أَوَّلُ مَنْ حَيَّاهُ بِتَحِيَّةِ الْإِسْلَامِ، قَالَ: فَقُلْتُ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَقَالَ: وَعَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: قُلْتُ: مَنْ غَفَّارٍ، قَالَ: فَأَهْوَى بِيَدِهِ، فَوَضَعَ أَصَابِعَهُ عَلَيَّ جِبْهَتِهِ، فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: كَرِهَ أَنْ ائْتَمَّتْ

إِلَى غَفَارٍ! فَذَهَبَتْ آخِذُ بِيَدِهِ، فَقَدَّ عَنِّي صَاحِبُهُ وَكَانَ أَعْلَمَ بِهِ مِنِّي
ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ قَالَ: مَتَى كُنْتُ هَاهُنَا، قَالَ: قُلْتُ: قَدْ كُنْتُ هَاهُنَا
مِنْذُ ثَلَاثِينَ بَيْنَ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ، قَالَ: فَمَنْ كَانَ يُطْعِمُكَ! قَالَ: قُلْتُ: مَا
كَانَ لِي طَعَامٌ إِلَّا مَاءُ زَمْزَمَ، فَسَمِعْتُ حَتَّى تَكْسَرَتْ عُنْكَ بَطْنِي، وَمَا
أُجِدُ عَلَى كَبِدِي سُخْفَةَ جُوعٍ، قَالَ: إِنَّهَا مُبَارَكَةٌ، إِنَّهَا طَعَامُ طُعْمٍ، فَقَالَ
أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَتَذُنُّ لِي فِي طَعَامِهِ اللَّيْلَةَ؟! فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ، وَانْطَلَقْتُ مَعَهُمَا، فَفَتَحَ أَبُو بَكْرٍ بَابًا،
فَجَعَلَ يَقْبِضُ لَنَا مِنْ زَبِيبِ الطَّائِفِ، وَكَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ طَعَامٍ أَكَلْتُهُ بِهَا،
ثُمَّ غَبَرْتُ مَا غَبَرْتُ، ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ:
إِنَّهُ قَدْ وَجَّهَتْ لِي أَرْضُ ذَاتِ النَّخْلِ، لَا أُرَاهَا إِلَّا يَثْرَبُ؛ فَهَلْ أَنْتَ مُبْلِعٌ
عَنِّي قَوْمَكَ، عَسَى اللَّهُ أَنْ يَنْفَعَهُمْ بِكَ وَيَأْجُرَكَ فِيهِمْ، فَاتَيْتُ أُنَيْسًا،
فَقَالَ: مَا صَنَعْتُ؟ قُلْتُ: صَنَعْتُ أُنَيْسٌ قَدْ أَسْلَمْتُ وَصَدَّقْتُ، قَالَ: مَا بِي
رُغْبَةً عَنْ دِينِكَ؛ فَإِنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ وَصَدَّقْتُ، فَاتَيْنَا أُمْنَا فَقَالَتْ: مَا بِي
رُغْبَةً عَنْ دِينِكُمَا، فَإِنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ وَصَدَّقْتُ، فَاحْتَمَلْنَا حَتَّى أَتَيْنَا
قَوْمَنَا غَفَارًا، فَأَسْلَمَ نَصْفُهُمْ، وَكَانَ يُؤْمُهُمْ إِيْمَاءُ بْنُ رَحْضَةَ الْغَفَارِيِّ،
وَكَانَ سَيِّدَهُمْ، وَقَالَ نَصْفُهُمْ: إِذَا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ الْبَدِينَةَ أَسْلَمْنَا، فَقَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْبَدِينَةَ، فَأَسْلَمَ نَصْفُهُمْ الْبَاقِي، وَجَاءَتْ أَسْلَمُ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ!
إِخْوَتُنَا؛ نَسَلِمُ عَلَى الَّذِي أَسْلَمُوا عَلَيْهِ! فَأَسْلَمُوا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: غَفَارٌ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا، وَأَسْلَمُ سَالِمَهَا اللَّهُ. (الصحيح: ٣٥٨٥)

৮৩৫. রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয়ই এর (যমযমের) পানি বরকতময় (এবং) নিশ্চয়ই এর (যমযমের) পানি স্বাদের খাবার। হাদীসটি আবু যার এবং ইবনু আব্বাস (রা.)^{১৬} থেকে বর্ণিত। আর এটি আবু যারের হাদীস। আবু যার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একদিন আমাদের গিফার সম্প্রদায়ের সঙ্গে (বেড়াতে) বের হলাম। তারা হারাম মাসকে হালাল মনে করত। আমি আমার ভাই উনাইস এবং আমাদের মাতা ও তাদের সঙ্গে বের হলাম এবং আমাদের মামার বাড়িতে এসে মেহমান হলাম। আমাদের মামা আমাদের খুব সমাদার করলেন। এতে তার কণ্ঠস্বর হিংসা করে (মামাকে লক্ষ্য করে) বলল, আপনি যখন আপনার পরিবার রেখে বের হয়েছিলেন তখন উনাইস তাদের সঙ্গে মন্দ আচরণ করেছে।

অতঃপর মামা এসে তার সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা নিয়ে আলোচনা করে মীমাংসা করে দিলেন (যাতে আমরা আর বাদানুবাদে লিপ্ত না হই)। অতঃপর আমি বললাম, আপনি আমাদের সঙ্গে পূর্বে যে সদাচারণ করেছেন (আপনার) সম্প্রদায় তা ঘোলাটে করে দিয়েছে। এরপর আমরা আপনার এখানে আর এক মুহূর্তও থাকব না। অতঃপর আমরা আমাদের উটের পাল এনে তাতে সাওয়ার হলাম। আর আমাদের মামা কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে কাঁদতে শুরু করলেন। আর আমরা পথ চলে মক্কার নিকটে এসে অবতরণ করলাম। উনাইস আমাদের উটের পালসমূহ এবং এ জাতীয় আরো অন্যান্য উটের পাল নিয়ে পলায়ন করল এবং গণকের নিকট আসলে গণক তাকে দুটি জিনিসের যে কোন একটিকে গ্রহণের ইচ্ছাধিকার দিল।

অবশেষে উনাইস আমাদের উটের পাল এবং এর মতো অন্যান্য উটের পাল নিয়ে আমাদের নিকট ফিরে এল। সে (ফিরে এসে) বলল, হে আমার

¹⁶ শাইখ আলবানী (র) অত্র হাদীসের (৭/১৫৬২) টীকাতে বলেন, ইবনু আব্বাসের হাদীসটি ইমাম তাবারানী প্রমুখগণ خَيْرُ مَاءٍ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مَاءٌ زَمْزَمٌ؛ فِيهِ طَعَامٌ مِنَ الطَّعْمِ، وَشِفَاءٌ مِنَ السَّقَمِ শব্দে রিওয়ায়াত করেছেন যা এ সিলসিলার ১০৫৬ নং হাদীসে তাখরীজ করেছেন। আমি বলব, হাদীসটি এ কিতাবের ১৫৫০ নং হাদীসে উল্লেখ রয়েছে। -তাজরীদকারক।

ভাতিজা! রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে আমার সাক্ষাতের তিন বছর পূর্ব হতে আমি সলাত পড়ি। আমি বললাম কার জন্য? তিনি বললেন, আল্লাহর জন্য। আমি বললাম, কোন দিকে ফিরে? সে বলল, আমার রব যেরদিকে আমাকে ফিরান (সেদিকে ফিরে সলাত পড়ি)। ইশার সলাত পড়ি এমনকি যখন শেষ রাত হয় তখন চাদরের ন্যায় মাটিতে সূর্যোদয় পর্যন্ত ঘুমাই। অতঃপর উনাইস বলল, মক্কায় আমার কিছু প্রয়োজন আছে। তুমি আমার জন্য যথেষ্ট হও। সুতরাং উনাইস চলে মক্কায় এসে পড়ল এবং ফিরতে বিলম্ব করল। অতঃপর সে ফিরে এলে আমি তাকে বললাম, (মক্কায়) কি করলে? উনাইস বলল, মক্কায় তোমার ধর্মাবলম্বী এক ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি সে নিজেকে আল্লাহর রাসূল বলে ধারণা করে। আমি বললাম, লোকেরা (তঁার সম্পর্কে) কি বলে? সে বলল, লোকেরা তাকে কবি, গণক এবং যাদুকর বলে। উনাইস ছিল একজন কবি। সে বলল, আমি গণকের কথা শুনেছি তঁার কথা গণকের কথার মতো নয়। তঁার কথা আমি কবিতার বিভিন্ন প্রকার ছন্দের সাথে মিলিয়েছি। আমার পরে কেউ এ কথার দাবি করতে পারবে না যে এটা কবিতা। আল্লাহর কসম! নিঃসন্দেহে তিনি সত্যবাদী। আর তারা মিথ্যাবাদী।

আবু যার বলেন, আমি তাকে বললাম, তুমি থাক আমি গিয়ে তাকে (একনজর) দেখে আসি। আবু যার বলেন, অতঃপর আমি মক্কায় পৌঁছে তাদের একজন ব্যক্তিকে দুর্বল মনে করে তাকে জিজ্ঞেস করলাম সে লোকটি কোথায় যাকে তোমরা “সাবায়ী” বল? সে আমার দিকে ইশারা করে বলল, “সাবায়ী” (এ সাবায়ী এর লোক)? ফলে উপত্যকাবাসী হাড্ডি এবং অস্ত্র (ছুড়ি ইত্যাদি) দিয়ে আমার উপর আক্রমণ করল; আমি বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলাম। আবু যার বলেন, অতঃপর আমি যখন উঠলাম দেখলাম আমি রক্তে রঞ্জিত একটি কাষ্ঠের অনুরূপ। তিনি বলেন, এরপর যমযমের নিকটে এসে আমার রক্ত ধৌত করলাম এবং যমযমের পানি পান করলাম। হে ভাতিজা! আমি ৩০ দিন ৩০ রাত সেখানে ছিলাম।

যমযমের পানি ছাড়া আমার আর কোন খাবার ছিল না। (যমযমের পানি খেয়ে) আমি নাদুসনুদুস হয়ে উঠলাম, এমনকি আমার পেটের ভাঁজ

দূর হয়ে গেল। আর আমি আমার অন্তরে ক্ষুধার কোন দুর্বলতা অনুভব করলাম না। অতঃপর (একদিন) চাদনী রাতে মক্কাবাসীর কানে (হঠাৎ) আওয়াজ এসে পৌঁছল তখন কেউ তওয়াফ করছিল না। তাদের দু'জন মহিলা রাগে শত্রু থেকে মতলব হাসিলের উদ্দেশ্যে তারা তাদের (সম্প্রদায়ের লোকদেরকে) ডাকতে লাগল। তিনি বলেন, অতঃপর তারা তওয়াফ করতে করতে আমার নিকট এসে পৌঁছল। আমি তাদেরকে বললাম, তোমরা একে অপরকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে দাও। তিনি বলেন, তারা তাদের কথা থেকে নিবৃত্ত হলো না। তিনি বলেন, (আবার) তারা আমার নিকট এল, আমি তাদের উপনাম না নিয়ে বললাম, তারা (মহিলারাতো) কাষ্ঠখণ্ডের মতো।

অতঃপর তারা একথা বলতে বলতে চলে গেল যে আজ এখানে আমাদের কোন লোকজন থাকলে (বেটাকে) দেখিয়ে দিতাম। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু বাকর এর অবতরণের সময় তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। নাবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তাদেরকে) বললেন, তোমাদের কি হলো? তারা বলল, কা'বা ও তার পর্দার মাঝে (একজন) সাবায়ী আছে। নাবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদের কে বলল যে, সে সাবায়ী? তারা উভয়ে বলল যে, সে আমাদের সম্পর্কে একটি জঘন্য কথা বলেছে। অতঃপর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করলেন এবং তিনি ও তাঁর সঙ্গী একসঙ্গে বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করলেন। আর সলাত পড়লেন।

আবু যার বলেন, তিনি যখন সলাত শেষ করেন, তখন সর্বপ্রথম আমি তাঁকে ইসলামের সালাম দিলাম। তিনি বলেন, আমি বললাম, “আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলান্নাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম”! উত্তরে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “তোমার উপরও আল্লাহর শান্তি এবং রহমাত বর্ষিত হোক”। এরপর বললেন, কে তুমি? তিনি বলেন, আমি বললাম, গিফার গোত্রের লোক। আবু যার বলেন, তখন তিনি তাঁর হাত দিয়ে ইশারা করে ললাটে তাঁর আঙ্গুল রাখলেন, আমি মনে মনে বললাম, সম্ভবত গিফার গোত্রের দিকে সম্পৃক্ত হওয়াকে তিনি অপছন্দ করলেন।

অতঃপর আমি তাঁর হাত ধরতে গেলাম— তখন তাঁর সঙ্গী আমাকে বাধা দিল। আর এ বিষয়ে তিনি আমার চেয়ে বেশি জানতেন। এরপর তিনি তাঁর মাথা উঠিয়ে (আমাকে) বললেন, তুমি এখানে কতদিন ধরে? আবু যার বলেন, ৩০ দিন ৩০ রাত্র ধরে। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কে তোমাকে খাওয়াতো? আবু যার বলেন, আমি বললাম, আমার খাবার ছিল শুধু যমযমের পানি। আর (এ পানি খেয়ে) আমি নাদুসনুদুস হয়ে গেছি। এমনকি আমার পেটের ভাঁজ (পর্যন্ত) সেরে গেছে আর আমি আমার অন্তরে ক্ষুধার কোন দুর্বলতা অনুভব করিনা। তখন রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যমযমের পানি হলো বরকতময় এবং স্বাদের খাবার।

অতঃপর আবু বাক্র বললেন, ইয়া রাসূলান্নাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমাকে (আজ) রাতে তাঁর মেহমানদারী করার অনুমতি দিন? অতঃপর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু বাক্র চলতে লাগলেন। আমিও তাঁদের সঙ্গে চলতে লাগলাম। অতঃপর (বাড়ি পৌঁছে) আবু বাক্র (ঘরের) দরজা খুলে আমাদের জন্য তায়েফের কিসমিস নিয়ে এলো। এটা ছিল আমার মক্কার খাওয়া সর্বপ্রথম খাবার। আমি সেখানে অনেকদিন অবস্থান করলাম। অতঃপর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এলে তিনি (আমাকে) বলেন, আমাকে খেজুর বৃক্ষের ভূমিতে গমন করতে হবে। আমার ধারণা সেটা ইয়াসরিব। তুমি তোমার কওমের নিকট আমার কথা কি পৌঁছে দিবে, হতে পারে তোমার দ্বারা আল্লাহ তাদের উপকার করবেন এবং তাদের ব্যাপারে তোমাকে সাওয়াব দিবেন। অতঃপর (সেখান থেকে ফিরে) আমি উনাইসের নিকট চলে এলাম। সে (আমাকে) বলল, (এতক্ষণ সেখানে) কি করলে? আমি উত্তর দিলাম, আমি মুসলমান হয়ে গেছি এবং বিশ্বাস করেছি। অতঃপর সে বলল, তোমার দ্বীন থেকে আমিও বিমুখ নই। আমিও ইসলাম গ্রহণ করেছি এবং সত্যায়ন করেছি।

অতঃপর আমরা আমাদের ‘মা’-এর নিকট আসলাম। মা বললেন, তোমাদের দ্বীন থেকে আমিও বিমুখ নই। কারণ আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি এবং সত্যায়ন করেছি। অতঃপর আমরা আরোহণ করে আমাদের গিফার

সম্প্রদায়ের নিকট চলে এলাম। অতঃপর (আমাদের দাওয়াতে) তাঁদের অর্ধেক মানুষ ইসলাম গ্রহণ করল। তাঁদের সলাতের ইমামতী করত ইমা ইবনু রাহদাহ আল-গিফারী এবং তিনি ছিলেন তাদের সর্দার। আর তাদের অর্ধেক লোক বলল, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায আগমন করলে আমরা ইসলাম গ্রহণ করব।

অতঃপর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায আগমন করলে বাকি অর্ধেক লোকও ইসলাম গ্রহণ করল এবং আসলাম গোত্রের লোকেরা (এসে) বলল, ইয়া রাসূল! সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমাদের ভাইয়েরা তার উপর সালাম করছে যার উপর তারা মুসলমান হয়েছে এবং তারা মুসলমান হয়ে গেল। অতঃপর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, গিফার গোত্রকে আল্লাহ ক্ষমা করেছেন আর আসলাম গোত্রের সঙ্গে আল্লাহ সন্ধি (সমঝোতা) করেছেন। (সহীহাহ্ হা. ৩৫৮৫)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি আবু বাকর ইবনু আবী শাইবা তাঁর মুসান্নাফের ১৪শ খণ্ডের ৩১৮ পৃষ্ঠায়; ইবনু সাদ আত-তাবকাতুল কুবরায় ৪১ খণ্ডের ১৬২ পৃষ্ঠায়; আনু নুআঈম আল-আসবাহানী দালাইলুন নুবুওয়াতের ১ম খণ্ডের ৮৫ পৃষ্ঠায়; বাইহাকী দালাইলুন নুবুওয়াতের ২য় খণ্ডের ২১১ পৃষ্ঠায়; এবং আসসুনানুল কুবরার ৫ম খণ্ডের ১৪৮ পৃষ্ঠায়; তাবারানী আল-মুজামিল কাবীর ও আল-মুজামুস সগীরের ২য় খণ্ডের ১৬৩ পৃষ্ঠা ও ১ম খণ্ডের ১০৬ পৃষ্ঠায় এবং ইমাম মুসলিম ফায়াইলুস-সাহাবা হা: ১৩২ সহীহ গ্রন্থে রিওয়ায়াত করেছেন।

৪১৩৬- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى يَلْبَنَ قَدْ شَيْبَ بِنَاءٍ وَ عَنْ يَبِثْنِهِ أَعْرَابِيٌّ وَ عَنْ شِمَالِهِ أَبُو بَكْرٍ، فَشَرِبَ، ثُمَّ أُعْطِيَ الْأَعْرَابِيُّ، وَقَالَ: الْأَيْمَنُ فَأَلَأَيْمَنَ. وَفِي طَرِيقِ: الْأَيْمَنُونَ الْأَيْمَنُونَ. (الصَّحِيحَةُ: ١٧٧١)

৮৩৬. আনাস ইবনু মালিক (রা.) রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, একদিন রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য (একটি গৃহপালিত বকরীর দুধ দোহন করে) পানি মেশানো দুধ উপস্থিত করা হয়। এ সময় তাঁর ডানে ছিল এক বেদুঈন আর বামে ছিল

আবু বাকর। তিনি (তা) পান করে বেদুঈনকে দিলেন আর বললেন, ডানদিকের তৎপর তার ডানদিকের ব্যক্তিরই হক প্রথমে রয়েছে। অপর বর্ণনায়, ডানে যারা রয়েছে, তারপর ডানে যারা রয়েছে তারা হকদার। সাবধান! ডানপার্শ্বওয়ালাদের অগ্রাধিকার দাও। (সহীহাহ্ হা. ১৭৭১)

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম মালিকের মুয়াত্তায় ৯২৬; ইমাম বুখারী তাঁর সহীহার ৩য় খণ্ডের ১৪৪ পৃষ্ঠায়; ইমাম মুসলিম ‘কিতাবুল আশরিবা’ ১২৪; আবু দাউদ সুনানের হা: ৩৭২৬; ইমাম তিরমিযী ১৮৯৩; ইবনু মাজাহ ৩৪২৫; ইমাম আহমদ মুসনাদের ৩য় খণ্ডের ১১০ পৃষ্ঠায়; আব্দুর রাজ্জাক মুসান্নাফে ১৯৫৮২ এবং ইবনু সা‘দ তাঁর আত-তাবাকাতুল কুবরা’র ৭ম খণ্ডের ১২ পৃষ্ঠায় রিওয়ায়াত করেছেন।

৮৩৭- عَنْ رَجُلٍ خَدَمَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِ سِنِينَ أَنَّهُ كَانَ يَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا قَرَّبَ إِلَيْهِ الطَّعَامُ يَقُولُ: بِسْمِ اللَّهِ، فَإِذَا فَرَغَ قَالَ: اللَّهُمَّ أَطْعَمْتَ وَأَسْقَيْتَ وَأَقْنَيْتَ وَهَدَيْتَ وَأَحْيَيْتَ، فَلِلَّهِ الْحَمْدُ عَلَى مَا أُعْطِيتَ. (المعجمة: ৭১)

৮৩৭. একজন সাহাবী ৮ (আট) বছর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমত করেছেন। তাঁর থেকে বর্ণিত যে, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট খাবার পেশ করা হলে তিনি ‘রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ‘বিসমিল্লাহ’ বলতে শুনেছেন। আর খাবার শেষ করার পর তিনি এ দু‘আ পড়তেন—

اللَّهُمَّ أَطْعَمْتَ وَأَسْقَيْتَ وَأَقْنَيْتَ وَهَدَيْتَ وَأَحْيَيْتَ، فَلِلَّهِ الْحَمْدُ عَلَى مَا أُعْطِيتَ

হে আল্লাহ! আপনি আমাকে খাওয়ায়েছেন, পান করিয়েছেন, সম্পদশালী করিয়েছেন, হিদায়াত দান করেছেন এবং জীবিত রেখেছেন। সুতরাং সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য তাঁর এ দানের কারণে।

(সহীহাহ্ হা. ৭১)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদের (৪/৬২, ৫/৩৭৫); আবুশ শায়েখ আখলাকুন নাবী এর ২৩৮ পৃষ্ঠায় বাকর ইবনু আমর-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটির সানাদ সহীহ এবং এর সকল রাবী সিকাহ ও মুসলিমের রাবী।

১৩৮- عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهُمْ ذَبَحُوا شَاةً، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا بَقِيَ مِنْهَا؟ قَالَتْ: مَا بَقِيَ مِنْهَا إِلَّا كِتْفُهَا. قَالَ: بَقِيَ كُلُّهَا غَيْرَ كِتْفِهَا. (الصحيح: ২৫৪৬)

৮৩৮. আয়িশা (রা) হতে বর্ণিত। একদিন সাহাবায়ীকিরাম বকরী যবেহ করলে রাসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদের লক্ষ্য করে বললেন, বকরীর কিছু (অবশিষ্ট অংশ) আছে কী? আয়িশা (রা) বললেন, বকরীর পাজর ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। রাসূল সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, পাজর ছাড়া তার সবই রয়েছে। (সহীহাহ্ হা. ২৫৪৪)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম তিরমিযী ও তাঁর সুনানের (২/৭৭)-তে এবং আহমাদ তাঁর মুসনাদের (৬/৫০)-তে ইয়াহয়া ইবনু সাঈদ এর সানাদে আয়িশা থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটি সহীহ। হাদীসটির একাধিক তুরূক রয়েছে এবং আবু হুরাইরার (রা.) হাদীস-এর শাহেদ। তুরূকসমূহের একটি আবু নুআঈম তাঁর আল-হিলয়া এর (৫/২৩)-তে উল্লেখ করেছেন। আর শাহেদটি মুসনাদে বায্‌যারে ৯৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে।

১৩৯- عَنْ سُلَيْمٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَيْتٌ لَا تَبْرَ فِيهِ، كَالْبَيْتِ لَا طَعَامَ فِيهِ. (الصحيح: ১৭৭১)

৮৩৯. সালমা (রা.) নাবী করীম সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। যে ঘরে খেজুর নেই তা ঐ ঘরের মতো যাতে কোন খাবার নেই। (সহীহাহ্ হা. ১৭৭৬)

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম ইবনু মাজাহ তাঁর সুনানের হা: ৩৩২৮; আলী মুত্তাকী আল-হিন্দী তাঁর কানযুল উম্মাল এর হা: ৩৫৩০৩-তে এবং ইমাম হালাবী তাঁর আল-আহকামুন-নাবারিয়াহ ফিস-সালাআতিত তিক্বিয়াহ এর (২/১৩৯)-তে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। তাছাড়া হাদীসটির বিভিন্ন শাহেদ ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহর হা: ১৫৩ এবং ইমাম তিরমিযী তাঁর সুনানের হা: ১৮১৫ এ রিওয়ায়াত করেছেন।

১৪০. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الْعَاقُّ لَوَالِدَيْهِ وَالْمَرْأَةُ الْمُتَرَجِّلَةُ وَالذَّيُّوْثُ، وَثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ: الْعَاقُّ لَوَالِدَيْهِ وَالْمُدْمِنُ الْخَمْرِ وَالْمَنَانُ بِمَا أُعْطِيَ. (الصحيح: ১৭৬)

৮৪০. আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিয়ামাত দিবসে তিন প্রকার ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ দৃষ্টিপাত করবেন না: (ক) মাতা-পিতার সঙ্গে নাফরমানকারী; (খ) পতিতা এবং (গ) দাইউস (যে লোক তার পরিবারের কুকর্মকে স্বীকৃতি দেয়)। আর তিন প্রকার ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না: (ক) মাতা-পিতার সঙ্গে নাফরমানকারী; (খ) নিত্য মদ্যপায়ী এবং (গ) উপকার করে খোঁটাদানকারী। (সহীহাহ্ হা. ৬৭৪)

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম নাসায়ী তাঁর সুনানের ৫ম খণ্ডের ৮০ পৃষ্ঠায়; বাইহাকী তাঁর সুনানে কুবরার ৫ম খণ্ডের ২৬৫ পৃষ্ঠায়; ইমাম হাকিম তাঁর মুসতাদরাকের ৪র্থ খণ্ডের ১৪৬, ১৪৭ পৃষ্ঠায়; হাইসামী তাঁর মাজমাউয্ যাওয়াইদের ৪র্থ খণ্ডের ৭৮ পৃষ্ঠায়; আবু আওয়ানাহ তাঁর মুসনাদের ১ম খণ্ডের ৪০ পৃষ্ঠায়; মুনিযীরী তাঁর আত-তারগীব ওয়াত-তারহীবের ২য় খণ্ডের ৫৮৭ পৃষ্ঠায় এবং ইমাম বুখারী তাঁর সহীহ'র ৩য় খণ্ডের ১৪৫ পৃষ্ঠায় রিওয়াযাত করেছেন।

১৪১. عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (بْنِ عُمَرَ) عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: حَرَّمَ اللَّهُ الْخَمْرَ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ. (الصحيح: ১৮১৬)

৮৪১. সালিম ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু উমার তাঁর পিতা থেকে এবং তিনি নাবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আল্লাহ মদকে হারাম করেছেন এবং নেশা সৃষ্টিকারী প্রত্যেক বস্তুই হারাম। (সহীহাহ্ হা. ১৮১৪)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম নাসায়ী তাঁর মুজতাবায় ৮ম খণ্ডের ৩২৪ পৃষ্ঠায় এবং ইমাম তাবারানী তাঁর আল-মুজামুল কাবীরের ১২শ খণ্ডের ৩১৬ পৃষ্ঠায় রিওয়াযাত করেছেন। তবে হাদীসটি অনুরূপ অর্থে ভিন্ন শব্দে বিভিন্ন কিতাবে বর্ণিত হয়েছে।

৮৪২- قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ تَمَرَاتِكُمُ الْبَرْنِيُّ، يَذْهَبُ بِاللَّدَاءِ وَلَا دَاءَ فِيهِ. رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ بْنِ الْحَصِيبِ وَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَ مَزِيدَةَ جَدِّ هُوْدِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَ بَعْضُ وَفِدِ عَبْدِ الْقَيْْسِ. (الصحيح: ١٨٤٤)

৮৪২. রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের খেজুরসমূহের মাঝে বুরনী খেজুর হলো সর্বশ্রেষ্ঠ। এটা রোগ নিরাময় করে এবং এতে কোন রোগ নেই। হাদীসটি বুরাইদাহ ইবনুল হুসাইব, আনাস ইবনু মালিক, আবু সাঈদ খুদরী, হুদ ইবনু আব্দুল্লাহর দাদা মাযীদাহ, আলী ইবনু আবী তালিব এবং আব্দুল কায়স প্রতিনিধি দলের কতিপয় সাহাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে। (সহীহাহ হা. ১৮৪৪)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি শাইখ তাঁর সহীহাহ'র ১৮৪৪-তে পুনরায় উল্লেখ করেছেন। ইমাম হাকিম নাইসাবুরী তাঁর মুসতাদরাক আলাস সহীহাইনের ৪র্থ খণ্ডের ২৩৪ পৃষ্ঠায়; নুরুদ্দীন হাইসামী তাঁর মাজমাউয যাওয়াইদের ৫ম খণ্ডের ৪০ পৃষ্ঠায় এবং ইমাম বুখারী তাঁর তারীখে কাবীরের ৫ম খণ্ডের ১১২ পৃষ্ঠায় রিওয়াযাত করেছেন।

৮৪৩- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ: النَّخْلَةِ وَالْعِنْبَةِ.

(الصحيح: ٣١٥٩)

৮৪৩. আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, এ দু'প্রকারের গাছ থেকে মদ প্রস্তুত হয়— খেজুর ও আঙ্গুর। (সহীহাহ হা. ৩১৫৯)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম মুসলিম সহীহর 'কিতাবুল আশরিবা' বাব নং ৪ হা: ১৩, ১৪; আবু দাউদ হা: ৩৬৭৮; তিরমিযী ১৮৭৫; ইমাম নাসায়ী সুনানে কিতাবুল আশরিবা হা. ১৯; ইবনু মাজাহ সুনানে হা: ৩৩৭৮; ইমাম আহমাদ মুসনাদের ২য় খণ্ডের ২৭৯, ৪০৮, ৪০৯ এবং ইমাম তাহাবী শারহু মাআনিল আসারের ৪র্থ খণ্ডের ২১১ পৃষ্ঠায় রিওয়াযাত করেছেন।

১৪৬- عَنْ ضَرَّارِ بْنِ الْأَزْوَ قَالَ: بَعَثَنِي أَهْلِي بِلُقُوحٍ (وَفِي رِوَايَةٍ: بِلِقْحَةٍ) إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَأَمَرَنِي أَنْ أَحْلِبَهَا ثُمَّ قَالَ: دَعِ دَاعِيَ اللَّبَنِ. (الصحيح: ১৮৬০)

৮৪৪. যিরার ইবনুল আযওয়ার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পরিবার অতি দুগ্ধবতী উটনী দিয়ে আমাকে নাবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট পাঠালেন। আমি সেটি নিয়ে তাঁর নিকট আসলে তিনি আমাকে উটনীটির দুধ দোহন করতে বললেন। আর বললেন, সহজে দোহন করার জন্য দুধের যে অংশ ওলানে ছেড়ে দেয়া হয় তা ছেড়ে দাও। (সহীহাঃ হা. ১৮৬০)

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদের ৪র্থ খণ্ডের ৭৬, ৩১১, ৩২২, ৩৩৯ পৃষ্ঠায়; দারেমী তাঁর মুসনাদের ২য় খণ্ডের ৮৮ পৃষ্ঠায়; বাইহাকী তাঁর সুনানে ৮ম খণ্ডের ১৪ পৃষ্ঠায়; হাকিম তাঁর মুসতাদরাকের ২য় খণ্ডের ৬৩ পৃষ্ঠা ও ৩য় খণ্ডের ২৩৭ পৃষ্ঠায় এবং তাবারানী আল-মু'জামুল কাবীরের ৮ম খণ্ডের ৩৫৪ পৃষ্ঠায় হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

১৪৭- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: دَمُ عَفْرَاءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ دَمِ

سَوْدَاوَيْنِ. (الصحيح: ১৮৬১)

৮৪৫. আবু হুরাইরা (রা.) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত। শুভ্র পশুর কুরবানী আল্লাহর নিকট দু'টি কালো পশুর কুরবানীর চেয়ে অধিক প্রিয়।

(সহীহাঃ হা. ১৮৬১)

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল তাঁর মুসনাদের ২য় খণ্ডের ৪১৭ পৃষ্ঠায়; হাকিম হাকিম তাঁর মুসতাদরাক গ্রন্থের ৪র্থ খণ্ডের ২২৭ পৃষ্ঠায়; বাইহাকী তাঁর সুনানে ৯ম খণ্ডের ২৭৩ পৃষ্ঠায়; নুরুদ্দীন হাইসামী মাজমাউয যাওয়াইদের ৪র্থ খণ্ডের ১৮ পৃষ্ঠায় এবং হাকিম ইবনু হাজার আল-আসকালানী তাঁর আত্-তালখীসুল হাবীরের ৪র্থ খণ্ডের ১৪২ পৃষ্ঠায় রিওয়ায়াত করেছেন।

৪৬- عَنْ عَلْقَمَةَ الْقُرَشِيِّ قَالَ: دَخَلْنَا بَيْتَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدْنَا فِيهِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ. فَذَكَّرْنَا الْوُضُوءَ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ مِمَّا مَسَّتُهُ النَّارُ. ثُمَّ يُصَلِّي، وَلَا يَتَوَضَّأُ. فَقَالَ لَهُ بَعْضُنَا: أَنْتَ رَأَيْتَهُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ؟ قَالَ: فَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى عَيْنَيْهِ فَقَالَ: بَصُرَ عَيْنِي. (المصحيح: ২১১৬)

৮৪৬. আলকামা আল-কুরাশী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমরা নাবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রী মাইমুনাহ (রা.)-এর বাড়িতে প্রবেশ করলে আমরা সেখানে আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.)কে পেলাম। (আর সেখানে) আগুন দ্বারা রান্না করা বস্তু খেয়ে অস্বীকার প্রসঙ্গে আলোচনা করলাম। অতঃপর আব্দুল্লাহ বললেন, আমি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি যে, তিনি আগুন দ্বারা রান্না করা বস্তু খেতেন এবং সলাত পড়তেন- তবে (তিনি) অস্বীকার করতেন না। আমাদের একজন তাঁকে বলল, ইবনু আব্বাস! আপনি কি স্বচক্ষে দেখেছেন? বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর ইবনু আব্বাস তাঁর হাত দিয়ে চোখের দিকে ইশারা করলেন। আর বললেন, আমার চোখ প্রত্যক্ষ করেছে। (সহীহহু য. ২১১৬)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদের (১/২৭২)-তে ইবনু আব্বাস যিনাদের সূত্রে রিওয়াত করেছেন।

শাইখ আলবানী (র.) বলেন: হাদীসটির সানাদ হাসান। ওহাব ইবনু কাইসান এর মুতাবাআত করেছেন যা ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহর (১/১৮৮)-তে; আবু আওয়ানা তাঁর মুসনাদের (১/২৭২)-তে উল্লেখ করেছেন। আব্দুল হারিছ ইবনু বায (রা.) থেকে হাদীসটির একটি শাহেদ বিদ্যমান।

৪৭- عَنْ ثَابِتٍ. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى أُمَّ حَرَامٍ. فَأَتَيْنَاهُ بِتَمْرٍ وَسَمْنٍ فَقَالَ: رُدُّوا هَذَا فِى وَعَائِهِ وَ

هَذَا فِي سَقْلِهِ فَإِنِّي صَائِمٌ. قَالَ: ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى بِنَارِ كَعْتَيْنِ تَطَوُّعًا. فَأَقَامَ أُمَّ حَرَامٍ وَأُمَّ سَلِيمٍ خَلْفَنَا، وَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ، فَيَسَاءَ يَحْسِبُ ثَابِتٌ قَالَ: فَصَلَّى بِنَا تَطَوُّعًا عَلَى بَسَاطٍ، فَلَمَّا قَفَى صَلَاتَهُ، قَالَتْ أُمَّ سَلِيمٍ: إِنَّ لِي خَوِصَّةً: خَوِيدُكَ أَنْسُ، ادْعُ اللَّهَ لَهُ، فَمَا تَرَكَ يَوْمَئِذٍ خَيْرًا مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا دَعَا لِي بِهِ ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ أَكْثَرُ مَا لَهُ وَلَدَةٌ وَبَارِكْ لَهُ فِيهِ، قَالَ أَنْسُ: فَأَخْبَرْتُ نِسَاءَ ابْنَتِي أَتَى قَدْ رَزِقَتْ مِنْ صَلْبِي بِضْعًا وَتِسْعِينَ، وَمَا أَصْبَحَ فِي الْأَنْصَارِ رَجُلٌ أَكْثَرَ مِنِّي مَالًا. ثُمَّ قَالَ أَنْسُ: يَا ثَابِتُ! مَا أَمْلَكَ صَفْرَاءَ وَلَا بَيْضَاءَ إِلَّا خَاتَمِي!

(المصحف: ١٤١)

৮৪৭. সাবিত (র.) আনাস ইবনু মালিক (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। একদিন রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মু হারামের নিকট আসলেন। অতঃপর আমরা তাঁর নিকট খেজুর ও ঘি পেশ করলাম। নাবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটা তার পাত্রে এবং এটা তার মশকে রেখে দাও, আমি রোযাদার। ইবনু আব্বাস বলেন, এরপর দাঁড়িয়ে আমাদের নিয়ে দু'রাকা'আত নফল (সলাত) আদায় করলেন। উম্মু হারাম এবং উম্মু সুলাইমকে আমাদের পেছনে দাঁড় করলেন। আর আমাকে তাঁর ডানপার্শ্বে যেমনটি সাবিতের ধারণা। ইবনু আব্বাস বলেন, অতঃপর আমাদের নিয়ে বিছানার উপর দু'রাকা'আত নফল সলাত আদায় করলেন। সলাত শেষ হলে উম্মু সুলাইম বললেন, আমার একজন বিশেষ সেবক আছে। সে আপনার সর্বাধিক ছোট সেবক আনাস, আপনি তার জন্য দু'আ করুন। সেদিন দুনিয়া ও আখিরাতের এমন কোন কল্যাণ ছিল না যার দু'আ তিনি তাঁর জন্য করেন নি। তিনি (দু'আ করে) বললেন, হে আল্লাহ! তাঁর সম্পদ এবং সম্ভান বৃদ্ধি করুন এবং এতে বরকত দিন। আনাস বলেন, আমার মেয়ে আমাকে অবহিত করেছে যে, আমার বংশ থেকে ৯০ এর অধিক সম্ভানাদি জন্মেছে, আর আনসারদের মধ্যে আমার চেয়ে অধিক সম্পদশালী আর কেউ হয় নি। অতঃপর আনাস বলেন,

সাবিত! আমি আমার এ আংটি ব্যতীত (এ) সোনা-রূপা কিছুই আমি মালিক নই। (সহীহাহ হা. ১৪১)

হাদীসটি সহীহ।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটির সানাদ মুসলিমের শর্তে সহীহ। আবু দাউদ তাঁর সুনানের হা: ৬০৮-তে মুসা ইবনু ইসমাঈলের সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। আহমাদ তাঁর মুসনাদের (৩/১৯৩-১৯৪); মুসলিম তাঁর সহীহর (২/১২৮); আবু আওয়ানা তাঁর মুসনাদের (২/৭৭) এবং তয়ালেসী হা: ২০২৭ সুলাইমানের তরীকে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

৪৬৮- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بِتَمْرٍ رَيَّانٍ؛ فَقَالَ: أَتَى لَكُمْ هَذَا فَقَالُوا: كَانَ عِنْدَنَا تَمْرٌ بَعْلٍ؛ فَبِعْنَا صَاعَيْنِ بِصَاعٍ؛ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رُدُّوهُ عَلَى صَاحِبِهِ (يَعْنِي: التَّمْرَ الرَّيَّانَ)، فَبِيعُوهُ (يَعْنِي: التَّمْرَ الرَّدِّيَّ) بَعَيْنٍ، ثُمَّ ابْتَاعُوا التَّمْرَ. (الصحيح: ৩.৬৭)

৮৪৮. আনাস ইবনু মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। একদিন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট প্রচুর পানি দ্বারা যা সৈঁচ করা হয়েছে (উত্তম নরম খেজুর) পেশ করা হল। তিনি বললেন, এ (খেজুর) কোথায় পেলে? সাহাবীগণ বললেন, আমাদের কাছে “বা’ল” (এমন খেজুর যার জন্য স্বতন্ত্র পানি ব্যবহার করে সৈঁচ দেয়া হয় নি) খেজুর ছিল। অত:পর এক সা’কে দুই সা’র বিনিময়ে আমরা বেচা-কেনা করেছি। অত:পর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ (উত্তম ও নরম প্রচুর পানি দ্বারা সেচকৃত) খেজুর তার মালিকের নিকট ফিরিয়ে দাও এবং নিম্নমানের খেজুরকে নিম্নমানের খেজুরের বিনিময়ে বিক্রি কর এবং পরে খেজুর ক্রয় কর। (সহীহাহ হা. ৩০৪৯)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি নাসায়ী তাঁর সুনান গ্রন্থের কিতাবুল রিবাতে অধ্যায় নং ৪১; ইমাম আহমাদ তাঁর সুনানের ৩য় খণ্ডের ৪৫ পৃষ্ঠায় এবং হাইসামী তাঁর মাজমাউয-যাওয়াইদ ওয়া মানবাউল ফাওয়াইদের ৪র্থ খণ্ডের ১১৩ পৃষ্ঠায় রিওয়ায়াত করেছেন। উল্লিখিত শব্দ ছাড়া অন্যান্য শব্দেও হাদীসটি অপরাপর কিতাবে বর্ণিত হয়েছে।

৪৬৭- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا وَيُدْعَى إِلَيْهَا مِنْ يَابَأَهَا وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ. (الصحيح: ১০৪৫)

৮৪৯. আবু হুরাইরা (রা.) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত। মন্দ খাবার হলো ওলীমার খাবার। যে এতে আসে তাকে নিষেধ করা হবে। আর যে আসতে চায়না তাকে দাওয়াত করা হবে। আর যে ব্যক্তি দাওয়াত কবুল করে না সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হলো। (সহীহাহ হা. ১০৮৫)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি তাবারানী তাঁর আল-আওসাতের (১/১১১/২)-তে হামযা আয্ যাইয়্যাত এর সূত্রে ইবনু আব্বাস থেকে মারফুআন বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: সানাদটি যদিও দুর্বল তবে কামিলে (২/১৯১) ইবনু আদী এর একটি তরীক উল্লেখ করেছেন যার দ্বারা হাদীসটি শক্তিশালী হয়।

৪৭০- عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا، قَالَ: عَقَّ عَنْ نَفْسِهِ بَعْدَ مَا بُعِثَ نَبِيًّا. (الصحيح: ২৭২৬)

৮৫০. আনাস (রা.) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাবী হিসেবে প্রেরিত হবার পর (নবুওয়াত প্রাপ্তির পর) নিজের আকীকা করেছেন। (সহীহাহ হা. ২৭২৬)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহর (৭/১০২); নাসাঈ তাঁর সুনানের (১/২৪২); ইবনু হিব্বান তাঁর সহীহর হা: ৪৯ এবং আহমাদ তাঁর মুসনাদের (৩/১২০)-তে একাধিক তরুকে সুলাইমান আত-তাইমী থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। সাবিত আল-বুনানী এক্ষেত্রে তাঁর মুতাবাআত করেছেন। যা মুসলিম, নাসাঈ, ইবনু হিব্বান হা: ৫০; আহমাদ তাঁর মুসনাদের ৩/১৪৮ ও ২৪৮-এ। আবু নু'আঈম তাঁর 'হিলয়ার' (৬/২৫৩) এবং ইবনু আসাকির (২/১৯৭/১৭)-এ উল্লেখ করেছেন।

৪৭১- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مَرْفُوعًا: غَطُّوا الْإِنَاءَ وَأَوْكُوا السَّقَاءَ فَإِنَّ فِي السَّنَةِ لَيْلَةً يَنْزِلُ فِيهَا وَبَاءٌ لَا يَمُرُّ بِإِنَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غَطَاءٌ أَوْ سَقَاءٌ لَيْسَ عَلَيْهِ وَكَأَنَّ إِلَّا نَزَلَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ الْوَبَاءُ. (الصحيح: ৩৭)

৮৫১. জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত। তোমরা খাদ্য-পাত্র ঢেকে রাখ এবং মশক বন্ধ রাখ। কেননা, বৎসরে এমন এক রাত্র আছে, যেই রাত্রে বিভিন্ন প্রকারের বালা-মুসীবত নাযিল হয়। উক্ত বালার গতিবিধি এমন সব পাত্রের দিকে হয় যা ঢাকা নয় এবং এমন পাত্রের দিকে হয় যার মুখ বন্ধ নয় এবং তাতে প্রবেশ করে। (সহীহাহ্ হা. ৩৭)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহর (৬/১০৫); আহমাদ তাঁর মুসনাদের (৩/৩৫৫)-এ কা'কা ইবনু হাকীমের সূত্রে আব্দুল্লাহ ইবনু জাবির থেকে মারফু'আন রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটি শায এবং হাদীসটির একাধিক সূত্র রয়েছে যা আমি ইরওয়াউল গলীলের হা: ৩৮ এ উল্লেখ করেছি।

৮৫২. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَقَدْتُ أُمَّةً مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ؛ لَا يُدْرِي مَا فَعَلْتُ! وَإِنِّي لَا أُرَاهَا إِلَّا الْفَارَ؛ [أَلَا تَرَوْنَهَا] إِذَا وُضِعَ لَهَا الْبَنَانُ الْإِبِلِ لَمْ تَشْرَبْ. وَإِذَا وُضِعَ لَهَا الْبَنَانُ الشَّاءِ شَرِبَتْ! . (الصحيح: ৩০৬৮)

৮৫২. আবু হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বনী-ইসরাঈলের এক উম্মত হারিয়ে যায়। জানা নেই তারা কি করেছে? আমার মনে হয় সে (উম্মত হলো) ইঁদুর। (কারণ) তোমরা কি দেখ না যে, তাকে উটের দুধ দিলে সে তা পান করে না। পক্ষান্তরে বকরীর দুধ দিলে তা পান করে?

(সহীহাহ্ হা. ৩০৬৮)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটির সানাদ শাইখাইনের শর্তে সহীহ। হাদীসটি ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহর হা: ২৯৯৭ এবং ৬১ আব্দুল ওহাব আস-সাকাকী এর সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম বুখারী তাঁর সহীহর হা: ৩৩০৫; আবু ইয়াল্লা তাঁর মুসনাদের হা: ৬০৩১; ইমাম বাগাভী তাঁর মাসাবীহুস সুনাহর হা: ৩২৭১ এবং ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদের হা: ৭৭৫০, ৭৮৮২, ৯৩২৬১, ১০৪৫২, ১০৫৯৪ এবং ৭১৯৭-তে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

৪৫৩- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَزِيرَةٍ طَبَخْتُهَا لَهُ، فَقُلْتُ لِسُودَةَ وَالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنِي وَبَيْنَهَا، فَقُلْتُ لَهَا: كُلِّي. فَأَبَتْ، فَقُلْتُ: لَتَأْكُلَنَّ أَوْ لَأَطْخَنَّ وَجْهَكَ. فَأَبَتْ، فَوَضَعْتُ يَدَيَّ فِي الْخَزِيرَةِ فَطَلَّيْتُ بِهَا وَجْهَهَا! فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَ فَخْذَهُ (١) لَهَا وَقَالَ لِسُودَةَ: اِطْخِي وَجْهَهَا فَلَطَخْتُ وَجْهَهُ، فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضًا، فَمَرَّ عُمَرُ فَنَادَى: يَا عَبْدَ اللَّهِ! يَا عَبْدَ اللَّهِ! فَظَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَيَدْخُلُ فَقَالَ لَهَا: قُومَا فَاغْسِلَا وَجُوهَكُمَا، يَعْنِي: عَائِشَةَ وَ سُودَةَ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَمَا زِلْتُ أَهَابُ عُمَرَ؛ لِهَيْبَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهُ. (الصحيح: ٣١٣١)

৮৫৩. 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট তাঁর জন্য আমার (নিজ হাতে) রান্না করা খায়ীরাহ (গোশত টুকরা টুকরা করে কেটে প্রচুর পানি ও লবণ দ্বারা রান্না করা খাবার) নামক খাবার নিয়ে আসলাম। অতঃপর আমি সাওদা (রা.)-কে বললাম, খাও। নাবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন আমার এবং তার মাঝে ছিলেন। সাওদা (খেতে) অস্বীকার করল। আমি বললাম, খাবার খাবে না হলে তোমার চেহারায় মেখে চেহারা ময়লা করে দিব। এরপরও সে খেতে অস্বীকার করল। অতঃপর আমি খায়ীরাহ এ আমার হাত রেখে তার চেহারায় প্রলেপ দিলাম। এ অবস্থা দেখে নাবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেসে দিলেন এবং তাঁর উরু সাওদার উপর রেখে সাওদাকে বললেন, (সাওদা!) তুমিও তার চেহারায় প্রলেপ দাও (আয়িশা বলেন) অতঃপর সাওদা আমার চেহারায় প্রলেপ দিল। (এবারও) রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসলেন। উমার (রা) পাশ দিয়েই যাচ্ছিল। সে নাবী করীম সল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামকে (সম্বোধন করে) বলল, আব্দুল্লাহ! আব্দুল্লাহ! (ঘরে আছেন কি?) উমার (ঘরে) প্রবেশ করবে মনে করে নাবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের উভয়কে বললেন, উঠ, গিয়ে তোমাদের চেহারাসমূহ ধুয়ে ফেল। আয়িশা (রা.) বলেন, এরপর থেকে উমারকে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ভয়ের কারণে আমিও তাকে সর্বদা ভয় করতাম। (সহীহাহ্ হা. ৩১৩১)

হাদীসটি সহীহ।

আয়িশা (রা.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি থেকে মারফু সূত্রে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম নূরুদ্দীন আল-হাইসামী হাদীসটি তাঁর মাজমাউয যাওয়ায়েদ ওয়া মানবাউল ফাওয়ায়েদের (হা. ৪/৩১৬) এ উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন, হাদীসটি সহীহ এবং এর সকল বর্ণনাকারী সিকাহ্।

৮৫৪- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ أَحَبَّ الشَّرَابِ إِلَيَّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُلُوبُ الْبَارِدُ. (الصحيح: ৩-৬)

৮৫৪. ‘আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মিষ্ট ঠাণ্ডা শরবত ছিল তাঁর নিকট সর্বাধিক প্রিয়।^{১৭} (সহীহাহ্ হা. ৩০০৬)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদের (৬/৩৮, ৪০)-তে; ইমাম হুমাঈদী তাঁর মুসনাদের হা: ২৫৭; ইমাম তিরমিযী তাঁর সুনানের হা: ১৮৯৫; ইবনু আবী শাইবা তাঁর মুসান্নাফের (৮/৩৬); আলী মুত্তাকী আল-হিন্দী তাঁর কানযুল উম্মালের হা: ১৮২২১; ইমাম যাবিদী তাঁর ইতহাফুস-সাদাতিল মুত্তাকীন এর (৫/২৫৫); তিরমিযী তাঁর শামায়েলের হা: ১০৪ এবং আখলাকুল নবুওয়্যার হা: ২০৮, ২২৭, ২২৮-তে রিওয়ায়াত করেছেন।

৮৫৫- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ أَحَبَّ الْعَرَقِ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذِرَاعُ الشَّاةِ. (الصحيح: ২০০৫)

^{১৭} শাইখ আলবানী (র) অত্র হাদীসের (৭/১৪)-এর শেষে বলেন, হাদীসটি পঞ্চম খণ্ডের ২১৩৪ নং হাদীসে এবং অত্র কিতাবের হা. ৮৬৭-এ উল্লেখ রয়েছে।
-তাজরীদকারক।

৮৫৫. আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট সর্বাধিক প্রিয় গোশতের টুকরা ছিল ছাগলের বাহ। (সহীহাহ্ হা. ২০৫৫)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি আবু দাউদ আত্-তয়ালেসী তাঁর মুসনাদের হা: ২৮৮ উল্লেখ করেছেন এবং তার থেকে আবু দাউদ তাঁর সুনানের হা: ৩৭৮০ ও ৩৭৮১ এবং আহমাদ তাঁর মুসনাদের (১/৩৯৭) যুহাইর থেকে উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: সনাদের সা'দ ইবনু ইয়ায ব্যতীত বাকি সকলেই সিকাহ ও শাইখানের রাবী।

১৫৬- عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَكَلَ الطَّعَامَ أَكَلَ مِمَّا يَلِيهِ. (الصحيح: ২০৬২)

৮৫৬. 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাবার খেলে তাঁর সম্মুখ হতে খেতেন।

(সহীহাহ্ হা. ২০৬২)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি আবুশ শায়েখ তাঁর “আখলাকুন নাবী” কিতাবের ২০৬ পৃষ্ঠায় আবু কুতাইবার সূত্রে ‘আয়িশা (রা.) থেকে মারফুআন রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: সনাদটি সহীহ এবং এর সকল রাবী সিকাহ ও বুখারীর রাবী। আমার কাছে হাদীসটির একটি শাহেদ আছে যা তাবারানী তাঁর আল-কাবীরের (১/১৫৫/১) ও হাইসামী তাঁর আল-মাজমা' এর (৫/২৭)-তে উল্লেখ করেছেন।

১৫৭- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا شَرِبَ تَنَفَّسَ ثَلَاثًا، وَقَالَ: هُوَ أَهْنَأُ وَأَمْرَأُ وَأَبْرَأُ. (الصحيح: ৩৮৮৭)

৮৫৭. আনাস ইবনু মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানি পান করলে তিনবার নিঃশ্বাস নিতেন এবং বলতেন, এভাবে পান করা তৃপ্তিদায়ক, স্বাস্থ্যের জন্য নিরাপদ এবং লঘুপাক। (সহীহাহ্ হা. ৩৮৭)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহতে উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া আবু দাউদ তাঁর সুনানের হা: ৩৭২৭; নাসাঈ তাঁর আস-সুনানুল কুবরার (২/৬৫); তিরমিযী তাঁর সুনানের (১/৩৪৪) এবং আহমাদ তাঁর মুসনাদের (৩/১১৮-১১৯, ১৮৫, ২১১, ২৫১); আব্দুল ওরিস এর সূত্রে আনাস (রা.) থেকে রিওয়াযাত করেছেন। বুখারী হা: ৫৬৩১।

আমি (আলবানী) বলব: সানাদটি সহীহ।

৪৫৮- عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ. قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَ وَسَقَى وَسَوَّغَهُ، وَجَعَلَ لَهُ مَخْرَجًا. (الصحيح: ২০১১)

৮৫৮. আবু আইয়ুব আল-আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাবার খেলে কিংবা পানি পান করলে এ দু'আ পাঠ করতেন:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَ وَسَقَى وَسَوَّغَهُ، وَجَعَلَ لَهُ مَخْرَجًا.

“সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি খাওয়াইয়াছেন, পান করিয়েছেন, অতি সহজে তা উদরস্থ করেছেন এবং (পরিশেষে অপ্রয়োজনীয় অংশ) বের হওয়ার ব্যবস্থা করেছেন।” (সহীহাহ্ হা. ২০৬১)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম আবু দাউদ তাঁর সুনানের হা: ৩৮৫১; ইবনু হিব্বান তাঁর সহীহর হা: ১৩৫১ এবং ইবনুস সুন্নী তাঁর আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলা হা: ৪৬৪; আবু ওকাইল আল-কুরাশী সানাদে আবু আইয়ুব আল-আনসারী (রা.) থেকে রিওয়াযাত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটির সানাদ সহীহ এবং এর সকল রাবীই বুখারীর রাবী।

৪৫৯- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ. قَالَ: كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَهَانَا عَنْ أَنْ نَأْكُلَ لَحُومَ نُسْكِنَا فَوْقَ ثَلَاثِ. (قَالَ): فَخَرَجْتُ فِي سَفَرٍ، ثُمَّ قَدِمْتُ عَلَى أَهْلِي، وَذَلِكَ بَعْدَ الْأَضْحَى بِأَيَّامٍ. (قَالَ): فَأَتَيْتَنِي صَاحِبَتِي بِسَلْتٍ قَدْ جُعِلَتْ فِيهِ قَدِيدًا، فَقُلْتُ لَهَا: أُنْثَى لَكَ هَذَا

الْقَدِيدُ فَقَالَتْ: مِنْ ضَحَايَاَنَا, (قَالَ: فَقُلْتُ: لَهَا: أَوْلَمْ يَنْهَنَّا رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَنْ نَأْكُلَهَا فَوْقَ ثَلَاثٍ, قَالَ: فَقَالَتْ: إِنَّهُ
قَدْ رَخَّصَ لِلنَّاسِ بَعْدَ ذَلِكَ, قَالَ: فَلَمْ أَصَدِّقْهَا حَتَّى بَعَثْتُ إِلَى أُخِي
قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ وَكَانَ بَدْرِيًّا أَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ قَالَ: فَبَعَثَ إِلَيَّ: أَنْ
كُلْ طَعَامَكَ فَقَدْ صَدَّقْتُ, قَدْ أَرَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لِلْمُسْلِمِينَ فِي ذَلِكَ. (الصحيح: ২৭৭৭)

৮৫৯. আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে কুরবানীর পশুর গোশত তিন দিনের বেশি খেতে নিষেধ করতেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি একদিন সফরে বের হলাম এবং কুরবানীর (ঈদের বেশ) কয়েকদিন পর বাড়ি ফিরলাম। বর্ণনাকারী বলেন, আমার স্ত্রী আমার নিকট সিল্ক নামক তরকারি বিশেষ উপস্থিত করল যাতে (তরকারিতে) টুকরা টুকরা করে কেটে শুকানো গোশত ছিল। আমি তাকে বললাম, টুকরা টুকরা করে কেটে শুকানো গোশত কোথায় পেলো? স্ত্রী বলল, (কেন?) আমাদের কুরবানীর (পশুর) গোশত। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর আমি তাকে বললাম, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি কুরবানীর (পশুর) গোশত আমাদেরকে তিন দিনের বেশি (সময় ধরে) খেতে নিষেধ করেন নি? অতঃপর সে বলল, তিনি এর (নিষেধাজ্ঞার) পরে লোকদের জন্য অনুমতি দিয়েছেন। বর্ণনাকারী আবু সাঈদ বলেন, আমি তার কথা বিশ্বাস করলাম না। এমনকি আমার ভাই কাতাদাহ ইবনু নুমানের নিকট এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার জন্য (লোক) প্রেরণ করলাম। তিনি ছিলেন বাদরী সাহাবী।

অতঃপর তিনি আমার নিকট সংবাদ পাঠালেন যে, তুমি (নিশ্চিন্তে) তোমার খাবার গ্রহণ কর, সে (তোমার স্ত্রী) সত্য বলেছে। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বিষয়ে মুসলিমদের জন্য অবকাশ দিয়েছেন।

(সহীহাহু হা. ২৯৬৯)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম আহমাদ তাঁর আল-মুসনাদের (৪/১৫)-তে মুহাম্মদ ইবনু ইসহাকের সূত্রে আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা.) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: সানাদটি ভালো, ইবনু ইসহাক এখানে তাহদীস তাসরীহ করেছেন। হাফিয ইবনু হাজার হাদীসটি উল্লেখ করে চুপ থেকেছেন যা হাদীসটি শক্তিশালী হওয়ার প্রমাণ বহন করে।

১৬০- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسَيْرٍ قَالَ: كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ قَصْعَةٌ يُقَالُ لَهَا: الْغَرَاءُ، يَحْبِلُهَا أَرْبَعَةُ رِجَالٍ. (الصحيح: ২১০৫)

৮৬০. আব্দুল্লাহ ইবনু বুসর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর একটি বৃহৎ পানপাত্র ছিল যাকে “গাররা” বলা হতো। চারজন লোক এ পানপাত্রটি বহন করত।

(সহীহাহ্ হা. ২১০৫)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম আবু দাউদ তাঁর সুনানে আতয়িমাহ অধ্যায়ের ১৮; আবু শায়েখ তার আখলাকুন নাবী এর ২১৫ পৃষ্ঠায়; ইবনু আসাকির তাঁর তারীখে দিমাশকের (১/৩৭৯)-তে আমর ইবনু উসমান থেকে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: সানাদটি সহীহ এবং এর সকল রাবী সিকাহ।

১৬১- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. قَالَتْ: كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ الْبَطِيخَ بِالرُّطْبِ فَيَقُولُ: نَكْسِرُ حَرَّ هَذَا بِبَرْدِ هَذَا وَبَرْدُ هَذَا بِحَرِّ هَذَا. (الصحيح: ৫৭)

৮৬১. ‘আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেজুর দ্বারা খরবুজা খেতেন এবং তিনি বলতেন, এর (খরবুজার) শীতলতা ওর (খেজুরের) উষ্ণতা এবং ওর উষ্ণতা এর শীতলতা সংশোধন করে দেয়। (সহীহাহ্ হা. ৫৭)

হাদীসটি হাসান গারীব।

হুমাঈদী তাঁর মুসনাদের (১/৪২); আবু দাউদ তাঁর সুনানের হা: ৩৮৩৫; তিরমিযী (১/৩৩৮); আবু বাকর আল-আবহারী আল-ফাওয়ায়েদের (১/১৪৪); আবু নু‘আঈম আখবারে আসবাহানের (১/১০৩) এবং আত্তিব এর (১/১৩৯)-এ এমনভাবে আবু জা‘ফর আল-বুখারী আল-ফাওয়ায়েদের (২/৭৭); আবু বাকর ইবনু আবু দাউদ মুসনাদে (২/৫৪)-তে আয়িশা (রা.) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

১৬২- عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ الرُّطْبُ مَعَ الْخَرْبُزِ. يَعْنِي الْبَطِيخَ. (الصحيح: ৫৮)

৮৬২. আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেজুরের সঙ্গে খরবুজা খেতেন। (সহীহাহ্ হা. ৫৮)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি আহমাদ তাঁর মুসনাদের (৩/১৪২, ১৪৩); আবু বাক্র আশ্ শাফেঈ আল-ফাওয়াদের (২/১০৫); তিরমিযী শামায়েলের ১১০ পৃষ্ঠায়; ইবনু সা'দ আত্-তবাকাতের (২/৩৯৩) এবং দিয়া আল-মুখতারাহ এর ২/৮৬ জাবীর ইবনু হাজ্জমের সূত্রে আনাস (রা.) থেকে মারফু'আন রিওয়ায়াত করেছেন।

১৬৩- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ الْقِثَاءَ بِالرُّطْبِ. (الصحيح: ৫৬)

৮৬৩. আব্দুল্লাহ ইবনু জা'ফর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেজুর দ্বারা শসা খেতেন। (সহীহাহ্ হা. ৫৬)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি বুখারী তাঁর সহীহর (২/৫০৬); মুসলিম তাঁর সহীহর (৬/১২২); আবু দাউদ তাঁর সুনানের হা: ৩৮৩৫; তিরমিযী তাঁর সুনানের (১/৩৩৯); দারেমী তাঁর সুনানের (২/১০৩); ইবনু মাজাহ তাঁর সুনানের হা: ৩৩২৫; আহমাদ তাঁর মুসনাদের (১/২০৩); আবুল হাসান আল-ফাওয়ায়েদুল হিসানের (১/২); আবু নু'আঈম 'আত্-তিব' এর (১/১৩৯)-তে আব্দুল্লাহ ইবনু জা'ফর থেকে মারফু'আন রিওয়ায়াত করেছেন।

১৬৪- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ يُؤْتَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالتَّمْرِ فِيهِ دَوْدٌ، فَيَفْتَشُهُ، يُخْرِجُ السُّوسَ مِنْهُ. (الصحيح: ২১১৩)

৮৬৪. আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে খেজুর পেশ করা হতো। আর তিনি তা খুঁটে তা থেকে পোকা বের করতেন। (সহীহাহ্ হা. ২১১৩)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি আবু দাউদ তাঁর সুনানের (২/১৪৮)-তে উল্লেখ করেছেন এবং তাঁর থেকে বাইহাকী তাঁর “শু'আবের” (২/১৯১/২০১); ইবনু মাজাহ তাঁর সুনানের

(২/৩১৭)-তে সংক্ষেপে; এমনভাবে আবুশ শায়েখ ২২১ পৃষ্ঠায় হাদীসটি উল্লেখ করেছেন এবং সকলেই সালম ইবনু কুতাইবার সূত্রে আনাস ইবনু মালিক থেকে মারফুআন বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটি বুখারীর শর্তে সহীহ।

১৬৫- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ

الدُّبَاءَ. (الصحيح: ২১২৭)

৮৬৫. আনাস ইবনু মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কদু খেতে পছন্দ করতেন। (সহীহাহ্ হা. ২১২৭)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদের (৩/১৭৭ ও ২৭৪)-তে শু'বার সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটির সানাদ শাইখাইনের শর্তে সহীহ। ইমাম তিরমিযী তাঁর শামায়েলের ১৯৯ পৃষ্ঠায় দুটি সূত্রে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। আবু ইয়াল্লা তাঁর মুসনাদে ভিন্ন সূত্রে (৩/১০৩২); ইবনু আদি তাঁর কামেলের (১/১৭০); ভিন্ন আরেকটি সূত্রে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন এবং ইবনু সা'দ তার আত্-তবাকাতুল কুবরার (১/৩৯১)-তে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

১৬৬- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْرُبُ

فِي ثَلَاثَةِ أَنْفَاسٍ، إِذَا أَذْنَى الْإِنَاءِ إِلَى فِيهِ سَمَى اللَّهُ تَعَالَى وَإِذَا أُخِرَ حَمِدَ اللَّهُ تَعَالَى، يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. (الصحيح: ১২৭৭)

৮৬৬. আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন নিঃশ্বাসে পানি পান করতেন। পাত্র মুখের সামনে আনলে 'বিসমিল্লাহ' পড়াতেন আর সরিয়ে নিলে 'আলহামদুলিল্লাহ' পড়তেন। তিনবার এমনটি করতেন। (সহীহাহ্ হা. ১২৭৭)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি আল-খারায়েতী তাঁর ফাযীলাতুশ্ শুকর কিতাবের (২/১২৯); তাবারানী আল-মু'জামুল আওসাতের (১/১০৮) দু'টি তরুকে আতিক ইবনু আইউব এর সূত্রে আবু হুরাইরা থেকে মারফুআন বর্ণনা করেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটির শাহেদ পাওয়া যায় যা আবু বাকর আশ্-শাফেয়ী আল-ফাওয়ায়েদের (২/১১১); তাবারানী তাঁর কিতাবে (৩/৭৯/২) এবং ফরাদিসুল-মুত্তা' (১/৬৭/৬)-তে উল্লেখ হয়েছে।

১৬৭- عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ
الْحُلُوُّ الْبَارِدُ. (الصحيح: ২১২৬)

৮৬৭. 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঠাণ্ডা মিষ্টিকে পছন্দ করতেন। (সহীহাহ্ হা. ২১৩৪)

হাদীসটি হাসান।

আল্লামা আলী মুত্তাকী আল-হিন্দী তাঁর কানযুল উম্মালের হা: ১৮২২২-তে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। তবে হাদীসটির একাধিক মুতাবাতাত এবং শাওয়াহেদ রয়েছে যা ইমাম বুখারী তাঁর সহীহর (৭/১৪৩, ১৫৯); ইবনু সা'দ তাঁর আত-তাবাকাত এর (১/২/১০৮); এবং ইবনু হাজার তাঁর ফাতহুল বারীর হা: ১০/৭৮, ৮০, ১৩৯-তে উল্লেখ করেছেন।

১৬৮- عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْتَبِذُ لَهُ فِي
سِقَاءٍ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ سِقَاءٌ فَتَوَرَّ مِنْ حَجَارَةٍ. (الصحيح: ৩০০৯)

৮৬৮. জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য মশকে নাবীয প্রস্তুত করা হত। যদি ওটা সংগ্রহ না হত, তখন পাথর নির্মিত পাত্রে নাবীয তৈরি করা হত।

(সহীহাহ্ হা. ৩০০৯)

হাদীসটি সহীহ।

সহীহ মুসলিম 'কিতাবুল আশরিবাহ' অধ্যায় নং ৬১; সুনানুল কুবরা লিল রাইহাকী হা. ৩৪০০; নাসায়ী কিতাবুল আশরিবাহ অধ্যায় ২৭; মাসাবীহু সুনাহ লিল বাগাভী (১১/৩৬৭); আখলাকুন নাবী হা. ২০৯।

১৬৯- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ فَكُلُّهُ حَرَامٌ. (الصحيح: ৬৭৬)

৮৬৯. আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রত্যেক কর্তণ দন্তবিশিষ্ট হিংস্রজন্তু (এর গোশত) খাওয়া হারাম। (সহীহাহ্ হা. ৪৭৬)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি ইমাম মালিক, ইমাম মুসলিম, ইমাম শাফেয়ী, তহাভী, ইমাম আহমাদ ও বাইহাকী (র.) উবাইদাতুবনু সুফিয়ানের তরীকে আবু হুরাইরা (রা.) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

শাইখ আলবানী (র.) বলেন, হাদীসটির সানাদ ভালো যা আমি পূর্বে তাখরীজ করে এসেছি।

৮৭০. عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا: كُلُّ مَا أَفْرَى الْأَوْدَاجَ، مَا لَمْ يَكُنْ قَرْضُ نَابٍ أَوْ حَزْ ظَفَرٍ. (الصحيح: ২০২৭)

৮৭০. আবু উমামা আল-বাহেলী (রা.) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত। যে প্রাণীর ঘাড়ের রগসমূহ কর্তন করা হয়েছে তা খাও। যতক্ষণ না তা দাঁত কিংবা নখাঘাতের কাটা না হবে। (সহীহাহ হা. ২০২৯)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম তিরমিযী তাঁর আশ-শামায়েলের ১৯০ পৃষ্ঠায় আ'মাশের সূত্রে আনাস (রা.) থেকে মারফুআন বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: সানাদটির সকল রাবী সিকাহ ও মুসলিমের রাবী। হাদীসটি আহমাদ তাঁর মুসনাদের ৩/২০৮, ২১০, ২৩২, ২৫২, ২৭০, ২৮৯, এবং ইবনু সা'দ তার আত্-তাবাকাতুল কুবরার (১/৩৯১)-তে একাধিক সূত্রে উল্লেখ করেছেন।

৮৭১. قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ قَوْسُكَ. وَرَدَّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُسَيْنِيِّ وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَحَذِيفَةَ بْنَ الْيَمَانِ. (الصحيح: ২০২৮)

৮৭১. নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত। তোমার ধনুক, তোমার নিকট যা ফিরিয়ে দিয়েছে তা থেকে তুমি ভক্ষণ কর। হাদীসটি আব্দুল্লাহ ইবনু উমার, আবু সা'লাবা আল-খুশানী, ওকবা ইবনু আমির এবং হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে।

(সহীহাহ হা. ২০২৮)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি চার জন সাহাবী থেকে বর্ণিত। ইবনু ওমার আবু সালাবা, হুজাইফা এবং উকবা ইবনু আমির (রা)। নাসাঈ তাঁর সুনানের (২/১৯৬); আহমাদ তাঁর মুসনাদের (২/১৮৪); আবু দাউদ তাঁর সুনানের হা: ২৮৫৭ এ একাধিক তরুকে রিওয়ায়াত করেছেন আর সানাদটি হাসান।

৪৭২- عَنْ وَائِلَةَ بِنِ الْأَسْقَعِ اللَّيْثِيِّ قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَأْسِ الثَّرِيدِ، فَقَالَ: كُلُوا بِسْمِ اللَّهِ مِنْ حَوَالِيهَا وَاعْفُوا رَأْسَهَا، فَإِنَّ الْبَرَكَهَ تَأْتِيهَا مِنْ فَوْقِهَا. (الصحيح: ২০৩০)

৮৭২. ওসিলা ইবনুল আস'কা আল-লাইসী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারীদের (কুটি টুকরা টুকরা করে ঝোলের মধ্যে ভিজিয়ে রেখে যে, খাবার প্রস্তুত করা হয় তাকে সারীদ বলে) অগ্রভাগ ধরে বললেন, তোমরা 'বিসমিল্লাহ' বলে এর পার্শ্ব থেকে খাও এবং এর অগ্রভাগ ছেড়ে দাও। কেননা এর বরকত অগ্রভাগ থেকেই আসে। (সহীহা হা. ২০৩০)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইবনু মাজাহ তাঁর সুনানের (২/৩০৫)-তে আবু হাফস উমার ইবনু দারাবুস এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। শাইখ আলবানী (র.) বলেন: হাদীসটির সানাদ দুর্বল আমর ব্যতীত বাকি সকল বর্ণনাকারী সিকাহ। আহমাদ তাঁর মুসনাদের (৩/৪৯০)-তে হাকিম তাঁর আল-মুসতাদরাকের (৪/১১৬-১১৭)-তে হাদীসটির ভিন্ন সূত্র উল্লেখ করেছেন।

৪৭৩- عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُشَيْرٍ قَالَ: أَهْدَيْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةً وَ الطَّعَامُ يَوْمَئِذٍ قَلِيلٌ، فَقَالَ لِأَهْلِهِ: اطْبَخُوا هَذِهِ الشَّاةَ وَ انْظُرُوا إِلَى هَذَا الدَّقِيقِ فَأَخْبِزُوهُ وَ اطْبَخُوا وَ أَثَرِدُوا عَلَيْهِ، قَالَ: وَ كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصْعَةٌ يُقَالُ لَهَا الْغَرَاءُ يَحْمِلُهَا أَرْبَعَةُ رِجَالٍ، فَلَمَّا أَصْبَحَ وَ سَبَّحُوا الضُّحَى أُتِيَ بِتِلْكَ الْقَصْعَةِ وَ التَّقُوا عَلَيْهَا، فَإِذَا كَثُرَ النَّاسُ جَثَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَعْرَابِي مَا هَذِهِ

الْجَلْسَةُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ جَعَلَنِي عَبْدًا كَرِيمًا وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا عَنِيدًا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُلُوا مِنْ جَوَانِبِهَا ، وَدَعُوا ذُرْوَتَهَا يُبَارِكُ لَكُمْ فِيهَا ، ثُمَّ قَالَ : خُذُوا فَكُلُوا ، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَيُفْتَحَنَّ عَلَيْكُمْ أَرْضُ فَارَسَ وَ الرُّومِ ، حَتَّى يُكْثِرَ الطَّعَامُ فَلَا يُذَكَّرُ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ . (الصحيحه: ৩৭৩)

৮৭৩. আব্দুল্লাহ ইবনু বুসর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি একটি ছাগল হাদীয়া দিলাম। তখন খাবার ছিল (পরিমাণে) কম। তিনি তাঁর পরিবারকে বললেন, এ ছাগলটি রান্না কর। আর এই যে আটা দেখছ তা দিয়ে রুটি রান্না কর এবং সারীদ বানাও।

বর্ণনাকারী বলেন, নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি বৃহৎ পানপাত্র ছিল যাকে ‘গাররা’ বলা হত। চারজন লোক এ পানপাত্রটি বহন করত। অতঃপর যখন সকাল হলো এবং তারা চাশতের সলাত পড়লেন তখন সে বৃহৎ পানপাত্রটি আনা হলো এবং তারা পাত্রটির নিকট জড় হয়ে বসলেন। অতঃপর লোকসংখ্যা যখন বৃদ্ধি পেল তখন রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাঁটু গেড়ে উপবেশন করলেন। তখন জনৈক বেদুঈন বলল, এটা কোন প্রকার উপবেশন (ইয়া রাসূলান্নাহ!) নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ আমাকে দয়ালু বান্দা বানিয়েছেন স্বেচ্ছাচারী একগুঁয়ে, বানান নি। অতঃপর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা পাত্রটির চারপার্শ্ব হতে খাও এবং তার অগ্রভাগ ছেড়ে দাও। এতে তোমাদের খাবারে বরকত দেয়া হবে। এরপর বললেন, (পাত্রটি) নাও এবং খাও। ঐ সত্তার কসম যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ পারস্য ও রোম রাজ্য তোমরা বিজয় করবে। এমনকি খাবারের আধিক্যতা হবে এবং খাবারে ‘বিসমিল্লাহ’ পড়া হবে না। (সহীহাহ্ হা. ৩৯৩)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি আবু বাকর আশ্-শাফেয়ী তাঁর আল-ফাওয়ায়েদের (১/৯৮)-তে রিওয়ায়াত করেছেন এবং তাঁর থেকে ইবনু আসাকির তাঁর তারীখে দিমাশকের

(৮/৫৩২/২); বাইহাকী তাঁর সুনানের (৭/২৮৩); দিয়া তাঁর আল-মুখতারাহর (১/১১২); উমার ইবনু উসমান থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। আবু দাউদ তাঁর সুনানের হা: ৩৭৭৩ এবং ইবনু মাজাহ বিক্ষিপ্তভাবে দুই জায়গায় হা: ৩২৬৩ ও ৩২৭৫-তে উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটি সহীহ ও এর সকল রাবী সিকাহ।

৮৭৫- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُوا الزَّيْتِ وَادَّهِنُوا بِهِ، فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ. وَرَوَى مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ، وَابْنِ أُسَيْدٍ، وَابْنِ هُرَيْرَةَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ. (الصحيح: ৩৭৭)

৮৭৪. রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা যাইতুন বৃক্ষের তেল খাও এবং এর তেল শরীরে ব্যবহার কর। কেননা এ তেল বরকতময় বৃক্ষ থেকে সৃষ্ট। হাদীসটি উমার, আবু উসাইদ, আবু হুরাইরা (রা.) এবং আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। (সহীহাহ হা. ৩৭৯)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি চারজন সাহাবী থেকে বর্ণিত আবু হুরাইরা, উমার, আবু উসাইদ ও আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস। উমার (রা.)-এর হাদীসের দুটি তরুণ রয়েছে প্রথমটি ইবনু মাজাহ তাঁর সুনানের হা: ৩৩১৯; তিরমিযী তাঁর সুনানের (১/৩৪০); হাকিম তাঁর মুসতাদরাকের (২/১২২); বাইহাকী তাঁর আল-আদাবের (৩১৪/৬৫৭); দিয়া আল-মাকদিসী তাঁর আল-আহাদীসুল মুখতারাহর (১/৩৫)-তে আর সকলেই আব্দুর রাজ্জাক থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

৮৭৬- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدٍ أَخْبَرَهُ أَبُوهُ قَالَ: نَزَلَتْ عَلَى أُمِّ أَيُّوبَ الَّذِينَ نَزَلَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَزَلَتْ عَلَيْهَا فَحَدَّثَتْنِي بِهَذَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُمْ تَكَلَّفُوا طَعَامًا فِيهِ بَعْضُ الْبُقُولِ، فَفَرَّبُوهُ، فَكَرِهَهُ، وَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: كُلُّوهُ يَعْنِي الثُّومَ، فَإِنِّي لَسْتُ كَأَحَدِكُمْ، إِنِّي أَخَافُ أَنْ أُوْذِيَ صَاحِبِي [يَعْنِي الْمَلِكَ]. (الصحيح: ৩৭৮৫)

৮৭৫. আব্দুল্লাহ ইবনু আবী ইয়াযীদ থেকে বর্ণিত। তার পিতা তাকে অবহিত করেছেন যে, তিনি বলেছেন, একদিন আমি উম্মু আইয়ুব এর বাড়িতে মেহমান হলাম যাঁর বাড়িতে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেহমান হয়েছিলেন।

তাঁর বাড়িতে আমি মেহমান হলে তিনি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে আমার নিকট এ ঘটনাটি বর্ণনা করেন যে, তাঁরা কষ্ট করে বিভিন্ন প্রকার সবজি দিয়ে খাবার রান্না করলেন এবং তাঁর নিকট পরিবেশন করলেন। তিনি তা অপছন্দ করলেন এবং তার সঙ্গীদেরকে বললেন, তোমরা (এ) রসুন খাও। আমি তোমাদের অন্যান্যদের মতো নই। কেননা আমি আমার সঙ্গী ফেরেশতাদের কষ্টের আশঙ্কা করি।

(সহীহাবু হা. ২৭৮৪)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদের (৬/৪৩৬ ও ৪৬২)-তে; হুয়াইদী তাঁর মুসনাদের হা: ৩৩৯; ইবনু আবী শাইবা তাঁর আল-মুসান্নাফের (৮/৩০১/৪৫৩০) এবং তাঁর তরীকে ইবনু মাজাহ তাঁর সুনানের হা: ৩৩৬৪-তে উল্লেখ করেছেন। ইমাম তিরমিযী (৬/১০৭/১৮১১); সুনানে দারেমী (২/১০২); ইবনু খুযাইমা তাঁর সহীহর হা: ১৬৭১-তে উল্লেখ করেছেন এবং তাঁর তরীকে ইবনু হিব্বান তাঁর সহীহর (৩/২৬৪/২০৯০)-তে একাধিক তরুকে সুফিয়ান থেকে রিওয়াযাত করেছেন। তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান সহীহ গরীব বলেছেন।

৮৭৬. عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ امْرَأَتِهِ: أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: قَدِمَ عَلَيْنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي سَفْرٍ، فَقَدِمْنَا إِلَيْهِ مِنْهُ، فَقَالَ: لَا أَكُلُهُ حَتَّى أَسْأَلَ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: فَسَأَلَهُ عَلِيُّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَلَوْهُ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ إِلَى ذِي الْحِجَّةِ. (الصحيح: ৩১০৭)

৮৭৬. ইয়াযীদ ইবনু আবু ইয়াযীদ আল-আনসারী তাঁর স্ত্রীর থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি একদিন আয়িশা (রা.)-কে কুরবানীর গোশত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে আয়িশা (রা.) বললেন, আলী সফর করে

কুরবানী-যবেহ, খাদ্য, পানীয়, আকীকা এবং জীবের সঙ্গে দয়া করা প্রসঙ্গ ৩২৭

আমাদের নিকট আসলে আমরা তাঁর নিকট কুরবানীর গোশত পেশ করলাম। অতঃপর আলী বললেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা ছাড়া আমি এ গাশত খাব না। আয়িশা (রা.) বলেন, অতঃপর আলী (রা.) নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলে। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা এক জিলহাজ্জ হতে অপর জিলহাজ্জ পর্যন্ত এ কুরবানীর গোশত খাও।

(সহীহাহ্ হা. ৩১০৯)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদের হা: ২৫২১৮-তে ইমাম খাতীবে বাগদাদী তাঁর **المَوْضُحُ** এর (১/১৯৩)-তে অত্র সূত্রে ইসহাক ইবনু রাহওয়াইহি তাঁর মুসনাদের হা: ১৬৯২; ইমাম তহাবী তাঁর **শরহুমাআনিল আসারের** (৪/১৮৭); শুয়াইব ইবনু লাইসের সূত্রে এবং ইবনু সুলাইমান তাঁর **الأَوْسَطُ** এর হা: ৩০৭১-তে রিওয়ায়াত করেছেন।

৮৭৭- **عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كُنَّا نُسَيِّهَا شَبَاعَةً (يَعْنِي: زَمَرَم) وَكُنَّا نَجِدُهَا نَعْمَ الْعَوْنِ عَلَى الْعِيَالِ.** (الصعيقة: ২৬৮৫)

৮৭৭. ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যমযমকে শাববা'আহ (তৃপ্তিসহকারে আহারের পর অবশিষ্ট খাবার) নামকরণ করতাম এবং একে আমরা পরিবারের জন্য উত্তম সাহায্য মনে করতাম। (সহীহাহ্ হা. ২৬৮৫)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি আব্দুর রাজ্জাক তাঁর আল-মুসান্নাফের (৫/১১৭)-তে উল্লেখ করেছেন এবং তাঁর তরীকে তাবারানী তাঁর আল-মু'জামুল কাবীরের (৩/৯০/২)-তে সাওরীর সানাদে ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

শাইখ আলবানী (র.) বলেন: হাদীসটির সানাদ ভালো এবং এর সকল রাবী সিকাহ ও মুসলিমের রাবী তবে সাওরী কে এ ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে। তাছাড়া হাদীসটি আল-আযরাকী তাঁর আখবারে মাক্কার ৩৯১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন তবে সেখানে সুফিয়ান সাওরী বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

৮৭৮- عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ لِيَتَسِعَ ذُو الطَّوْلِ عَلَى مَنْ لَا طَوْلَ لَهُ، فَكُلُوا مَا بَدَا لَكُمْ، وَأَطْعِمُوا وَادْخَرُوا.

(الصحيح: ২০৬৮)

৮৭৮. সুলাইমান ইবনু বুরাইদাহ তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূল বলেছেন, তিন দিনের বেশি কোরবানীর (পশুর) গোশত সংগ্রহ করে রাখতে আমি তোমাদেরকে নিষেধ করেছিলাম যাতে স্বচ্ছলরা অস্বচ্ছলদের জন্য সুযোগ করে দেয়। সুতরাং তোমরা ইচ্ছেমতো খাও, খাওয়াও এবং জমা করে রাখ। (সহীহাহ্ হা. ২০৬৮)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহর (৬/৮২); ইমাম তিরমিযী তাঁর সুন্নাহর (১/২৮৫); বাইহাকী তাঁর শু'আবের (২/৩৯৫/২)-তে একাধিক সূত্রে সুফিয়ান সাওরী থেকে বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী হাদীসটিকে “হাসান সহীহ” বলেছেন।

৮৭৯- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَبَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعَبُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ؛ قَالَ لِي [يَعْنِي: ابْنُ مَسْعُودٍ]: «قِيلَ لِي: أَنْتَ مِنْهُمْ» (الصحيح: ৩৬৮৬)

৮৭৯. আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয় যে, “যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তারা পূর্বে যা ভক্ষণ করেছে, সে জন্য তাদের কোন গোনাহ নেই যখন ভবিষ্যতের জন্য সংযত হয়েছে এবং বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করেছে। এরপর সংযত থাকে এবং বিশ্বাস স্থাপন করে। এরপর সংযত থাকে এবং সৎকর্ম করে। আল্লাহ সৎকর্মীদেরকে ভালোবাসেন।” তিনি আমাকে বললেন, কিংবা আমাকে বলা হলো যে, তুমিও তাদের একজন। (সহীহাহ্ হা. ৩৬৮৬)

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহর ফাযায়েলে সাহাবার হা: ২০৯, ২১ নং অধ্যায়ে আবু আব্দুল্লাহ হাকিম তাঁর মুসতাদরাকে হাকিমের (৪/১৪৩)-তে নুরুদ্দীন আল-হাইসামী তাঁর মাজমাউয যাওয়ায়েদের (৭/১৮); সুযুতী তাঁর তাফসীরে আদ-দুররুল মানসুরের (২/৩২১); তাবারানী তাঁর কিতাবের (৭/২৫) এবং ইবনু কাসীর তাঁর তাফসীর ইবনু কাসীরের ৩/১৮১-২৮৮-তে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

৪৪. عَنْ أُمِّهِ الْعَالِيَةِ بِنْتِ سُبَيْعٍ قَالَتْ: كَانَ لِي غَنَمٌ بِأَحَدٍ، فَوَقَعَ فِيهَا الْبُوتُ، فَدَخَلْتُ عَلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهَا، فَقَالَتْ: لَوْ أَخَذْتَ جُلُودَهَا فَانْتَفَعْتَ بِهَا. فَقُلْتُ: أَوْ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَتْ: نَعَمْ. مَرَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ يَجْرُونَ شَاةَ لَهُمْ مِثْلَ الْحِمَارِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا. قَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُطَهَّرُهَا الْمَاءُ وَالْقُرْطُ. (الصحيح: ২/১৬৩)

৮৮০. আলিয়া বিনতি সুবাই থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উহুদ পর্বতে আমার একটি বকরি ছিল বকরিটি সেখানে মারা যায়। নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রী মাইমুনা (রা.)-এর নিকট এসে আমি ঘটনাটি (খুলে) বললাম। অতঃপর তিনি বললেন, তুমি যদি তার চর্বি সংগ্রহ করে তার দ্বারা উপকৃত হতে (তাহলে তাতে কোন সমস্যা ছিল না) আমি বললাম, ওটা কি হালাল? তিনি বললেন, হ্যাঁ। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সম্মুখ দিকে কুরাইশের কতিপয় লোক গাধার ন্যায় তাদের একটি মৃত বকরি টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বললেন, তোমরা যদি এর কাঁচা চামড়া সংগ্রহ করতে (এবং এর দ্বারা উপকৃত হতে)। তারা বলল, এটাতো মৃত। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, পানি এবং বৃক্ষের পাতা তাকে পবিত্র করে দিবে। (সহীহাহু হা. ২১৬৩)।

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম আবু দাউদ তাঁর সুনানের হা: ৪১২৬; নাসাই তাঁর সুনানের (২/১৯১); দারাকুতনী তাঁর সুনানের ১৭ পৃষ্ঠায়; বাইহাকী তাঁর সুনানের (১/১৯); আহমাদ তাঁর মুসনাদের ৬/৩৩৪-তে কাসীর ইবনু ফারকাদ এর সূত্রে রিওয়াযত করেছেন।

শাইখ আলবানী (র.) বলেন: সূত্রটি দুর্বল তবে এর অন্য একটি শক্তিশালী শাহেদ রয়েছে যা ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। হাদীসটি হচ্ছে—

أَوَلَيْسَ فِي الْمَاءِ وَالْقُرْطِ مَا يَطْهَرُهَا؟

এবং এই শাহেদটির ইসনাদ শাইখাইনের শর্তে সহীহ। আর এ কারণেই হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি দারাকুতনী তাঁর সুনানের আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা)-এর সূত্রে মারফু'আন রিওয়ায়াত করেছেন। সূত্রটি মুসলিমের শর্তে সহীহ।

৪৪১- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

لَوْ يَعْلَمُ الَّذِي يَشْرِبُ وَهُوَ قَائِمٌ مَا فِي بَطْنِهِ لَأَسْتَقَاءَ. (الصحيح: ১৭৬, ১৭৭)

৮৮১. আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে দাঁড়িয়ে পান করে সে যদি জানত যে তার পেটে কি আছে তাহলে সে বমি করে দিত। (সহীহাহ্ হা. ১৭৬, ২১৭৫)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি আব্দুর রাজ্জাক তাঁর আল-মুসান্নাফের হা: ১৯৫৮৮ উল্লেখ করেছেন এবং তাঁর সূত্রে বাইহাকী তাঁর সুনানের (৭/২৮২)-তে আবু হুরাইরা (রা.) থেকে মারফু'আন বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: সানাদটি মুনকাতী। হাদীসটি যুহাইর ইবনু মুহাম্মাদ মাওসুলান বর্ণনা করেছেন। তবে অন্য সানাদে তাহাবী (র.) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন যার সানাদটি সহীহ।

৪৪২- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لِيَأْكُلْ

أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ وَلِيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ وَلِيَأْخُذْ بِيَمِينِهِ وَلِيُعْطِ بِيَمِينِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ وَيُعْطِي بِشِمَالِهِ وَيَأْخُذُ بِشِمَالِهِ. (الصحيح: ১২৩৬)

৮৮২. আবু হুরাইরা (রা.) নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তোমাদের কেউ খাবার খেলে সে যেন ডান হাতে খায়। পান করলে যেন ডান হাতে পান করে। ধরলে যেন ডান হাতে ধরে

এবং দিলে যেন ডান হাতে দেয়। কেননা শাইতান তার বাম হাতে খায় বাম হাতে পান করে, বাম হাতে দেয় এবং বাম হাতে ধরে। (সহীহাহ্ হা. ১২৩৬)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইবনু মাজাহ তাঁর সুনানের (২/৩০৩)-তে হিশাম ইবনু আম্মারের সূত্রে আবু হুরাইরা (রা.) থেকে মারফু'আন রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম বুসিরী তাঁর যাওয়ায়েদের (১/১৯৭)-তে বলেন: সানাদটি সহীহ এবং এর সকল রাবী সিকাহ।

আমি (আলবানী) বলব: হিক্ল ইবনু যিয়াদ ব্যতীত সানাদের সকলেই শাইখানের রাবী ও সিকাহ।

৪৮৩- عَنْ أُمِّ هَانِيٍّ قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا أُمُّ هَانِيٍّ! هَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ؟ فَقَالَتْ: لَا، إِلَّا كُسِيرَاتُ يَابَسَاتٍ وَخُلٌّ، فَقَالَ: مَا أَقْفَرُ مِنْ أَدَمٍ بَيْتٌ فِيهِ خُلٌّ. (الصحيح: ২২২০)

৮৮৩. উম্মু হানী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমার নিকট নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে বললেন, উম্মুহানী। তোমার নিকট খাবারের কিছু আছে কি? অতঃপর উম্মুহানী বলল, না, তবে সামান্য শুষ্ক রুটি এবং সিরকা আছে। অতঃপর তিনি বললেন, বস্তুত সে ঘর তরকারী শূন্য নয় যে ঘরে সিরকা আছে। (সহীহাহ্ হা. ২২২০)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি ইমাম তিরমিযী তাঁর সুনানের হা: ১৮৪২; আবু নুআঈম তাঁর আল-হিলয়ার (৮/৩১২); দাইলামী তাঁর মুসনাদের (৪/৩৪)-তে সাবিত ইবনু আবু সফিয়্যাহ এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান গরীব বলেছেন। হাদীসটির একটি শাহেদ পেয়েছেন বলে শাইখ আলবানী বলেন, যা খুবই মজবুত এবং এর সানাদটি খুব ভালো।

৪৮৪- عَنْ الْبَقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرَبِ الْكِنْدِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مَلَأَ أَدَمِيَّ وَعَاءٌ شَرًّا مِنْ بَطْنٍ، بِحَسَبِ ابْنِ أَدَمَ أَكَلَتْ يُقِمُّنْ صُلْبَهُ، فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ، فَتُلْكُ لِبَطْعَامِهِ وَتُلْكُ لِشَرَابِهِ وَتُلْكُ لِنَفْسِهِ. (الصحيح: ২২৬০)

৮৮৪. মিকদাম ইবনু মাদী কারিবা আল-কিন্দী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, পেটের চেয়ে অধিকতর মন্দ পাত্র কোন মানুষ পূর্ণ করেনি। মানুষের জন্য এমন সামান্য কয়েকটি লোকমাই যথেষ্ট যা তার মেরুদণ্ডকে সোজা রাখতে সক্ষম এবং একান্ত যদি খেতেই হয় তাহলে এক-তৃতীয়াংশ খাবারের জন্য, এক-তৃতীয়াংশ পানির জন্য এবং এক-তৃতীয়াংশ নিঃশ্বাসের জন্য রাখা উচিত। (সহীহাহ্ হা. ২২৬৫)

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম তিরমিযী তাঁর সুনানের (৩/৩৭৮); ইবনু হিব্বান তাঁর সহীহর হা: ১৩৪৯; হাকিম তাঁর আল-মুসতাদরাকে (৪/১২১) ও (৪/৩৩১); আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারক তাঁর আয-যুহদ এর হা: ৬০৩; আহমাদ তাঁর মুসনাদের (৪/১৩২); ইবনু সা'দ তাঁর আত-তবাকাতুল কুবরার (১/৪১০); তাবারানী তাঁর আল-কাবীরের (২০/২৭২/৬৪৪-৬৪৬) এবং ইবনু আসাকির (৭/৩০৭/২)-তে একাধিক সূত্রে ইয়াইয়া আততায়ী থেকে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

৮৮৫. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُدٌّ مِنَ الْخَمْرِ إِنْ مَاتَ لَقِيَ اللَّهَ كَعَابِدٍ وَثِنْ. (الصحيح: ৭৭৭)

৮৮৫. ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিত্য মদপানকারী মারা গেলে মূর্তিপূজারীরূপে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে। (সহীহাহ্ হা. ৬৭৭)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি যঈফ কারণ মুহাম্মাদ ইবনু মুনকাদির এবং ইবনু আব্বাসের মাঝের ওসেতা অপরিচিত। হাদীসটি ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদের হা: ২৪৫৩; ইবনুল জাওযী তাঁর আল-ইলালুল মুতানাহিয়ার হা: ১১১৬-তে; ইমাম আহমাদের সূত্রে ইবনু হুমাঈদ তাঁর মুসনাদের হা: ৭০৮; আবু নুআঈম এর সূত্রে ইবনু হিব্বান তাঁর সহীহর হা: ৫৩৪৭-তে এবং আব্দুর রাজ্জাক তাঁর মুসান্নাফের হা: ১৭০৭০-তে হাদীসটি রিওয়াযাত করেছেন।

৮৮৬. عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ لَا يَحُولَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ مِثْلَ نَفْتٍ مِنْ

دَمِ امْرِيٍّ مُسْلِمٍ أَنْ يُهْرِيْقَهُ؛ كَأَنَّمَا يَذْبَحُ بِهِ دَجَاجَةً، كَلَّمَا تَعْرَضُ
لِبَابٍ مِّنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ؛ حَالَ اللَّهِ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ، وَمِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا
يَجْعَلَ فِي بَطْنِهِ إِلَّا طَيْبًا فَإِنَّ أَوَّلَ مَا يَنْتِنُ مِنَ الْإِنْسَانِ بَطْنُهُ.

(الصحيح: ৩৩৭৭)

৮৮৬. জুনদুব ইবনু আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের মধ্য যার পক্ষে এটা সম্ভব যে, রক্তপাত করে কোন মুসলিমের রক্ত দিয়ে (তার) হাতের তালু পূর্ণ করাটা কেমন যেন সে একটা মুরগী যবেহ করল তার এবং জান্নাতের মাঝে প্রতিবন্ধক না হওক (তাহলে সে যেন এটা করে অন্যথায়) সে যখনই জান্নাতের দ্বারসমূহের কোন দ্বারে উপস্থিত হবে তখনই জান্নাতের দ্বার এবং তার মাঝে আল্লাহ প্রতিবন্ধক হবেন। আর যার পক্ষে পবিত্র জিনিসে উদর পূর্ণ করা সম্ভব সে যেন অপবিত্র জিনিসের পিছনে না পড়ে। কেননা মানুষের (দেহের মধ্যে) পেট সর্বপ্রথম দুর্গন্ধময় হবে। (সহীহাহু হা. ৩৩৭৯)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম মুনিরী তাঁর আত্ম-তারগীব ওয়াত-তারহীবের হা: (৩/৩৯৫); ইমাম সুয়ুতী তাঁর তাফসীরে আদ-দুররুল মানসুরের (২/১৯৯); আলী মুত্তাকী আল-হিন্দী তাঁর কানযুল উম্মালের হা: ১৯২০১ ও ৪৩১৯৮-তে উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া ইমাম আবু দাউদ তাঁর সুনানের সালাত অধ্যায় (১০৮) এ مِنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ لَا مِنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ لَا يَحُولَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقَلْبِ শব্দে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

৮৮৭- عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا: مَنْ أَكَلَ مَعَ قَوْمٍ تَمَرًا، فَأَرَادَ أَنْ
يَقْرَنَ فَلَيْسَتْ أَدْنَاهُمْ. (الصحيح: ২৩২৩)

৮৮৭. ইবনু উমার (রা.) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত। যে ব্যক্তি কোন কউমের সঙ্গে খেজুর খায় এবং (এ) খাবারে অন্যকে শরীক করতে চায় তাহলে সে যেন তাদের থেকে অনুমতি নিয়ে নেয়। (সহীহাহু হা. ২৩২৩)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি ইবনু বিশরান তাঁর “আল-ফাওয়ায়েদুল মুনতাখাবাহ” এ (২/৬৩); খাতীব তাঁর তারীখে বাগদাদের (৭/১৮০)-তে আমির ইবনু আবুল হুসাইনের সূত্রে ইবনু উমার থেকে মারফুআন বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: সানাদটি হাসান। তবে এর একটি মুতাবাআত রয়েছে যার সানাদটি মুসলিমের শর্তে সহীহ।

৪৪৪- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى خَالَتِي مَيْمُونَةَ وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، فَقَالَتْ مَيْمُونَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَلَا أُطْعِمُكَ مِمَّا أُهْدَى لِي أَخِي مِنَ الْبَادِيَةِ؟ فَقَرَّبْتُ صَبَّيْنِ مَشْوِيَيْنِ عَلَى رَقِيٍّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُوا فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ طَعَامِ قَوْمِي، أَجِدُنِي أُعَافُهُ، وَ أَكَلُ مِنْهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَ خَالِدٌ، فَقَالَتْ مَيْمُونَةُ: أَنَا لَا أَكُلُ مِنْ طَعَامٍ لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ اسْتَشْقَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَى بِإِنَاءٍ لَبَنٍ، فَشَرِبَ وَ عَنْ يَمِينِهِ ابْنُ عَبَّاسٍ وَ عَنْ يَسَارِهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: أَتَأْذُنُ لِي أَنْ أُسْقَى خَالِدًا فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا أُجِبُ أَنْ أُؤْثِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَفْسِي أَحَدًا، فَتَنَاوَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَشَرِبَ، وَ شَرِبَ خَالِدٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَطْعَمَهُ اللَّهُ طَعَامًا فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَ ارْزُقْنَا خَيْرًا مِنْهُ وَ مَنْ سَقَاهُ اللَّهُ لَبَنًا فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَ زِدْنَا مِنْهُ، فَإِنِّي لَا أَعْلَمُ شَيْئًا يَجْزِي مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ إِلَّا اللَّبَنُ. (الصحيحه: ২৩২০)

৮৮৮. ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি এবং খালিদ ইবনু ওয়ালীদ আমার খালা মাইমুনাহ (রা.) এর নিকট আসলাম। মাইমুনাহ (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলান্নাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমার ভাই গ্রাম থেকে আমার জন্য যে হাদিয়া নিয়ে এসেছেন আপনাকে কি আমি তা খাওয়াব না? অতঃপর (এ বলে) খেজুর গুচ্ছের উপর দুটি ভুনা গুইসাপ পরিবেশন করলেন। অতঃপর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা খাও (আমি খাবো না)। কারণ এটা

আমার কওমের খাবার নয়। তাই তার প্রতি আমার ঘৃণাবোধ হয়। অতঃপর ইবনু আব্বাস এবং খালিদ (রা.) গুইসাপ খেলেন। মাইমুনাহ (রা.) বললেন, আমি এমন খাবার খাব না যা রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাননি। এরপর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানি আনতে বললেন। অতঃপর দুধের পাত্র আনা হলো এবং তিনি (তা) পান করলেন। তখন তাঁর ডানে ইবনু আব্বাস এবং বামে খালিদ ইবনু ওয়ালিদ (রা.) ছিল। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবনু আব্বাসকে বললেন, তুমি কি আমাকে খালিদকে পান করানোর অনুমতি দাও? ইবনু আব্বাস বললেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ঝুটার ব্যাপারে আমি নিজের উপর অন্যকে প্রাধান্য দিতে পারি না। অতএব ইবনু আব্বাস (পাত্রটি) নিয়ে পান করলেন। অতঃপর খালিদ পান করলেন। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ যাকে খাবার খাওয়ান, সে যেন এ দু'আ পড়ে যে, “হে আল্লাহ! আপনি এতে আমাদেরকে বরকত দিন এবং এর চেয়ে উত্তম রিযিক প্রদান করুন।” আর আল্লাহ কাউকে দুধ পান করালে সে যেন এ দু'আ পড়ে যে, “হে আল্লাহ! এতে আমাদের বরকত দিন এবং এতে আরো বৃদ্ধি করে দিন।” কেননা আমার জানা নেই যে, কোন খাবার ও পানীয় দুধের স্থলাভিষিক্ত হতে পারে। (সহীহাহ হা. ২৩২০)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি আবু আব্দুল্লাহ আল-কুরাশী আল-ফাওয়ায়েদের (২/১১৩/২৫); মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাকের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে একাধিক সূত্রে বর্ণিত যা আবু দাউদ (২/১৩৫); তিরমিযী হা: ৩৪৫১; ইবনুস সুন্নী হা: ৪৬৮; ইবনু সা'দ (১/৩৯৭) এবং আহমাদ তাঁর মুসনাদের (১/২৮৪)-তে উল্লেখ করেছেন।

১১৭- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْقُوعًا: مَنْ بَاتَ وَفِي يَدَيْهِ عَمْرٌ، فَأَصَابَهُ شَيْءٌ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ. (المصيبة: ২৭৫৬)

৮৮৯. ইবনু আব্বাস (রা.) মারফু সূত্রে বর্ণিত। যে ব্যক্তি তার হাতে গোশতের তৈলাক্ততা নিয়ে রাত্রিযাপন করে এবং এ কারণে সে কোন ক্ষতির সম্মুখীন হয় তাহলে সে যেন শুধু নিজেকেই দিক্কার দেয়।

(সহীহাহ হা. ২৯৫৬)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে দুটি তরীকে বর্ণিত হয়েছে। প্রথমটি লাইসের রিওয়ায়েতে যা বুখারী তাঁর আল-আদাবুল মুফরাদের হা: ১২১৯; তাবারানী তাঁর আল-আওসাতের (১/১৮৫/২/৩৪০৭); মুহাম্মাদ ইবনু ফুযাইলের তরীকে রিওয়াযত করেছেন। দ্বিতীয়টি যুহরীর রিওয়াযাতে যা তাবারানী তাঁর আল-আওসাতের (১/৩০/২/৪৯৪) এবং আবু নুআঈম তাঁর আখবারে আসবাহানের (২/৩৪৮)-তে উল্লেখ করেছেন।

১৭৯- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي يَوْمٍ أَضْحَى: مَنْ كَانَ ذَبْحَ أَحْسَبُهُ قَالَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيُعِدْ ذَبْحَتَهُ।

(الصحيح: ২৭০৭)

৮৯০. আবু হুরাইরা (রা.) নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি একদা ঈদুল আযহার দিন বললেন, যে ব্যক্তি (সলাতের পূর্বে) যবেহ করেছে। বর্ণনাকারী বলেন, আমার মনে হয় তিনি সলাতের পূর্বের কথা বলেছেন। সে যেন পুনরায় কুরবানী করে।

(সহীহাহ্ হা. ২৭০৭)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি বায্হার তাঁর মুসনানের হা: ১২০৫-তে মুহাম্মাদ ইবনু মিরদাস আল-আসলামীর সানাদে উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন, হাদীসটি আবু হুরাইরা থেকে শুধু এই সানাদেই বর্ণিত।

শাইখ আলবানী (র.) বলেন: হাদীসটির অনেক শাওয়াহেদ রয়েছে যা হাম্মাদ ইবনু সালাম থেকে বর্ণিত। হাদীসটি আহমাদ তাঁর মুসনাদের (৩/৩৬৪); তহাবী তাঁর শরহ মুশকিলিল আসারের (৪/১৭২); আবু ইয়া'লা তাঁর মুসনাদের (২/৪৯২) এবং ইবনু হিব্বান তাঁর সহীহর হা: ১০৫১-তে উল্লেখ করেছেন। হাদীসটি মুসলিমের শর্তে সহীহ।

১৭৯- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: مَنْ نَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ اللَّهَ فِي أَوَّلِ طَعَامِهِ فَلْيَقُلْ حِينَ يَذْكُرُ: بِسْمِ اللَّهِ فِي أَوَّلِهِ وَ آخِرِهِ فَإِنَّهُ يَسْتَقْبِلُ طَعَامًا جَدِيدًا، وَيَنْتَعِ الْخَبِيثُ مَا كَانَ يُصِيبُ مِنْهُ.

(الصحيح: ১৭৯)

৮৯১. আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি তার খাওয়ার শুরুতে ‘বিসমিল্লাহ’ বলতে ভুলে গেছে স্মরণ এলে সে যেন বলে, “খাবারের শুরু ও শেষে আল্লাহর নামে শুরু করছি”। কেননা এ দু’আ নতুন খাবারকে এগিয়ে দেয় এবং (দু’আ না পড়ার কারণে) যে অনিষ্ট তাতে লেগেছে তা প্রতিহত করে। (সহীহাঃ হা. ১৯৮)

হাদীসটি সহীহ।

ইবনু হিব্বান তাঁর সহীহর হা: ১৩৪০; ইবনুস সুনী আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলার হা: ৪৫৩; তাবারানী তাঁর আল-মু’জামুল কাবীরের (১/৭৪/৩); আল আওসাতের (১/২৭৯/১/৪৭১৩)-তে খলীফা ইবনু খইয়্যাতি এর সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটির সানাদ সহীহ এবং এর সকল রাবী সিকাহ।

৮৯২. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: الْمُبْتَارِيَانِ لَا يُجَابَانِ وَلَا يُؤْكَلُ

طَعَامُهُمَا. (الصحيح: ১২৭)

৮৯২. আবু হুরাইরা (রা.) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত। (অহঙ্কারবশত) পরস্পরে প্রতিযোগিতাকারীদের দাওয়াত কবুল করা হবে না এবং তাদের খাবারও খাওয়া হবে না। (সহীহাঃ হা. ৬২৬)

হাদীসটি সহীহ।

মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ আল-খাতীব আল-উমারী আত-তাবরিযী তাঁর মিশকাতুল মাসাবীহ এর হা: ৩২২৬-তে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। হাদীসটির একাধিক মুতাবাআত ও শাওয়াহেদ এর কারণে হাদীসটিকে আলবানী সহীহ বলেছেন।

৮৯৩. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: نَهَى أَنْ نَشْرَبَ مِنَ الْإِنَاءِ الْمَخْنُوثِ.

(الصحيح: ১২০৭)

৮৯৩. ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাস্মা পাত্র থেকে পান করতে নিষেধ করেছেন। (সহীহাঃ হা. ১২০৭)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি আবু ইয়্যাহা তাঁর মুসনাদের হা: ৬২৯-তে সালেহ ইবনু কাইমানের সূত্রে আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস থেকে মারফুআন উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটির সানাদ সহীহ আলা শর্তে শাইখাইন। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা.) থেকে সানাদটির শাহেদ বিদ্যমান যা ১১২৬ নং হাদীসে অতিবাহিত হয়েছে।

৪৯৬- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: نَهَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَشْرَبَ مِنْ

فِي السَّقَاءِ. قَالَ أَيُّوبُ: أُنْبِئْتُ أَنَّ رَجُلًا شَرِبَ مِنْ فِي السَّقَاءِ فَخَرَجَتْ
حَيَّاهُ. (الصحيح: ৩৯৯)

৮৯৪. আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মশকের মুখ হতে (মুখ লাগিয়ে) পান করতে নিষেধ করেছেন। আইয়ুব বলেন, আমাকে অবহিত করা হয়েছে যে, একজন ব্যক্তি মশকের মুখ হতে (মুখ লাগিয়ে) পান করতে গেলে সাপ বের হয়ে আসে।

(সহীহাহ হা. ৩৯৯)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদের (২/২৩০ ও ৪৮৭)-তে ইসমাঈল এর সানাদে আবু হুরাইরা থেকে মারফুআন রিওয়ায়াত করেছেন। হাদীসটি ইমাম বুখারীর শর্তে সহীহ। এই তরীকেই হাকিম তাঁর আল-মুসতাদরাকের (৪/১৪০)-তে রিওয়ায়াত করেছেন।

‘আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটি বুখারী তাঁর সহীহর (১০/৭৪)-তে আইয়ুব এর তরীকে ইকরিমা থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। এমনিভাবে ইবনু মাজাহ তাঁর সুনানের (২/৩৩৬)-তে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া ইবনু আব্বাস এর থেকে হাদীসটির শাহেদ পাওয়া যায় যা আবু দাউদ (২/১৩৪); দারেমী (২/৮৯, ১১৮, ১১৯)-তে উল্লেখ রয়েছে।

৪৯৫- عَنْ عَائِشَةَ: نَهَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَشْرَبَ مِنْ فِي

السَّقَاءِ لِأَنَّ ذَلِكَ يُنْتِنُهُ. (الصحيح: ৪০০)

৮৯৫. ‘আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মশকের মুখ হতে (মুখ লাগিয়ে) পান করতে নিষেধ করেছেন। কেননা এটা তাকে নষ্ট করে দিবে। (সহীহাহ হা. ৪০০)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদের (৪/১৪১); ইয়াহইয়া ইবনু আবু সুলাইমের সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: সানাদের সকলেই সিকাহ ও সানাদটি ভালো। সানাদটির একাধিক শাহেদ পাওয়া যায় যা জাবির এবং মুহাইয়্যাসা প্রমুখ সাহাবীদের থেকে বর্ণিত।

১৯৭- عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو (وَفِي رِوَايَةٍ: سَأَلْتُ أَبَا) سَعِيدَ الْخُدْرِيَّ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ. (الصحيح: ২৭৫১)

৮৯৬. আবুল আলিয়া থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু সাঈদ খুদরী (রা.)-কে কলসের নাবীয সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো, তিনি বললেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মশকের নাবীয থেকে নিষেধ করেছেন। (সহীহাঃ হা. ২৯৫১)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম নাসাঈ তাঁর আস-সুনানুল কুবরার (৪/১৮৯/৬৮৩৬); আহমাদ তাঁর আল-মুসনাদের (৩/৬৬); তাবারানী আল-মু'জামুল আওসাতের (১/১১২/২২৪৬)-তে একাধিক তুরূকে হিশাম ইবনু হাস্সান থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। শাইখ আলবানী (র) বলেন, এটি শাইখানের শর্তে সহীহ।

১৯৮- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ: نَهَى أَنْ يَشْرَبَ مِنْ كَسْرِ الْقَدَحِ. (الصحيح: ২৭৮৯)

৮৯৭. আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, পাত্রের ভাঙ্গা স্থান থেকে পান করতে নিষেধ করা হয়েছে। (সহীহাঃ হা. ২৬৮৯)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি তাবারানী তাঁর 'আল-মু'জামুল আওসাতের হা: ৬৯৭৬-তে মুসা ইবনু ইসমাইলের তরীকে আবু হুরাইরা থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। তাবারানী বলেন, হাদীসটি জাফর ইবনু বুরকান ও মা'মার থেকে শুধু ইবনুল মুবারকই রিওয়ায়াত করেছেন এবং মুসা ইবনু ইসমাইল হাদীসটির ক্ষেত্রে মুতাফাররিদ।

আমি (আলবানী) বলব: কখনও নয়, বরং আব্দুর রহমান ইবনু মাহদী তাঁর মুতাবাআত করেছেন। যা আবু নুআঈম তাঁর 'আল-হিলয়া'-তে উল্লেখ করেছেন এবং হাদীসটি সহীহ।

১৯৯- عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ: نَهَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ. (الصحيح: ১১২৬)

৮৯৮. আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মশক উল্টিয়ে ধরে মশকের মুখ থেকে পান করতে নিষেধ করেছেন। (সহীহাহ্ হা. ১১২৬)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি বুখারী তাঁর সহীহর (১০/৭৩); মুসলিম (৬/১১০); আবু দাউদ (২/১৩৪); তিরমিযী (১/৩৪৫); দারেমী (২/১১৯); শরহে মা'আনিল আসার (২/৩২৬০); ইবনু মাজাহ (২/৩৩৬); আবু দাউদ আত-তয়ালেসী হা: ২২৩০; মুসনাদে আহমাদ (৩/৬, ৬৭, ৬৯, ৯৩) এবং আবু উবাইদ গরীবুল হাদীসের (১/১১২); যুহরীর সূত্রে আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা.) থেকে মারফু'আন বর্ণনা করেছেন।

১৭৭- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شُبَيْلٍ: نَهَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ الضَّبِّ. (الصحيح: ২৩৭০)

৮৯৯. আব্দুর রহমান ইবনু শিবল থেকে বর্ণিত। নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গুইসাপ খেতে নিষেধ করেছেন। (সহীহাহ্ হা. ২৩৯০)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম আবু দাউদ তাঁর সুনানের (২/১৪৩); হাফিয ফাসাভী তাঁর তারীখের (২/৩১৮); তবারী তাঁর তাহযীবুল আছারের (১/১৯১/৩১১); বাইহাকী তাঁর সুনানের (৯/৩২৬); ইবনু আসাকির তাঁর তারীখে দিমাশকের (১/৪৮৬/৯); ইসমাঈল ইবনু আইয়্যাস এর সূত্রে আব্দুর রহমান ইবনু শিবল থেকে মারফু'আন উল্লেখ করেছেন। আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটি সাবিত।

৭৯- عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ: نَهَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ الْجُثْمَةِ، وَهِيَ الَّتِي تُصْبَرُ بِالنَّبْلِ. (الصحيح: ২৩৭১)

৯০০. আবুদদারদা (রা.) থেকে বর্ণিত। নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুজাসসামা (বেঁধে রেখে যে পাখি বা খরগোশকে তীর ইত্যাদি নিক্ষেপ করে হত্যা করা হয়) খেতে নিষেধ করেছেন। সেটা এমন প্রাণী যাকে বেঁধে রেখে তীর দ্বারা হত্যা করা হয়। (সহীহাহ্ হা. ২৩৯১)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম তিরমিযী তাঁর সুনানের হা: ১৪৭৩-তে আবু আইয়ূব আল-ইফ্রিকীর সূত্রে আবুদদারদা (রা.) থেকে মারফু'আন বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী হাদীসটিকে গরীব বলেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটির সকল রাবীই সিকাহ ও শাইখানের রাবী ইফ্রিকী ব্যতীত। হাদীসটি তার একাধিক শাওয়াহেদের কারণে সহীহ।

৯.১- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: نَهَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ فِي أُنْيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. (الصحيح: ৩৫৬৮)

৯০১. আবুদদারদা (রা.) থেকে বর্ণিত। নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বর্ণ ও রূপার পাত্রে আহার ও পানাহার করতে নিষেধ করেছেন। (সহীহাহু হা. ৩৫৬৮)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম নাসায়ী তাঁর আস-সুনানুল কুবরা (৪/১৪৯/১৬৬৩২); ইমাম বাইহাকী তাঁর আস-সুনানুল কুবরার (বাইরুত) (হা. ১/২৮)-তে ইবরাহীম ইবনু তহমান এর সূত্রে আনাস ইবনু মালিক (রা) থেকে মারফু'আন রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: ইসনাদটি শাইখাইনের শর্তে সহীহ। তাছাড়া হাদীসটির মুতাবাআত রয়েছে, যা ইমাম তাবারানী তাঁর 'আল মু'জামুল কাবীরের হা: (১১/৪৩৫) এ রিওয়ায়াত করেছেন।

৯.২- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: نَهَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الثَّوْمِ وَابْتِصَالِ الْكُرَاثِ. (الصحيح: ২৩৮৯)

৯০২. আবু সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত। নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রসুন, পেঁয়াজ এবং দুর্গন্ধযুক্ত রসুন সাদৃশ্য তরকারী থেকে নিষেধ করেছেন। (সহীহাহু হা. ২৩৮৯)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি ইমাম তয়ালসী তাঁর মুসনাদের হা: ২১৭১-তে হাম্মাদ ইবনু সালামার সূত্রে আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা.) থেকে মারফু'আন রিওয়ায়াত করেছেন।

শাইখ আলবানী (র.) বলেন: হাদীসটির সানাদ হাসান। বিশ্বর ইবনু হরব নামক রাবী সদূক তবে তাতে কিছু সমস্যা রয়েছে। জাবির (রা.) থেকে এটির একটি শাহেদ পাওয়া যায় যা ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহর (২/৮০)-তে উল্লেখ করেছেন।

৯০৩. عَنْ أَنَسٍ: نَهَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي لَفْظٍ: زَجَرَ عَنْ

الشَّرْبِ قَائِمًا. (الصحيح: ১৭৭)

৯০৩. আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন অপর শব্দে ধমকি দিয়েছেন দাঁড়িয়ে পান করা থেকে।

(সহীহাহ্ হা. ১৭৭)

হাদীসটি সহীহ।

মুসলিম (৬/১১০); আবু দাউদ হা: ৩৭১৭; তিরমিযী (৩/১১১); দারেমী (২/১২০-১২১); ইবনু মাজাহ (২/৩৩৮); তহাবী (২/৩৫৭); শরহ মুশকিলিল আসার (৩/১৮); ইবনু হিব্বান হা: ৫২, ৯৭, ৫২৯৯; তয়ালেসী (২/৩৩২); আব্দুর রাজ্জাক (১০/৪২৭/১৯৫৯০); আহমাদ (৩/১১৮, ১৩১/১৪৭, ১৯৯, ২১৪, ২৫০, ২৭৭, ২৯১); আবু ইয়াল্লা (২/১৫৬, ২/১৫৮, ২/১৫৯) এবং দিয়া মুখতারাহ এর (২/২০৫)-এ কাতাদার সূত্রে আনাস থেকে মারফুআন রিওয়ায়াত করেছেন।

৯০৪. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: نَهَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ

الشَّرْبِ مِنْ ثَلَاثَةِ الْقَدَحِ، وَأَنْ يُنْفَخَ فِي الشَّرَابِ. (الصحيح: ২৮৮)

৯০৪. আবু সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত। নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাত্রে ভাঙ্গা স্থান থেকে পান করতে এবং পানিতে ফুঁ দেয়া থেকে নিষেধ করেছেন। (সহীহাহ্ হা. ৩৮৮)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি আবু দাউদ তাঁর সুনানে হা: ৩৭২২; ইবনু হিব্বান তার সহীহর (৩/৮০)। এমনিভাবে তাঁর ছেলে আব্দুল্লাহ কুবরাতুবনু আব্দুর রহমানের তরীকে মারফুআন রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটি হাসান এবং এর সকল বর্ণনাকারী মুসলিমের রাবী। তবে কুররা সানাদে না থাকলে সানাদটি আরো উপরে উঠে যেত।

৯০৫. عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ

مَطْعَمَيْنِ: عَنِ الْجُلُوسِ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ وَأَنْ يَأْكُلَ

الرَّجُلُ وَهُوَ مُنْبَطِحٌ عَلَى بَطْنِهِ. (الصحيح: ২৩৭৬)

৯০৫. ইবনু উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'প্রকার খাবার ঘর থেকে নিষেধ করেছেন— এমন দস্তুরখানে বসতে নিষেধ করেছেন যে দস্তুরখানে মদ পান করা হয় এবং পেটের উপর উপুড় করে খানা খাওয়া থেকে। (সহীহাহ্ হা. ২৩৯৪)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম আবু দাউদ তাঁর সুনানের হা: ৩৭৭৪; হাকিম তাঁর আল-মুসতাদরাকের (৪/১২৯); ইবনু মাজাহ তাঁর সুনানে হা: ৩৩৭০; দ্বিতীয় অংশটি জাফর ইবনু বুরকান এর সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। হাকিম হাদীসটিকে মুসলিমের শর্তে সহীহ বলেছেন, এবং এক্ষেত্রে যাহাবী তাঁর সঙ্গ দিয়েছেন। হাদীসটি সম্পর্কে আবু দাউদ কালাম করেছেন। কিন্তু হাদীসটি সাবিত এবং এর প্রথম অংশটির একাধিক শাহেদ রয়েছে।

৯.৬- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: نَهَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّنْفِخِ فِي الشَّرَابِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَا أُرَوِّئِي مِنْ نَفْسِي وَاحِدَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَأَبِنِ الْقَدَحَ عَنْ فَيْكِ، ثُمَّ تَنَفَّسْ قَالَ: فَإِنِّي أَرَى الْقَذَاةَ فِيهِ، قَالَ: فَأَهْرِقْهَا.

(الصحيح: ৩৮৫)

৯০৬. আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানিতে ফুঁ দেয়া থেকে নিষেধ করলেন। অতঃপর একজন ব্যক্তি তাঁকে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! এক নিঃশ্বাসে পান করলে আমি পরিতৃপ্ত হই না। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তোমার মুখ থেকে পানপাত্রটি সরিয়ে নিয়ে বাইরে নিঃশ্বাস ফেল। এরপর লোকটি বলল, আর পানিতে ধূলিকণা দেখলে (কি করব)? তিনি বললেন, ঢেলে তা দূর কর। (সহীহাহ্ হা. ৩৮৫)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম মালিক তার মুয়াত্তায় (২/৯২৫/১২)-তে উল্লেখ করেছেন এবং তাঁর থেকে তিরমিযী তাঁর সুনানে (১/৩৪৫)-তে; ইবনু হিব্বান তাঁর সহীহর হা: ১৩৬৭; হাকিম তাঁর আল-মুসতাদরাকে (৪/১৩৯); আহমাদ তাঁর মুসনাদে (৩/৩২)

এবং সকলেই মালেকের সানাদে সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রা.) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। ইমাম হাকিম সানাদটিকে সহীহুল ইসনাদ বলেছেন আর যাহাবী এক্ষেত্রে তাঁর সমর্থন দিয়েছেন।

৯.৭- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، وَأُذِنَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ.

(الصحيح: ৩৫৭)

৯০৭. জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বারের (যুদ্ধের) দিন গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন এবং ঘোড়ার মাংসের ব্যাপারে অনুমতি দিয়েছেন। (সহীহাহু হা. ৩৫৯)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটির রাবী হলেন জাবির (রা.)। বুখারী হাদীসটি তাঁর সহীহর (৪/১৬); মুসলিম তাঁর সহীহর (৬/৬৬); আবু দাউদ তাঁর সুনানের হা: (৩৭৮৮); নাসায়ী তাঁর সুনানের (২/১৯৯); তিরমিযী তাঁর সুনানের (১/৩৩১); দারেমী তাঁর সুনানের (২/৮৭); তহাবী তাঁর শরহু মুশকিলিল আসারের (২/৩১৮); বাইহাকী তাঁর সুনানের (৯/৩২৫) এবং আহমাদ তাঁর মুসনাদের (৩/৩৬১ ও ৩৮৫)-তে একাধিক তরুকে হাম্মাদ ইবনু যায়েদ থেকে উল্লেখ করেছেন।

৯.৮- عَنْ جَابِرِ بْنِ طَارِقٍ، وَيُقَالُ: ابْنُ أَبِي طَارِقٍ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهِ، وَعِنْدَهُ هَذِهِ الدُّبَاءُ، فَقُلْتُ: أَيُّ شَيْءٍ هَذَا قَالَ: هَذَا الْقَرْعُ هُوَ الدُّبَاءُ نُكْثِرُ بِهِ طَعَامَنَا.

(الصحيح: ২৫০)

৯০৮. জাবির ইবনু তারেক যাকে ইবনু আবী তারেকও বলা হয় তার থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদা) আমি নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ঘরে আসলাম তখন তার সম্মুখে কদু ছিল। আমি তাকে বললাম, এটা কি (তরকারী)? (উত্তরে) তিনি বললেন, এটা হলো কদু। এর মাধ্যমে আমরা আমাদের খাবার বৃদ্ধি করি। (সহীহাহু হা. ২৪০০)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম তিরমিযী তাঁর “আশ্-শামায়েলের” ১০৪ পৃষ্ঠায়; ইবনু মাজাহ তাঁর সুনানের (৩/৩১১)-তে; ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদের (৪/৩৫২); তাবারানী তাঁর কাবীরের হা: (২০৮ ও ২০৮৫) এবং আবুশ্ শায়েখ তাঁর أَخْلَاقُ النَّبِيِّ কিতাবের ২১৪ পৃষ্ঠায় ইসমাঈলের সূত্রে উল্লেখ করেছেন। আর শাইখ আলবানী সূত্রটিকে সহীহ বলেছেন।

৯০৭- عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُسَنِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! حَدِّثْنِي مَا يَجِلُّ لِي مِمَّا يَحْرُمُ عَلَيَّ، فَقَالَ: لَا تَأْكُلِ الْحِمَارَ الْأَهْلِيَّ وَلَا كُلِّ ذِي نَابٍ مِّنَ السَّبَاعِ.

(الصحيح: ৬৭৫)

৯০৯. আবু সা'লাবা আল-খুশানী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমাকে অবহিত করুন যে, হারাম জিনিস আমার জন্য কখন হালাল হবে? অতঃপর (উত্তরে) তিনি বললেন, গৃহপালিত গাধা-এর গোশত খাবে না এবং তীক্ষ্ণ দাঁতধারী যে কোন হিংস্র জন্তুও খাবে না। (সহীহাহ্ হা. ৪৭৫)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম তহাভী তাঁর শরহ্ মা'আনিল আসারে (২/৩২০)-তে আলী ইবনু মা'বাদ থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। তাছাড়া তিনি তাঁর শরহ্ মুশকিলিল আসারের (৪/৩৭৫)-তেও হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটির সানাদ সহীহ এবং এর সকল বর্ণনাকারী সিকাহ ও তাহযীবুত্ তাহযীবের রাবী। হাদীসটি সহীহাইন এবং সুনানের অন্যান্য গ্রন্থে বিভিন্ন তুরূকে عَنْ أَكْبَلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِّنَ السَّبَاعِ শব্দে উল্লেখ হয়েছে।

৯১০- عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ بِهَا أَشْرَبَةً، فَمَا أَشْرَبُ، وَمَا أَدْعُ؟ قَالَ: وَمَا هِيَ قُلْتُ: الْبِتْعُ وَالْبِزْرُ، قَالَ: مَا الْبِتْعُ وَالْبِزْرُ قَالَ: أَمَّا الْبِتْعُ، فَنَبِيذُ الْعَسَلِ وَأَمَّا الْبِزْرُ، فَنَبِيذُ الدَّرَّةِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَشْرَبْ مُسْكِرًا، فَإِنِّي حَرَّمْتُ كُلَّ مُسْكِرٍ.

(الصحيح: ২৬২৬)

৯১০. আবু মুসা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে (যখন) ইয়ামানে প্রেরণ করলেন, তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! সেখানে অনেক প্রকার পানীয় পাওয়া যায়। আমি কোনটা খাব এবং কোনটা বর্জন করব। তিনি বলেন, সে পানীয়গুলো কি কি? আমি বললাম, 'বিত্‌উ' এবং 'মিয়রু'। তিনি বললেন, 'বিত্‌উ' ও 'মিয়রু' কি জিনিস?

বর্ণনাকারী বলেন, 'বিত্‌উ' হলো, মধুর নাবীয, আর 'মিয়রু' হলো জোয়ারের নাবীয। অতঃপর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, নেশা সৃষ্টিকারী জিনিস খাবে না, কেননা প্রত্যেক নেশা সৃষ্টিকারী জিনিসকে আমি হারাম করেছি। (সহীহাহ্ হা. ২৪২৪)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম নাসায়ী তাঁর সুনানে (২/৩২৬); আহমাদ তাঁর আল-মুসনাদের (৪/৪০২) আল-আজলা এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: সানাদটি ভালো। এর মুতাবাত বিদ্যমান যা ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহর (৬/৯৯-১০০); নাসায়ী এবং আহমাদ তাঁর মুসনাদের (৪/৪০৭, ৪১০, ৪১৫, ৪১৬ ও ৪১৭)-তে উল্লেখ করেছেন। প্রথম অংশটির শাহেদ পাওয়া যায় আবু বুরদাহর হাদীস থেকে।

৯১১- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ وَفَدَ عَبْدَ الْقَيْسِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! فِيمَا نَشْرَبُ قَالَ: لَا تَشْرَبُوا فِي الدُّبَاءِ وَلَا فِي الْمُرْقَةِ وَلَا فِي النَّقِيرِ وَانْتَبِذُوا فِي الْأَسْقِيَةِ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَإِنْ اشْتَدَّ فِي الْأَسْقِيَةِ قَالَ: فَصُبُّوا عَلَيْهِ الْبَاءَ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! ... فَقَالَ لَهُمْ فِي الثَّلَاثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ: أَهْرِيقُوهُ. ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى أَوْ حَرَّمَ: الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْكُوبَةَ. قَالَ: وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ قَالَ سَفِيَّانُ: فَسَأَلْتُ عَلَى بْنَ بَذِيمَةَ عَنِ الْكُوبَةِ قَالَ: الطَّبْلُ.

৯১১. ইবনু আক্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। আব্দুল কাইস গোত্রের প্রতিনিধি দল বলল, ইয়া রাসূলান্নাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! কোন প্রকার পানীয় খেত পারব? তিনি বললেন, তোমরা কদুর খালস, আলকাতরা লাগানো পাত্র এবং খেজুর বৃক্ষের মূলের পাত্রে পানীয় পান কর না এবং তোমরা চামড়ার মশকে নাবীয প্রস্তুত কর। তারা বলল, ইয়া রাসূলান্নাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! চামড়ার মশকে যদি ঘন হয়ে যায়? তিনি বললেন, তাতে পানি ঢেলে দিবে। তারা বলল, ইয়া রাসূলান্নাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! (চামড়ার মশকে যদি ঘন হয়ে যায় এবং ফেনাযুক্ত অবস্থায় পৌঁছে তখন?) অতঃপর তিনি তৃতীয়বার কিংবা চতুর্থবার বললেন, তা ফেলে দাও এবং বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার উপর হারাম করেছেন কিংবা হারাম করেছেন— মদ, জুয়া এবং কূবাকে (দাবা খেলা, অথবা তবলা ও সারেক্সী ইত্যাদি বাজানোকে)। সুফিয়ান বলেন, আলী ইবনু বাযীমাহকে আমি কূবা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম? তিনি বললেন, (এটা হলো) তবলা। (সহীহাহ্ হা. ২৪২৫)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম আবু দাউদ তাঁর সুনানে (২/১৩১) এবং আহমাদ তাঁর আল-মুসনাদে (১/২৭৪); আবু আহমাদের সূত্রে ইবনু আক্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটি সহীহ এবং এর সকল রাবী সিকাহ ও শাইখানের রাবী। বুখারী (১০/৪৬৩); মুসলিম (১/৩৫)-তে হাদীসটির মুতাবাআত উল্লেখ রয়েছে।

৯১২. عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا عُقْرُ

فِي الْإِسْلَامِ. (الصحيح: ২৬৩৬)

৯১২. আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইসলামে তরবারি দ্বারা উটের দাঁড়ানোবস্থায় পা-সমূহ কাটার কোন প্রথা নেই। (সহীহাহ্ হা. ২৪৩৬)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি আবু দাউদ তাঁর সুনানে (২/৭১); আহমাদ তাঁর আল-মুসনাদে (৩/১৯৭); রামাহুর-মুযী তাঁর আল-মুহাদ্দীসুল ফাসিল এর ৪৬ পৃষ্ঠায় আব্দুর রাজ্জাকের তরীকে আনাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। আর শাইখ আলবানী (র) হাদীসটিকে শাইখানের শর্তে সহীহ বলেছেন।

৯১৩- عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : قَالَتْ امْرَأَةٌ عِنْدَ عَائِشَةَ : لَوْ وَلَدَتْ امْرَأَةً فَلَانَ نَحَرْنَا عَنْهُ جُزْؤًا ، قَالَتْ عَائِشَةُ : لَا ، وَلَكِنَّ السُّنَّةَ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ وَاحِدَةٌ . (الصحيح: ২৭২০)

৯১৩. আ'তা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন মহিলা আয়িশা (রা.)-এর সম্মুখে বললেন যে, অমুকের স্ত্রীর সন্তান হলে আমরা তার পক্ষ থেকে একটি উট যবেহ করব। আয়িশা (রা.) বললেন, “না”। বরং সুন্নাত হলো ছেলের পক্ষ থেকে দুটি বকরী এবং মেয়ের পক্ষ থেকে একটি বকরী যবেহ করা। (সহীহাহ্ হা. ২৭২০)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইবনু রাহভুয়াহ তাঁর মুসনাদে (৪/১০৯/২) আব্দুল্লাহ ইবনু ইদ্রীস থেকে রিওয়াযাত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটি সহীহ সানাদে উল্লিখিত আ'তা আ'তা ইবনু আবী রাবাহ হয় অন্যথায় নয় এবং হাদীসটির একাধিক তরুণ ও শাওয়াহেদ বিদ্যমান। তার একটি তরীক বাইহাকী তাঁর সুনানের (৯/৩০১)-এ এবং ইবনু আবী মুলাইকা তার তারীখে উল্লেখ করেছেন। ইরওয়াউল গালীল (৪/৩৯০) এবং মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক (৪/৩২৮/৭৯৫৬) এও হাদীসটি উল্লেখ রয়েছে।

৯১৪- عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَاقٌ وَلَا مَذْمُونٌ خَيْرٌ وَلَا مُكْذِبٌ يَقْدِرُ . (الصحيح: ৬৭৫)

৯১৪. আব্দুদদারদা (রা.) নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, মাতা-পিতার সঙ্গে দুর্ব্যবহারকারী, সর্বদা মদ্যপায়ী এবং তাকদীরে অবিশ্বাসী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

(সহীহাহ্ হা. ৬৭৫)

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদে (২/২০৩, ৬/৪৪১); ইবনু আবী শাইবা তাঁর আল-মুসান্নাফে (৮/৮, ৩৫৬); ইমাম হাইসামী তাঁর মাজমাউয যাওয়ায়েদে (৬/২৫৭); ইমাম সুয়ূতী তাঁর আদ-দুররুল মানসুরে (২/৩২৩), (৪/১৭৬); আল্লামা আলী মুত্তাকী আল-হিন্দী তাঁর কানযুল উম্মালে হা: (৪৩ ৭৭৬); খাতীবে বাগদাদী তাঁর তারীখে বাগদাদের (৯/৪৫২) এবং ইবনুল জাওযী তাঁর আল-মাউযুআতে (৩/১১০)-তে উল্লেখ করেছেন।

৯১৫- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَاقٍ وَلَا مَنَّانٌ وَلَا مُدْمِنٌ خَيْرٍ وَلَا وَلَدٌ زَنِيَةٌ.

(الصحيح: ১৭৩)

৯১৫. আব্দুল্লাহ ইবনু আমর নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, পিতামাতার সঙ্গে দুর্ব্যবহারকারী, উপকার করে খোঁটাদানকারী এবং নিত্য মদ্যপায়ী জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (সহীহাহ্ হা. ৬৭৩)

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম সূযুতী তার আদুররুল মানসুরে (২/৩২৫); আলী মুত্তাকী তাঁর কানযুল উম্মালে (৪৩৯৯৬) ও ৪৪০৩৬); খাতীবে বাগদাদী তাঁর তারীখে বাগদাদে (১২/২৩৯); ইমাম তাবারানী তাঁর আল-মুজামের হা: ২০১২৯-এ এবং ইমাম ইবনুল জাওযী তাঁর আল-মাউযুআতে (২/১১০) হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। হাদীসটি তাঁর একাধিক শাওয়াহিদ এবং মুতাবাআত এর কারণে সহীহ।

৯১৬- عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مُدْمِنٌ خَيْرٍ وَلَا مُؤْمِنٌ بِسِحْرِ وَلَا قَاطِعٌ رَحِمٍ.

(الصحيح: ১৭৪)

৯১৬. আবু মূসা আলআশ'আরী (রা.) থেকে বর্ণিত। নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিত্য মদ্যপায়ী, আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক বিচ্ছিন্নকারী এবং জাদু-টোনার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (সহীহাহ্ হা. ৬৭৮)

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম ইবনু মাজাহ তাঁর সুনানের হা: ৩৩৭৬; মুনিয়রী তাঁর আত-তারগীব ওয়াত-তারহীবে (৩/২৫৪, ২৫৫, ৪৩৭); আলী আল-হিন্দী তাঁর কানযুল উম্মালে হা: ১৩১৯৯; ইবনু হাজার তাঁর ফাতহুল বারী (১০/৪১৫); আবু নু'আঈম তাঁর আল-হিলয়্যার ৯/২৫৪ (৩/৩০৯) এবং খাতীবে বাগদাদী তাঁর তারীখের (১১/১৭) হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

৯১৭- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

لَا يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائِمًا.

(الصحيح: ১৭৫)

৯১৭. আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন দাঁড়িয়ে পান না করে। (সহীহাহ্ হা. ১৭৫)

হাদীসটি সহীহ।

মুসলিম (৬/১১০-১১১) উমার ইবনু হামযা এর সূত্রে আবু হুরাইরা (রা.) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটি এই শব্দে দুর্বল। তবে ভিন্ন শব্দে সহীহ আর এ কারণেই আমি হাদীসটি এখানে সংকলন করেছি। সহীহ হাদীসটি আবু যিয়াদ আত-তওহান রিওয়ায়াত করেছেন। যা নিম্নরূপ:

قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَشْرَبُ قَائِمًا فَقَالَ لَهُ: رَقُ، قَالَ: لِمَ؟ قَالَ: أَيْسُرُكَ أَنْ يَشْرَبَ مَعَكَ الْهَرُّ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَإِنَّهُ قَدْ شَرِبَ مَعَكَ مَنْ هُوَ شَرُّ مِنْهُ! الشَّيْطَانُ!!

আহমাদ তাঁর মুসনাদে হা: ৭৯৯০; দারেমী (২/১২১); তহাবী (৩/১৯); বাযযার হা: ২৮৯৬-এ সহীহ সানাদে ষ'বার সূত্রে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

৭১৮- عَنْ عُبَيْرِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: كُنْتُ غُلَامًا فِي حِجْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا غُلَامُ إِذَا أَكَلْتَ فَقُلْ: بِسْمِ اللَّهِ وَ كُلْ بِسْمِئِنَّكَ وَ كُلْ مِمَّا يَلِيكَ. (الصحيح: ৩৫৫)

৯১৮. উমার ইবনু আবু সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদিন) রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোলে আমি ছোট বালক ছিলাম। আমার হাত (খাবারের) পাত্রে এদিক-সেদিক ঘুরছিল। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, হে বালক! যখন (খাবার) খাবে তখন 'বিসমিল্লাহ' বলবে, ডান হাতে খাবে এবং তোমার সম্মুখ হতে খাবে। (সহীহাহ্ হা. ৩৪৪)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি তাবারানী তাঁর আল-মু'জামুল কাবীরের (৩/২/২)-তে উবাইদ ইবনু গান্নাম এর সানাদে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটি শাইখাইনের শর্তে সহীহ। শাইখাইন একাধিক তরুকে ওহাব থেকে এই সানাদে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। মুসান্নাফে ইবনু আবী শাইবা (৮/২৯২); ইরওয়াউল গলীল হা: ১৯৬৮।

:- পঞ্চম অধ্যায় :-

الْإِيمَانُ وَالتَّوْحِيدُ وَالِدِّينُ وَالْقَدَرُ

ঈমান, তাওহীদ, দ্বীন এবং কদর প্রসঙ্গ

৯১৭- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ وَفَدُ عَبْدُ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّا هَذَا الْحَيَّ مِنْ رَبِيعَةَ، وَقَدْ حَالَتْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارٌ مُضِرٌّ، فَلَا نَخْلُصُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي شَهْرِ الْحَرَامِ، فَمَرْنَا بِأَمْرِ نَعْمَلُ بِهِ، وَنَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ وَرَاءِنَا قَالَ: أَمَرَكُمْ بِأَرْبَعٍ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ: الْإِيمَانُ بِاللَّهِ، ثُمَّ فَسَّرَهَا لَهُمْ، فَقَالَ: شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَعَقْدُ وَاحِدَةٍ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَأَنْ تُوَدُّوا خُصْسَ مَا غَنِمْتُمْ، وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالتَّقْيِيرِ، وَالْمُقَيَّرِ. (الصحيح: ৩৭৫৭)

৯১৯. ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আব্দুল কায়েস গোত্রের এক প্রতিনিধি দল যখন নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে পৌঁছল। তখন তারা বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমরা রাবী'আ গোত্রের লোক। আমাদের এবং আপনার মধ্যবর্তীস্থলে কাফের মুযার গোত্র অন্তরায়স্বরূপ রয়েছে। তাই মাহে হারাম ব্যতীত অন্য মাসে আমরা আপনার নিকট আসতে পারব না। সুতরাং আপনি আমাদেরকে এমন বিষয়ে নির্দেশ দিন যার উপর আমরা আমল করব এবং অপর লোকদেরকে এর প্রতি আহ্বান করব। অতঃপর তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে চারটি জিনিসের নির্দেশ করছি এবং চারটি জিনিস থেকে নিষেধ করছি: (প্রথমে) আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার আদেশ করলেন। এরপর তার ব্যাখ্যা করে বললেন, (আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা

হলো) এ কথার সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল, সলাত কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, এবং রমযানের রোযা, রাখা। এতদ্ব্যতীত গনীমতের (জেহাদলব্ধ মালের) “খুমুস” এক-পঞ্চমাংশ (ইমামের নিকট জমা) দেওয়া। অতঃপর তিনি তাদেরকে চারটি শরাব পাত্রের ব্যবহার নিষেধ করলেন: মাটির সবুজ পাত্রবিশেষ, কদুর খোলস, কাঠের পাত্রবিশেষ এবং তৈলাক্ত পাত্রবিশেষ। (সহীহাহ্ হা. ৩৯৫৭)

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম বুখারী তার সহীহার ১ম খণ্ড ১৩৯ পৃষ্ঠায়; ২য় খণ্ডের ১৩১ পৃষ্ঠা; মুসলিম সহীহ-এর ঈমান অধ্যায়ে ২৩-২৬ আবু দাউদ সুনানের হা. ৩৬৯২ নাসায়ী সুনানে ৮ম খণ্ডের ১২০ পৃষ্ঠায়; ইমাম আহমাদ মুসনাদে ৩য় খণ্ডের ২৩ পৃষ্ঠায়; বাইহাকী সুনানে কুবরাতে ৬ষ্ঠ খণ্ডের ২৯৩ পৃষ্ঠায়; ইবনু খুযাইমা সহীতে ৩০৭ হা: ২২৪৫; ইবনু কাসীর তার তাফসীর গ্রন্থ ৪র্থ খণ্ডের ৮ পৃষ্ঠায় এবং তাবারানী মু'জামে কাবীরে ১২শ খণ্ডের ২২৩ পৃষ্ঠায় রিওয়ায়াত করেছেন।

৯২. عَنْ أَبِي شَرِيحٍ الْخَزَاعِيِّ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَبْشِرُوا أَبْشِرُوا أَلَيْسَ تَشْهَدُونَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: فَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ سَبَبٌ طَرَفُهُ بِيَدِ اللَّهِ وَطَرَفُهُ بِأَيْدِيكُمْ، فَمَسْكُوبٌ بِهِ، فَإِنَّكُمْ لَنْ تَضِلُّوا وَلَنْ تَهْلِكُوا بَعْدَهُ أَبَدًا. (الصحيح: ৮৭১৩)

৯২০. আবু শুরাইহ আল-খুযাঈ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট এসে বললেন, সুসংবাদ দাও, সুসংবাদ দাও। তোমরা কি এ কথার সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল? তারা বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, এ কোরআন হ'লো রশিশ্বরূপ যার এক পার্শ্ব আল্লাহর হাতে এবং অপরপার্শ্ব তোমাদের হাতে। সুতরাং তোমরা একে আঁকড়ে ধর। কেননা এরপরে তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না এবং ধ্বংস হবে না।

(সহীহাহ্ হা. ৭১৩)

হাদীসটি সহীহ।

হাফিয ইবনু হাজার হাদীসটি তাঁর আলমাতালিবুল আলিয়া (আত্-তুরাসিল ইসলামী) এর হা: ৩৫০৮ এ উল্লেখ করেছেন। হাদীসটি একাধিক মুতাবাআত ও শাওয়াহেদের কারণে সহীহ।

৯২১- عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ مَعِيَ نَفَرٌ مِّنْ قَوْمِي، فَقَالَ: أَبَشِّرُوا وَبَشِّرُوا مَنْ وَرَاءَكُمْ أَنَّهُ مَن شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ صَادِقًا دَخَلَ الْجَنَّةَ. فَخَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُبَشِّرُ النَّاسَ، فَاسْتَقْبَلَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَرَجَعَ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ (رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ رَدَّكُمْ؟ قَالُوا: عُمَرُ، قَالَ: لِمَ رَدَدْتَهُمْ يَا عُمَرُ؟) فَقَالَ عُمَرُ: إِذَا يَتَكَلَّمُ النَّاسُ، قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (الصحيح: ৭১২)

৯২১. আবু বাকর ইবনু আবু মুসা তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন আমি একদা আমার গোত্রের একদল লোককে সঙ্গে নিয়ে নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসলাম। তিনি বললেন, অনুপস্থিতদেরকে তোমরা সুসংবাদ দাও, সুসংবাদ দাও যে, যে ব্যক্তি অন্তর থেকে একথার সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। অতঃপর আমরা নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছ থেকে বের হয়ে লোকদেরকে সুসংবাদ দিলাম। উমার (রা.) আমাদের নিকট এসে আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট নিয়ে গেলেন। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কে তোমাদেরকে বারণ করল? তারা বলল, উমার। তিনি বললেন, উমার! তাদেরকে বারণ করেছ কেন? অতঃপর উমার (রা.) বললেন, লোকেরা তখন এর উপর নির্ভর করে বসবে। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিশ্চুপ হয়ে গেলেন। (সহীহাহ্ হা. ৭১২)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল তাঁর মুসনাদের ৪র্থ খণ্ডের ৪১১ পৃষ্ঠায়; হাফিয হাইসামী তাঁর মাজমাউয যাওয়াইদের ১০ম খণ্ডের ৮৩ পৃষ্ঠায়; ১ম খণ্ডের ১৬ পৃষ্ঠায় এবং তাঁর রচিত মাওয়ারিদে যমআনে হা: ১৭৯২; আলী আল-মুত্তাকী আলহিন্দী কানযুল উম্মালে হা: ১৩১ এবং ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল তাঁর মুসনাদের ৪র্থ খণ্ডের ৪০১ পৃষ্ঠায় রিওয়ায়াত করেছেন। এটি অন্য শব্দেও বর্ণিত আছে।

৭২২- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَبْغُضُ النَّاسَ إِلَى اللَّهِ ثَلَاثَةً: مُلْجِدٌ فِي الْحَرَمِ وَ مُبْتَغٍ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَ مُطْلَبٌ دَمِ امْرِئٍ يَغْدِرُ حَقَّ لِيَهْرَيْقَ دَمَهُ. (الصحيحه: ৭৭৮)

৯২২. ইবনু আব্বাস (রা.) নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, আল্লাহর নিকট সর্বাধিক ঘৃণিত তিন ব্যক্তি: হারামের পবিত্রতা নষ্টকারী, ইসলামে জাহিলিয়াতের রীতি অব্বেষণকারী এবং অন্যায়ভাবে রক্তপাতের উদ্দেশ্যে কারো রক্ত অব্বেষণকারী। (সহীহাহ্ হা. ৭৭৮)

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম বুখারী তাঁর সহীহার ৯/৭ পৃষ্ঠায়। তাবারানী মু'জামে কাবীরে হা: ৩৭৪৮০; হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী আত্-তালখীসুল হাবীরের ৪র্থ খণ্ডের ২২ পৃষ্ঠায় এবং সহীহ বুখারীর ব্যাখ্যা গ্রন্থ 'ফাতহুল বারীর' ১২শ খণ্ডের ২১০ পৃষ্ঠায়। আলী আল-মুত্তাকী আল-হিন্দী কানযুল উম্মালে হা: ৪৩৮৩৩ এবং বাইহাকী তার আসসুনানুল কুবরার ৮ম খণ্ডের ২৭ পৃষ্ঠায় রিওয়ায়াত করেছেন।

৭২৩- عَنْ قَتِيلَةَ بِنْتِ صَيْفَى الْجَهَنِّيَّةِ قَالَتْ: أَتَى جَبْرٌ مِّنَ الْأَحْبَارِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! نَعَمَ الْقَوْمُ أَنْتُمْ لَوْلَا أَنْكُمْ تَشْرِكُونَ! قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ! وَمَا ذَاكَ. قَالَ: تَقُولُونَ إِذَا حَلَقْتُمْ: وَ الْكُعْبَةِ, قَالَتْ: فَأَمْهَلْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا ثُمَّ قَالَ: إِنَّهُ قَدْ قَالَ, فَمَنْ حَلَفَ فَلْيَحْلِفْ بِرَبِّ الْكُعْبَةِ, قَالَ: يَا مُحَمَّدُ! نَعَمَ الْقَوْمُ أَنْتُمْ لَوْلَا أَنْكُمْ تَجْعَلُونَ لِلَّهِ نِدًّا! قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ! وَمَا ذَاكَ قَالَ: تَقُولُونَ مَا شَاءَ اللَّهُ وَ شِئْتُمْ. قَالَتْ: فَأَمْهَلْ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا ثُمَّ قَالَ: إِنَّهُ قَدْ قَالَ، فَمَنْ قَالَ: مَا شَاءَ اللَّهُ فَلْيَقُلْ مَعَهَا: ثُمَّ شِئْتُ. (الصحيحه: ۱۱۶۶)

৯২৩. কুতাইলা বিনতি সাইফী আল জাহনিয়াহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক পণ্ডিত রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে বলল, ইয়া মুহাম্মাদ! তোমরা কতইনা উত্তম সম্প্রদায় তবে যদি তোমরা শিরক না করতে। তিনি বললেন, সুবহানাল্লাহ! (আশ্চর্য!) সেটা কি? সে বলল, তোমরা শপথের সময় বল, “কা’বার শপথ” কুতাইলা বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছুক্ষণ নিরব রইলেন। অতঃপর বললেন, “সে যা বলেছে সত্যই বলেছে, সুতরাং কেউ শপথ করলে যেন কা’বার প্রভুর শপথ করে। সে বলল, হে মুহাম্মাদ! তোমরা কতইনা উত্তম সম্প্রদায়, যদি তোমরা আল্লাহর অংশীদার স্থির না করতে। নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সুবহানাল্লাহ! সেটা কি? সে বলল, তোমরা বল, যে আল্লাহ ইচ্ছে করেছেন এবং আমি ইচ্ছা করেছি। কুতাইলা বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছুক্ষণ নিরব রইলেন অতঃপর বললেন, সে সত্যই বলেছে। সুতরাং তোমাদের কেউ “আল্লাহ ইচ্ছা করেছেন” বললে তার সঙ্গে যেন একথাও বলে যে, “অতঃপর আমি ইচ্ছা করলাম”। (সহীহাহ হা. ১১৬৬)

হাদীসটি সহীহুল ইসনাদ।

হাদীসটি ইমাম তহাবী শরহ মুশকিলিল আসারের (১/৯১); আহমাদ তাঁর মুসনাদে (৬/৩৭১, ৩৭২); ইবনু সা’দ তাঁর আত্-তবাকাতে (৮/৩০৯) এবং হাকিম আল-মুসতাদরাকে (৪/২৯৭) আল-মাসউদীর সূত্রে রিওয়ায়ত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: সনাদটির সকল রাবী সিকাহ আল-মাসউদী ব্যতীত। হাকিম সনাদটিকে সহীহুল ইসনাদ বলেছেন।

৯২৪- عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اجْتَنِبُوا

الْكِبَائِرَ وَسَدِّدُوا وَأَبْشِرُوا. (الصحيحه: ৮৮৫)

৯২৪. জাবির (রা.) রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, তোমরা কবীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাক, (লোকদেরকে) পথ দেখাও এবং সুসংবাদ দাও। (সহীহাহ হা. ৮৮৫)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বল তাঁর মুসনাদের ৩য় খণ্ডের ৩৯৪ পৃষ্ঠায়। হাফিয ইবনু কাসীর তার তাফসীর গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ২৪৮ পৃষ্ঠায়। তবারী তার তাফসীর গ্রন্থের ৫ম খণ্ডের ৪৯ পৃষ্ঠায়। হাইসামী মাজমাউয্ যাওয়াইদের ১ম খণ্ডের ১০২ পৃষ্ঠায় ভিন্ন শব্দে তাবারানী মু'জামে কাবীরের ৬ষ্ঠ খণ্ডের ১২৪ পৃষ্ঠায় এবং অন্যান্য বর্ণনা করেছেন।

৯২৫- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَأَجَعَهُ فِي بَعْضِ الْكَلَامِ، فَقَالَ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتُ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَجَعَلْتَنِي مَعَ اللَّهِ عَدْلًا (وَفِي لَفْظٍ: نِدَاءً!)، لَا، بَلْ مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَهُ. (الصحيح: ১৩৭)

৯২৫. ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে কোন এক বিষয়ে পালাক্রমে কথা বলল, অতঃপর এক পর্যায়ে সে বলল, আল্লাহ যা চেয়েছেন এবং আমি চেয়েছি। অতঃপর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কি আল্লাহর সঙ্গে আমাকে অংশীদার সাব্যস্ত করছ? না বরং একমাত্র আল্লাহই ইচ্ছা করেছেন। (সহীহাহ হা. ১৩৯)

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম বুখারী তাঁর 'আল-আদাবুল মুফরাদে' হা: ৭৮৩; ইবনু মাজাহ হা: ২১১৭; তহাবী তার 'মুশকিলুল আসারের' (১/৯০); বাইহাকী (৩/২১৭); আহমাদ (১/২১৪, ২২৪, ২৮৩, ৩৪৭); তাবারানী আলকাবীরে (১/১৮৬/৩); আবু নুআঈম আল-হিলয়্যায় (৪/৯৯); তারীখে বাগদাদে (৮/১০৫); তারীখে দিমাশক (২/৭/১২)-তে একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

৯২৬- عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَحْصُوا لِي كُلَّ مَنْ تَلَفَّظَ بِإِسْلَامٍ. قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَخَافُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ مَا بَيْنَ السَّبْعِ مِائَةِ إِلَى السَّبْعِ مِائَةِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ لَعَنُكُمْ أَنْ تَبْتَلُوا، قَالَ: فَأَبْتَلَيْنَا حَتَّى جَعَلَ الرَّجُلُ مِنَّا مَا يُصَلِّي إِلَّا سِرًّا. (الصحيح: ২৫৬)

৯২৬. হুয়াইফা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা আমার জন্য প্রত্যেক মুসলমানের সংখ্যা গণনা করে রাখ। তিনি বলেন, আমরা বললাম, ইয়া রাসূলান্নাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনি কি আমাদের নিয়ে ভয় করছেন অথচ আমরা ৬০০ থেকে ৭০০ জন? অতঃপর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা জানো না, সম্ভবত তোমাদেরকে পরীক্ষা করা হবে। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর আমাদেরকে পরীক্ষা করা হলো এমনকি আমাদের লোকেরা গোপনে গোপনে সলাত আদায় করত। (সহীহাহু হা. ২৪৬)

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহর (১/৯১); আবু আওয়ানা তার সহীহর (১/১০২); ইবনু মাজাহ তাঁর সুনানের (২/৩৯২); ইবনু হিব্বান তার সহীহর হা: ৬২৪০; আহমাদ তাঁর মুসনাদের (৪/৩৮৪) এবং আল-মাহামেলী তাঁর আল-আমালীর (১/৭১/২)-তে একাধিক সূত্রে হুয়াইফা (রা.) থেকে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

৯২৭. عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا: اَحْلِفُوا بِاللّٰهِ وَبِرُؤُوسِكُمْ وَاصْدُقُوا، فَإِنَّ اللّٰهَ يَكْرَهُ أَنْ يَخْلِفَ إِلَّا بِهٖ. (الصحيح: ১১১৭)

৯২৭. ইবনু উমার (রা.) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত। তোমরা আল্লাহর নামে শপথ কর, নেক কাজ কর, এবং সত্য কথা বল। কেননা আল্লাহ তিনি ব্যতীত অন্য কারো শপথ করাকে অপছন্দ করেন। (সহীহাহু হা. ১১১৯)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি সাহমী তার ভারীখে জুরজানের হা: ২৮৮; সাকাফী তার আস্ সাকাফীয়াত এর (৩য় খণ্ড, নাম্বার ১৫) এবং আবু নুআঈম আল হিলয়ার (৭/২৬৭)-এ আফ্ফান ইবনু সাইয়্যার এর সূত্রে ইবনু উমার থেকে মারফুআন রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: সানাদের সকলেই সিকাহু। হাদীসটির অন্য আরো একটি সূত্র রয়েছে। সুতরাং হাদীসটি সকল সূত্রের সমষ্টিতে সহীহ।

৯২৮. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَىُّ الْأَدْيَانِ أَحَبُّ إِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: الْحَنِيفِيَّةُ السَّحْحَةُ. (الصحيح: ৮৮১)

৯২৮. ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় ধর্ম কোনটি? তিনি বললেন, উদার সরল (ইসলাম) ধর্ম। (সহীহাহ্ হা. ৮৮১)

হাদীসটি সহীহ।

মুসনাদে আহমাদ হা: (১/২৩৬); আল-মুজামুল কাবীর ১১/২২৭; মাজমাউয় যাওয়ায়েদ (১/৬০); মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক হা: ২০৫৭৪; আল-হাবী লিল ফাতাওয়া (২/২২১); আদ-দুররুল মানসুর (১/১৪০); আল-আদাবুল মুফরাদ হা: ২৮৭; তাফসীর ইবনু কাসীর (৩/৩৭৬)।

৭২৭- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْقُوعًا: أَخْرَأَ الْكَلَامُ فِي الْقَدْرِ لِشِرَارِ أُمَّتِي فِي آخِرِ الزَّمَانِ. (الصحيح: ১১২৬)

৯২৯. আবু হুরাইরা (রা.) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত। শেষ জমানায় আমার উম্মতের নিকৃষ্ট ব্যক্তিবর্গের তাকদীর সম্পর্কে ফায়সালা বিলম্বিত করা হয়েছে। (সহীহাহ্ হা. ১১২৪)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইবনুল আ'রাবী তাঁর আল-মু'জামে (৩/১, ২/৩৭); দুলাবী তাঁর আলকুনার (২/৩৮); বাযযার তাঁর মুসনাদের (২৩০ পৃষ্ঠা); ইবনু আবু আসিম তার আস্ সুন্নাহ হা: (৩৫০)-এর হাকিম তাঁর আল-মুসতাদরাকের (২/৪৭৩)-এ এবং আল-জুরজানী তাঁর আলফাওয়ায়েদের (২/৩০)-এ আনবাসাহ এর সূত্রে মারফুআন আবু হুরায়রা থেকে রিওয়াযাত করেছেন।

৭৩- عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: سَبَعْتُ أَبَا بَكْرٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَذَكَرَهُ. قَالَ: فَخَرَجْتُ فَلَقَيْنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ: مَا لَكَ أَبَا بَكْرٍ فَقُلْتُ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَخْرَجَ أَخْرَجَ فَنَادَى فِي النَّاسِ: مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ. قَالَ عُمَرُ: أَرَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَكَلَّمُوا عَلَيْهَا، فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا رَدَّكَ فَأَخْبَرْتَهُ بِقَوْلِ عُمَرَ، فَقَالَ: صَدَقَ. (الصحيح: ১১৩৫)

৯৩০. সুলাইম ইবনু আমের (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু বাকর (রা.)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বাইরে বের হয়ে লোকদের মাঝে ঘোষণা দাও যে, যে ব্যক্তি একথার সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই তার জন্য জান্নাত অবধারিত। তিনি বলেন, এরপর আমি বের হলে উমার ইবনুল খাত্তাব আমার সঙ্গে সাক্ষাত করে বলল, আবু বাকর কি হয়েছে?

আমি বললাম, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বাইরে বের হয়ে একথার ঘোষণা করার নির্দেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি একথার সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব। উমার বললেন, আপনি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট ফিরে যান। কেননা আমার ভয় হচ্ছে যে, লোকেরা এর উপর নির্ভর করে বসবে। (আবু বাকর বলেন) অতঃপর আমি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট ফিরে আসলাম। তিনি আমাকে বললেন, ফিরে আসলে কেন? অতঃপর উমারের কথা তাকে (খুলে) বললে তিনি বলেন, সে (উমার) সত্য বলেছে। (সহীহাহ্ হা. ১১৩৫)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি আবু ইয়া'লা তাঁর মুসনাদে ৩৫ পৃষ্ঠা; সুয়াইদ ইবনু সাঈদের সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটি যঈফ সানাদে সুয়াইদ ইবনু সাঈদ থাকার কারণে। বাস্তবে সুয়াইদ সদূক রাবী দুর্বল নয়। আল-জামেউল কাবীর (১/২৭/২) এবং ইবনু হিব্বান হা: ৭ তেও হাদীসটি উল্লেখ করেছে।

৭৩১- عَنْ أَبِي تَيْمَةَ الْهَجَيْمِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ بَلْهَجِيمٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَيَّ مَتَدَعُو قَالَ: أَدْعُو إِلَى اللَّهِ وَحْدَهُ، الَّذِي إِنْ مَسَّكَ ضَرْفُ دَعْوَتِهِ كَشَفَ عَنْكَ، وَالَّذِي إِنْ ضَلَّكَ بِأَرْضٍ قَفَرٍ دَعْوَتُهُ رَدَّ عَلَيْكَ، وَالَّذِي إِنْ أَصَابَتْكَ سَنَةٌ دَعْوَتُهُ أَنْبَتَ عَلَيْكَ. (الصحيح: ৬২০)

৯৩১. আবু তামীমাহ্ আল-হুজাইমী বালহাজীমের জনৈক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, আমি একদা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ

সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনি কিসের প্রতি আহবান করেন? তিনি বললেন, আমি (তোমাদেরকে) এ কথার প্রতি আহবান করি যে, আল্লাহ এক, যাকে কোন মুছীবতে পড়ে তুমি তাকে ডাকলে তিনি তোমার মুছীবত দূর করেন। তৃণ-পানিহীন বিজন প্রান্তরে হারিয়ে গিয়ে তাকে ডাকলে তিনি তোমাকে তোমার (ঠিকানায়) ফিরে দেন। তিনি ঐ সত্ত্বা যাকে দুর্ভিক্ষে পড়ে তুমি ডাকলে তোমাকে স্বচ্ছলতা দান করেন। (সহীহাহ্ হা. ৪২০)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদের (৫/৬৪) এ আফফান থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটির সানাদ সহীহ এবং এর সকল বর্ণনাকারী সিকাহ ও বুখারীর রাবী। হাদীসটি দুলাবী তার ‘আল-কুনা ওয়াল আসমা’র ২০ পৃষ্ঠায় হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। তারীখে বাগদাদ (৮/২২১-২২৩)-এও হাদীসটি উল্লেখ রয়েছে।

৯৩২- عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ (أَبِي مَوْسَى الْأَشْعَرِيِّ) قَالَ :
بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَاذًا إِلَى الْيَمِينِ فَقَالَ ادْعُوا
النَّاسَ، وَبَشِّرُوا وَلَا تَنْفَرُوا، وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا. فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفْتَنَّا
فِي شَرِّ ابْنَيْنِ كُنَّا نَصْنَعُهُمَا بِالْيَمِينِ الْبَيْتِ، وَهُوَ مِنَ الْعَسَلِ يُنْبَذُ حَتَّى
يَشْتَدَّ، وَالْمِزْرُ وَهُوَ مِنَ الذُّرَّةِ وَالشَّعِيرُ يُنْبَذُ حَتَّى يَشْتَدَّ قَالَ : وَكَانَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أُعْطِيَ جَوَامِعَ الْكَلِمِ بِخَوَاتِبِهِ ،
فَقَالَ : أَنْهَى عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ أَسْكَرَ عَنِ الصَّلَاةِ . وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ
(٦-٩٩) : وَعَلِيًّا ، بَدَلُ : وَلَا تُعَسِّرُوا . (الصحيحه: ٤٢١)

৯৩২. আবু বুরদা (রা.) তার পিতা আবু মূসা আল-আশ‘আরী থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমাকে এবং মু‘আযকে রাসূল যখন ইয়ামানে পাঠালেন তখন বললেন, তোমরা লোকদেরকে (আল্লাহর প্রতি) ডাকবে, সুসংবাদ দিবে আতঙ্কিত করে দূরে সরাবে না, সহজ করবে এবং কঠিন করবে না। অতঃপর আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ সল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম! ইয়ামানে আমরা যে পানীয়দ্বয় প্রস্তুত করতাম তার বিধান সম্পর্কে আমাদেরকে অবহিত করুন।

“বিতউ” (তথা) মধুর তৈরি মদ, যখন তা ঘন হয়ে যায় এ সম্পর্কে, এবং মিয়রু (তাপ) জোয়ার থেকে তৈরি মদ যখন তা ঘন হয়ে যায় তা সম্পর্কে? বর্ণনাকারী বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ব্যাপক অর্থবোধক উক্তি প্রদান করা হয়েছে। অতঃপর নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সলাতে নেশা সৃষ্টিকারী প্রত্যেক নেশার বস্তু থেকে আমি (তোমাদেরকে) নিষেধ করি। মুসলিমের বর্ণনায় “কঠোরতা করনা” এর স্থলে “অবগত কর” শব্দ এসেছে। (সহীহাহ্ হা. ৪২১)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহর হা: (৬/১০০) এ য়ায়েদ ইবনু আবী উনাইসার তরীকে সাঈদ ইবনু আবু বুরদাহ থেকে এবং আবু বুরদাহ তার পিতা থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। মুসলিমের এক রেওয়ায়েতে (৬/৯৯) لَا تُعْسِرُ শব্দের পরিবর্তে عَلَا শব্দ এসেছে।

৯৩৩- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَحْسَنَ أَحَدُكُمْ إِسْلَامَهُ؛ فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا؛ إِلَى سَبْعِ مِئَةِ ضِعْفٍ، وَكُلُّ سَيِّئَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِمِثْلِهَا، حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ. (الصحيح: ৩৯০৭)

৯৩৩. আবু হুরাইরা (রা.) মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, যখন তোমাদের কেউ উত্তমরূপে মুসলমান হয়, তখন তার জন্য (তার) প্রত্যেক সৎকাজ যা সে করে তার ১০ গুণ থেকে সাতশত গুণ পর্যন্ত লেখা হয়। আর তার অসৎ কাজ- যা সে করে তার অনুরূপই (তথা মাত্র এক গুণই) লেখা হয়, যে পর্যন্ত না সে আল্লাহর দরবারে গিয়ে পৌঁছে। (সহীহাহ্ হা. ৩৯৫৯)

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহার 'কিতাবুল ঈমান' হা: ৫৯, ২০৫; ইমাম বাগাভী তার মাসাবীহুস সুনাহ ২য় খণ্ড ২০৬ পৃষ্ঠা; খতীবের তাবরীযী মেশকাতুল মাসবীহে হা: ৪৪৫; হাফিজ ইবনু হাজার আসকালানী তার ফাতহুল বারীতে ১ম খণ্ড ১০০ পৃষ্ঠা; আলী আল-মুত্তাকী আল-হিন্দী কানযুল উম্মালে হা: ২৬৬, ২৯৫ এবং ইমাম আহমাদ তাঁর 'মুসনাদের' ২য় খণ্ড ৩১৭ পৃষ্ঠা রিওয়াযাত করেছেন।

৯৩৪. عَنْ أَبِي عَزَّةَ الْهَذَلِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَرَادَ اللَّهُ قُبْضَ عَبْدٍ بَارَأَ مِنْ جَعَلْ لَهُ فِيهَا حَاجَةً. (المصيبة: ১২২১)

৯৩৪. আবু ইয়যা আল-হযালী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ কোন ভূমিতে কোন বান্দাকে মৃত্যু দিতে চাইলে সে ভূমিতে তার প্রয়োজন সৃষ্টি করে দেন।

(সহীহাহ্ হা. ১২২১)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইবনু আদি তাঁর আল-কামেলে (২/২৩৬) এবং আবু নুআঈম আল-হিলযার (৮/৩৭৪)-এ উবাইদুল্লাহ ইবনু আবু হামিদ এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

আমি (আলবানী) বলব: উবাইদুল্লাহ মাতরুকুল হাদীস তবে আইয়ুব থেকে এর মুতাবাআত রয়েছে যা বুখারী আল-আদাবুল মুফরাদে হা: ১২৮২; ইবনু হিব্বান সহীহর হা: ১৮১৫; দুলাবী আল-কুনার (১/৪৪); আহমাদ মুসনাদের (৩/৪২৯); রিওয়াযাত করেছেন হাকিম মুসতাদরাকের (১/৪২)-এ হাদীসটিকে সহীহ আলাশ শর্তে শাইখাইন বলে উল্লেখ করেছেন।

৯৩৪. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَسْلَمَ الْعَبْدُ، فَحَسُنَ إِسْلَامُهُ، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ كُلَّ حَسَنَةٍ كَانَ أَرْزَفَهَا، وَ مُحِيتَ عَنْهُ كُلُّ سَيِّئَةٍ كَانَ أَرْزَفَهَا، ثُمَّ كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ الْقِصَاصُ، الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةٍ ضِعْفٍ، وَ السَّيِّئَةُ بِمِثْلِهَا إِلَّا أَنْ يَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهَا. (المصيبة: ২৪৭)

৯৩৫. আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বান্দা যখন ইসলাম আনে এবং উত্তমরূপে মুসলমান হয় তখন সে যত নেককাজ করেছে (তার

আমলনামায়) তা লিপিবদ্ধ করা হয় এবং যত অসৎকাজ করেছে তা নিঃশেষ করে দেয়া হয়। এরপর শুরু হয় প্রতিশোধের পর্ব: প্রত্যেক নেকীকে দশগুণ থেকে ৭০০ গুণ পর্যন্ত লেখা হয়ে থাকে। আর অসৎকাজ তার অনুরূপই (মাত্র একগুণই) লেখা হয়। তবে আল্লাহ যদি (নিজ গুণে) তাঁকে ক্ষমা করে দেন (তাহলে ভিন্ন কথা)। (সহীহাহ্ হা. ২৪৭)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম নাসায়ী তাঁর সুনানের (২/২৬৭-২৬৮) সফওয়ান ইবনু সালেহের সূত্রে আবু সাঈদ খুদরী থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: সানাদটি সহীহ। ইমাম বুখারী সানাদটি তাঁর সহীহতে মুআত্তাফান বর্ণনা করে বলেন, ইমাম মালিক (র) বলেন, আমাকে যাইদ ইবনু আসলাম হাদীসটি সম্পর্কে খবর দিয়েছেন। হাদীসটি হাসান ইবনু সুফিয়ান, ইমাম বাযযার, ইসমাঈল ও দারাকুতনী তাঁর গারায়েবে মালিকে এবং ইমাম বাইহাকী তাঁর শুআবুল ইমানে ভিন্ন তুরূপে মালিক (র) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

৯৩৬- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا تَكَلَّمَ اللَّهُ تَعَالَى بِالْوَحْيِ سَبَعَ أَهْلُ السَّمَاءِ لِلْسَّمَاءِ صَلَوةً كَجَرِّ السِّلْسِلَةِ عَلَى الصَّفَا، فَيَصْعَقُونَ، فَلَا يَزَالُونَ كَذَلِكَ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ جَبْرَيْلُ، حَتَّى إِذَا جَاءَهُمْ جَبْرَيْلُ فَرَزَعَهُ عَنْ قُلُوبِهِمْ، قَالَ: فَيَقُولُونَ: يَا جَبْرَيْلُ! مَاذَا قَالَ رَبُّكَ، فَيَقُولُ: الْحَقُّ، فَيَقُولُونَ: الْحَقُّ الْحَقُّ.

(المصباح: ১২৭৩)

৯৩৬. আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ যখন প্রত্যাদেশ করেন তখন আকাশবাসী পাত্থরের উপর শৃঙ্খল টানার ন্যায় আকাশের ঝনঝন শব্দ শুনতে পায় এবং তারা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে। এবং জিব্রাঈলের আগমন পর্যন্ত তারা এভাবেই থাকে। অতঃপর যখন জিব্রাঈল আগমন করেন তখন তাদের অন্তর থেকে ভয় বিদূরীত হয়ে যায়। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তারা বলে, হে জিব্রাঈল! আপনার রব কি বলেছেন? জিব্রাঈল বলেন, সত্য। অতঃপর তারা বলে, “সত্য, সত্য”। (সহীহাহ্ হা. ১২৯৩)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি আবু দাউদ তাঁর সুনানের (২/৫৩৬-৫৩৭); ইবনু খুযাইমা আত্ তাওহীদের পৃ: (৯৫-৯৬); বাইহাকী আল-আসমা ওয়াসুসিফাতের ২০০ পৃষ্ঠায় আবু মুআবিয়ার সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেছেন: হাদীসটির সানাদ শাইখাইনের শর্তে সহীহ।

৯৩৭- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَقُلْ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتُ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شِئْتُ. (الصحيح: ১০৯৩)

৯৩৭. ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ শপথ করলে যেন (এ কথা) না বলে, “আল্লাহ যা চেয়েছেন এবং আমি চেয়েছি” বরং সে যেন বলে, আল্লাহ যা চেয়েছেন অতঃপর আমি চেয়েছি। (সহীহাহ্ হা. ১০৯৩)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি ইবনু মাজাহ তাঁর সুনানের (১/৬৫০) ঈসা ইবনু ইউনুস এর সূত্রে ইবনু আব্বাস থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: সানাদটি হাসান এবং আল-আজলাহ ব্যতীত বাকি সকলেই সিকাহ ও সহীহাইনের রাবী। মুসনাদে আহমাদ হা: ১৮৩৯, ১৯৬৪, ২৫৬১-তে একাধিক তরুকে আল-আজহাহ এর সূত্রে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

৯৩৮- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا زَلَى الْعَبْدُ خَرَجَ مِنْهُ الْإِيمَانُ وَكَانَ كَالظُّلَّةِ، فَإِذَا انْقَلَعَ مِنْهَا رَجَعَ إِلَيْهِ الْإِيمَانُ. (الصحيح: ৫০৯)

৯৩৮. আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন কোন বান্দা ব্যভিচার করতে থাকে, তখন তার (অন্তর) থেকে ঈমান বের হয়ে যায়, এবং তার মাথার উপর ছত্রের ন্যায় অবস্থিত থাকে। অতঃপর যখন সে এই অপকর্ম থেকে বিরত হয়, তখন ঈমান তার নিকট প্রত্যাভর্তন করে। (সহীহাহ্ হা. ৫০৯)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি এই শব্দ ছাড়া অন্য শব্দেও বর্ণিত হয়েছে। ইমাম তিরমিযী তাঁর সুন্নাহে হা: ৩৬ ও ৩৫ ইমাম আবু আব্দুল্লাহ হাকিম তাঁর মুসতাদরাক আলা সহীহাইনে ১ম খণ্ড ৩৩ পৃষ্ঠা; ইমাম বাগাবী মাসাবিহ্‌স সুন্নাহে ১ম খণ্ড ৯০ পৃষ্ঠা; খাতীবে তাবরীযী মিশকাতুল মাসাবীহে হা: ৬০ এবং হাফিয আলী আল-মুত্তাকী আল-হিন্দী কানযুল উম্মালে হা: ১২৯৯৯ রিওয়ায়াত করেছেন।

৯৩৭- عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْإِيمَانُ؟! قَالَ: إِذَا سَرَّكَ حَسَنَتُكَ وَسَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ، فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا الْإِثْمُ؟! قَالَ: إِذَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ شَيْءٌ فَدَعَاهُ. (الصحيح: ৫০০)

৯৩৯. আবু উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল ইয়া রাসূলান্নাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! ঈমান কি? (অর্থাৎ ঈমানে বিশ্বস্ততার পরিচয় কি?) নাহী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যখন তোমার সৎকর্ম তোমাকে আনন্দ দিবে এবং তোমার অসৎকর্ম তোমাকে পীড়া দিবে, তখন তুমি (বিশুদ্ধ) মু'মিন। সে পুনরায় জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলান্নাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! অসৎকাজ (গোনাহ) কি? নাহী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যখন কোন কাজ করতে তোমার অন্তরে বাধে, তখন (মনে করবে যে, সেটা অসৎকাজ এবং) তা ছেড়ে দিবে। (সহীহাহ্‌ হা. ৫৫০)

হাদীসটি সহীহ।

হাফিয আব্দুর রাজ্জাক মুসান্নাফে হা: ২৮৪ আবু আব্দুল্লাহ হাকিম মুসতাদরাক আলা সহীহাইনে ১ম খণ্ড ১৪ পৃষ্ঠা; ২য় খণ্ড ১৩ পৃষ্ঠা; ইমাম আহমাদ মুসনাদে ৫ম খণ্ড ২৫২ পৃষ্ঠা; তাবারানী তাঁর মু'জামে কাবীরে ৮ম খণ্ড ১৩৮ পৃষ্ঠা এবং ইমাম হাইসামী মাওয়ারিদুজজামআনে হা: ১০৩-এ রিওয়ায়াত করেছেন।

৯৪০- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ لِي أَنْ أَعْلَمَ إِذَا أَحْسَنْتُ قَالَ: إِذَا سَبَعْتَ جَيْرَ أَنْكَ يَقُولُونَ أَحْسَنْتَ، فَقَدْ أَحْسَنْتَ، وَإِذَا سَبَعْتَهُمْ يَقُولُونَ: قَدْ أَسَأْتَ، فَقَدْ أَسَأْتَ. (الصحيح: ১২২৭)

৯৪০. আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমি যে সৎকাজ করেছি এটা কিভাবে বুঝব? রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার প্রতিবেশীদেরকে যখন বলতে শুনবে যে তুমি সৎকাজ করেছ তখন (বুঝবে যে) তুমি সৎকাজ করেছ। আর যখন তাদেরকে বলতে শুনবে যে, তুমি অন্যায় করছ তখন (বুঝবে যে) তুমি অন্যায় করেছ। (সহীহাহ্ হা. ১৩২৭)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি নাসায়ী তাঁর 'মাজলিসুন মিনাল আমালির' (২/৫৫)-এ ইসহাক ইবনু ইবরাহীমের সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। তাবারানী (২/৭৭/৩); ইবনু হিব্বান ও ইমাম হাকিম হাদীসটি সহীহ বলেছেন। মিশকাত হা: ৪৯৮৮; আবু হুরাইরা (রা.) থেকে এর একটি শাওয়াহেদ পাওয়া যায় যা নাসায়ী উল্লেখ করেছেন (২/৫৬)।

৯৪১- عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَخِيهِ: يَا كَافِرُ! فَهُوَ كَقَتْلِهِ، وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ.

(الصحيح: ৩৩৮৫)

৯৪১. ইমরান ইবনু হুসাইন (রা.) নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, কোন ব্যক্তি যখন তার (অপর) ভাইকে কাফের বলে সম্বোধন করে, সে যেন তাকে হত্যা করে ফেলল। আর মু'মিনকে লানত করা তাকে হত্যা করার অনুরূপ। (সহীহাহ্ হা. ৩৩৮৫)

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম বুখারী সহীহের ৮ম খণ্ড ৩২ পৃষ্ঠা; ইমাম আহমদ তাঁর মুসনাদে ২য় খণ্ড ৪৭ পৃষ্ঠা; ইমাম বাগাভী মাসাবীহুস সুন্নাহে ১৩শ খণ্ড ১৩১ পৃষ্ঠা; ইমাম ভুহাবী শরহ মুশকিলুল আসারে'র ১ম খণ্ড ৩৬৮ পৃষ্ঠা; ইমাম হাইসামী মাজমাউয যাওয়াইদে ৮ম খণ্ড ৬৩ পৃষ্ঠা; তাবারানী মু'জামে কাবীরে ১৮শ খণ্ড ১৯৪ পৃষ্ঠা এবং মুনযিরী তাঁর 'আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব'ের ৩য় খণ্ড ৪৬৫ পৃষ্ঠায় রিওয়ায়াত করেছেন।

৯৪২- أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: كُنَّا قُعُودًا حَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَعَنَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَنُفِرَ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِنَا، فَأَبْطَأَ عَلَيْنَا، وَخَشِينَا أَنْ يُقْتَطَعَ دُونُنَا.

وَفَزِعْنَا فَقُمْنَا، فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ فَزَعَ، فَخَرَجْتُ أَبْتَغِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى أَتَيْتُ حَائِطًا لِلْأَنْصَارِ لِبَنِي النَّجَّارِ، فَدَرْتُ بِهِ هَلْ
 أَجِدُ لَهُ بَابًا؟ فَلَمْ أَجِدْ، فَإِذَا رِبِيعٌ يَدْخُلُ فِي جَوْفِ حَائِطٍ مِّنْ بَشِيرٍ
 خَارِجَةٍ وَالرَّبِيعُ: الْجَدُولُ، فَاحْتَفَزْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَبُو هُرَيْرَةَ. فَقُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ:
 مَا شَأْنُكَ؟ قُلْتُ: كُنْتُ بَيْنَ أَظْهَرِنَا فَقُمْتُ فَأَبْطَأْتُ عَلَيْنَا، فَخَشِينَا أَنْ
 تُقْتَطَعَ دُونَنَا، فَفَزِعْنَا، فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ فَزَعَ، فَأَتَيْتُ هَذَا الْحَائِطَ،
 فَاحْتَفَزْتُ كَمَا يَحْتَفِزُ الثَّعْلَبُ، وَهُؤُلَاءِ النَّاسُ وَرَائِي! فَقَالَ: يَا أَبَا
 هُرَيْرَةَ!، وَأَعْطَانِي نَعْلِيهِ، قَالَ: اذْهَبْ بِنَعْلَيَّ هَاتَيْنِ؛ فَمِنْ لَقِيتُ مَنْ
 وَرَاءِ هَذَا الْحَائِطِ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهُ؛ فَبَشِّرْهُ
 بِالْجَنَّةِ. وَقَالَ: فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ لَقِيتُ عُمَرُ، فَقَالَ: مَا هَاتَانِ النَّعْلَانِ يَا
 أَبَا هُرَيْرَةَ؟! فَقُلْتُ: هَاتَانِ نَعْلَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
 بَعَثَنِي بِهِمَا: مَنْ لَقِيتُ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهُ؛
 بَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ. فَضَرَبَ عُمَرُ بِيَدِهِ بَيْنَ ثَدْيَيْي، فَخَرَرْتُ لِاسْتَيْي، فَقَالَ:
 ارْجِعْ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيْشَةً، فَأَجْهَشْتُ بُكَاءً،
 وَرَكِبْنِي عُمَرُ، فَإِذَا هُوَ عَلَى إِثْرِي؛ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ: مَا لَكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قُلْتُ: لَقِيتُ عُمَرَ، فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي
 بَعَثْتَنِي بِهِ، فَضَرَبَ بَيْنَ ثَدْيَيْ ضَرْبَةً خَرَرْتُ لِاسْتَيْي؛ قَالَ: ارْجِعْ! قَالَ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عُمَرُ! مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ؟
 قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، أَبْعَثْتَ أَبَا هُرَيْرَةَ بِنَعْلَيْكَ؛ مَنْ

لَقِيَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُسْتَيِقِنًا بِهَا قَلْبُهُ، بِشَّرِّهِ بِالْجَنَّةِ ! قَالَ :
نَعَمْ . قَالَ : فَلَا تَفْعَلْ ؛ فَإِنِّي أَخْشَى أَنْ يَتَّكِلَ النَّاسُ عَلَيْهَا ، فَخَلَّاهُمْ
يَعْمَلُونَ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَخَلَّاهُمْ . (الصحيح: ٣٩٨١)

৯৪২. আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমরা একদল লোক রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঘিরে বসেছিলাম এবং আমাদের সাথে আবু বাকর ও উমার (রা.)ও ছিলেন। হঠাৎ রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মধ্য হতে উঠে চলে গেলেন এবং এত বিলম্ব করলেন যাতে আমরা শঙ্কাজনিত হয়ে পড়লাম, না জানি তিনি আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোথাও বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়লেন কিনা। এতে আমরা ব্যতিব্যস্ত হয়ে গেলাম এবং (রাসূলের সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তালাবে) বের হয়ে পড়লাম। অবশ্য সকলের মধ্যে আমিই প্রথমে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম এবং রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর তালাবে বের হয়ে পড়েছিলাম। এমনকি তালাব করতে করতে আমি বনী নাজ্জার গোত্রের জনৈক আনসারীর এক প্রাচীরবেষ্টিত বাগানের নিকট পৌঁছলাম। তার চারদিক ঘুরে দেখলাম, কোথাও কোন দরজা পাওয়া যায় কিনা; কিন্তু তা পাওয়া গেল না। হঠাৎ দেখি, বাইরের একটি কূপ হতে একটি ছোট নালা এসে বাগানের মধ্যে প্রবেশ করেছে আর “রাবীউ” অর্থ ছোট নালা। তিনি বলেন, আমি খুব সর্ব্ব হয়ে তাতে প্রবেশ করলাম এবং রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট গিয়ে পৌঁছলাম।

(আমাকে দেখে বিস্ময়ে) রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, আবু হুরাইরা নাকি? আমি বললাম, জ্বি হ্যাঁ (রাসূলান্নাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমি। তখন রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ব্যাপার কি? (তুমি এখানে কেন?) আমি বললাম, (ইয়া রাসূলান্নাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম!) আপনি আমাদের মধ্যে ছিলেন, হঠাৎ উঠে চলে এলেন এবং এত বিলম্ব করলেন যাতে আমাদের ভয় হতে লাগল (আল্লাহ না করুন) না জানি আপনি আমাদের হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোথাও কোনরূপ বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়লেন কিনা। এজন্য আমরা সকলেই

ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ি এবং সকলের মধ্যে আমিই প্রথম ব্যস্ত হয়ে পড়ি। অতঃপর (তালাশ করতে করতে) এই বাগানের দিকে আসি এবং শৃগালের ন্যায় খুব সরু হয়ে এতে প্রবেশ করি। আর এই লোকসকল আমার পিছনে (রাসূলের সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংবাদে অপেক্ষায়) আছে।

অতঃপর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জুতা দুটি আমার হাতে তুলে দিয়ে বললেন, হে আবু হুরাইরা! (তুমি আমার পক্ষ থেকে প্রেরিত হওয়ার নিদর্শনস্বরূপ) আমার এই জুতা দুটি নিয়ে যাও এবং এ বাগানের বাহিরে এরূপ যে ব্যক্তিরই তোমার সাথে সাক্ষাৎ হয়, যে অন্তরের স্থির বিশ্বাসের সাথে “আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃতপক্ষে কোন মা’বুদ নেই” বলে সাক্ষ্য দেয়, তাকে তুমি জান্নাতের সুসংবাদ দিবে। (আমি বাইরে আসলে) প্রথমেই উমারের (রা.) সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হলো। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আবু হুরাইরা! এই জুতা দুটি কেন? আমি বললাম, এটা রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জুতা। এটা সহকারে তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন এরূপ কোন ব্যক্তির সাক্ষ্য পেলে, যে ব্যক্তি অন্তরের স্থির বিশ্বাসের সাথে আল্লাহ ব্যতীত কোন মা’বুদ নেই বলে সাক্ষ্য দেয়, আমি যেন তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দেই।

(এটা শুনে) উমার আমার বুকের উপর এমন ঘুষি মারলেন, যাতে আমি চিৎ হয়ে পড়ে গেলাম। অতঃপর তিনি বললেন, ফিরে যাও আবু হুরাইরা! আমি আশ্রয়ের জন্য কাঁদতে কাঁদতে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট গিয়ে পৌঁছলাম। (দেখি) উমারও আমার ঘাড়ে সাওয়ার হয়েছেন। তিনিও আমার পিছনে পিছনে এসে পৌঁছেছেন রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আমাকে কাঁদতে দেখে) জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি হলো আবু হুরাইরা? আমি বললাম, (রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! বাইরে) আমি প্রথমেই উমারকে পাই এবং যখনই আমি তাঁকে এ সুসংবাদ দেই, যার জন্য রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে পাঠিয়েছিলেন, তিনি আমার বুকে এমন জোরে ঘুষি মারলেন যাতে আমি চিৎ হয়ে পড়ে গেলাম। অতঃপর তিনি [উমার (রা.) আমাকে] বললেন, ফিরে যাও?

। (এটা শুনে) রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কেন এরূপ করলে হে উমার? উমার বললেন, ইয়া রাসূলান্নাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনার উপর আমার পিতা-মাতা কোরবান হউক, আপনি আপনার জুতা সহকারে আবু হুরাইরাকে এজন্য পাঠিয়েছিলেন যে, যে ব্যক্তি অন্তরের স্থির বিশ্বাসের সাথে এ সাক্ষ্য দিবে যে, “আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই তাকে সে যেন জান্নাতের সুসংবাদ দেয়”? রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ। উমার বললেন, (ইয়া রাসূলান্নাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! দয়া করে) এরূপ করবেন না। আমার আশঙ্কা হয়, পিছুনে লোকেরা এর উপর ভরসা করে বসবে (এবং আমল ছেড়ে দিবে) সুতরাং তাদেরকে আমল করতে দিন। (একথা শুনে) রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আচ্ছা তাদেরকে আমল করতে দাও। (সহীহাহ্ হা. ৩৯৮১)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম আবু হাজ্জাজ মুসলিম তাঁর সহীহ গ্রন্থে কিতাবুল ঈমানে হা: ৫২ এবং হাফিয আলী আল-মুত্তাকী আল-হিন্দী তাঁর কানযুল উম্মালে রিওয়াযাত করেছেন। তবে এই হাদীসটি অন্য শব্দে মুসনাদে আবী আওয়ানাতে ১ম খণ্ড ১৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

৯৬৩- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مَنْ أَمَرَ الْجَاهِلِيَّةَ لَنْ يَدْعَهُنَّ النَّاسُ: النَّيَاحَةُ وَالطَّعْنُ فِي الْأَحْسَابِ وَالْعَدَاوَى: أَجْرَبُ بَعِيرٍ فَأَجْرَبُ مِائَةِ بَعِيرٍ، مَنْ أَجْرَبَ الْبَعِيرَ الْأَوَّلَ وَالْأَنْوَاءَ: مُطَرَّنًا بَنُوْءَ كَذَا وَكَذَا. (المصحيح: ৭২৫)

৯৪৩. আবু হুরাইরা (রা.) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত।। আমার উম্মতের মাঝে জাহিলিয়াতের চারটি জিনিস এমন রয়েছে। যা তারা কখনো বর্জন করবে না: বিলাপ করা, মর্যাদা নিয়ে নিন্দা করা, রোগে সংক্রামক হওয়া বলা, চর্ম রোগাক্রান্ত একটি উট (এসে মিশে) একশত উটকে চর্ম রোগাক্রান্ত করল এমনটি বলা, আচ্ছা তাহলে প্রথম উটটির চর্মরোগ কোথা থেকে আসল? এবং “আনওয়া” (তারকার উদয় বা অস্ত যাওয়ার দরুন

বৃষ্টি হওয়া)। (যেমন তারা বলত,) অমুক তারকা-অস্ত বা উদয়ের কারণে আমাদেরকে বৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। (সহীহাহ হা. ৭৩৫)

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহ'র 'কিতাবুল জানাইযে' হা: ২৯; ইমাম তিরমিযী তাঁর সুনানে হা: ১০০১; ইমাম আহমাদ মুসনাদে ২য় খণ্ড ৪৫৫ পৃষ্ঠা; বাইহাকী সুনানে কুবরাতে ৪র্থ খণ্ড ৬৩ পৃষ্ঠা; ইমাম বাগাভী মাসাবীহস সুন্নায়ে ৫ম খণ্ড ৪৩৭ পৃষ্ঠা; খাতীবে তাবরীযী মিশকাতে হা: ১৭২৭ এবং মুনিযরী তাঁর আত-তারগীব ওয়াত-তারহীবের ৪র্থ খণ্ড ৩৫০ পৃষ্ঠায় রিওয়ায়াত করেছেন।

৭৪৬- عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ مَرْفُوعًا: أُرِيعَ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَتْرَكُونَهُنَّ: الْفَخْرُ فِي الْأَحْسَابِ وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ وَالْإِسْتِسْقَاءُ بِالنَّجْوَمِ وَالنِّيَاحَةُ. (المصيبة: ৭২৬)

৯৪৬. আবু মালিক আল-আশ'আরী (রা.) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত; আমার উম্মতের মাঝে জাহিলিয়াতের ৪টি জিনিস এমন রয়েছে যা তারা কখনো ছাড়বে না: (ক) মর্যাদা নিয়ে নিন্দা করা; (খ) বংশ নিয়ে নিন্দা করা; (গ) ভাগ্য নির্ধারক শর দ্বারা বন্টন করা এবং (ঘ) বিলাপ করা।

(সহীহাহ হা. ৭৩৪)

হাদীসটি সহীহ।

এই শব্দে হাদীসটি আবু বাকুর ইবনু আবী শাইবা মুসান্নাফে ৩য় খণ্ড ৩৯০ পৃষ্ঠা; আহমাদ মুসনাদে ৫ম খণ্ড ৩৪৪ পৃষ্ঠা; রিওয়ায়াত করেছেন। অন্য শব্দে হাদীসটি ইবনু কাসীর তাঁর তাফসীর গ্রন্থে ৮ম খণ্ড ১২৯ পৃষ্ঠা এবং ইমাম তুহাবী তাঁর শরহুমাআনিল আসারে ৪র্থ খণ্ড ৩০৯ পৃষ্ঠা এ রিওয়ায়াত করেছেন।

৭৪৬- عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ سَرِيحٍ مَرْفُوعًا: أَرْبَعَةُ يَوْمٍ الْقِيَامَةِ يَذْلُونَ بِحُجَّةٍ: رَجُلٌ أَصَمٌّ لَا يَسْمَعُ وَرَجُلٌ أَحْمَقٌ وَرَجُلٌ هَرُمٌ وَمَنْ مَاتَ فِي الْفِتْرِ، فَأَمَّا الْأَصَمُّ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ جَاءَ الْإِسْلَامُ وَمَا أَسْمَعُ شَيْئًا وَأَمَّا الْأَحْمَقُ فَيَقُولُ: جَاءَ الْإِسْلَامُ وَالصَّبِيَّانُ يَقْدِفُونَنِي بِالْبَعْرِ وَأَمَّا الْهَرَمُ فَيَقُولُ: لَقَدْ جَاءَ الْإِسْلَامُ وَمَا أَعْقِلُ وَأَمَّا الَّذِي مَاتَ عَلَى الْفِتْرِ

فَيَقُولُ: يَا رَبِّ مَا أَتَانِي رَسُولُكَ فَيَأْخُذُ مَوَائِثَهُمْ لِيَطْعَنَهُ، فَيُرْسِلُ إِلَيْهِمْ رَسُولًا أَنْ ادْخُلُوا النَّارَ، قَالَ: فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ دَخَلُوهَا لَكَانَتْ عَلَيْهِمْ بُرْدًا وَسَلَامًا. (الصحيح: ١٤٣٤)

৯৪৫. আসওয়াদ ইবনু সারী থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত। চার শ্রেণির লোক কেয়ামতের দিন দলীল প্রমাণ প্রদর্শন করবে, বধির যে কিছুই শোনে না, নির্বোধ বৃদ্ধ, এবং যে নাবী আগমনের বিরতিতে মৃত্যুবরণ করেছে। বধির বলবে, হে আমার রব! ইসলাম এমন সময় এসেছে যখন আমি কিছুই শোনতাম না। নির্বোধ বলবে, (হে আমার রব! আমার নিকট) ইসলাম এমন সময় এসেছে যখন ছেলেরা আমার প্রতি উটের বিষ্টা নিক্ষেপ করত। বৃদ্ধ বলবে, (হে আমার রব!) ইসলাম (আমার নিকট) এমন সময় এসেছে যখন আমি (কিছুই) বুঝতাম না। আর যে নাবী আগমনের বিরতিতে মৃত্যুবরণ করেছে সে বলবে, হে আমার রব! আমার নিকট আপনার কোন দূত আগমন করিনি। অতঃপর তাদের অঙ্গীকারসমূহ তাদেরকে পাকড়াও করবে যাতে তারা তাঁর অনুসরণ করে। অতঃপর তাদের নিকট একজন দূত প্রেরণ করা হবে এ মর্মে যে, তোমরা জাহান্নামে প্রবেশ কর। (বর্ণনাকারী বলেন,) নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঐ সত্ত্বার শপথ যার (পবিত্র) হাতে আমার প্রাণ তারা সেখানে প্রবেশ করলে জাহান্নামকে শীতল ও নিরাপদ পাবে। (সহীহাহ্ হা. ১৪৩৪)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি তাবারানী (২/৭৯)-তে সহীহ সানাদে কতাদাহর সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। তার ও আহমাদের সূত্রে দিয়া আল-মাকদিসী তাঁর আল-মুখতারাহ এর (১/৪৬৩)-এ রিওয়ায়াত করেছেন। তাছাড়া মুসনাদে আহমাদ (৪/২৪); সহীহ ইবনু হিব্বান হা: (১৮২৭); মুসনাদে দাইলামী (১/১৭১); হাদীসু ইবনুল জা'দ (১/৯৪); তাছাড়া আবু আসিম আস-সুন্নাহর হা: ৩৫৫-এ হাদীসটি ভিন্ন দুটি সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

৭৬৭- عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ:

أَسْلَمَ قَالَ: أَجِدُنِي كَارِهًا. قَالَ: أَسْلِمَ وَإِنْ كُنْتَ كَارِهًا. (الصحيح: ١٤٥٤)

৯৪৬. আনাস (রা.) নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি একজন ব্যক্তিকে বললেন, “তুমি ইসলাম গ্রহণ কর” লোকটি বলল, আমি এটা অপছন্দ করি। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ইসলাম গ্রহণ কর যদিও তোমার নিকট অপছন্দীয় হয়। (সহীহা হা. ১৪৫৪)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদে ৩/১৯/১৮১ আবু বাকর আশ্-শাফেয়ী তার *الرَّبَائِعَاتُ* এর (১/৯৮/১)-এর এবং দিয়া তাঁর আল-মুখতারাহ এ (২-১/১০০) একাধিক সূত্রে হামীদ থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: সানাদটি শাইখাইনের শর্তে সহীহ। ইমাম আহমাদ হাদীসটি তিন ওসেতায় বর্ণনা করেছেন।

৯৪৭. عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ مَرْفُوعًا: أَسْلَمْتُ عَلَى مَا أَسْلَفَتْ مِنْ خَيْرٍ. (الصحيح: ২৫৮)

৯৪৭. হাকীম ইবনু হিয়াম (রা.) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত। তুমি পূর্বে যে নেককাজ করেছে তার কারণে (আজ তুমি) মুসলমান হয়েছে।

(সহীহা হা. ২৪৮)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম বুখারী তাঁর সহীহর (৪/৩২৭, ৫/১২৭, ১০/৩৪৮); ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহর (১/৭৯); আবু আওয়ানা তাঁর সহীহর (১/৭২-৭৩) এবং আহমাদ তাঁর মুসনাদের (৩/৪০২)-এ হাকীম ইবনু হিয়ামের সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন।

৯৪৮. عَنْ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ الْعَدُوَّ قَدْ حَضَرَ وَهُمْ شِبَاعٌ، وَالنَّاسُ جِيَاعٌ! فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ: أَلَا نَنْحَرُ نَوَاضِحَنَا فَنُطْعِمَهَا النَّاسَ! فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ طَعَامٍ؛ فَلْيَجِئْ بِرَبِّهِ. فَجَعَلَ يَجِيءُ بِالْمِدِّ وَالصَّبَاعِ، وَأَكْثَرَ وَأَقَلَّ، فَكَانَ جَبِيعٌ مَا فِي الْجَيْشِ بِضْعًا وَعِشْرِينَ صَاعًا، فَجَلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى جَنْبِهِ، وَدَعَا

بِالْبَرَكَةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُذُوا، وَلَا تَتْنَهُوْا،
فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَأْخُذُ فِي جِرَابِهِ وَفِي غِرَارَتِهِ، وَأَخَذُوا فِي
أَوْعِيَّتِهِمْ؛ حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيَرْبِطُكُمْ قِمِيمَهِ فِيمَلَاهُ، فَفَرَّغُوا
وَالطَّعَامُ كَمَا هُوَ أَثْمَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَشْهَدُ أَنْ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنْنَى رَسُولُ اللَّهِ، لَا يَأْتِي بِهِمَا عَبْدٌ مُحِقٌّ إِلَّا وَقَاهُ اللَّهُ
حَرَ النَّارِ. (الصحيح: ৩২২১)

৯৪৮. উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে আমরা এক যুদ্ধে ছিলাম। আমরা বললাম, ইয়া রাসূলান্নাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! শত্রুদল তো উপস্থিত তারা পরিতৃপ্ত আর (আমাদের) লোকেরা ক্ষুধার্ত। আনসাররা বলল, আমরা কি আমাদের উটগুলোকে যবেহ করে লোকদেরকে খাওয়াব না? নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যার নিকট অতিরিক্ত খাবার আছে সে যেন তা নিয়ে হাযির হয়। অতঃপর লোকেরা এক “যুদ” (মাপের একক বিশেষ) এক “সা” (খাদ্যশস্যের মাপ বিশেষ) এবং এর কম বেশ নিয়ে হাযির হলো। অতঃপর দেখা গেল সৈন্যে দলের সকল খাবারের পরিমাণ ২০ “সার” কিছুটা বেশি। এরপর নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পাশে এসে বসে বরকতের দু’আ করলেন। এবং বললেন, “নাও এবং লুট কর না”। সুতরাং লোকেরা তাদের থলি এবং ঝুলিতে ভরতে লাগল এবং তারা তাদের পায়ে ভরে রাখল। এমনকি ব্যক্তি তার জামার আঙ্গিন বেঁধে তাতে ভরে নিল। অতঃপর (দেখা গেল) তারা (খাবার খেয়ে) অবসর হয়ে গেল (কিন্তু) খাবার যেমন ছিল তেমনই রয়ে গেল। অতঃপর নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর (প্রেরিত) রাসূল। যে সত্যবাদী বান্দা এতদুভয়কে নিয়ে আসবে আল্লাহ তাকে জাহান্নামের উষ্ণতা থেকে হেফাজত করবেন। (সহীহাহ হা. ৩২২১)

হাদীসটি সহীহ।

আলী মুত্তাকী আল-হিন্দী হাদীসটি তাঁর কানযুল উম্মাল এর হা: ৩৫৩৫৯ এবং ইবনু কাহীর তাঁর আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়ার (৬/১৩৩) এ উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহ'র-কিতাবুল লুকতার (১৮) এ এবং বাইহাকী তাঁর আস-সুনানুল কুবরা'র ৪/১৮২ এ ভিন্ন শব্দে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

৯৬৯- عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ أُرْحَدُّكُمْ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: أَعْبُدُ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وَاعْدُدْ نَفْسَكَ فِي الْمَوْتَى وَإِيَّاكَ وَدَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهَا تُسْتَجَابُ، وَمَنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَشْهَدَ الصَّلَاتَيْنِ: الْعِشَاءَ وَالصُّبْحَ وَلَوْ حَبَوًا فَلْيَفْعَلْ (الصحيح: ১৬৭৬)

৯৬৯. আবুদদারদা (রা.) থেকে তার অন্তিম সময়ে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তোমাদের নিকট একটি হাদীস বর্ণনা করব যা আমি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে, আল্লাহর ইবাদত এমনভাবে করবে যেন তুমি তাঁকে দেখছ। আর যদি তুমি তাঁকে দেখতে না পাও তা হলে (মনে করবে যে) তিনি তোমাকে দেখছেন। নিজেকে মৃতদের মধ্যে গণনা করবে এবং মজলুমের বদ-দু'আ থেকে বেঁচে থাকবে- কেননা তা কবুল করা হয় এবং তোমাদের মাঝে যে ঈশা ও ফজরের সালাতে উপস্থিত হতে সক্ষম সে যেন হামাগুড়ি দিয়ে হলেও এমনটি করে। (সহীহাহ হা. ১৪৭৪)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি আবাবারানী তাঁর আল-মু'জামুল কাবীরে ইবনু আসাকির তারীখে দিমাশকের (২/১৫৩/১৯); মুনিরী আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব এর (১/১৫৪ ও ৪/১৩৩); হাইসামী 'আল-মাজমা' এর (২/৪০)-এ এবং সুয়ূতী আল জামিউস সগীরে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া আবু নুআঈম (৮/২০২-২০৩) এ আব্দুল আজীজ এর সূত্রে যায়িদ ইবনু আরকাম থেকে মারফু'আন রিওয়ায়াত করেছেন।

(সহীহাহ হা.)

৯০. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَعْضِ جَسَدِي فَقَالَ: أَعْبُدُ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، وَكُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ. (الصحيح: ১৪৭৩)

৯৫০. আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদিন) (রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমার দেহের কোন এক অংশ ধরে বললেন, তুমি (এমনভাবে) আল্লাহর ইবাদত কর যেন তুমি তাকে দেখছ এবং দুনিয়াতে প্রবাসী কিংবা মুসাফিরের ন্যায় জীবনযাপন কর। (সহীহাহ্ হা. ১৪৭৩)

হাদীসটি সহীহ।

আহমাদ তাঁর মুসনাদে (২/১৩২); আবু নুআঈম আল-হিলয়া (৬/১১৫)-এ আওয়াযীর সূত্রে ইবনু উমার থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: সানাদটি শাইখাইনের শর্তে সহীহ। হাদীসটি বুখারী আ'মশের সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

৯০১. عَنْ مُعَاذٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَوْصِنِي قَالَ: أَعْبُدُ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ وَاعْدُدْ نَفْسَكَ فِي الْمَوْتَى وَادْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ كُلِّ حَجَرٍ وَعِنْدَ كُلِّ شَجَرٍ وَإِذَا عَمِلْتَ سَيِّئَةً (فَاعْمَلْ) بِجَنِبِهَا حَسَنَةً السِّرِّ بِالسِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ بِالْعَلَانِيَةِ. (الصحيح: ১৪৭০)

৯৫১. মু'আয (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমাকে কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন, তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত কর যেন তুমি তাকে দেখছ। নিজেকে মৃত্যুদের মধ্যে সামীল কর। প্রত্যেক পাথর ও বৃক্ষের নিকট আল্লাহ যিকির কর (এক মুহূর্ত সময়ও যেন যিকির থেকে গাফেল না হও) আর কোন অসৎকর্ম করলে তার পাশাপাশি একটি নেককাজ কর, গোপনে হলে গোপনে, আর প্রকাশ্যে হলে প্রকাশ্যে।

(সহীহাহ্ হা. ১৪৭৫)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি তাবারানী আল-কাবীরে আবু সালামার সূত্রে মু'আয (রা.) থেকে রিওয়াযাত করেছেন। হাইসামী বলেন: (৪/২১৮) আবু সালামা মু'আয এর সাক্ষাৎ পায়নি এবং এর সকল রাবী সিকাহ। মুনযিরী বলেন: তাবারানীর হাদীসটি উত্তম সানাদে বর্ণিত তবে এতে ইনকিতা রয়েছে।

আমি (আলবানী) বলব: এটাই সঠিক এবং হাদীসটির একাধিক শাহেদ রয়েছে।

৯৫২- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَحَادَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ زَمِيلٍ لَهُ عَنْ أَبِيهِ وَكَانَ أَبُوهُ يُكْنَى أَبَا الْمُتَفِقِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ، فَدَنَوْتُ مِنْهُ حَتَّى اخْتَلَفْتُ عُنُقَ رَاحِلَتِي وَعُنُقَ رَاحِلَتِهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْبِئْنِي بِعَمَلٍ يُنْجِيَنِي مِنْ عَذَابِ اللَّهِ وَيُدْخِلْنِي جَنَّتَهُ قَالَ: اْعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ وَأِدِّ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَحُجَّ وَاعْتَمِرْ، قَالَ أَشْهَدُ: وَأُظَنُّهُ قَالَ: وَصُمْ رَمَضَانَ وَانْظُرْ مَاذَا تَحِبُّ مِنَ النَّاسِ أَنْ يَأْتُوهُ إِلَيْكَ فَافْعَلْهُ بِهِمْ وَمَا تَكْرَهُ مِنَ النَّاسِ أَنْ يَأْتُوهُ إِلَيْكَ فَذَرَهُمْ مِنْهُ. (الصعيحة: ١٤٧٧)

৯৫২. মুহাম্মাদ ইবনু জুহাদাতা জৈনিক ব্যক্তি থেকে এবং সে তার সহপাঠী থেকে আর সে তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তার পিতার উপাধি ছিল “আবুল মুনতাকিফ” তিনি বলেন, (একদিন) আরাফার ময়দানে নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আমি আসলাম এবং তাঁর খুব নিকটে আসলাম, এমনকি আমার বাহনের গ্রীবা তাঁর বাহনের গ্রীবার বরাবর হলো। অতঃপর আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আমাকে এমন আমলের কথা বলে দিন যা আমাকে আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করবে এবং তাঁর জান্নাতে প্রবেশ করাবে! রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহর ইবাদত কর, তাঁর সঙ্গে কাউকে শরীক কর না, ফরয সলাত কয়েম করবে, ফরয যাকাত আদায় করবে এবং হজ্জ ও ওমরাহ করবে। লোকটি বলল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি: (বর্ণনাকারী বলেন, আমার ধারণা তিনি বললেন: এবং

রমযানে রোযা (সিয়াম) রাখবে এবং লক্ষ্য রাখবে, লোকদের থেকে যে ব্যবহার তুমি কামনা কর তাদের সঙ্গে অনুরূপই ব্যবহার করবে। আর লোকদের যে আচরণকে তুমি অপছন্দ কর তাদের সঙ্গে সে আচরণই বর্জন করবে। (সহীহাহ্ হা. ১৪৭৭)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি তাবারানী (৪/১৬/৩২২২) হাতিম ইবনু বুকাইর এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: “هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ لِحُجَالَةِ الرَّجُلِ وَزَمِيلِهِ” সানাদটি দুর্বল। কারণ, সানাদে উল্লিখিত ‘রাজুল’ এবং তাঁর সঙ্গী মাজহুল বা অপরিচিত এবং আশহাদ ইবনু হাতিম সত্যবাদী তবে কখনো কখনো ভুল করেন। তবে এরূপ আরো হাদীস রয়েছে যাকে শাইখ আলবানী হাসান বলেছেন। মসনাদে আহমদ (৬/৩৮৩) ও আল-মাজমা (৪/৭৬)।

এবং হাদীসটির একটি সাহেদ রয়েছে যা ইমাম আহমাদ (র) তাঁর মুসনাদে ৫ম খণ্ডের ৪১৭ পৃষ্ঠায় বিশিষ্ট সাহাবী আবু আইয়ুব আল-আনসারী (রা) থেকে শাইখাইনের শর্তে উল্লেখ করেছেন। হাদীসটি এরূপ:

أَنَّ أَعْرَابِيًّا عَرَضَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي مَسِيرٍ، فَأَخَذَ بِخَطَامِ نَاقَتِهِ
... الْحَدِيثُ دُونَ وَتَحَجَّ الْبَيْتِ

এছাড়াও হাদীসটির আরো একটি মুরসাল সাহেদ রয়েছে যা আবু কিলাবাহ থেকে বর্ণিত:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطِبَ فَقَالَ فذِكْرُهُ وَزَادَ: حُجُّوا وَاعْتَبِرُوا
اسْتَقِيمُوا يَسْتَقِيمْ لَكُمْ

٩٥٣- عَنْ الشَّرِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ الثَّقَفِيِّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أُمَّيْ أَوْصَتْ إِلَيَّ أَنْ أُعْتِقَ عَنْهَا رَقَبَةً، وَإِنَّ عِنْدِي جَارِيَةً سَوْدَاءَ نُوبِيَّةَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ادْعُ بِهَا، فَقَالَ: مَنْ رَبُّكَ، قَالَتْ: اللَّهُ، قَالَ: فَمَنْ أَنَا، قَالَتْ: رَسُولُ اللَّهِ، قَالَ: أُعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ.

৯৫৩. শারীদ ইবনু সুওয়াইদ আস্‌সাফী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদা (রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে) বললাম; হে আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমার মা আমাকে তার পক্ষ থেকে একটি গোলাম আযাদের অসিয়্যাত করেছিলেন, আর আমার নিকট নাওবী অঞ্চলের এক কালো দাসী আছে (তাকে আযাদ করলে কি যথেষ্ট হবে)? রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাকে ডাক। (তাকে ডেকে আনা হলে) রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাসীকে বললেন, তোমার রব কে? (উত্তরে) সে বলল, আল্লাহ। তিনি বললেন, আমি কে? উত্তরে সে বলল, আল্লাহর রাসূল। (অতঃপর) তিনি বললেন, তাকে আযাদ করে দাও, কারণ সে মু'মিনা। (সহীহাহ হা. ৩৬১)

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহ'র 'আল-মাসাজিদ' অধ্যায় হা: ৩৩; নাসাই সুন্নাহের 'কিতাবুল ওরাসাহ', আহমাদ মুসনাদের ৪র্থ খণ্ডের ২২২, ৩৮৮, ৩৮৯ পৃষ্ঠায়; বাইহাকী সুন্নাহে কুবরার ৭ম খণ্ডের ৩৮৮, ৩৮৯ পৃষ্ঠায়; ইবনু আব্দুল বার তামহীদে ৭ম খণ্ডের ১৩৪ পৃষ্ঠা, ৯ম খণ্ড ১১ পৃষ্ঠায়; ইবনু আবী শাইবা মুসান্নাফে ১১শ খণ্ড ২০ পৃষ্ঠায়; তাবারানী আল-মুজামুল কাবীরে ১৯শ ৯৮ পৃষ্ঠায় এবং রে'ইয় খণ্ডের ১৯৩ পৃষ্ঠায় রিওয়াযাত করেছেন।

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ مَرْفُوعًا: أَفْضَلُ الْإِيمَانِ الصَّبْرُ وَ

السَّابِقَةُ الصَّحِيحَةُ: ১৫৬০ (১৮) নাসাই

৯৫৪. মা'কিল ইবনু ইয়াসার (রা.) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত। সর্বোত্তম ঈমান হলো ধৈর্য এবং উদারতা। (সহীহাহ হা. ১৪৯৫)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি দাইলামী তার কিতাবের (১/১১২৮) এ আব্দুল আযীয ইবনু যুবাইরের সূত্রে মারফু'আন মা'কিল ইবনু ইয়াসার থেকে রিওয়াযাত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: সানাদটি দুর্বল সানাদের যায়িদ আল-আম্মী দুর্বল রাবী। ইবনু শাইবা আল-ঈমানের হা: ৪৩-এ হাদীসটি জাবিরের সূত্রে উল্লেখ করেছেন।

عَنْ أَبِي ذَرٍّ مَرْفُوعًا: أَفْضَلُ الْعَمَلِ إِيْمَانٌ بِاللَّهِ وَجِهَادٌ فِي

سَبِيلِ اللَّهِ، (الصَّحِيحَةُ: ১৫৭০)

৯৫৫. আবু যার (রা.) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত। সর্বোত্তম আমল: আল্লাহর উপর ঈমান আনা এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।

(সহীহাহ্ হা. ১৪৯০)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি ইবনু হিব্বান তার সহীহর হা: ৯৪-এ ইবরাহীম ইবনু হিশামের সূত্রে আবু যার (রা.) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: সানা দটি খারাপ। এতে ইবরাহীম নামক রাবীটি মিথ্যুক আবু হাতিম তাকে মিথ্যুক বলেছেন। তবে হাদীসটির তরজমা সহীহ যা ইমাম মুসলিম ১/৬২ উল্লেখ করেছেন।

৯৫৬. عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ زَيَْادٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَقَالَ: أَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَفْضَلُ إِسْلَامًا قَالَ: أَفْضَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِسْلَامًا مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَأَفْضَلُ الْجِهَادِ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي ذَاتِ اللَّهِ وَأَفْضَلُ الْمُهَاجِرِينَ مَنْ جَاهَدَ لِنَفْسِهِ وَهُوَ فِي ذَاتِ اللَّهِ. قَالَ: أَنْتَ قُلْتَهُ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو أَوْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ: بَلْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ.

(الصحيح: ১৬৯১)

৯৫৬. 'আলা ইবনু যিয়াদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আসকে জিজ্ঞেস করলেন যে, ইসলামের দিক থেকে সর্বোত্তম ব্যক্তি কে? (উত্তরে) তিনি বললেন, ইসলামের দিক থেকে সর্বোত্তম মু'মিন ঐ ব্যক্তি যার যবান ও হাত থেকে অপর মুসলমান নিরাপদে থাকে। সর্বোত্তম জিহাদ হলো ঐ জিহাদ যাতে ব্যক্তি আল্লাহর যাতে ব্যাপারে নিজের নফসের সঙ্গে জিহাদ করে এবং সর্বোত্তম মুহাজির ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহর সত্ত্বার ব্যাপারে নিজের নফস এবং প্রবৃত্তির সঙ্গে জিহাদ করে। লোকটি বলল, এটাকি আপনার বক্তব্য নাকি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন? (উত্তরে) তিনি বললেন, বরং আল্লাহর রাসূলই সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা বলেছেন।

(সহীহাহ্ হা. ১৪৯১)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইবনু নসর তার আস্-সালাত কিতাবে (২/১৪২) সহীহ সানাদে সুওয়াইদ ইবনু হুজাইর এর সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটির সানাদ সহীহ এবং এর সকল রাবী সিকাহ।

৯০৭- عَنْ عَبْرُو بْنِ عَبْسَةَ مَرْفُوعًا: أَفْضَلُ الْهَجْرَةِ أَنْ تَهْجُرَ مَا كَرِهَ رَبُّكَ عَزَّ وَجَلَّ. (الصَّحِيحَةُ: ৫০২)

৯৫৭. আমর ইবনু আবাসা (রা.) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত। সর্বোত্তম হিজরত হলো আল্লাহ যা অপছন্দ করেন তা বর্জন করা। (সহীহাহ্ হা. ৫৫৩)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি হাফিয আলী আল-মুত্তাকী আল-হিন্দী তার কানযুল উম্মালের হাদীস নং ৪৬২৬৩ ও ৪৬২৬৪-এ রিওয়ায়াত করেছেন। তবে হাদীসটি অন্য শব্দেও বর্ণিত হয়েছে। তাই হাদীসটি তার মুতাবাআত ও শাওয়াহেদ থাকার কারণে হাসান হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। তাছাড়া হাদীসটি কানযুল উম্মালে রয়েছে হা. ৪৬২৬৪।

৯০৮- عَنْ فَضَّالَةَ بِنْتِ عَبْدِ رَضَى اللَّهِ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: أَفْلَحَ مَنْ هَدَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَكَانَ عَيْشُهُ كِفَافًا وَقَنَعَ بِهِ. (الصَّحِيحَةُ: ১০৬)

৯৫৮. ফাযালা ইবনু উবাইদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন যে, সে সফলকাম হয়েছে যাকে ইসলামের দিকে পথ প্রদর্শন করা হয়েছে এবং তার জীবিকা সামান্য এবং সে তা নিয়েই তুষ্ট। (সহীহাহ্ হা. ১৫০৬)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম হাকিম তাঁর 'আল-মুসতাদরাকে'র (৪/১২২)-এ ইবনু ওহাবের সূত্রে ফাযালা ইবনু উবাইদ (রা.) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। হাদীসটিকে হাকিম সহীহুল ইসনাদ বলেছেন। তাছাড়া তিরমিযী (২/৫৬) ইবনু হিব্বান হা: ২৫৪১ এবং ইবনু মুবারক তার আযযুহদ এর হা: ৫৫৩-তে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন এবং তিরমিযী হাদীসটিকে 'হাসান সহীহ বলেছেন।

৯৫৭- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: أَقَاتِلُ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَيُؤْمِنُوا بِى، وَيَمُجِّتُ بِهِ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَبُوا مِنِّى دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحَسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ. (الصحيح: ১০)

৯৫৯. আবু হুরাইরা (রা.) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত। আমি মানুষের সঙ্গে লড়াই করব যে পর্যন্ত না তারা এ কথার সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই এবং তারা আমার উপর ও আমার আনিত কিতাবের উপর ঈমান আনে। অতঃপর তারা যখন এমনটি করবে তখন আমার পক্ষ থেকে তাদের জান ও মাল নিরাপদ থাকবে। কিন্তু ইসলামের বিধান অনুযায়ী যদি কেউ দণ্ড পাওয়ার উপযোগী কোন অপরাধ করে তবে জান ও মালের দণ্ডও হবে। (দুনিয়াতে কেবল তাদের মুখের ঘোষণা ও বাহ্যিক কার্যকলাপই গৃহীত হবে) এবং তাদের (অন্তর সম্পর্কে) বিচারের ভার (আখেরাতে) আল্লাহর উপরই ন্যস্ত রইল। (সহীহাহ্ হা. ৪১০)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহর (১/৩৯)-এ আলা ইবনু আব্দুর রহমান ইবনু ইয়াকুব আন আবিহী এর তরীকে আবু হুরাইরা (রা.) থেকে মারফু আন রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটি আবু হুরাইরা থেকে সহীহ ও মুতাওয়াতির। আবু হুরাইরা ছাড়া অন্যান্যদের থেকে হাদীসটি একাধিক তরুকে বর্ণিত হয়েছে।

৯৬০- عَنْ أَبِي صَخْرِ الْعُقَيْلِيِّ: حَدَّثَنِى رَجُلٌ مِنَ الْأَعْرَابِ قَالَ: جَلَبْتُ جُلُوبَةً إِلَى الْمَدِينَةِ فِى حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا فَرَعْتُ مِنْ بَيْعَتِي، قُلْتُ: لَأَلْقِيَنَّ هَذَا الرَّجُلَ، فَلَأَسْعَنَّ مِنْهُ. قَالَ: فَتَلَقَانِي بَيْنَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، يَمْشُونَ، فَتَبِعْتُهُمْ فِي أَقْفَائِهِمْ حَتَّى أَتَوْا عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ نَاشِرًا التَّوْرَةَ يَقْرُؤُهَا، يَعْزِي بِهَا نَفْسَهُ عَلَى ابْنِ لَهُ فِي الْمَوْتِ، كَأَحْسَنِ الْفَتَيَانِ وَأَجْمَلِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْشُدَكَ بِالَّذِى أَنْزَلَ التَّوْرَةَ! هَلْ تَجِدُ فِى

كِتَابِكَ صِفْتِي وَمَخْرَجِي. فَقَالَ بِرَأْسِهِ هَكَذَا؛ أَيْ: لَا. فَقَالَ ابْنُهُ: إِي
وَالَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَةَ! إِنَّا لَنَجِدُ فِي كِتَابِنَا صِفَتَكَ وَمَخْرَجَكَ، وَأَشْهَدُ أَنْ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؛ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ. فَقَالَ أَقْبِمُوا الْيَهُودِيَّ عَنْ أُخِيكُمْ.
يَعْنِي: ابْنَ الْيَهُودِيَّ الَّذِي أَسْلَمَ ثُمَّ وَلَّى كَفْنَهُ، وَحَنَطَهُ، وَصَلَّى عَلَيْهِ.

(الصحيح: ৩১৭৯)

৯৬০. আবু সাখর আল-উকাইলী থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেন) জনৈক বেদুঈন আমাকে অবহিত করেছেন যে, তিনি বলেন যে, আমি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবদ্দশায় (বিক্রির উদ্দেশ্যে) মদীনায় কিছু পণ্যসামগ্রী আমদানি করলাম। আমার বিক্রি যখন শেষ হলো তখন আমি (মনে মনে) বললাম, এই ব্যক্তির সঙ্গে অবশ্যই আমি সাক্ষাত করব এবং তার কথা শোনব। তিনি বলেন, অতঃপর তিনি আমার সঙ্গে এমতাবস্থায় সাক্ষাত করেন যে তিনি আবু বাকর ও উমারের মাঝে হাঁটছিলেন। তিনি তাদের উভয়কে তাদের পশ্চাদে প্রেরণ করলেন। তারা জনৈক ইহুদীর নিকট আসলেন যে তাওরাতের প্রচারকারী হিসেবে তা পাঠ করছিল। এবং সুদর্শন এবং সুশ্রী যুবকের ন্যায় অস্তিম শয্যায় শায়িত তার পুত্রের সম্মুখে তাওরাত নিয়ে নিজেই প্রবোধ দিচ্ছিল। অতঃপর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তোমাকে ঐ সত্ত্বার কসম দিচ্ছি যিনি কোরআন অবতীর্ণ করেছেন “তুমি তোমার কিতাবে আমার গুণাবলি এবং আগমনের স্থান সম্পর্কে কোন কিছু (তথ্য) পেয়েছ কি? অতঃপর সে তার মাথা দ্বারা ইশারা করে বলল, না। অতঃপর তার ছেলে বলল, হ্যাঁ, ঐ সত্ত্বার কসম যিনি তাওরাত অবতীর্ণ করেছেন আমরা আমাদের কিতাবে আপনার গুণাবলি এবং আগমন স্থানের আলোচনা পেয়েছি। এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ব্যতীত আর কোন মাবুদ নেই এবং আপনি আল্লাহর রাসূল। অতঃপর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ইহুদীকে তোমাদের ভাই থেকে দূরে হটাও। অর্থাৎ ইহুদীর মুসলমান পুত্রকে। অতঃপর তিনি তার কাফনের দায়িত্ব নিলেন ও তার গায়ে হানুত নামক সুগন্ধি লাগালেন এবং তার জানাযা পড়লেন।

(সহীহাহু হা. ৩২৬৯)

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহর الحدود অধ্যায়ের (৬) আহমাদ তাঁর মুসনাদে (৫/৪১১); বাইহাকী তার সুনানুল কুবরা হা: ২৫৫৮ এবং ইবনুল জাওযী তাঁর যাদুল মাসীর এর (৩/৮২)-এ হাদীসটি রিওয়াযাত করেছেন। তাছাড়া আদ-দুররুল মানসুরের (১/৯০), (৪/২৯); মাজমাউয যাওয়ায়েদে (৮/২৩৪); যাবিদী তাঁর ইতহাফের (৭/৩৮৮)-এ তবারী (৪/৫); কাশসাফ ৬২ এবং আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়ার (২/৩২৩)-এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

৭৬১- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: أَكْثَرُوا مِنْ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، قَبْلَ أَنْ يُحَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهَا وَلَقِّنُوهَا مَوْتًا كُمْ. (الصحيح: ৬৭)

৯৬১. আবু হুরাইরা (রা.) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত। তোমাদের এবং কালিমায়ে শাহাদাতের মাঝে আড়াল সৃষ্টি হবার পূর্বেই তোমরা বেশি বেশি করে “আল্লাহ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই” এর সাক্ষ্য দাও এবং তোমাদের মৃতদেরকে তা তাল্ফীন কর। (সহীহাহ্ হা. ৪৬৭)

হাদীসটি হাসান।

হাদীসটি আবু ইয়ালা তাঁর মুসনাদে (১১/৮/৬১৪৭) এ ইবনু আদী তাঁর আল-কামেলে (২/২০৪) তার থেকে ও অন্যান্যদের থেকে রিওয়াযাত করেছেন এবং ইবনু হিমসাহ তার ‘জুযউল বিতাকাহ’ এর (১/৬৯) এ খতীবে বাগদাদী তাঁর তারীখে (৩/৩৮) এবং ইবনু আসাকির তার তারীখে দিমাশকের (১৭/২০৭/২) এ একাধিক তুরূকে যিমাম ইবনু ইসমাঈল থেকে রিওয়াযাত করেছেন।

৭৬২- عَنْ سَلَمَةَ بْنِ قَيْسٍ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: أَلَا إِنَّمَا هُنَّ أَرْبَعُ: أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَسْرِقُوا قَالَ: فَمَا أَنَا بِأَشَحَّ عَلَيْهِنَّ مِنِّي إِذَا سَبَعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (الصحيح: ১৭৭)

৯৬২. সালামা ইবনু কাইস আল-আশজা‘ঈ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিদায় হজ্বের দিবসে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “সাবধান চারটি জিনিস থেকে তোমরা বেঁচে থাকবে: আল্লাহর

সাথে কাউকে শরীক করবে না। আল্লাহ যে নফসকে হত্যা করা হারাম করেছেন অন্যায়ভাবে তাকে হত্যা করবে না। ব্যভিচার করবে না এবং চুরি করবে না। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যখন এ কথাগুলো শুনলাম তখন এসব জিনিসের উপর আমার চেয়ে অধিক লোভী আর কেউই ছিল না। (সহীহাহ্ হা. ১৭৫৯)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদে (৪/৩৩৯); তাবারানী আল-কাবীরে হা: ৬৩১৬-৬৩১৭-তে মানসুরের সূত্রে সালামাতুবনু কাইস থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: সানাদটি সহীহ এবং এর সকল রাবী সিকাহ।

৯৬৩- عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ: أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ يُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ لَا يَزِيدُ عَلَيْهَا، فَيُقَالُ لَهُ: أَتُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ لَا تَزِيدُ عَلَيْهَا يَا أَبَا إِسْحَاقَ؟ فَيَقُولُ نَعَمْ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الَّذِي لَا يَنَامُ حَتَّى يُوتِرَ حَازِمٌ. (الصحيح: ২২০৮)

৯৬৩. সা'দ ইবনু আবী ওক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মাসজিদে গিয়ে ঈশার সলাত পড়তেন এরপর এক রাকা'আত বিতর পড়তেন (এবং) এর বেশি পড়তেন না। অতঃপর তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, আবু ইসহাক! আপনি এক রাকা'আত বিতির পড়েন এর বেশি পড়েন না কেন? (উত্তরে) তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি বিতির পড়ার পূর্বে ঘুমায় না সে প্রত্যয়ী। (সহীহাহ্ হা. ২২০৮)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম আহমাদ তাঁর আল-মুসনাদে (১/১৭০) ইবনু ইসহাকের সূত্রে সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: ইবনুল হুসাইন ব্যতীত সনদের সকলেই নির্ভরযোগ্য তবে হাদীসটি সহীহ এবং আবু কাতাদা ইবনু উমার এবং উকবা ইবনু আমের থেকে এর শাহেদ বিদ্যমান।

৭৬৫- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: أَنَّ الْعَاصَ بْنَ وَائِلٍ نَذَرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَنْحُرَ مِائَةَ بَدَنَةٍ، وَأَنَّ هِشَامَ بْنَ الْعَاصِ نَحَرَ حَصَّتَهُ خَمْسِينَ بَدَنَةً، وَأَنَّ عَمْرًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: أَمَّا أَبُوكَ فَلَوْ كَانَ أَقْرَبَ بِالتَّوْحِيدِ، فَصِمْتَ وَتَصَدَّقْتَ عَنْهُ نَفْعَهُ ذَلِكَ. (الصحيحه: ৬৮৫)

৯৬৪. আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ‘আস ইবনু ওইল জাহিলিয়াতের যুগে একশত উট যবেহ করার মান্নাত করল এবং (তার পুত্র) হিশাম ইবনুল ‘আস তার পিতার পক্ষ থেকে পঞ্চাশটি উট যবেহ করে। উমার (রা.) নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। (উত্তরে) তিনি বললেন, (হিশাম) তোমার পিতা যদি তাওহীদের স্বীকারোক্তি দিত অতঃপর তুমি তার পক্ষ থেকে রোযা (সিয়াম পালন করতে) রাখতে এবং সাদকা করতে তাহলে তা তাকে উপকৃত করত। (সহীহাহ্ হা. ৪৮৪)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম আহমদ তাঁর মুসনাদের (২/১৮২) এ হুশাইমের সানাদে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটি সহীহ এবং এর সকল বর্ণনাকারীগণ সিকাহ। মাজমাউয যাওয়ায়েদ (৪/১৯২) নাইলুল আওতার (৪/৭৮-৮০)।

৭৬৬- عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي عُنُقِي صَلِيبٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: يَا عَدِيُّ! اطْرَحْ هَذَا الْوُثْنَ. وَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ فِي سُورَةِ (بَرَاءة): (اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ)، [فَقُلْتُ: إِنَّا لَسْنَا نَعْبُدُهُمْ]! قَالَ: أَمَّا إِنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَعْبُدُونَهُمْ، وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا أَحْلَوْا لَهُمْ شَيْئًا اسْتَحْلَوْهُ، وَإِذَا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ شَيْئًا حَرَّمُوهُ، [فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ] (الصحيحه: ৩২৭৩)

৯৬৫. আদি ইবনু হাতিম (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদিন) আমি নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট আসলাম, তখন আমার গলায় স্বর্ণের ক্রুশ ছিল। তিনি (আমাকে দেখে) বললেন, আদী! “মূর্তিটি ফেলে দাও” এবং আমি তাকে সূরা বারাহা পড়তে শুনলাম। (তিনি পড়লেন) “তারা তাদের পণ্ডিত ও সংসার বিরাগীদেরকে তাদের পালনকর্তারূপে গ্রহণ করেছে।” আমি বললাম, আমরাতো তাদের ইবাদত করি না? (উত্তরে) নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তারাও তাদের ইবাদত করত না কিন্তু তাদের পণ্ডিতরা তাদের জন্য কোন জিনিসকে হালাল করলে তারা তা হালাল মনে করত। আর তাদের উপর কোন জিনিস হারাম করলে তারা তা হারাম মনে করত। (সহীহাহু হা. ৩২৯৩)

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম তিরমিযী তাঁর সুনানের হা: ৩০৯৫ এ ইমাম তাবারানী তাঁর আল-মু'জামুল কাবীরের হা: (১৭/৬৯)-এ এবং ইবনু আবিল আসিম তাঁর কিতাবুস সুন্নাহ (আল-মাকতাবুল ইসলামী) এর (১/৬১) এ রিওয়াযাত করেছেন।

৭৬৬. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنْ يَسْتَقْبِلُوا قَبْلَتَنَا وَيَأْكُلُوا ذَبِيحَتَنَا وَأَنْ يُصَلُّوا صَلَاتَنَا ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا لَهُمْ مَالُ الْمُسْلِمِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ [الصحيح: ৩: ৩২৯৩]

৯৬৬. আনাস ইবনু মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি মানুষের সাথে লড়াই করতে আদিষ্ট হয়েছি, যে পর্যন্ত না তারা ঘোষণা করে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই এবং মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বান্দা ও রাসূল। এবং তারা আমাদের কেবলা কা'বাকে কেবলা হিসেবে গ্রহণ করে এবং আমাদের যবেহ করা পশুর গোশত খায়, এবং আমাদের ন্যায় সলাত আদায় করে। যখন তারা এরূপ করবে, আমাদের পক্ষ থেকে তাদের জান

ও মাল নিরাপদে থাকবে। কিন্তু ইসলামের বিধান অনুযায়ী কেউ যদি দণ্ড পাওয়ার উপযোগী কোন অপরাধ করে, তবে জান ও মালের দণ্ডও হবে। তাদের জন্য সে সুবিধা থাকবে যে সুবিধা মুসলমানদের রয়েছে। আর তাদের উপর সে বস্তু আবশ্যকীয় যা মুসলমানদের জন্য আবশ্যকীয়।

(সহীহাহ্ হা. ৩০৩)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম আবু দাউদ তাঁর সুনানে হা: ২৬৪১; তিরমিযী তাঁর সুনানে (২/১০০) সাঈদ ইবনু ইয়াকুব আত-তালকানী থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। নাসায়ী তাঁর সুনানে (২/১৬১, ২৬৯) এবং ইবনু হিব্বান তার সহীহর (৭/৫৫৭/৫৮৬৫)-এ ইবনু মুসা আল-মারওয়ী থেকে এবং ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদের (৩/১৯৯)-এ আলী ইবনু ইসহাক থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। এবং এক্ষেত্রে ইবনু ওহাব তার মুতাবাআত করেছেন।

৭৭৭- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَدْ عَصَمَ مِنْ مَالِهِ وَنَفْسِهِ إِلَّا بِحَقِّهِ، وَحَسَابُهُ عَلَى اللَّهِ. (الصحيح: ৫.৭)

৯৬৭. আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি মানুষের সাথে লড়াইয়ে আদিষ্ট হয়েছি যে পর্যন্ত না তারা একথার ঘোষণা করে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। সুতরাং যে ব্যক্তি “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ” পড়বে আমার পক্ষ থেকে তার মাল ও জান নিরাপদ থাকবে। কিন্তু বিধান অনুযায়ী যদি কেউ দণ্ড পাওয়ার উপযুক্ত কোন অপরাধ করে, তবে জান ও মালের দণ্ডও হবে। (দুনিয়াতে কেবল তার মুখের ঘোষণা ও বাহ্যিক কার্যকলাপই গৃহীত হবে।) এবং তার (অন্তর সম্পর্কে) বিচারের ভার (পরকালে) আল্লাহর উপরই ন্যস্ত রইল। (সহীহাহ্ হা. ৪০৭)

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম বুখারী তাঁর ‘সহীহর’ (৩/২০৬, ১২/২৩৪, ১৩/২০৬) এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহর (১/৩৮); আবু দাউদ তাঁর সুনানের (১/২৪৩); নাসায়ী তাঁর সুনানের (২/১৬১); তিরমিযী তাঁর সুনানের (২/১০০) এবং আহমাদ তাঁর মুসনাদের (১/১৯, ৩৫, ৪৭-৪৮, ২/৪২৩, ৫২৮)-তে একাধিক তুরূক রিওয়ায়াত করেছেন। আবু হুরাইরা থেকে হাদীসটির একাধিক তুরূক রয়েছে।

৯৬৮- عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَ يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَبُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ. (الصحيح: ৬০৮)

৯৬৮. ইবনু উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি মানুষের সাথে লড়াইতে আদিষ্ট হয়েছি যে পর্যন্ত না তারা ঘোষণা করে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নাই এবং মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল এবং সলাত কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে। যখন তারা এরূপ করবে, আমার পক্ষ থেকে তাদের জ্ঞান ও মাল নিরাপদ থাকবে। কিন্তু ইসলামের বিধান অনুযায়ী যদি কেউ দণ্ড পাওয়ার উপযোগী কোন অপরাধ করে, তবে জ্ঞান ও মালের দণ্ডও হবে। (দুনিয়াতে কেবল তাদের মুখের ঘোষণা ও বাহ্যিক কার্যকলাপই গৃহীত হবে) এবং তাদের (অন্তর সম্পর্কে) বিচারের ভার (পরকালে) আল্লাহর উপরই ন্যস্ত রইল। (সহীহাঃ হা. ৪০৮)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম বুখারী তার সহীহর (১/৬৩-৬৪) এবং মুসলিম তাঁর সহীহর (১/৩৯)-তে; শু'বার তরীকে ইবনু উমার (রা.) থেকে মারফু'আন রিওয়ায়াত করেছেন। অনুরূপভাবে হাদীসটি জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা.) থেকেও বর্ণিত হয়েছে।

৯৬৯- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِذَا قَالُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَصَبُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، ثُمَّ قَرَأَ (إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكَّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسِيْطِرٍ). (الصحيح: ৬০৯)

৯৬৯. জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি মানুষের সাথে লড়াইয়ে আদিষ্ট হয়েছি যে পর্যন্ত না তারা একথার ঘোষণা দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত

আর কোন মাবুদ নেই। সুতরাং তারা যখন “আল্লাহ ব্যতীত আর কোন মাবুদ নেই” বলে ঘোষণা দিবে তখন তাদের জান ও মাল আমার পক্ষ থেকে নিরাপদ থাকবে। কিন্তু ইসলামের বিধান অনুযায়ী যদি কেউ দণ্ড পাওয়ার উপযোগী কোন অপরাধ করে, তবে জান ও মালের দণ্ডও হবে। (দুনিয়াতে কেবল তাদের মুখের ঘোষণা ও বাহ্যিক কার্যকলাপই গৃহীত হবে) এবং তাদের (অন্তর সম্পর্কে) বিচারের ভার (পরকালে) আল্লাহরই উপর ন্যস্ত রইল। (সহীহাহ্ হা. ৪০৯)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহর এবং তিরমিযী তাঁর সুনানের (২/২৩৭) এ এবং ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদের (৩/৩০০) এ সুফীআন আন আবু যুহাইর এর তরীকে রিওয়াযাত করেছেন। ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। তাছাড়া হাদীসটি হাকিম তার মুসতাদরাকে (২/৫২২) এ উল্লেখ করেছেন এবং সহীহ আলা শাইখাইন বলেছেন এবং যাহাবী এক্ষেত্রে তার সঙ্গ দিয়েছেন।

৭৭- عَنْ جَابِرٍ: أَمَرَنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَرْبَعٍ، وَنَهَانَا عَنْ خَمْسٍ: إِذَا رَقَدْتَ فَأَغْلِقْ بَابَكَ، وَأُوكِ سِقَاءَكَ، وَخَيْرُ إِبْنَاءِكَ وَأُطْفِ مِصْبَاحَكَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا، وَلَا يَحُلُّ وَكَاءً، وَلَا يَكْشِفُ غِطَاءً، وَإِنَّ الْفَارَةَ الْفُؤَيْسِقَةَ تَحْرِقُ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ بَيْتَهُمْ، وَلَا تَأْكُلُ بِشِمَالِكَ، وَلَا تَشْرَبُ بِشِمَالِكَ، وَلَا تَنْشِ فِي نَعْلِ وَاحِدَةٍ، وَلَا تَشْتَبِلُ الصَّبَاءَ، وَلَا تَحْتَبِ فِي الْإِزَارِ مُفْضِيًا.

(الصحيح: ২৭৭৬)

৯৭০. জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে চারটি কাজের আদেশ এবং পাঁচটি কাজ থেকে নিষেধ করেছেন:

(ক) যখন ঘুমাবে দরজা বন্ধ করবে, (খ) মশকের মুখ বেঁধে রাখবে, (গ) পাত্র ঢেকে রাখবে, (ঘ) বাতি নিভিয়ে দিবে, কারণ শয়তান (বন্ধ) দ্বার খুলতে পারে না, (বন্ধ) মশক খুলতে পারে না, এবং (ঢাকা) পাত্র উন্মুক্ত করতে পারে না। আর দুষ্ট ইঁদুর গৃহবাসীসহ ঘর পুড়িয়ে ফেলতে পারে।

(ক) বাম হাতে খাবে না; (খ) বাম হাতে পান করবে না, (গ) এক পায়ে জুতা পরিধান করে হাঁটবে না, (ঘ) ইশতেমালুস সাম্মা (চাদরের দু' মাথা বিপরীত দিক থেকে কাঁধের উপরে তুলে শরীর জড়িয়ে পরিধান করা) অবস্থায় চাদর পরিধান করবে না, (ঙ) লুঙ্গি পড়ে লজ্জাস্থান উন্মুক্ত রেখে নিতম্ব মাটিতে রেখে হাঁটুদ্বয় খাড়া করে একটি কাপড় দ্বারা হাঁটুদ্বয়কে জড়িয়ে বসবে না। (সহীহাহ্ হা. ২৯৭৪)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইবনু হিব্বান তার সহীহর হা: ১৩৪২ আব্দুল্লাহ ইবনু আহমাদের সূত্রে জাবির (রা.) থেকে মারফু'আন বর্ণনা করেছেন।

শাইখ আলবানী (র) বলেন, সানাতি সহীহ এবং এর সকল রাবী সিকাহ^১ ও মুসলিমের শর্ত মুতাবিক। হাদীসটি আবু আওয়ানা তার সহীহর (৫/৫০৮); আহমাদ মুসনাদে (৩/২৯৭-২৯৮ ও ৩২২); এমনিভাবে মুসলিম তাঁর সহীহর (৬/১৫৪)-এ একাধিক সূত্রে ইবনু জুরাইজ থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

৭৭১- عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ : جَاءَ حُصَيْنٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَرَأَيْتَ رَجُلًا كَانَ يَصِلُ الرَّحِمَ ، وَيَقْرِى الضَّيْفَ مَاتَ قَبْلَكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أَبِي وَ أَبَاكَ فِي النَّارِ . فَمَا مَضَتْ عِشْرُونَ لَيْلَةً حَتَّى مَاتَ مُشْرِكًَا . (الصحيح: ২০৭২)

৯৭১. ইমরান ইবনুল হাসীন (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাসীন (রা.) একদা নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে বললেন, (ইয়া রাসূলাল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম!) ঐ ব্যক্তির সম্পর্কে আপনার কি অভিমত যে, আপনার (আগমনের) পূর্বে মারা গেছে (কিন্তু) সে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করত, এবং আতিথ্য করত? (উত্তরে) রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, নিশ্চয়ই আমার ও তোমার বাবা উভয়েই জাহান্নামী। অতঃপর ২০ রাত্রি অতিবাহিত হতে না হতেই সে মুশরিক অবস্থায় মারা যায়। (সহীহাহ্ হা. ২৫৯২)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম তাবারানী তাঁর 'আল-মু'জামুল কাবীরের হা: ৩৫৫২-তে মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ আল-হাযরামীর সানাদে ইমরান ইবনু হাসীন (রা.) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: আব্বাস ইবনু আব্দুর রহমান ব্যতীত সানাদের সকল রাবী সিকাহ্। মুসলিম (১/১৩২-১৩৩); আবু আওয়ানা (১/৯৯); আবু দাউদ হা: ৪৭১৮-তেও হাদীসটি উল্লেখ রয়েছে।

৭৭২- عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنْ أَحَدَكُمْ يَأْتِيهِ الشَّيْطَانُ فَيَقُولُ: مَنْ خَلَقَكَ؟ فَيَقُولُ: اللَّهُ، فَيَقُولُ: فَمَنْ خَلَقَ اللَّهُ! فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقْرَأْ: أَمْنْتُ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَذْهَبُ عَنْهُ. (الصحيح: ১১৬)

৯৭২. 'আয়িশা (রা.) রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, নিশ্চয়ই শয়তান তোমাদের কারো নিকট এসে বলে, তোমার স্রষ্টা কে? সে বলে, আল্লাহ। অতঃপর শয়তান বলে, (যদি তাই হয় তাহলে) আল্লাহকে কে সৃষ্টি করল। তোমাদের কেউ এমনটি অনুভব করলে সে যেন বলে আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনলাম। কেননা তখন তা তার থেকে দূরে সরে যাবে।

(সহীহাহ্ হা. ১১৬)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম আহমদ তাঁর মুসনাদে (৬/২৫৮) মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈলের সূত্রে আয়িশা থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: সানাদটি হাসান এবং মুসলিমের শর্তে। এর সকল রাবীই সহীহাইনের রাবী। তবে যহহাক্ব যিনি ইবনু উসমান আল-আসাদী আল-হিযামীকে অনেকে কালাম করেছেন। তদুপরি হাদিসটি হাসানের মর্ভোবার কম নয়-ইনশাআল্লাহ। এছাড়াও সুফিয়ান সাওরী, লাইস ইবনু সালেম এর মুতাবাআত করেছেন। যা ইবনুস সুন্নী তাঁর আল-আমালুল ইয়াওমি ওয়াললাইলা হা. ২০১-এ রিওয়ায়াত করেছেন। ফলে হাদীসটি সহীহ।

৯৭৩- عَنْ حُذَيْفَةَ حَدَّثَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَخَوْفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ قَرَأَ الْقُرْآنَ، حَتَّى إِذَا رُئِيََتْ بِهِجْئُهُ عَلَيْهِ، وَكَانَ رِذْءًا لِلْإِسْلَامِ؛ انْسَلَخَ مِنْهُ وَنَبَذَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، وَسَعَى عَلَى جَارِهِ بِالسَّيْفِ، وَرَمَاهُ بِالشِّرْكِ. قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! أَيُّهَا أَوْلَى بِالشِّرْكِ، الرَّامِي أَوِ الْمُرْمِي؟ قَالَ: بَلِ الرَّامِي. (الصحيحه: ১: ২২০)

৯৭৩. হুযাইফা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিঃসন্দেহে তোমাদের উপর আমি সর্বাধিক যে জিনিসের ভয় করছি (তাহলো) এক ব্যক্তি কোরআন পড়বে এমনকি তার চেহারা প্রফুল্লতা ফুটে উঠবে এবং সে হবে ইসলামের সহায়ক। (এক পর্যায়ে) তার থেকে ইসলাম ছিনিয়ে নেয়া হবে এবং সে ইসলাম ত্যাগ করবে, তরবারি নিয়ে তার প্রতিবেশীর উপর আঘাত হানবে এবং তার উপর শিরকের অপবাদ দিবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! তাদের উভয়ের মধ্যে সবচেয়ে বেশি শিরকের যোগ্য কে, অপবাদদাতা নাকি যাকে অপবাদ দেয়া হয়েছে সে? তিনি বললেন, বরং অপবাদদাতা। (সহীহা হা. ৩২০১)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম বুখারী তাঁর আত-তারীখুল কাবীর-এর (৪/১০৩) হা. ২৯০৭; ইমাম আবু ইয়াল্লা তাঁর আল-মুসনাদুল কাবীরে রিওয়াযাত করেছেন। যেরূপ তাফসীরে ইবনু কাসীরে উল্লেখ রয়েছে, (২/২৬৫)।

শিহাবুদ্দীন ইবনু হাজার আল-আসকালানী তাঁর আল-মাতালিবুল আলিয়া নামক হাদীসের তাখরীজ গ্রন্থের (হাদীস নং ৪৪২৩)-এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

আর আবু ইয়ালার সূত্রে ইবনু হিব্বান তাঁর সহীহর (১/১৪৮) হা. ৮১; বাযযার তাঁর মুসনাদের (১/৯৯) হা. ১৭৫-এ মুহাম্মাদ ইবনু বাকর-এর তুরূকে রিওয়াযাত করেছেন।

৯৭৪- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ لَبِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَخَوْفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الشِّرْكَ الْأَصْغَرَ، قَالُوا: وَمَا الشِّرْكَ الْأَصْغَرُ؟ قَالَ الرِّيَاءُ، يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِأَصْحَابِ ذَلِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا جَازَى النَّاسَ: اذْهَبُوا إِلَى الَّذِينَ كُنْتُمْ تُرَآءُونَ فِي الدُّنْيَا، فَانْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَهُمْ جَزَاءً! (الصحيح: ৯৫১)

৯৭৪. মাহমুদ ইবনু লাবীদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি সবচেয়ে বেশি যে জিনিস তোমাদের উপর ভয় করি তা হলো 'শিরকে আসগর' তারা জিজ্ঞেস করল 'শিরকে আসগর' কি? রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, রিয়া। সকলকে তার কর্মের প্রতিদান দেয়ার পর আল্লাহ কেয়ামতের দিন রিয়াকারীদেরকে বলবেন, তোমরা সেসব লোকদের নিকট গমন কর দুনিয়াতে যাদের জন্য আমলে রিয়া করতে এবং গিয়ে দেখ তাদের নিকট কোন প্রতিদান পাও কিনা? (সহীহাহ্ হা. ৯৫১)

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদের ৫ম খণ্ডের ২২৮, ২২৯ পৃষ্ঠায়; জালালুদ্দীন সুয়ুতী জামউল জাওয়ামি ৬১৫২, ৬১৫৫-এ ইবনু আসাকির তারীখে দিমাশকের ৩য় খণ্ডের ২৮৬ পৃষ্ঠায়, সুয়ুতী দুররে মানসুরের ৪র্থ খণ্ডের ২৫৬ পৃষ্ঠায়; ইমাম বাগাভী শরহুস সুন্নাহর ১ম খণ্ডের ২৮৫ পৃষ্ঠায়; ইবনু কাসীর তাঁর তাফসীর গ্রন্থের ৪র্থ খণ্ডের ৩৪৩ পৃষ্ঠায় এবং মুনিযিরী আত-তারগীব ওয়াত-তারহীবের ১ম খণ্ডের ৬৮ পৃষ্ঠায় রিওয়াযাত করেছেন।

৯৭৫- عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: لَبَّى حَضَرَ كَعْبًا الْوَفَاةُ دَخَلَتْ عَلَيْهِ أُمُّ مُبَشِّرٍ بِنْتُ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ فَقَالَتْ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنِّ لَقَيْتُ ابْنِي فَأَقْرَأَهُ مِنِّي السَّلَامَ، فَقَالَ: يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ يَا أُمُّ مُبَشِّرٍ نَحْنُ أَشْغَلُ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَمَا سَبَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِينَ فِي أَجَافٍ طَيْرٍ خُضِرَ تَعَلَّقُ بِشَجَرِ الْجَنَّةِ قَالَ: بَلَى، قَالَتْ: فَهُوَ ذَلِكَ! (الصحيح: ৯৭৫)

৯৭৫. কা'ব ইবনু মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কা'ব যখন মৃত্যুশয্যা উপনিত হলো তখন উম্মে মুবাশশির বিনতুল বারা ইবনু মা'রুর তার নিকট এসে বলল, হে আবু আব্দুর রহমান, আমার ছেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে তাকে আমার সালাম দিও। অতঃপর কা'ব বললেন, উম্মু মুবাশশির, আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন! আমরা এর চেয়ে অনেক ব্যস্ত। অতঃপর (উম্মু মুবাশশির) বললেন, হে আবু আব্দুর রহমান, তুমি কি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শোননি যে, মু'মিনদের আত্মাসমূহ সবুজ পাখির উদরে বিদ্যমান থাকবে যা জান্নাতের বৃক্ষের সঙ্গে ঝুলন্ত থাকবে। (সহীহাহ হা. ৯৯৫)

কা'ব বললেন, অবশ্যই। উম্মু মুবাশশির বললেন, এটাই সেটা।

হাদীসটি সহীহ।

এই শব্দে তাবারানী তাঁর আল-মু'জামে কাবীরে ১৯শ খণ্ডের ৬৫ পৃষ্ঠায় এবং নূরুদ্দীন হাইসার্মী মাজমাউয যাওয়াইদের ২য় খণ্ডের ৩২৯ পৃষ্ঠায় রিওয়াযাত করেছেন।

ভিন্ন শব্দে ইবনু মাজাহ সুনানে ১৪৪৯; মুরতাদা যাবীদী ইতহাফের ৫ম খণ্ডের ২৩ পৃষ্ঠায় এবং আলী মুত্তাকী কানযুল উম্মালে রিওয়াযাত করেছেন।

৭৭৬- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْإِسْلَامَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ . قِيلَ : مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : الَّذِينَ يُصْلِحُونَ إِذَا فَسَدَ النَّاسُ ! .

(الصحيح: ১২৭৩)

৯৭৬. আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি নাবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, নাবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- ইসলাম প্রবাসীর ন্যায় (অপরিচিত ও নিঃসঙ্গ অবস্থায়) আরম্ভ হয়েছে এবং সেভাবেই প্রত্যাবর্তন করবে, যেভাবে আরম্ভ হয়েছে। সুতরাং প্রবাসীদের জন্য সুসংবাদ। প্রশ্ন করা হলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! তারা কারা? রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, (তারা সেসব ব্যক্তিবর্গ) যারা লোকেরা ফাসাদ সৃষ্টি করলে সংশোধন করে। (সহীহাহ হা. ১২৭৩)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি আবু আমর আদদানী তাঁর আস সুনানুল ওয়ারিদাহ ফিল ফিতান এর (১/২৫) এ মুহাম্মদ ইবনু আদম এর সূত্রে মারফুআন ইবনু মাসউদ থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: মুহাম্মদ ইবনু আদম ছাড়া সানাদের সকলেই সিকাহ ও সহীহর রাবী।

৭৭৭- عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: خَرَجْتُ إِلَى الْعِرَاقِ، وَشِيعْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، فَلَمَّا فَارَقْنَا قَالَ: إِنِّي لَيْسَ عِنْدِي شَيْءٌ أُعْطِيكُمْ، وَلَكِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ إِذَا اسْتَوْدَعَ شَيْئًا حَفِظَهُ. وَإِنِّي أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكُمْ وَأَمَانَتَكُمْ وَخَوَاتِيمَ أَعْمَالِكُمْ!.

(المصحيح: ২৫৬৭)

৯৭৭. মুজাহিদ (রহ.) বলেন, একদিন আমি ইরাকের উদ্দেশ্যে বের হলে আমাদেরকে বিদায় দেয়ার জন্য আব্দুল্লাহ ইবনু উমার আমাদের সঙ্গে এলেন। বিদায়ের সময় তিনি (আমাদেরকে) বললেন, তোমাদেরকে দেয়ার মতো আমার কাছে কিছু নেই, তবে আমি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, “আল্লাহর নিকট কোন জিনিস সোপর্দ করা হলে তিনি তা হেফাজত করেন। আর আমি তোমাদের দ্বীন, তোমাদের আমানত ও তোমাদের শেষ আমলকে আল্লাহর নিকট সোপর্দ করলাম।” (সহীহাহ্ হা. ২৫৪৭)

হাদীসটি সহীহ।

নাসায়ী তাঁর আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলার হা: ৫০৯-তে; ইবনু হিব্বান তাঁর সহীহর হা: ২৩৭৬; বাইহাকী তাঁর সুনানের (৯/১৭৩); তাবারানী তাঁর মুজামের (৩/২০৬/২) এবং আলী ইবনুল মুফাদ্দাল আল-মাকদিসী তাঁর *الْأَرْبَعِينَ فِي فَضْلِ النَّبِيِّ* কিতাবের (৫/২৫০/১)-তে মুহাম্মদ ইবনু আয়িয আদ-দিমাশকীর সানাদে রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটির সানাদ ভালো, হাইসাম ইবনু হামীদ এর ক্ষেত্রে সামান্য যওফ থাকলেও হাদীসটি সহীহ এবং এর অন্যান্য সকল রাবীই সিকাহ। তাছাড়া ইবনু উমার থেকে হাদীসটির একটি শাহেদ রয়েছে যা আব্দুল ওয়াহহাব ইবনু আহমাদ আবুল হুসাইন *أَبِي بَكْرٍ بْنُ أَبِي الْحَدِيدِ* (২/১৯১)-এ রিওয়ায়াত করেছেন। আর এ সানাদের কারণেই হাদীসটি সহীহ।

৯৭৮. عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَكِيمٍ (بْنِ حَزَامٍ) عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَا يَقْبَلُ تَوْبَةَ عَبْدٍ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ ! . (الصحيحه: ২৫৬৫)

৯৭৮. মু'আবিয়া ইবনু হাকীম ইবনু হিয়াম তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন যে, নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা সেই বান্দার তওবা কবুল করেন না যে ইসলাম গ্রহণের পর কাফের হয়ে গেছে।” (সহীহাহু হা. ২৫৪৫)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম আহমদ তাঁর মুসনাদের (৪/৪৪৬ ও ৫/২ ও ৩) এ আবু-কাযআ আল-বাহেলীর তরীকে হাকিম ইবনু মুআবিয়া থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটি সহীহ ও এর সকল রাবী সিকাহ। আর আবু কাযআর নাম হলো সুয়াইদ ইবনু হুজাইর। বাহয ইবনু হাকীম তার মুতাবাআত করেছেন এবং আহমাদ তাঁর মুসনাদের (৫/৫) এ উল্লেখ করেছেন।

৯৭৯. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ : مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ , وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ , وَمَا زَالَ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ , فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَبْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ وَيَدُهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلُهُ الَّتِي يَمْشِي عَلَيْهَا , وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَكِنْ اسْتَغَاذَنِي لَأُعِذَّنَّهُ , وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدَّدْتُ عَنْ قَبْضِ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ , يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مُسَاعَاةَهُ . (الصحيحه: ১৭৬০)

৯৭৯. আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ বলেন, যে ব্যক্তি আমার বন্ধুকে কষ্ট দেয়, আমি তার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ঘোষণা দেই। আমার বান্দা আমার

আরোপিত ফরয কাজের মাধ্যমে যা আমার নিকট প্রিয় এবং নফল কাজের মাধ্যমে সর্বদা আমার নৈকট্য লাভ করতে থাকে। এভাবে (এক স্তরে) আমি তাকে ভালোবাসতে থাকি। আর যখন আমি তাকে ভালোবাসি তখন আমি তার কান হয়ে যাই যা দিয়ে সে শোনে, তার চোখ হয়ে যাই যা দিয়ে সে দেখে, তার হাত হয়ে যাই যা দিয়ে সে ধরে এবং তার পা হয়ে যাই যা দিয়ে সে চলাফেরা করে। যদি সে আমার নিকট কিছু চায়, আমি তাকে দেই এবং যদি আমার নিকট আশ্রয় চায় তাহলে আমি তাকে আশ্রয় দেই। এবং মুমিনের নফস কবয করতে আমি যে পরিমাণ দ্বিধান্বিত হই অন্য কোন কিছুর ক্ষেত্রে সে পরিমাণ দ্বিধান্বিত হই না। সে মৃত্যুকে অপছন্দ করে, আর আমি অপছন্দ করি তার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করতে। (সহীহাহ্ হা. ১৬৪০)

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম বুখারী তাঁর ‘সহীহর’ (৪/২৩১); আবু নুআঈম তাঁর ‘আল-হিলয়ার’ (১/৪); বাগাভী শরহুস সুন্নাহর (১/১৪৩/২); আবুল কাসিম আল-আহরাওনী *الْفَوَائِدُ الْمُنْتَخَبَةُ* (১/৩/২)-এ ইবনুল হাম্মামী আস-সুফী *مُنْتَخَبٌ مِنْ مَسْئَلَاتِهِ* এর (১/২-২/১); নাবুলুসী *السُّنَّةُ الْعِرَاقِيَّةُ* এর (১/২৬)-এ এবং বাইহাকী আয-যুহদ এর ২/৮৩ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

৯৮. عَنْ يُؤُسَ بْنِ مَيْسَرَةَ بْنِ حَلْبَسٍ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَائِلُهُ، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهِ مَدَّ يَدَهُ، فَأَخَذَ بِيَدِهِ فَسَحَّ بِهَا وَجْهَهُ وَصَدْرَهُ لِأَنَّهُ بَايَعَ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ: يَا يَزِيدُ كَيْفَ ظَنَنْتُكَ بِرَبِّكَ. قَالَ: حَسَنٌ، قَالَ: أَبَشِّرْ فَإِنِّي سَبَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي إِنْ خَيْرًا فَخَيْرٌ وَإِنْ شَرًّا فَشَرٌّ. (الصحيح: ১৬৬৩)

৯৮০. ইউনুস ইবনু মাঁইসারাহ ইবনু হালবাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা ইয়াযীদ ইবনুল আসওয়াদ এর নিকট আসলাম। (এমতাবস্থায়) তার নিকট ওসিলাহ (রা.) আসলেন। তিনি (ইয়াযীদ) তাকে দেখে হস্ত প্রসারিত করলেন এবং তার হাত ধরে তার চেহারা এবং বুকে মুছলেন। কারণ তিনি (ওসিলাহ রা.) এই হাতে রাসূল সল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাতে বাই‘আত গ্রহণ করেছেন। এরপর (ওসিলাহ রা.) বললেন: ইয়াযীদ! তোমার রব সম্পর্কে তোমার কি ধারণা? তিনি বললেন, ভালো। তিনি (ওসিলাহ রা.) বললেন, তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, আমার ব্যাপারে আমার বান্দার ধারণা অনুযায়ী আমি (তার সাথে) আচরণ করে থাকি ভালো হলে ভালো, মন্দ হলে মন্দ।

(সহীহাহু হা. ১৬৬৩)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি তাবারানী তাঁর আল-মু‘জামুল আওসাতের হা: ৮১১৫ এবং আবু নুআঈম তাঁর হিলমার (৯/৩০৬) এ আমার ইবনু ওয়াকিদ এর সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: সানাদের আমার নামক রাবী মাতরুক রাবী। তবে হাদীসটি অন্য সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যা শক্তিশালী এবং সহীহ।

৯৮১- عَنْ مُحَجِّنِ بْنِ الْأَدْرِعِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلًا فِي الْمَسْجِدِ يُطِيلُ الصَّلَاةَ، فَأَتَاهُ فَأَخَذَ بِنِكَيْهِ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ رَضِيَ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ الْيُسْرَ وَكَرِهَ لَهُمُ الْعُسْرَ، (قَالَهَا ثَلَاثَ سَرَّاتٍ) وَإِنَّ هَذَا أَخَذَ بِالْعُسْرِ وَتَرَكَ الْيُسْرَ. (الصحيح: ১৬৩৫)

৯৮১. মিহজান ইবনুল আরদা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট (সংবাদ) পৌছল যে, জনৈক ব্যক্তি মাসজিদে লম্বা লম্বা সলাত পড়ে অতঃপর তিনি তার নিকট এসে তার কাঁধ ধরে বললেন, আল্লাহ তা‘আলা এ উম্মতের জন্য সহজকে পছন্দ করেছেন এবং কঠিন করাকে অপছন্দ করেছেন। (বাক্যটি তিন বার বললেন,) এবং নিঃসন্দেহে সে সহজকে ছেড়ে কঠিনকে গ্রহণ করেছে।

(সহীহাহু হা. ১৬৩৫)

হাদীসটি সহীহ।

আল-ওয়েদী হাদীসটি তাঁর আল-ওসীত এর (১/৬৬/১)-এ আবু ইউনুস এর সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: সানাদটি সহীহ এবং এর সকল রাবী সিকাহ ও মুসলিমের রাবী তবে আবু ইউনুসকে আমি চিনি। হাইসামী বলেছেন: সানাদটির সকল রাবী সহীহর রাবী।

تُرِيدُونَ حَكْمَتُوهُ وَإِنْ لَمْ يُعْطَكُمُ حَذَرْتُمْ فَلَمْ تَحْكُمُوهُ. فَدَسُّوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاسًا مِنَ النِّسَافِقِينَ لِيُخْبِرُوا لَهُمْ رَأْيَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ بِأَمْرِهِمْ كُلِّهِ وَمَا أَرَادُوا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا: آمَنَّا) إِلَى قَوْلِهِ: (وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ)، ثُمَّ قَالَ: فِيهِمَا وَاللَّهِ نَزَلَتْ، وَإِيَّاهُمَا عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

(الصحيح: ٢٥٥٢)

৯৮২. ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন যে, “وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ” যেসব লোক আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফায়সালা করে না তারাই কাফের এবং তারাই জালেম, এবং তারাই ফাসেক।”

ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন, আল্লাহ আয়াতটি ইহুদীদের দুই দল সম্পর্কে অবতীর্ণ করেছেন। জাহিলিয়াতের যুগে তাদের একদল অপর দলকে নিজেদের বশীভূত করে রেখেছিল এমনকি তারা এ সন্ধি ও চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিল যে, প্রভাবশালীদের কেউ নিম্নশ্রেণির কাউকে হত্যা করলে (জানের বিনিময়ে) তার রক্তপণ দিতে হবে ৫০ “ওসাক” (ষাট সা) আর নিম্নশ্রেণিদের কেউ প্রভাবশালীদের কাউকে হত্যা করলে (জানের বিনিময়ে) মুক্তিপণস্বরূপ প্রভাবশালীদেরকে একশ “ওসাক” দিতে হবে এবং এ (নীতির) উপরেই তারা চলে আসছিল।

অবশেষে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায়ে আগমন করলেন। তখন উভয় দলই রাসূলের আগমনের কারণে লাঞ্চিত হয়। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে দিন (তখন) তাদের উপর বিজয় লাভ করেননি এবং তাদের সঙ্গে সন্ধি চুক্তিতেও আবদ্ধ হন নি। (তখন) নিম্নশ্রেণির এক ব্যক্তি প্রভাবশালীদের এক ব্যক্তিকে হত্যা করল।

প্রভাবশীলরা নিম্নশ্রেণির লোকদের নিকট রক্তপণস্বরূপ ১০০ ওসাক প্রেরণের কথা লেখে পত্র প্রেরণ করল। তখন নিম্নশ্রেণির লোকেরা বলল, একই ধর্মাবলম্বী দুই এলাকার লোকদের মাঝে কখনওকি এমনটি হয়েছে যে, তাদের উভয়ের বংশ এক এবং দেশ এক। তদুপরি তাদের কতকের রক্তপণ কতকের অর্ধেক?! আমরা তোমাদেরকে আমাদের পক্ষ থেকে পূর্বে যা দিয়েছি তা দিয়েছিলাম জুলুম, নির্যাতন এবং বিচ্ছেদের ভয়ে। এখন যখন মুহাম্মাদ এসেছে তাই তোমাদেরকে আমরা আর কিছুই দেব না। ফলে তাদের মাঝে যুদ্ধ বেঁধে যাওয়ার উপক্রম হলো।

অবশেষে তারা রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাদের মাঝে ফায়সালা বানাতে সম্মত হলো। প্রভাবশালীরা বলল, আল্লাহর কসম! মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের থেকে নিয়ে তাদেরকে তার সম্প্রদায়কে যে পরিমাণ দিবে তাদের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে তার দ্বিগুণ কখনো দেবে না। (নিম্নশ্রেণির ইহুদীরা বলল,) তারাতো ঠিকই বলেছে, তারা (মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সঙ্গীরা) আমাদের উপর জুলুম এবং তাদের বশীভূত করা ছাড়া (কখনই) আমাদেরকে এটা (অধিকার) দিবে না।

(প্রভাবশালীরা বলল) সুতরাং তোমরা মুহাম্মাদের নিকট একজনকে গুপ্তচর বানিয়ে পাঠাও যে তোমাদেরকে মুহাম্মাদের মত সম্পর্কে অবহিত করবে। তোমরা যা চাও সে তোমাদেরকে তা দিলে তোমরা তাকে বিচারক বানাবে। আর সে তোমাদেরকে তা না দিলে তোমরা ভয় করে তাকে বিচারক বানানো থেকে বিরত থাকবে। অতঃপর তারা কতিপয় মুনাফিককে গুপ্তচর হিসেবে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট প্রেরণ করল যাতে তারা তাদেরকে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মত সম্পর্কে অবহিত করে।

(এদিকে) রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মদীনায়) আসলে আল্লাহ তাঁর রাসূলকে তাদের সকল বিষয় এবং তারা কি চায় এ সম্পর্কে জানিয়ে দেন। অতঃপর “হে রাসূল, তাদের জন্য দুঃখ করবেন না যারা দৌড়ে গিয়ে কুফরে পতিত হয়” থেকে “যেসব লোক আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফায়সালা করেনা তারাই ফাসেক” পর্যন্ত আয়াতটি

আল্লাহ অবতীর্ণ করেন। অতঃপর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তাদের দু'দল সম্পর্কেই আল্লাহ এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেছেন।

(সহীহাহু হা. ২৫৫২)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদের (১/২৪১৬); তাবারানী তাঁর (আল মু'জামুল কাবীরের (৩/৯৫/১)-তে আব্দুর রহমান ইবনু আবিয্ যিনাদের তরীকে ইবনু আব্বাস থেকে রিওয়ায়াত করেছেন যা সুযুতী তাঁর আব্দুররুফুল মানসুরের (২/২৭১)-তে উল্লেখ করেছেন। তাফসীরে ইবনু জারীর (১২০৩৭/১০ খ: ৩৫২) এও হাদীসটি এই তরীকে বর্ণিত হয়েছে। আবু দাউদ হা: ৩৫৭৬; ইবনু কাসীর (৬/১৬০)।

৭৮৩- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَرْفُوعًا: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ

بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ. (الصحيح: ১৬৬৭)

৯৮৩. আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা.) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত। “নিশ্চয়ই আল্লাহ এ দীনকে ফাসেক ব্যক্তির মাধ্যমে শক্তিশালী করবেন।”

(সহীহাহু হা. ১৬৪৯)

হাদীসটি সহীহ।

ইবনু হিব্বান তার সহীহর হা: ১৬০৭; তাবারানী আল-কাবীরের হা: ৮৯৬৩ ও ৯০৯৪-তে মুহাম্মাদ ইবনু মাখলাদ عَنْ أَبِيهِ এর (১/৬/২)-এ আসিমের সূত্রে আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ থেকে মারফুআন রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: সানাদটি হাসান তবে শক্তিশালী শাহেদের কারণে সহীহ।

৭৮৪- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَضْحَكُ مِنْ

رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَيَدْخُلُهُمَا اللَّهُ الْجَنَّةَ، يَكُونُ أَحَدُهُمَا كَافِرًا فَيَقْتُلُ الْآخَرَ، ثُمَّ يُسَلِّمُ فَيَغْرَوْنِ سَبِيلَ اللَّهِ فَيُقْتَلُ.

(الصحيح: ২৫২৫)

৯৮৪. আবু হুরাইরা (রা.) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত। নিশ্চয়ই আল্লাহ (এমন) দুই ব্যক্তিকে দেখে হাসেন যারা একজন অপরজনকে হত্যা করে অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদের উভয়কে জান্নাতে প্রবেশ করান। তাদের একজন কাফের যে অপরজনকে হত্যা করে। এরপর সে ইসলাম কবুল করে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে নিহত হয়। (সহীহাহু হা. ২৫২৫)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদের (২/৫১১) এ রওহ এর সানাদে আবু হুরাইরা থেকে মারফু'আন রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটি শাইখাইনের শর্তে সহীহ। এর একাধিক তুরূক রয়েছে যা নাসায়ী তাঁর সুনানে (২/৬৩) এবং আহমাদ তাঁর মুসনাদের (২/২৪৪) এ সুফিয়ান এর সানাদে উল্লেখ করেছেন। আর এ হাদীসটিও শাইখাইনের শর্তে সহীহ।

৯৮৫- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجِدُّ لَهَا دِينَهَا.

(الصحيح: ৫৯৯)

৯৮৫. আবু হুরাইরা (রা.) রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রতি শত বৎসরের মাথায় আল্লাহ তা'আলা এ উম্মতের জন্য তার দ্বীনের সংস্কার প্রেরণ করেন। (সহীহাহ্ হা. ৫৯৯)

হাদীসটি সহীহ।

আবু দাউদ তাঁর সুনানে ৪২৯১; হাকিম মুসতাদরাকের ৪র্থ খণ্ডের ৫২২ পৃষ্ঠায়; খতীবে বাগদাদী তাঁরীখে বাগদাদের ২য় খণ্ডের ৬১ পৃষ্ঠায়; আলী আল-মুত্তাকী আল-হিন্দী কানযুল উম্মালে হা: ৩৪৬২৩; খতীবে তাবরীযী মিশকাতে ২৪৭ ইমাম হাকিম সুহুতী জামউল জাওয়ামিয়ে ৫১৬৯ এবং ইবনু হাজার ফাতহুল বারীর ১৩ তম খণ্ডের ১৯৫ পৃষ্ঠায় রিওয়ায়াত করেছেন।

৯৮৬- عَنْ حُذَيْفَةَ مَرْفُوعًا: إِنَّ اللَّهَ يَصْنَعُ كُلَّ صَانِعٍ وَمُصْنَعَةٍ.

(الصحيح: ১১৩৭)

৯৮৬. হুযাইফা (রা.) থেকে মারফু' সূত্রে বর্ণিত। নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রত্যেক আবিষ্কারক ও আবিষ্কারকে সৃষ্টি করেন। (সহীহাহ্ হা. ১৬৩৭)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি বুখারী তার অ'আ'আল'এর ৭৩ পৃষ্ঠায় ইবনু আবু আসিম তাঁর আস্ সুন্নাহর হা: ৩৫৭-৩৫৮; ইবনু মান্দাহ তাঁর আত-তাহহীদে (২/৩৯); ইবনু আদী (২/২৬৩); হাকিম (১/৩১); বাইহাকী ও'আ'আল'এর ২৬ ও ৩৮৮ পৃষ্ঠায়; মহামেলী তাঁর আল-আমালীর (৬/১৩) এবং দাইলামী তাঁর মুসনাদে (১/২/২২৮) একাধিক সূত্রে হুযাইফা (রা.) থেকে মারফু'আন রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম হাকিম বলেন: হাদীসটি মুসলিমের শর্তে সহীহ।

৯৮৭- عَنْ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ : أَنَا خَيْرُ شَرِيكَ ، فَمَنْ أَشْرَكَ بِي أَحَدًا فَهُوَ لَشَرِّيكَيَّ ! يَا أَيُّهَا النَّاسُ ! أَخْلَصُوا الْأَعْمَالَ لِلَّهِ ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا خَلَصَ لَهُ ، وَلَا تَقُولُوا : هَذَا لِلَّهِ وَلِلرَّحِمِ وَلَيْسَ لِلَّهِ مِنْهُ شَيْءٌ ، وَلَا تَقُولُوا : هَذَا لِلَّهِ وَلَوْ جُوهِكُمْ ، فَإِنَّهُ لَوْ جُوهُكُمْ ، وَلَيْسَ لِلَّهِ مِنْهُ شَيْءٌ . (الصحيح: ২৭১৬)

৯৮৭. যাহহাক ইবনু কায়িস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি হলাম সর্বোত্তম অংশীদার। সুতরাং আমার সঙ্গে যে কাউকে অংশীদার স্থির করবে সে আমার অংশীদারের বলে গণ্য হবে। হে লোকসকল! একমাত্র আল্লাহর জন্যই তোমরা তোমাদের আমলসমূহকে খাঁটি কর। কেননা আল্লাহ শুধুমাত্র সেই আমলই কবুল করেন যা শুধুমাত্র তাঁর জন্যই করা হয়। এবং তোমরা (কখনো একথা) বল না যে, এটা আল্লাহর এবং নিকটাত্মীয়দের এবং আল্লাহর এতে কোনও অংশ নেই! এবং (একথাও) বলো না যে, এটা আল্লাহ ও তোমাদের কেননা এটা তোমাদেরই বলে গণ্য হবে এবং আল্লাহর এতে কোনও অংশ নেই। (সহীহা হা. ২৭৬৪)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি আব্দুল বাকি ইবনু 'কানে দাহহাক ইবনু কায়স আল-ফিহরীর তরজমায় তার মু'জামুস সাহাবা কিতাবে আহমাদ ইবনু মুহাম্মদ ইবনু ইসহাক এর সানাদে রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটি সহীহ এবং আহমদ ইবনু মুহাম্মদ ব্যতীত সানাদের বাকি সকলেই শাইখাইনের শর্তে সিকাহ। তবে তার মুতাবাআত রয়েছে ইবরাহীম ইবনু মুজাশশীর তার সমর্থন দিয়েছেন।

৯৮৮- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْإِيمَانَ لِيَخْلُقُ فِي جَوْفِ أَحَدِكُمْ كَمَا يَخْلُقُ الثَّوْبُ، فَاسْأَلُوا اللَّهَ أَنْ يُجَدِّدَ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ. (الصحيح: ১৫৪৫)

৯৮৮. আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয়ই ঈমান তোমাদের অন্তরে পুরাতন হয়ে যায় যেমনিভাবে কাপড় পুরাতন হয়ে থাকে। সুতরাং তোমাদের অন্তরে ঈমানের নতুনত্বের জন্য আল্লাহর নিকট তোমরা প্রার্থনা কর। (সহীহাহ্ হা. ১৫৮৫)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি হাকিম তাঁর আল-মুস্তাদরাকের (১/৪) এ ইবনু ওহাবের সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন এবং ইমাম শামসুদ্দিন আয-যাহাবী এ ক্ষেত্রে হাকিমের মুয়াফাকাত করেছেন। ইমাম হাইসামী বলেন, হাদীসটি ইমাম তাবারানী তাঁর মু'জামের (১/৫২)-এ রিওয়ায়াত করেছেন, যার ইসনাদটি হাসান।

আমি (আলবানী) বলব: সানাদের আব্দুর রহমান ইবনু মাইসারা ব্যতীত সকলেই সিকাহ ও মুসলিমের রাবী। এছাড়াও ইমাম ইবনু খুযাইমাহ তাঁর সহীহ গ্রন্থে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

৯৮৯- عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ خَلَقَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: الْقَلَمُ، فَأَخَذَهُ بِيَمِينِهِ وَكَلَّمَا يَدَيْهِ يَمِينًا قَالَ: فَكُتِبَ الدُّنْيَا وَمَا يَكُونُ فِيهَا مِنْ عَمَلٍ مَعْمُولٍ: بِرٍّ أَوْ فُجُورٍ، رَطْبٍ أَوْ يَأْسٍ، فَأَحْصَاهُ عِنْدَهُ فِي الذِّكْرِ، ثُمَّ قَالَ: اقْرَأُوا إِنَّ شِئْتُمْ: (هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ)؛ فَهَلْ تَكُونُ النُّسخَةُ إِلَّا مِنْ أَمْرٍ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ. (الصحيح: ৩১৩৬)

৯৮৯. ইবনু উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করেছেন, এরপর স্বীয় ডান হস্তে তাকে ধরেছেন- তাঁর উভয় হস্তই ডান- রাসূল সল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এরপর আল্লাহ পৃথিবী এবং এর মাঝে যত আমল করা হবে নেক বা বদ ভালো বা মন্দ সব লিপিবদ্ধ করেন। এরপর তিনি সেগুলোকে তার নিকট কোরআনে গণনা করে রেখেছেন। অতঃপর বললেন, তোমরা চাইলে (এ আয়াত) পাঠ কর যে, هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (সহীহাহ্ হা. ৩১৩৬)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি আবু আব্দুল্লাহ আল-হাকিম তাঁর মুসতাদরাক আলা-সাহীহাইনের ১ম খণ্ডের ৪ পৃষ্ঠায়; নুরুদ্দীন হাইসামী তাঁর মাজমাউয যাওয়াইদের ১ম খণ্ডের ৫২ পৃষ্ঠায় আলী আল-মুতাক্কী আল-হিন্দী তাঁর কানযুল উম্মালের হাদীস নং ১৩১৩ এবং জালালুদ্দীন সুয়ুতী তাঁর জামউল জাওয়ামি হা: ৫৪০৫-তে রিওয়ায়াত করেছেন।

৯৯- عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: تَفَرَّقَ النَّاسُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَقَالَ لَهُ: نَاتِلْ أَهْلَ الشَّامِ: أَيُّهَا الشَّيْخُ! حَدَّثْنَا حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: نَعَمْ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ: رَجُلٌ اسْتَشْهَدَ، فَأُتِيَ بِهِ، فَعَرَفَهُ نَعْبَهُ فَعَرَفَهَا. قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتَشْهَدْتُ. قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِيُقَالَ: جَرِيءٌ؛ فَقَدْ قِيلَ. ثُمَّ أُمِرَ بِهِ؛ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ. وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ، وَقَرَأَ الْقُرْآنَ، فَأُتِيَ بِهِ، فَعَرَفَهُ نَعْبَهُ فَعَرَفَهَا. قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ، وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ. قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ: عَالِمٌ، وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ: هُوَ قَارِئٌ، فَقَدْ قِيلَ. ثُمَّ أُمِرَ بِهِ؛ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ. وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ، فَأُتِيَ بِهِ، فَعَرَفَهُ نَعْبَهُ فَعَرَفَهَا. قَالَ: فَمَا عَمِلْتُ فِيهَا؟

قَالَ: مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ. قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ: هُوَ جَوَادٌ، فَقَدْ قِيلَ. ثُمَّ أَمَرَ بِهِ؛ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ. (الصحيح: ৩৫১৮)

৯৯০. সুলাইমান ইবনু ইসার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বিক্ষিপ্ত হয়ে গেল। অতঃপর শামের জনৈক নেতা তাকে বলল, হে বুয়ুর্গ! রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শোনা একটি হাদীস আমাদের নিকট বর্ণনা করুন। আবু হুরাইরা (রা.) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যে ব্যক্তির বিচার করা হবে সে হবে একজন শহীদ (ধর্মযুদ্ধে প্রাণদানকারী) তাকে আল্লাহর দরবারে আনয়ন করা হবে।

অতঃপর আল্লাহ তাকে (প্রথমে দুনিয়াতে প্রদত্ত) নিয়ামতসমূহের কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন; আর সেও তা চিনতে পারবে। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তুমি এসব নেয়ামতের বিনিময়ে দুনিয়াতে কি আমল করেছ? জবাবে সে বলবে, আমি তোমার সন্তুষ্টির জন্য (কাফেরদের সাথে) লড়াই করেছি। এমনকি শেষ পর্যন্ত শহীদ হয়েছি। তখন আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ; বরং তুমি লড়াই করেছ এজন্য যে, তোমাকে বীর বলা হবে। আর তোমাকে তা বলাও হয়েছে। এরপর তার ব্যাপারে আদেশ করা হবে (ফেরেশতাদেরকে)।

অতঃপর তাকে উপুড় করে টানতে টানতে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। অতঃপর এমন ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হবে যে নিজে দ্বীনি ইলম শিক্ষা করেছে এবং অপরকে তা শিক্ষা দিয়েছে এবং কুরআন শরীফ পড়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাকে প্রদত্ত নিয়ামতসমূহ স্মরণ করিয়ে দিবেন, সেও তা স্মরণ করবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাকে জিজ্ঞেস করবেন যে, এসব নেয়ামতের শুকরিয়া জ্ঞাপনের জন্য তুমি কি আমল করেছ উত্তরে সে বলবে, আমি এলম শিক্ষা করেছি এবং অপরকেও তা শিক্ষা দিয়েছি। আর তোমার সন্তুষ্টির জন্য কুরআন মাজীদ অধ্যয়ন করেছি।

মহান আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলেছ। তুমি এজন্য এলম অর্জন করেছ যে, যাতে তোমাকে আলেম বলা হয়, এবং এজন্য কুরআন অধ্যয়ন করেছ যাতে তোমাকে ক্বারী বলা হয়। আর তা (তোমার ইচ্ছানুযায়ী আলেম বা ক্বারী) তোমাকে বলাও হয়েছে। অতঃপর তার সম্পর্কে (ফেরেশতাদেরকে) আদেশ করা হবে। ফলে তাকে উপুড় করে টানতে টানতে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

এরপর এমন ব্যক্তির বিচার শুরু হবে যাকে আল্লাহ তা'আলা প্রচুর অর্থ-সম্পদ প্রদান করে বিত্তবান বানিয়েছেন। তাকে আল্লাহ বিভিন্ন প্রকারের সম্পদ প্রদান করেছেন। তারপর তাকে আনয়ন করা হবে। প্রথমে আল্লাহ তাকে তার প্রতি কৃত নিয়ামত স্মরণ করিয়ে দিবেন। সেও তা স্বীকার করে নেবে। তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে জিজ্ঞেস করবেন যে, এ সমস্ত নেয়ামতের কৃতজ্ঞতায় তুমি কি আমল করেছ? উত্তরে সে বলবে, যেসব ক্ষেত্রে ধনসম্পদ ব্যয় করা তুমি পছন্দ কর তার একটি পথও আমি হাতছাড়া করিনি। তোমার সন্তুষ্টির জন্য আমি সবটাতেই ধনসম্পদ ব্যয় করেছি। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তুমি মিথ্যা বলেছ; বরং তুমি এজন্য দান করেছিলে যে, তোমাকে দানবীর বলা হবে। আর দুনিয়াতে তা বলাও হয়েছে। অতঃপর (তার সম্পর্কে) ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হবে। নির্দেশানুযায়ী তাকে উপুড় করে টানা হবে, অবশেষে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। (সহীহাহ্ হা. ৩১১৮)

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহর কিতাবুল ইমারতে ১৫২; খাতীবে তাবরীযী মিশকাতুল মাসাবীহে ২০৫; ইমাম কুরতুবী তাঁর তাফসীর গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ১৮ পৃষ্ঠায়; হাকিম তাঁর মুসতাদরাকের ১ম খণ্ডের ১০৭ পৃষ্ঠায়, সুয়ুতী তাঁর জামউল জাওয়ামিয়ে হা: ৬৩৭৮; মুরতাদা যাবিদী ইতহাফু সাদাতিল মুত্তাকীনের ১০ম খণ্ডের ৪৫ পৃষ্ঠায়; মুনব্বীরা তাঁর আত-তারগীব ওয়াত-তারহীবের ১ম খণ্ডের ৬১ পৃষ্ঠায় এবং ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদে ভিন্ন শব্দে ২য় খণ্ডের ৩২২ পৃষ্ঠায় রিওয়ায়াত করেছেন।

৯৭১- عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ وَحُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَا: لَقَيْنَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، فَذَكَّرْنَا لَهُ الْقَدَرَ وَمَا يَقُولُونَ فِيهِ... فَذَكَرَ نَحْوَهُ^{১৯}، زَادَ: قَالَ: وَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِّنْ مُّزَيْنَةَ أَوْ جُهَيْنَةَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَيْتَا نَعْمَلُ؟ أَفِي شَيْءٍ قَدْ خَلَا أَوْ مَضَى، أَوْ فِي شَيْءٍ يُسْتَأْنَفُ الْآنَ؟ قَالَ: فِي شَيْءٍ قَدْ خَلَا وَمَضَى. فَقَالَ الرَّجُلُ أَوْ بَعْضُ الْقَوْمِ: فَفَيْمَ الْعَمَلِ! قَالَ: إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يُيَسِّرُونَ لِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ أَهْلَ النَّارِ يُيَسِّرُونَ لِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ. (الصحيح: ৩৫২১)

৯৯১. ইয়াহয়া ইবনু ইয়ামুর এবং হুমাইদ ইবনু আব্দুর রহমান (রা.) থেকে বর্ণিত। তারা বলেন: আমরা একদা আব্দুল্লাহ ইবনু ওমারের সঙ্গে সাক্ষাত করলাম। এরপর তার সঙ্গে কদর সম্পর্কে এবং এ ব্যাপারে তার মত কি তা নিয়ে আলোচনা করলাম। অতঃপর তিনি সরুপ উল্লেখ করলেন (যে রূপ সুনানে আবু দাউদে উল্লেখ করা হয়েছে) আরো বৃদ্ধি করে তিনি বলেন: মুয়াইনা কিংবা জুহাইনা গোত্রের জনৈক ব্যক্তি রাসূলকে জিজ্ঞেস করে বলল- ইয়া রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! তাহলে আমরা কোন বিষয়ে আমল করব? অতীতে যা হয়ে গেছে এবং যে ব্যাপারে ফায়সালা হয়ে গেছে তাতে না যা ভবিষ্যতে ঘটবে তাতে? রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ঐ বিষয়ে যা হয়ে গেছে এবং যে ব্যাপারে ফায়সালা হয়ে গেছে। অতঃপর জনৈক লোকটি কিংবা গোত্রের কতিপয় লোক বলল, তাহলে আমাদের কি ফায়দা? রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, নিশ্চয়ই জান্নাতীদের জন্য জান্নাতের আমল সহজ করে দেয়া হয় এবং জাহান্নামীদের জন্য জাহান্নামের আমল সহজ করে দেয়া হয়। (সহীহাহ্ হা. ৩৫২১)

হাদীসটি সহীহ।

^{১৯} আবু দাউদ হা. ৪৬৯৬ -তাজরীদকারক।

হাদীসটি ইমাম আবু দাউদ আস-সিজিস্তানী তাঁর সুনান গ্রন্থে কিতাবুস সুন্নাহে বাব নং ১৬ এবং হাকেম ইবনু আব্দুল বার তাঁর আত্-তামহীদ নামক গ্রন্থের ৬ষ্ঠ খণ্ডের ৭ পৃষ্ঠায় রিওয়াযাত করেছেন। এছাড়াও ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহ'র (১/২৯-৩০); এমনিভাবে ইবনু আবী আসিম তাঁর আস-সুন্নাহ কিতাবে (১/৫৭/১২৪)-এ রিওয়াযাত করেছেন। আর ইমাম আহমাদ আবু দাউদের তরীকে তাঁর মুসনাদের (১/২৭)-এ উল্লেখ করেছেন।

৯৭২- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مَرُّوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَنَازَةٍ فَأَثْنُوا عَلَيْهَا خَيْرًا، فَقَالَ: وَجَبَتْ. ثُمَّ مَرُّوا بِأُخْرَى فَأَثْنُوا شَرًّا، فَقَالَ: وَجَبَتْ. ثُمَّ قَالَ: إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ شُهَدَاءُ. (الصحيح: ২৭০)

৯৯২. আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহাবাগণ (জৈনৈক ব্যক্তির) জানাযা নিয়ে নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করল এবং মৃতব্যক্তির তারা খুব প্রশংসা করল রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (শুনে) বললেন- (এটা তার জন্য) অবধারিত হয়ে গেছে। এরপর অন্য আরেকটি জানাযা নিয়ে (তাঁর পাশ দিয়ে) তারা অতিক্রম করল এবং তার সমালোচনা করল। (এ কথা) শুনে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, (এটাও তার জন্য) অবধারিত হয়ে গেছে। এরপর বললেন, নিশ্চয়ই তোমাদের কতক কতকের বিপক্ষে সাক্ষী। (সহীহাহু হা. ২৬০০)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি আবু দাউদ আত্-তয়ালেসী তাঁর মুসনাদে হা: ২৩৮৮; আহমাদ তাঁর মুসনাদে (২/৪৬৬ ও ৪৭০); আবু দাউদ তাঁর সুনানের হা: ৩২৩৩ এবং নাসায়ী তাঁর সুনানে (২/২৭০); একাধিক তরুকে ইবরাহীম ইবনু আমিরের সানাদে আবু হুরাইরা (রা.) থেকে উল্লেখ করেছেন। ইবনু হিব্বান হা: ৭৪৮; ইবনু মাজাহ হা: ১৪৯২।

۹۹۳۔ عَنِ الثُّعْبَانِ بْنِ بَشِيرٍ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ الرَّقِيمَ فَقَالَ: إِنَّ ثَلَاثَةً كَانُوا فِي كَهْفٍ، فَوَقَعَ الْجَبَلُ عَلَى بَابِ الْكَهْفِ فَأَوْصَدَ عَلَيْهِمْ، قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ: تَذَاكُرُوا؛ أَيُّكُمْ عَمِلَ حَسَنَةً؛ لَعَلَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَرْحَمْتَهُ يَرْحَمُنَا! فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: قَدْ عَمِلْتُ حَسَنَةً مَرَّةً؛ كَانَ لِي أَجْرَاءُ يَعْمَلُونَ، فَجَاءَ عَمَلٌ لِي، فَاسْتَأْجَرْتُ كُلَّ رَجُلٍ مِنْهُمْ بِأَجْرِ مَعْلُومٍ، فَجَاءَ نِی رَجُلٌ ذَاتَ يَوْمٍ وَسَطَ النَّهَارِ، فَاسْتَأْجَرْتُهُ بِشَطْرِ أَصْحَابِهِ، فَعَمِلَ فِي بَقِيَّةِ نَهَارِهِ كَمَا عَمِلَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ فِي نَهَارِهِ كُلِّهِ، فَرَأَيْتُ عَلَيَّ فِي الدِّمَامِ أَنْ لَا أَنْقِصُهُ مِمَّا اسْتَأْجَرْتُ بِهِ أَصْحَابَهُ؛ لِمَا جِهَدَ فِي عَمَلِهِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: أُتْعِطِي هَذَا مِثْلَ مَا أُعْطِيتَنِي وَلَمْ يَعْمَلْ إِلَّا نِصْفَ نَهَارٍ؟ فَقُلْتُ: يَا عَبْدَ اللَّهِ! لَمْ أَبْخَسْكَ شَيْئًا مِنْ شَرْطِكَ، وَإِنَّمَا هُوَ مَا لِيَ أَحْكُمُ فِيهِ مَا شِئْتُ! قَالَ: فَغَضِبَ وَذَهَبَ، وَتَرَكَ أَجْرَهُ. قَالَ: فَوَضَعْتُ حَقَّهُ فِي جَانِبِ مَنْ الْبَيْتِ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ مَرَّتْ بِي بَعْدَ ذَلِكَ بَقْرٌ، فَاشْتَرَيْتُ بِهِ فَصِيلَةً مِّنَ الْبَقَرِ؛ فَبَلَغْتُ مَا شَاءَ اللَّهُ. فَمَرَّ بِي بَعْدَ حِينٍ شَيْخًا ضَعِيفًا لَا أَعْرِفُهُ، فَقَالَ: إِنَّ لِي عِنْدَكَ حَقًّا؛ فَذَكَّرْتُهُ حَتَّى عَرَفْتُهُ، فَقُلْتُ: إِيَّاكَ أَبْغَى، هَذَا حَقُّكَ، فَعَرَضْتُهَا عَلَيْهِ جَمِيعَهَا! فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ! لَا تَسْخَرْنِي! إِنْ لَمْ تَصُدِّقْ عَلَيَّ فَأَعْطِنِي حَقِّي، قُلْتُ: وَاللَّهِ! لَا أَسْخَرُ بِكَ؛ إِنَّمَا لِحَقِّكَ، مَا لِي مِنْهَا شَيْءٌ، فَدَفَعْتُهَا إِلَيْهِ جَمِيعًا، اللَّهُمَّ! إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ لَوَجْهِكَ؛ فَافْرُجْ عَنَّا! قَالَ: فَانْصَدَعَ الْجَبَلُ حَتَّى رَأَوْا مِنْهُ وَأَبْصَرُوا قَالَ الْآخَرُ: قَدْ عَمِلْتُ حَسَنَةً مَرَّةً؛ كَانَ لِي فَضْلٌ، فَأَصَابَتِ النَّاسَ شِدَّةٌ، فَجَاءَ ثِنْتِي

إِمْرَأَةً تَطْلُبُ مِنِّي مَعْرُوفًا، قَالَ: فَقُلْتُ: وَاللَّهِ مَا هُوَ دُونَ نَفْسِكَ! فَأَبَتْ عَلَيَّ فَذَهَبْتُ، ثُمَّ رَجَعْتُ فذَكَرْتُنِي بِاللَّهِ، فَأَبَيْتُ عَلَيْهَا وَقُلْتُ: لَا وَاللَّهِ مَا هُوَ دُونَ نَفْسِكَ! فَأَبَتْ عَلَيَّ وَذَهَبْتُ، فذَكَرْتُ لِرِزْوَجِهَا، فَقَالَ لَهَا: أَعْطِيهِ نَفْسَكَ، وَأَغْنِي عِيَالَكَ! فَرَجَعْتُ إِلَيَّ، فَنَاشَدْتُنِي بِاللَّهِ، فَأَبَيْتُ عَلَيْهَا، وَقُلْتُ وَاللَّهِ مَا هُوَ دُونَ نَفْسِكَ! فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ أَسْلَمَتْ إِلَيَّ نَفْسَهَا، فَلَمَّا تَكشَّفَتْهَا وَهَمَّ بِهَا، ارْتَعَدَتْ مِنْ تَحْتِي، فَقُلْتُ: مَا شَأْنُكَ؟! قَالَتْ: أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ! فَقُلْتُ لَهَا: خَفْتِيهِ فِي الشَّدَّةِ، وَلَمْ أَخَفْهُ فِي الرِّخَاءِ! فَتَرَكْتُهَا وَأَعْطَيْتُهَا مَا يَحِقُّ عَلَيَّ بِمَا تَكشَّفَتْهَا، اللَّهُمَّ! إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ لَوَجْهِكَ؛ فَافْرُجْ عَنَّا! قَالَ: فَانْصَدَعَ حَتَّى عَرَفُوا وَتَبَيَّنَ لَهُمْ. قَالَ الْآخَرُ: عَمِلْتُ حَسَنَةً مَرَّةً؛ كَانَ لِي أَبُوَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ، وَكَانَ لِي غَنَمٌ، فَكُنْتُ أُطْعِمُ أَبَوَيَّ وَأَسْقِيهِمَا، ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى غَنَمِي، قَالَ: فَأَصَابَنِي يَوْمٌ غَيْثٌ حَبَسَنِي، فَلَمْ أَبْرَحْ حَتَّى أَمْسَيْتُ، فَاتَيْتُ أَهْلِي، وَأَخَذْتُ مِحْلَبِي، فَحَلَبْتُ غَنَمِي قَائِمَةً، فَمَضَيْتُ إِلَى أَبَوَيَّ؛ فَوَجَدْتُهُمَا قَدْ نَامَا، فَشَقَّ عَلَيَّ أَنْ أُوقِظَهُمَا، وَشَقَّ أَنْ أَتْرُكَ غَنَمِي، فَمَا بَرِحْتُ جَالِسًا؛ وَمِحْلَبِي عَلَى يَدَيَّ حَتَّى أُيْقِظَهُمَا الصُّبْحُ فَسَقَيْتُهُمَا، اللَّهُمَّ! إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ لَوَجْهِكَ؛ فَافْرُجْ عَنَّا! قَالَ النُّعْمَانُ: لَكَأَنِّي أَسْمَعُ هَذِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ الْجَبَلُ: طَاقٌ؛ فَفَرَجَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَخَرَجُوا. (الصحيح: ٣٤٦٨)

৯৯৩. নুমান ইবনু বাশীর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি একদা রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাকীমবাসীদের আলোচনা করতে শুনলাম। তিনি বললেন:

তিনজন লোক পর্বতগুহায় (আশ্রয় নিয়ে) ছিল এরপর, একখানা পাথর পর্বতগুহায় খসে পড়ে তাদের গুহার মুখ বন্ধ করে দেয়। তাদের একজন বলল, তোমরা পরস্পরে স্মরণ কর দেখ তোমাদের কোন নেক আমল আছে কিনা? হতে পারে আল্লাহ তার রহমতের অসীলায় আমাদের উপর অনুগ্রহ করবেন (এবং এই পাথরের বিপদ থেকে মুক্তি দিবেন)।

অতঃপর তাদের একজন বলল: (হে আল্লাহ) আমি একবার নেক কাজ করেছিলাম। আমার অনেক মজুর ছিল যারা (আমার) কাজ করত। একদা কতিপয় মজুর আমার নিকট আসলে আমি তাদের প্রত্যেককে নির্দিষ্ট মজুরীর বিনিময়ে মজুর রেখেছিলাম। অতঃপর একদা দ্বিপ্রহরে জনৈক মজুর আমার নিকট আসলে অন্যান্য মজুরের অর্ধেক মজুরীতে আমি তাকে মজুর হিসেবে নিয়োগ দিলাম। অতঃপর অন্যান্য মজুররা যেভাবে পূর্ণ দিবস মজদুরী করল সেও তাদের মতো অর্ধদিবস মজদুরী করল। অতঃপর আমি মনে করলাম তার অন্যান্য সঙ্গীদেরকে যে মজুরীতে নিয়োগ দিয়েছি তাকেও তার চেয়ে কম দেব না, কারণ সে অত্যন্ত কষ্ট করেছে এমতাবস্থায় তাদের একজন বলে উঠল, আমাকে সে পরিমাণ মজুরী দিয়েছেন তাকেও কি সেই পরিমাণ মজুরীই দিবেন, অথচ সে অর্ধদিবস কাজ করেছে?

অতঃপর আমি বললাম, “আল্লাহর বান্দা আমি তোমার অংশে কোন কমতি করিনি; আর সম্পদ আমার আমি ইচ্ছেমতো তাতে হস্তক্ষেপ করব। এরপর লোকটি তার মজুরী না নিয়ে রেগে চলে গেল। (বিপদে পতিত) লোকটি বলল, এরপর আল্লাহর ইচ্ছেমতো তার হক আমি ঘরের একস্থানে (সংরক্ষণ করে) রেখে দিলাম। এরপর একদা আমার সম্মুখ দিয়ে গরু যেতে দেখে। আমি একটি গোবৎস ক্রয় করলাম। আল্লাহর ইচ্ছায় গোবৎসটি বড় হলো।

অতঃপর অনেকদিন পর আমার সম্মুখ দিয়ে অপরিচিত দুর্বল এক বৃদ্ধ অতিক্রম করল এবং বলল, তোমার নিকট আমার কিছু পাওনা আছে। সে আমাকে তা স্মরণ করিয়ে দিলে আমার তা মনে পড়ে যায়। আমি বললাম, আমি তোমাকেই খোঁজছি, এই নাও তোমার পাওনা এবং (এ বলে) তার সকল পাওনা তার নিকট পেশ করলাম। সে বলল, হে আল্লাহর বান্দা!

তুমি কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছ? যদি মিথ্যা বল তবে আমাকে আমার পাওনা ফিরায়ে দাও। (উত্তরে) আমি বললাম, আল্লাহর কসম! আমি তোমার সঙ্গে ঠাট্টা করছি না, এটাই তোমার পাওনা। এতে আমার কোন অংশ নেই। অতঃপর তার সকল (হক) পাওনা আমি তাকে দিয়ে দিলাম। হে আল্লাহ! আমি যদি তোমারই সন্তোষ লাভের জন্য এ কাজ করে থাকি, তবে আমাদেরকে এ বিপদ থেকে মুক্তি দাও। তারপর ঐ পাথরটি কিছুটা সরে গেল। ফলে তারা সেখান থেকে (বাহিরের আলো) দেখতে পেলো।

একজন বলল, আমি একবার নেক কাজ করেছিলাম। আমার (আর্থিক) স্বচ্ছলতা ছিল—লোকেরা তখন ছিল দুর্ভিক্ষে। একদা জনৈক মহিলা আমার নিকট এসে কিছু সাহায্য চাইল। অতঃপর আমি তাকে বললাম, আল্লাহর কসম আমি এটা (সাহায্য) কেবল তোমার বিনিময়েই (তোমাকে) দিতে পারি। মেয়েটি অস্বীকার করে চলে গেল। এরপর ফিরে এসে আমাকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিল। আমি তার কথা মানতে অস্বীকার করলাম এবং বললাম না, আল্লাহর কসম এটা কেবল তুমি তোমার বিনিময়েই পেতে পার। (পূর্বের ন্যায় এবারো) মহিলাটি এ কাজ করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে চলে গেল এবং তার স্বামীকে গিয়ে (ঘটনাটি খুলে) বলল। স্বামী তাকে বলল, তাকে তোমার দেহ দিয়ে হলেও তোমার পরিবারকে বাঁচাও।

মহিলাটি আবার আমার নিকট আসল এবং আল্লাহর শপথ দিয়ে সাহায্য চাইল। আমি (তা) অস্বীকার করে বললাম, আল্লাহর কসম এটা তোমার বিনিময় ব্যতীত আমি দেব না। মহিলাটি এ অবস্থা দেখে রাজী হয়ে গেল। এরপর আমি যখন তাকে বিবস্ত্র করে তার সঙ্গে অপকর্ম করার ইচ্ছা করলাম তখন মহিলাটি আমার নিচে (আল্লাহর ভয়ে) কাঁপতে লাগল। আমি বললাম, তোমার কি হয়েছে? মহিলাটি বলল, আমি দোজাহানের প্রভু আল্লাহকে ভয় করি। অতঃপর আমি তাকে বললাম, তুমি যদি দুর্ভিক্ষে আল্লাহকে ভয় করতে পারো আমি কি স্বচ্ছলতায় তাকে ভয় করতে পারব না! অবশেষে আমি তাকে ছেড়ে দিলাম এবং তাকে বিবস্ত্র করার কারণে সে আমার নিকট যা পাওনা তা তাকে দিয়ে দিলাম।

হে আল্লাহ! আমি যদি এ কাজ তোমারই সন্তোষ লাভের জন্য করে থাকি, তাহলে তুমি আমাদের এ বিপদ দূর করে দাও। তিনি বলেন, এতে পাথর আরো কিছুটা সরে গেল ফলে তারা চিনতে পারল এবং পথও তাদের নিকট স্পষ্ট হয়ে গেল (কিন্তু তাতেও তারা বের হতে পারল না)।

অন্যজন (তৃতীয়জন) বলল, আমিও একবার নেক কাজ করেছিলাম আমার পিতামাতা ছিলেন অত্যাধিক বৃদ্ধ। আর আমার ছিল (কয়েকটি) ছাগল। আমি আমার পিতামাতাকে প্রতিদিন খাবার ও দুধ পান করাতাম। এরপর আমি (ও আমার পরিবার) ছাগলের দুধপান করতাম। একদা বৃষ্টির দিন (বৃষ্টির কারণে) আমি যথাসময়ে বাড়ি পৌঁছতে পারলাম না। এমনকি বাড়ি ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। আমি আমার পরিবারের নিকট ফিরে এসে দুধ দোহনের পাত্র নিয়ে ছাগলের দুধ দোহন করলাম। অতঃপর পিতামাতার নিকট এসে দেখি তারা ঘুমিয়ে পড়েছেন। তখন তাদেরকে জাগিয়ে তোলা আমি পছন্দ করলাম না। আবার ছাগলের দুধ দোহন না করাকেও পছন্দ করলাম না। কাজেই আমি দুধের পেয়ালা হাতে নিয়ে তাদের জাগ্রত হওয়ার অপেক্ষায় বসে রইলাম।

হে আল্লাহ! আমি যদি এ কাজটি তোমারই সন্তুষ্টি লাভের জন্য করে থাকি তাহলে আমাদেরকে এ বিপদ থেকে মুক্তি দাও। নু'মান ইবনু বাশীর (রা.) বলেন, আমি কেমন যেন (আজও) রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনছি যে, তিনি বলছেন পর্বত (ছিল) ধনুক (সাদৃশ্য)। অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে বিপদ থেকে মুক্তি দিলেন (এবং পাথর সম্পূর্ণ সরে গেল) এবং তারা সকলে (হেঁটে) বের হয়ে গেল। (সহীহাহ্ হা. ৩৪৬৮)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল মুসনাদের ৪র্থ খণ্ডের ২৭৪ পৃষ্ঠায়; হাফিয় নুরুদ্দীন হাইসামী মাজমাউয যাওয়াইদের ৮ম খণ্ডের ১৪০ পৃষ্ঠায় এবং হাফিয় আবু নুঈঈম আসবাহানী হিলইয়াতুল আওলিয়ায়র ৪র্থ খণ্ডের ৭৯ পৃষ্ঠায় রিওয়ায়াত করেছেন। তবে এই হাদীসটি এই অর্থে ভিন্ন ভিন্ন শব্দে বর্ণিত হয়েছে। খাতীবে বাগদাদী তাঁর তারীখে বাগদাদের ৬ষ্ঠ খণ্ডের ২৮, ২০৮ পৃষ্ঠা এবং হাফিয় জালালুদ্দীন সুয়ূতী তাঁর আদুরররুল মানসুরের ৪র্থ খণ্ডের ২১২ পৃষ্ঠায় ভিন্ন শব্দে রিওয়ায়াত করেছেন।

৯৭৬- عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الدَّجَالَ يَطْوِي الْأَرْضَ كُلَّهَا إِلَّا مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ. فَيَأْتِي الْمَدِينَةَ فَيَجِدُ بِكُلِّ نُقْبٍ مِّنْ أَنْقَابِهَا صُفُوفًا مِّنَ الْمَلَائِكَةِ. فَيَأْتِي سَبْخَةَ الْجُرُفِ. فَيَضْرِبُ رِوَاقَهُ. ثُمَّ تَرَجُّفُ الْمَدِينَةُ ثَلَاثَ رَجَفَاتٍ. فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ كُلُّ مُنَافِقٍ وَمُنَافِقَةٍ. (الصحيح: ৩০৮৬)

৯৯৪. আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয়ই দাজ্জাল মক্কা-মদীনা ব্যতীত সমগ্র পৃথিবী বিচরণ করবে। অতঃপর সে যখন মদীনায় আসবে তখন মদীনার প্রতিটি অলিগলিতে ফেরেশতাদের সারি দেখতে পাবে। অতঃপর সে স্রোতে ভাঙ্গা নদীর পারের শেওলা পড়া নোনা ভূমিতে এসে তার করিডোরে আঘাত করবে। এরপর মদীনা তিনবার প্রকম্পিত হবে। ফলে প্রত্যেক মুনাফিক নারী-পুরুষ তার নিকট বের হয়ে আসবে। (সহীহাঃ হা. ৩০৮৪)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি হাফিয জালালুদ্দীন সুয়ুতী তাঁর তাফসীর গ্রন্থ আদদুরুল মানসুরের ৫ম খণ্ডের ৩৫৫ পৃষ্ঠায় হাফিয আবু বাকার ইবনু আবী শাইবা তাঁর মুসান্নাফ গ্রন্থের ১৫শ খণ্ডের ১৪৩ পৃষ্ঠায় রিওয়াযাত করেছেন। তবে এই হাদীসটি অনুরূপ অর্থে ভিন্ন শব্দে বিভিন্ন কিতাবে বর্ণিত হয়েছে।

তাছাড়া আহমাদ ইবনু হাম্বল তাঁর মুসনাদের ৩য় খণ্ডের ৭৯, ৯৮ পৃষ্ঠায় অন্য শব্দে হাদীসটি রিওয়াযাত করেছেন।

৯৭০- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الرَّقِّي. قَالَ: إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي تَرْضَعُ وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمَلَ. فَقَالَ: النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مَا قَدَّرَ فِي الرَّحِمِ سَيَكُونُ. (الصحيح: ১০২২)

৯৯৫. আবু সাঈদ আয্য়ুরাকী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আযল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন এবং বললেন, আমার স্ত্রী শিশুকে দুধপান করায় (সুতরাং) তার গর্ভবতী হওয়াকে এখন আমি অপছন্দ করি আমার জন্য (এমনটি করা কি ঠিক হবে)? অতঃপর (উত্তরে) নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, গর্ভাশয়ে (পূর্ব থেকে) যা সুনির্ধারিত তা ঘটবেই। (সহীহাহ্ হা. ১০৩২)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম নাসায়ী তাঁর সুনানে (২/৮৫); ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদে (৩/৪৫০) শুবার সূত্রে আবু সাঈদ যুরাকী থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। মুসলিম তাঁর সহীহর (৪/১৫৯); আবু দাউদ হা: ২১৭০-২১৭১-তেও ভিন্ন সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

তবে সাহাবী আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে একটি ভিন্ন রিওয়ায়াত রয়েছে যা ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহর (৪/১৫৯); নাসায়ী তাঁর সুনানের (২/৮৪-৮৫); ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদের (৩/১১) আব্দুর রহমান ইবনু বাশার-এর তরীকে রিওয়ায়াত করেছেন।

৯৯৬. عَنْ قَيْسِ بْنِ السَّكِينِ الْأَسَدِيِّ قَالَ : دَخَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى امْرَأَتِهِ فَرَأَى عَلَيْهَا حِرْزًا مِّنَ الْحُمْرَةِ، فَقَطَعَهُ قَطْعًا عَنِيقًا. ثُمَّ قَالَ: إِنَّ أَلَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الشِّرْكِ أَغْنِيَاءُ. وَقَالَ: كَانَ مِمَّا حَفِظْنَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الرِّفَى وَالتَّمَائِمَ وَالتَّوَلَةَ شِرْكَ. (الصحيح: ২৭৭২)

৯৯৬. কাইস ইবনুস সাকান আল-আসাদী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা.) (একদিন) তার স্ত্রীর নিকট গিয়ে তার গায়ে লাল বর্ণের তাবিজ দেখতে পেলেন। অতঃপর তিনি টান দিয়ে তাবিজটি ছিঁড়ে ফেললেন। এরপর বললেন, আব্দুল্লাহর পরিবার শিরক থেকে পবিত্র এবং বললেন, আমরা নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মুখস্ত করেছি যে, নিশ্চয়ই ঝাড়ফুক তাবিজ এবং যাদুমন্ত্র শিরক (এর অন্তর্ভুক্ত)। (সহীহাহ্ হা. ২৯৭২)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম হাকিম তাঁর আল-মুসতাদরাকে (৪/২১৭) আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহর সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন এবং হাদীসটিকে সহীহুল ইসনাদ বলেছেন। হাফিয যাহাবী এক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গ দিয়েছেন।

আমি (আলবানী) বলব: তাঁরা উভয়ে যেমনটি বলেছেন **إِنَّ شَاءَ اللَّهُ** এমনটিই হবে। কারণ, উবাইদুল্লাহ ইবনু মুসা পর্যন্ত সনাদটির সকল রাবীই সহীহর রাবী। তবে, মাইসারা ইবনু হাবীব সহীহর রাবী নন। তিনি সিকাহ। আর তাঁর ইসনাদ ও মাতানে মুখালাফাত রয়েছে।

৯৭৭- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ثَلَاثٌ سَيَعُثُهُنَّ لِبَنِي تَيْمِيمٍ مِّنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ لَا أَبْغَضُ بَنِي تَيْمِيمٍ بَعْدَهُنَّ أَبَدًا: كَانَ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا نَذْرٌ مُحَرَّرٌ مِّنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ، فَسَبَى سَبْيٌ مِّنْ بَنِي الْعَنْبَرِ، فَلَمَّا جِيَءَ بِذَلِكَ السَّبْيِ، قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ سَرَّكَ أَنْ تَفِي بِنَذْرِكَ؛ فَأَعْتَقِي مُحَرَّرًا مِّنْ هَؤُلَاءِ. وَقَالَ: فَجَعَلَهُمْ مِّنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ. وَجِيَءَ بِنَعَمٍ مِّنْ نَّعَمِ الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا رَأَاهُ رَاعَاهُ حَسَنَةً قَالَ: فَقَالَ: هَذَا نَعَمٌ قَوْمِي، فَجَعَلَهُمْ قَوْمَهُ، قَالَ: وَقَالَ: هُمْ أَشَدُّ قِتَالًا فِي الْمَلَا حِمٍ. (الصحيح: ৳১১৬)

৯৯৭. আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বনু তামীমের ব্যাপারে আমি তিনটি কথা শুনেছি। এরপর থেকে আমি আর কখনো বনু তামীমের সঙ্গে শত্রুতা রাখবো না। আয়িশা (রা.) ইসমাঈল 'আলাইহিস সালামের বংশধরদের একজন গোলাম আযাদ করার মান্নত করেছিলেন। অতঃপর বনুল আনরার এবং কতিপয় লোক বন্দী হলে যুদ্ধবন্দীদেরকে যখন (রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট) নিয়ে আসা হয়। তখন রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়িশাকে বললেন, তুমি তোমার মান্নত পূর্ণ করতে চাইলে এসব যুদ্ধবন্দীদের যে কাউকে আযাদ কর।

আবু হুরাইরা বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! তাদেরকে ইসমাঈল 'আলাইহিস সালামের বংশধরদের দলভুক্ত করলেন এবং (রাসূলের নিকট যখন) সদকার উটসমূহ থেকে একটি উট আনা হলো তখন রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উট ও তার সৌন্দর্য্য দেখে অভিভূত হলেন। বর্ণনাকারী আবু হুরাইরা বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটা আমার সম্প্রদায়ের উট এবং বনু তামীদেরকে তার সম্প্রদায়ের দলভুক্ত করলেন। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন যে, “তারা (বনু তামীম) যুদ্ধ ময়দানে সর্বাধিক লড়াইকারী”। (সহীহাহ্ হা. ৩১১৪)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহর (৭/১৮১); বাইহাকী তাঁর সুনােনর (৯/৭৫)-এ মাসলামা ইবনু আল-কমাহ আল-মায়িনী-এর সূত্রে আবু হুরাইরাহ (রা)-এর সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন।

এছাড়াও হাদীসটি হাফিয় আবু বাক্র আহমাদ ইবনু হুসাইন আল-বাইহাকী তাঁর আস-সুনানুল কুবরার ৯ম খণ্ডের ৭৫ পৃষ্ঠায় এবং হাফিয় আবু আব্দুল্লাহ হাকিম আন-নাইসাবুরী তাঁর মুসতাদরাক আলাস সহীহাইনের ৮ম খণ্ডের ৮৪ পৃষ্ঠায় রিওয়ায়াত করেছেন। আর ইমাম হাকীম বলেন, হাদীসটি মুসলিমের শর্তে সহীহ।

৭৭৮- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ آيَسَ أَنْ يُعْبَدَ بِأَرْضِكُمْ هَذِهِ وَلَكِنَّهُ قَدْ رَضِيَ مِنْكُمْ بِمَا تُحَقِّقُونَ. (الصحيح: ২৭৩০)

৯৯৮. আবু হুরাইরা (রা.) নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, শয়তান তোমাদের এ ভূমিতে (তার) উপাসনা করা থেকে নিরাশ হয়ে গেছে। তবে তোমরা যে অবজ্ঞা কর তাতে সে তোমাদের উপর সন্তুষ্ট। (সহীহাহ্ হা. ২৬৩৫)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদের (২/৩৬৮)-তে মুআবিয়াহ এর সানাদে আবু হুরাইরা থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: হাদীসটি সহীহ এবং এর সকল রাবী সিকাহ ও শাইখাইনের রাবী। হাদীসটির মুতাবাআত পাওয়া যায় যা আবু হামযা আ'মাশ থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। তাছাড়া বাইহাকী তাঁর শু'আবুল ইমানের (২/৩৮৩/২-৩৮৪/১)-তে উল্লেখ করেছেন এবং এর সানা দটিও সহীহ।

৯৯৭- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ مَرْفُوعًا: إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيْسَأَنَ يَعْبُدُهُ الْمُصَلُّونَ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَلَكِنْ فِي التَّجْرِيشِ بَيْنَهُمْ. (الصحيح: ১৬০৮)

৯৯৯. জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ আল-আনসারী (রা.) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত। নিশ্চয়ই শয়তান নিরাশ হয়ে গেছে আরব উপদ্বীপে মুসল্লীদের তার উপাসনা করা থেকে তবে তাদের মাঝে প্ররোচনা দানের ব্যাপারে নয়।

(সহীহাহু হা. ১৬০৮)

হাদীসটি সহীহ।

ইমাম মুসলিম তাঁর 'সহীহর' (৮/১৩৮); তিরমিযী তাঁর সুনানের (৩/১২৭); আহমাদ তাঁর আল-মুসনাদে (৩/৩১৩) এবং আবু ইয়াল্লা তাঁর মুসনাদে (২/৬০৯) রিওয়ায়াত করেছেন।

ইমাম তিরমিযী বলেন: হাদীসটি হাসান। আর আমি (আলবানী) বলব: আগত সূত্রের কারণে হাদীসটি সহীহ।

১০০- عَنْ سُبْرَةَ بْنِ أَبِي فَاكِهٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ الشَّيْطَانَ قَعَدَ لِابْنِ آدَمَ بِأَطْرَقَةٍ، فَقَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ: تُسَلِّمُ وَتَذَرُ دِينَكَ وَدِينَ آبَائِكَ وَآبَاءِ أَبِيكَ؟! فَعَصَاهُ فَأَسْلَمَ، ثُمَّ قَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْهَجْرَةِ، فَقَالَ: تَهَاجِرُ وَتَدْعُ أَرْضَكَ وَسَبَاءَكَ، وَإِنَّمَا مَثَلُ الْمُهَاجِرِ كَمَثَلِ الْفَرَسِ فِي الطَّوْلِ؟! فَعَصَاهُ فَهَاجَرَ، ثُمَّ قَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْجِهَادِ، فَقَالَ: تُجَاهِدُ فَهُوَ جُهْدُ النَّفْسِ وَالْمَالِ، فَتُقَاتِلُ فَتُقْتَلُ، فَتَنْكَحُ الْمَرْأَةَ، وَيُقَسِّمُ

الْبَالُ؟! فَعَصَاهُ فَجَاهَدَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَدْخُلَهُ الْجَنَّةَ. وَمَنْ قَتَلَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَدْخُلَهُ الْجَنَّةَ. وَإِنْ غَرِقَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَدْخُلَهُ الْجَنَّةَ. أَوْ وَقَصَّتْهُ دَابَّتُهُ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَدْخُلَهُ الْجَنَّةَ. (الصحيح: ২৭৭৭)

১০০০. সাবুরা ইবনু আবু ফাকিহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, নিশ্চয়ই শয়তান বনী আদমকে বিভ্রান্ত করার জন্য অনেকগুলো পথ বেছে নিয়েছে। তার জন্য বেছে নিয়েছে ইসলামের পথকে। সে (বনী আদমকে) বলে, তুমি ইসলাম গ্রহণ করবে আর তোমার বাপ-দাদার ধর্ম ছেড়ে দিবে?

অতঃপর বনী আদম তার অবাধ্য হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে। এরপর (তাকে বিভ্রান্ত করার জন্য) সে (শয়তান) হিজরতের পথকে বেছে নিয়েছে। সে বলে (হে বনী আদম!) তুমি হিজরত করবে এবং নিজের ভিটাবাড়ী ও সমাজ ছেড়ে চলে যাবে, দীর্ঘতার ক্ষেত্রে মুহাজীরের দৃষ্টান্ততো ঘোড়ার মতো (সুতরাং হিজরত করে কি লাভ)?

অতঃপর সে (বনী আদম) তার অবাধ্য হয়ে হিজরত করে। অতঃপর (তাকে বিভ্রান্ত করার জন্য) সে (শয়তান) জিহাদের পথকে বেছে নিয়েছে। সে (বনী আদমকে) বলে, তুমি জিহাদ করবে, জিহাদতো নফসকে কষ্ট দেয়া ও মাল-সম্পদ ব্যয় করাকে বলে। এরপর তুমি লড়াই করে মারা যাবে, তোমার স্ত্রীকে বিবাহ করা হবে এবং সম্পদ বণ্টন করা হবে? অতঃপর সে (বনী আদম) তার বিরোধিতা করে এবং জিহাদ করে।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যে এমনটি করবে (এবং শয়তানের অবাধ্য হবে) তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো আল্লাহর উপর ওয়াজিব এবং যে (আল্লাহর রাস্তায়) নিহত হয় তাকেও জান্নাতে প্রবেশ করানো আল্লাহর উপর ওয়াজিব। সে যদি পানিতে ডুবে মারা

যায় তবুও আল্লাহর উপর ওয়াজিব হলো তাকে জান্নাতে প্রবেশ করান কিংবা তার সাওয়ারী যদি তাকে আঘাত দেয় (এবং এর কারণে সে মারা যায়) তবুও আল্লাহর উপর ওয়াজিব হলো তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো। (সহীহাহ্ হা. ২৯৭৯)

হাদীসটি সহীহ।

হাদীসটি ইমাম বুখারী তাঁর 'তারীখে কবীরে' (২/২/১৮৭-১৮৮); নাসাঈ সুনানে (২/৫৮); ইবনু হিব্বান সহীহর ৩৮৫/১৬০১; বাইহাকী শু'আবে (৪/২১/৪২৪৬) ইবনু আবী শাইবা মুসান্নাফের (৫/২৯৩) এ তাবারানী আল-মু'জামুল কাবীরে (৭/১৩৮) এবং আহমাদ মুসনাদে (৩/৪৮৩); আবু উকাইলের তরীকে উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলব: সানাদটি ভালো এবং এর সকল রাবী সিকাহ।

আতিফা পাবলিকেশন্স

[একটি ইসলামি সৃজনশীল প্রকাশনা]

৩৪, নর্থ-ব্রুক হল রোড (২য় তলা), জুবিলী স্কুল এন্ড কলেজের
বিপরীত পার্শ্বে, বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০

১১, ১১/১, পি.কে. রায় রোড, ইসলামি টাওয়ার (৪র্থ তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা। ফোন: ০১৭ ৪৫৬ ৩৯৫ ৮৮

আমাদের প্রকাশিত ও পরিবেশিত বইসমূহ

১. সিলসিলাতুল আহাদীসুস সহীহাহ্ (১ম খণ্ড)
২. সিলসিলাতুল আহাদীসুস সহীহাহ্ (২য় খণ্ড)
৩. হিসনুল মুসলিম- মূল: সাঈদ ইবনে আলী আল-কাহতানী, ভাষান্তর: আবু আকীব
৪. জান্নাতের বর্ণনা- মূল: মুহাম্মাদ ইকবাল কিলানী
৫. জাহান্নামের বর্ণনা- মূল: মুহাম্মাদ ইকবাল কিলানী
৬. কবরের বর্ণনা- মূল: মুহাম্মাদ ইকবাল কিলানী
৭. কতিপয় হারাম বস্তু যা অনেকে তুচ্ছ মনে করে তা থেকে সতর্কতা অপরিহার্য
৮. রাসূল (স)-এর নামায বনাম নামাযে প্রচলিত ভুল
৯. যঈফ রিয়াদুস সলিহীন- সংকলক: কামরুল হাসান বিন আ. মাজিদ
১০. রসূলুলাহ (স) মাটির তৈরী মানুষ- সংকলক: ঐ
১১. সহীহ হাদীসের আলোকে রফ'উল ইয়াদাইন- সংকলক: ঐ
১২. আদাবুয যিফাফ বা বাসর রাতের আদর্শ- মূল: শাইখ নাসিরুদ্দীন আলবানী (র)
১৩. হুকুম বি-গয়রি মা-আনঝালাল্লাহ- সংকলক: কামাল আহমাদ
১৪. ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ ও মাসায়েলে সাকতা- ঐ
১৫. কবীরা গুনাহগার মুমিন কি চিরস্থায়ী জাহান্নামী? -সংকলক: ঐ
১৬. কুরআন ও বর্তমান মুসলমান- এ.কে.এম. ওয়াহিদুজ্জামান
১৭. বিষয়ভিত্তিক আয়াত ও হাদীস- সম্পাদনা: মুজীবুর রাহমান সালাফী এম.এম
১৮. রাসূল (স)-এর ঘরে একদিন- মূল: আব্দুল মালিক আল-কাসেম

এখন প্রকাশের অপেক্ষায়

১. সহীহ পূর্ণাঙ্গ অযীফা ও যিক্র- সংকলক: আবু আকীব
২. সহীহ পূর্ণাঙ্গ মাকসুদুল মু'মিনীন- সংকলক: আবু আকীব

প্রয়োজনে: ০১৭ ৪৫৬ ৩৯৫ ৮৮

সিলসিলাতুল আহাদীসুস সহীহাহ্ [দ্বিতীয় খণ্ড]

মূল
আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী
(রহিমাতুল্লাহ)

তাজরীদ
আবু উবাইদাহ মশহুর ইবনু
হাসান আল-সালমান



আতিফা পাবলিকেশন্স

৩৪, নর্থ-ব্রুক হল রোড (২য় তলা), বাংলাবাজার
ঢাকা। ফোন: ০১৭-৪৫৬-৩৯৫-৮৮